Contents

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূরা হিজর, সূরা আন-নাহ্ল, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা আল-কাহাফ)

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর (ষষ্ঠ খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রসঙ্গের আওতায় প্রকাশিত]
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭৪
ইফা প্রকাশনা : ১৯৯০/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0574-7

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০০

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৩৯৫.০০ (তিন শত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র

TAFSIRE IBNE KASIR (6th Volime) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismil Ibne Kasir (Rh) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation. Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March : 2014

Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com

Price: Tk. 395.00; US Dollar : 16.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনোও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াস এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে

আর কোন গ্রন্থেই তাফসীর ইব্‌ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারুক। গ্রন্থটির ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এরবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশণার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসরি গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফক দিন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা হিজর

সূরা আন-নাহ্ল

সূরা বনী ইসরাঈল

Contents

সূরা আল-কাহাফ

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ষষ্ঠ খণ্ড

সূরা-আল হিজ্‌র

মক্কী ৯৯ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ٥

(٢) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ٥

(٣) ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ٥

১. আলিফ-লা-ম-রা এইগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের সুস্পষ্ট কুরআনের।

২. কখনও কখনও কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে তাহারা যদি মুসলিম হইত!

৩. উহাদিগকে ছাড়—যাইতে থাকুক ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক- পরিণামে উহারা বুঝিবে।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অত্র আয়াতের মাধ্যমে কাফিররা যে তাহাদের 'কুফর' এর কারণে অনুতপ্ত হইবে এবং পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সৎকাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে আল্লাহ সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আল্লামা সুদ্দী (র) তাহার তাফসীরের মধ্যে মুশহূর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদিগকে যখন দোযখের সম্মুখীন করা হইবে তখন তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে, হায়! যদি তাহারা মুসলমান হইত। কেহ কেহ বলেন, সমস্ত কাফিরই তাহার মৃত্যুকালে মুমিন হইবার

আকাঙ্ক্ষা করিবে। অত্র আয়াতে ইহাই বুঝান হইয়াছে কেহ কেহ বলিয়াছেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। যেমন- অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَوتَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

যদি আপনি কাফিরদিগকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন, যখন তাহাদিগকে দোযখের উপর দন্ডায়মান করা হইবে এবং অহারা বলিবে হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করা হইত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিতাম না আর খাঁটি মু'মিন হইয়া যাইতাম।

সুফিয়ান সাওরী (র)....হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে رُبَمَا يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন। এই আয়াতটি জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা যখন অন্যান্য লোককে দোযখ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায় যদি তাহারা মুসলমান হইত। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে رُبَمَا يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন মুসলমান অপরাধীদিগকেও মুশরিকদের সহিত জাহান্নামে আটক করিয়া রাখিবেন তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা যে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিয়াছিলে উহাতো কোন উপকারে আসিল না। তাহাদের এই উক্তিতে আল্লাহ রাগান্বিত হইবেন এবং মুসলমানদিগকে অনুগ্রহপূর্বক দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। তখন মুশরিক ও কাফিররা বলিবে হায়, তাহারাও যদি মুসলমান হইত। আব্দুর রায্যাক (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বলেন, দোযখীরা তাওহীদ-পন্থিদিগকে বলিবে, তোমাদের ঈমানের লাভটা কি হইল? তাহাদের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ফিরিশ্তাদিগকে বলিবেন, যাহাদের অন্তরে ধুলিকণা পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির কর। এই সময়ের প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, رُبَمَا يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ যাহ্হাক, কাতাদাহ, আবুল আলীয়াহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনেক মারফূ' হাদীসও এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাসেম তাবরানী (র)....আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

যাহারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক তাহাদের গুনাহর কারণে দোযখে প্রবেশ করিবে, তখন লাত ও উয্যা-এর উপাসকরা বলিবে, "তোমাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো আজ কোন উপকার করিতে পারিল না। তোমরাও তো আজ আমাদের সহিত দোযখেই অবস্থান করিতেছ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া "নহরে হায়াত" এ ধৌত করাইবেন এবং চন্দ্র যেমন গ্রহণ শেষে পুনরায় উজ্জ্বল ও আলোকময় হয়, অনুরূপভাবে তাহারাও উজ্জ্বল হইবে। এবং তাহারা "জাহান্নামী নামে পরিচিত হইবে।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আনাস আপনি কি নিজেই ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিয়াছেন! তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখকে তাহার ঠিকানা করিয়া লয়।" এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া তাবরানী বলেন, হাদীসটি শুধু "জাহবায" (র) বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্বিতীয় হাদীস) আল্লামা তাবরানী (র) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র) .... তিনি হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন দোযখবাসীরা দোযখে সমবেত হইবে এবং তাহাদের সহিত কিছু আহলে কিবলা মুসলমানও তথায় প্রবেশ করিবে তখন মুসলমানদিগকে কাফিররা বলিবে, তোমরা মুসলমান ছিলে নয় কি? তাহারা উত্তর করিবে, হাঁ, কাফিররা বলিবে, তোমাদের ইসলাম কি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই? আর আমাদের সাথেই যে তোমরা দোযখে প্রবেশ করিয়াছ? তাহারা বলিবে আমরা মুসলমান হইয়াও অনেক গুনাহে লিপ্ত হইয়াছিলাম সেই কারণেই আমরা শাস্তিতে গ্রেফতার হইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই আলোচনা শ্রবণ করিয়া মুসলমানদিগকে দোযখ হইতে বাহির হইবার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর তাহারা বাহির হইয়া যাইবে তখন দোযখে অবস্থানরতঃ কাফিররা বলিবে, হায়! আজ যদি আমরা মুসলমান হইতাম তবে আমরাও তাহাদের ন্যায় বাহির হইয়া যাইতাম। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পড়িলেন, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ইবনে আবূ হাতিম (র) খালেদ ইবনে নাফি' (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহার সহিত بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও যোগ করিয়াছেন। (তৃতীয় হাদীস) আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, মূসা ইবনে হারূন (র) .... সালিহ ইবনে শরীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি আবূ সায়ীদ খুদরী

(রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, শুনিয়াছি তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু মু'মিন লোককে তাহাদের শাস্তি ভোগ করিবার পর দোযখ হইতে বাহির করিবেন। যখন মুশরিকদের সহিত তাহাদিগকেও দোযখে দাখিল করিবেন তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা না বলিতে যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু! এখন কি হইল যে তোমরাও আমাদের সহিত দোযখের বাসিন্দা হইয়াছ। আল্লাহ তখন তাহাদের এই বিদ্রূপমূলক কথা শুনিতে পাইবেন, তখন তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও মু'মিন বান্দাগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন। অবশেষে তাহারা আল্লাহর হুকুমে দোযখ হইতে বাহির হইবে। যখন মুশরিকরা তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়। যদি আমরা তাহাদের মত হইতাম তবে আমরা তাহাদের সহিত বাহির হইতে পারিতাম। তিনি বলেন, رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ -এর মধ্যে এই কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মুখমন্ডল কাল হইবার কারণে তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে জাহান্নামী নামে স্মরণ করা হইবে। তখন তাহারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই নামের কলংক মুছিয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিবেন। অতঃপর তাহারা বেহেশতের নহরে গোসল করিবে এবং তাহাদের এই নাম মুছিয়া যাইবে। রাবী বলেন, অতঃপর আবূ উসামাহ (র) স্বীকার করিলেন যে, হাঁ, আবূ রওক (র) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। (চতুর্থ হাদীস) ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন (রা) .... মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা ইহতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও হইবে যে, আগুন তাহার হাঁটু পর্যন্ত ধরিবে। কেহ কেহ এমন হইবে যে আগুন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে আর কেহ কেহ এমনও হইবে তাহার গলা পর্যন্ত আগুন জ্বলিতে থাকিবে। তাহাদের গুনাহ ও তাহাদের আমল অনুযায়ী এই পার্থক্য হইবে। তাহাদের কেহ কেহ এমন হইবে যে, তাহারা এক মাস যাবৎ দোযখে অবস্থান করিবে। তাহার পর বাহির হইয়া আসিবে। আবার কেহ এক বছর কাল অবস্থান করিয়া বাহির হইবে। কিন্তু তাহাদের সর্বাধিক দীর্ঘকাল যে তথায় অবস্থান করিবে তাহার সময় হইবে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাদিগকে দোযখ হইতে মুক্তি দানের ইচ্ছা করিবেন তখন ইয়াহূদী নাসারা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের যাহারা

দোযখে অবস্থান করিবে তাহারা তাওহীদপন্থি লোকদিগকে বলিবে, তোমরা তো আল্লাহর প্রতি ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছিলে, কিন্তু আজ যে তোমরা আমাদের সহিত দোযখের অধিবাসী হইয়াছ। তখন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথার কারণে এতই অসন্তুষ্ট হইবেন যে, পূর্বে অন্য কোন কারণে এত অসন্তুষ্ট হন নাই। অতঃপর তিনি বেহেশতের একটি ঝরণার নিকট তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন قوله ذَرْهُمْ يَاكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا "আপনি তাহাদিগকে কিছুদিন আহার করিতে ও কিছু ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিন। এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধমক দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আরাম ভোগ করিতে থাক অবশেষে দোযখই হইবে তোমাদের ঠিকানা। আরো ইরশাদ হইয়াছে, كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ তোমরা কিছু কাল আহার করিতে ও ভোগ করিতে থাক, তোমরা অপরাধীর দল। وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ তাহাদের দীর্ঘ আশা আকাংখা তাহাদিগকে তওবা করা হইতে গাফেল করিয়া রাখে فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ এখন শীঘ্রই তাহারা অশুভ পরিণতি জানিতে পারিবে।

(٤) وَمَآ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ○

(٥) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ○

৪. আমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে ধ্বংস করি নাই।

৫. কোন জাতি ও তাহার নির্দিষ্ট কালকে তরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি কোন জনপদকে কেবল তখনই ধ্বংস করিয়াছেন, যখন উপযুক্ত দলীল প্রমাণ আসিয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট সময়ও সমাগত হইয়াছে। আর কোন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবার পূর্বেও কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, আর সময় সমাগত হইলে কেহ বিলম্ব করিবারও কোন ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহর এই বাণী দ্বারা মক্কাবাসীদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে তাহারা যেন তাহাদের শিরক ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করে যাহার কারণে তাহারা ধ্বংস হইবারই যোগ্য হইয়াছে নচেৎ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

(٦) وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝

(٧) لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(٨) مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝

(٩) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

৬. উহারা বলে ওহে যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ।

৭. তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগের নিকট ফিরিশতাগণকে উপস্থিত করিতেছ না কেন?

৮. আমি ফিরিশ্‌তাগণকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত; ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হইলে উহারা অবকাশ পাইবে না।

৯. আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফর ও বিদ্বেষ সম্পর্কে খবর প্রদান করেন, তাহারা বলে, يَاَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ হে সেই ব্যক্তি! যে তাহার উপর যিকির অবতীর্ণ হয় বলিয়া দাবী করে اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ। অবশ্যই তুমি আমাদিগকে তোমার অনুসরণ করিতে ও আমাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিতে বলায় নিঃসন্দেহে পাগল। لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلاَئِكَةِ তুমি আমাদের নিকট তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ফিরিশ্‌তাগণকে উপস্থিত কর না কেন? যেমন ফিরাউন বলিয়াছিল, فَلَوْلاَ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ তাহার নিকট স্বর্ণের চুড়ি কেন রাখা হয় নাই কিংবা তাহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণ মিলিত হইয়া আসে নাই কেন?

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَيَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ اَوْنَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَحْجُوْرًا

যাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশা করে না তাহারা বলে, আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করা হয় নাই কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রভুকেই দেখিয়া লইতাম। আসলে তাহারা অহংকারী হইয়াছে এবং বড়ই দাম্ভিক হইয়া পড়িয়াছে। যেই

দিন তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে দেখিতে পাইবে সেইদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকিবে না। অনুরূপভাবে অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ আমি ফিরিশ্‌তাগণকে হকের সহিত অবতীর্ণ করিয়া থাকি আর তখন তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয় না। হযরত মুজাহিদ (র) مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে 'রিসালাত' ও আযাব সহকারেই প্রেরণ করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি যিকির অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই উহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হইতে উহাকে সংরক্ষণ করিবেন। কোন কোন তাফসীরকার لَهٗ حَافِظُوْنَ এর যমীর (সর্বনামপদ) কে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ 'আমি নবী করীম (সা) এর সংরক্ষণকারী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হইতে হিফাযত করেন। কিন্তু প্রথম অর্থটি অধিক গ্রহণ যোগ্য।

(١٠) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ٥

(١١) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥

(١٢) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ٥

(١٣) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ٥

১০. তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিলাম।

১১. তাহাদিগের নিকট আসে নাই এমন কোন রাসূল যাহাকে উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত না।

১২. এইভাবে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে উহা সঞ্চার করিব।

১৩. ইহারা কুরআনে বিশ্বাস করিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও এই আচরণ ছিল।

তাফসীর ঃ কুরাইশ-কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা) কে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত তাহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)কে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের হেদায়াতের জন্যও তিনি যখনই কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা

তাঁহার নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন যে, যে সকল অপরাধীরা বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছে এবং সত্য গ্রহণ করিতে অহংকার প্রকাশ করিয়াছে তিনি তাহাদের অন্তরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার প্রবণতা গাথিয়া দিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) ও হাসান বসরী (র) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল, আমি (আল্লাহ) অপরাধীদের অন্তরে শিরক গাঁথিয়া দিয়া থাকি। وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যেভাবে ধ্বংস করিয়াছেন উহা সকলেরই জানা আছে। এবং ইহাও সকলের জানা যে, আল্লাহ আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাহার অনুসারীদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি দান করিয়াছেন।

(١٤) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۝

(١٥) لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۝

১৪. যদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দিই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

১৫. তবুও উহারা বলিবে আমাদিগের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হইয়াছে। না বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিতেছেন যে কুরাইশ কাফিরদের কুফর, বিদ্বেষ ও সত্যের অস্বীকৃতি এতই প্রবল যে, যদি তাহাদের জন্য আসমানের কোন দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিতে শুরু করে তবুও তাহারা সত্যকে স্বীকার করিবে না। রবং তাহারা বলিবে اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُهُمْ আমাদের দৃষ্টিতে ধাঁধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। মুজাহিদ ও ইবনে কাসীর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন, আমাদের উপর যাদু করা হইয়াছে। কালবী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আমাদিগকে নির্বোধ মাতাল বানান হইয়াছে।

(١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

(١٧) وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝

(١٨) اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝

(١٩) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ۝

(٢٠) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ۝

১৬. আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত দর্শকদিগের জন্য!

১৭. প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি।

১৮. আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদধাবন করে প্রদিপ্ত শিখা।

১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্ধৃত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে।

২০. এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যেও।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ আসমানের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি উহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং গতিশীল ও স্থিরনক্ষত্রসমূহ দ্বারা উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। যেন উহার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখিয়া জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, এর দ্বারা এখানে নক্ষত্র বুঝান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا সেই সত্তা বরকতময় যিনি আসমানে নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন بُرُوْجٌ দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের কক্ষপথ বুঝান হইয়াছে। আতীয়্যাহ আওফী (র) বলেন, بُرُوْجٌ দ্বারা সেই সমস্ত মহল বুঝান হইয়াছে যেখানে প্রহরী নিয়োজিত থাকে এবং বিতাড়িত শয়তান হইতে সংরক্ষণের জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে যাহার প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। যেন

তাহারা ঊর্ধ্ব জগতের ফিরিশ্‌তাদের আলোচনা শ্রবণ করিতে না পারে। যে-ই চুরি করিয়া শ্রবণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাকে ধাওয়া করে। এবং উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। আর কখনো এমনও হয় যে অগ্নিস্ফুলিংগ তাহাকে পাইবার পূর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থিত জ্বিনকে চুরি করা দুই একটি কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা লইয়া সে তাহার কোন বন্ধুকে জানাইয়া দেয়। যেমন সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আসমানে কোন ফয়সালা করেন তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের ডানা মারিয়া তাহার সম্মুখে অবনত হইয়া পড়ে। তখন এমন একটি শব্দ হয় যেন পাথরের উপর শিকলের শব্দ। অতঃপর যখন তাহারা ভীতিমুক্ত হয়, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করিয়াছন! তাহারা বলে, তিনি যাহাই ইরশাদ করিয়াছেন হক ও সত্য ইরশাদ করিয়াছেন তিনি অতি বড় অতি মহান অতঃপর একের উপরে এক অবস্থানকারী জ্বিনরা উহার কিছু চুরি করিয়া শ্রবণ করে। হাদীসের রাবী এই সময় তাহার ডান হাতের আঙ্গুলীগুলি ফাঁক করিয়া একটির উপর একটি রাখিয়া জ্বিনদের অবস্থান বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রথম শ্রবণকারী জ্বিন অপর জ্বিনের নিকট তাহার শ্রুতকথা পৌঁছাইবার পূর্বেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাকে পাকড়াও করে এবং উহাকে জানাইয়া দেয়। আবার কখনো তাহাকে পাকড়াও করিবার পূর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থানরতঃ নিকটবর্তী জ্বিনকে পৌঁছাইয়া দেয়। এইভাবে একে অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া উহা পৃথিবীতে পৌঁছাইয়া দেয়। হাদীসের রাবী সুফিয়ান তাহার বর্ণনায় কখনো এমনও বলিয়াছেন যে, "অবশেষে পৃথিবীতে আসিয়া কোন যাদুকর কিংবা জ্যোতিষীর মুখে পৌঁছাইয়া দেয়। অতঃপর সে উহার সাথে আরো একশতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে। অতঃপর তাহাকে সত্যবাদী বলিয়াই ধারণা করা হয়। চুরি করিয়া শ্রুত যে কথাটি সে বলিয়াছে এবং পরে উহা সত্য বলিয়া-ই প্রমাণিত হইয়াছে উহার কারণেই লোকে এই কথা বলিতে থাকে, সে অমুক দিনে আমাদিগকে যে কথা বলিয়াছিল উহা কি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই?"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাকে সুবিস্তৃত করিয়াছেন, উহাকে প্রশস্ত করিয়াছেন এবং পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নদী-নালা বালুকাময় মরুভূমি সৃষ্টি করিয়া আর নানা প্রকার গাছপালা ও ফলমূল সৃষ্টি করিয়া মানুষের উপকার সাধন করিয়াছেন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ এর অর্থ করিয়াছেন مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعْلُوْمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক জানা বস্তুকে তিনি উৎপাদন করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ,

আবূ মালেক, মুজাহিদ, হাঁকাম ইবনে উয়ায়নাহ, হাসাম ইবনে মুহাম্মদ, আবূ সালিহ ও কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ পরিমাণ আমি উৎপাদন করিয়াছি। ইবনে যায়েদ (র)-ইহার অর্থ করিয়াছেন, "এমন সকল বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি যাহা ওযন করা হয়। ইবনে যায়দ (র) ইহাও বলেন, এমন সমস্ত বস্তু আমি উৎপাদন করিয়াছি যাহা বাজারের লোকেরা ওযন করিয়া থাকে। وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ- مَعَاشٌ শব্দটি مَعِيْشَةٌ এর বহুবচন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই যমীনে মানুষের জীবন যাপনের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতে জীব-জন্তুর কথা উল্লেখ তাহাদের আহারের ব্যবস্থাও আল্লাহ করেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতে গোলাম বাঁদী এবং জীব-জন্তুর সকলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যে রুজী উপার্জনের বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যেমন চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি মানুষের সেবক জানাইয়া দিয়েছেন যাহার উপর তাহারা কখনো আরোহণ করে আর কখনো উহা যবাই করিয়া আহার করে। গোলাম বাঁদী যাহারা তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাহাদের সকলের রুজীর ব্যবস্থা তিনিই করেন। অর্থাৎ সমস্ত ফায়দা তো তোমরা ভোগ করিবে এবং রুজী তিনি দিবেন।

(٢١) وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ○

(٢٢) وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ ۚ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِيْنَ ○

(٢٣) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ○

(٢٤) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ○

(٢٥) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

২১.আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

২২. আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই উহার ভান্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।

২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

২৪. তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি।

২৫. তোমার প্রতিপালকই উহাদিগকে সমবেত করিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব কুলকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহার পক্ষে সকল বস্তুর অস্তিত্ব দানই সহজ এবং সর্বপ্রকার বস্তুর ধনভান্ডার তাহার নিকট বিদ্যমান। وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণই আমি অবতীর্ণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তিনি বড় হিকমত ও জ্ঞানের অধিকারী। বান্দার প্রয়োজন ও তাহার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। ধনভান্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন অবতীর্ণ করা তাঁহার বড়ই অনুগ্রহ। ইহা তাহার পক্ষে জরুরী নহে। ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ (র) আবূ জুহায়ফাহ (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় কিন্তু কবে কোথায় বৃষ্টি হইবে ইহার ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই। কোন বৎসর এখানে বর্ষণ করেন আর কোন বৎসর ওখানে বর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ইবনে জবীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বর্ণনা করিয়াছেন, কাসিম (র) .... হাকাম ইবনে উয়ায়নাহ হইতে وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৎসর কোন বৎসর হইতে অধিক কিংবা কম বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহা হইল কোন সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় আর কোন সম্প্রদায় বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু ইহাতে সাগরের পানি কম হয় না। তিনি আরো বলেন, বৃষ্টির সহিত এত ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় যে তাহার সংখ্যা সমস্ত মানুষ ও জ্বিন হইতে অধিক। তাহারা কত ফোঁটা বৃষ্টি হইবে এবং উহা দ্বারা কি উৎপাদিত হইবে সব কিছুই গণনা করিয়া থাকে।

বায্যার (র) বলেন, দাউদ ইবনে বুকাইর (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহর ভান্ডার" দ্বারা তাহার বাণীকে বুঝান হইয়াছে। যখন তিনি কোন বস্তুকে হইতে বলেন তখনই উহা অস্তিত্ব লাভ করে। রাবী বলেন, হাদীসটি আগলাব (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই তিনি তেমন মযবুত রাবী নহেন। এবং তাহা হইতে, তাহার পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। قوله وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ আমি বায়ু প্রবাহিত করি যাহা মেঘমালাকে পানি দ্বারা ভারী করিয়া দেয় এবং উহা পানি বর্ষণ

করে। অনুরূপভাবে এই বায়ু গাছকে ভারী করিয়া দেয় ফলে উহার পাতা বাহির করে ও ফলে ফুলে ভরিয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে আল্লাহ এখানে اَلرِّيَاحُ শব্দটি বহুবচন রূপে পেশ করিয়াছেন অপর পক্ষে অপকারীও বাঁজা বায়ুর জন্য اَلرِّيْحُ الْعَقِيْمُ একবচন ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ প্রথম প্রকার বায়ু পানি ও লতাপাতা জন্মদান করে এবং উহার জন্য দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সংখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু বাঁজা বায়ু যাহা কোন কিছু জন্ম দান করে না উহার পক্ষে একাধিক হওয়ার প্রয়োজন নাই।

আ'মাশ (র) .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন বায়ু প্রবাহিত করা হয় অতঃপর উহা আসমান হইতে পানি বহন করে অতঃপর তদ্রূপ বর্ষণ করে। যেমন উটনীর স্তন হইতে দুধ চিকন ধারায় বাহির হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইবরাহীম নখয়ী এবং কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। যাহ্‌হাক (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করেন অতঃপর মেঘ মালায় পানি ভরিয়া দেন। উবাইদ ইবনে উমাইর লায়সী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর উহা যমীন শুষ্ক হইয়া যায়। অতঃপর আর এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন যাহা মেঘমালাকে উপর নীচে সাজাইয়া দেয়। এবং আরো এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন যাহা গাছপালাকে ফল প্রদানের উপযুক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ইবনে জরীর (র) উবাইস ইবনে মাইমূন (র) হইতে তিনি আবুল মিহ্‌যাম হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত বায়ু বেহেশত হইতে আগত। আর এই বায়ু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "উহার মধ্যে মানুষের বহু উপকার নিহিত রহিয়াছে।" কিন্তু ইহার সনদটি দুর্বল।

ইমাম আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুমাইদী (র)....তাহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে প্রথম বায়ু সৃষ্টি করিবার সাত বৎসর পর একটি বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা একটি দরজায় আবদ্ধ রহিয়াছে এবং সেই দরজা দিয়েই তোমাদের নিকট বায়ু আগত হয় যদি সেই দরজাটি খুলিয়া দেওয়া হইত তবে আসমান যমীনের সব কিছু উলটপালট হইয়া যাইত। তোমরা উহাকে জানূব (দক্ষিণা বায়ু) বলিয়া থাক এবং আল্লাহর নিকট উহার নাম হইল 'আযীব'। فَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করি অতঃপর তোমরা উহা হইতে পান করিতে সক্ষম। যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে উহা লবণাক্ত করিয়া অবতীর্ণ

করিতে পারিতাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ আচ্ছা বলতো যে পানি তোমরা পান কর মেঘ হইতে উহা তোমরা অবতীর্ণ কর, না আমিই উহা অবতীর্ণ করিয়া থাকি? যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতাম। তবে কেন তোমরা শোকর কর না? (ওয়াকেয়া ৬৮-৭০) আরো ইরশাদ হইয়াছে, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ তিনিই আসমান হইতে তোমাদের জন্য পানি অবতীর্ণ করেন উহা হইতে তোমরা পান কর এবং উহা দ্বারাই গাছপালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। قوله وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তোমরা উহা বাধা দান করিবার ক্ষমতা রাখ না। অবশ্য ইহার এক অর্থ ইহাও হইতে পারে, তোমরা উহার সংরক্ষণকারী নহে বরং আমিই আসমান হইতে অবতীর্ণ করি আমিই উহা সংরক্ষণ করি এবং যমীনে প্রবাহিত ধারায় যেখানে ইচ্ছা পৌঁছাইয়া দেই। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে যমীন বিদগ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু ইহা তাহার বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আসমান হইতে মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করিয়া পুকুর কূপ, নদী নালায় সংরক্ষণ করিয়া রাখেন যেন মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পান করিতে পারে তাহাদের পশুপক্ষীকে পান করাইতে আর উহা দ্বারা ক্ষেত খামার ও বাগ-বাগিচাও সেচ করিতে পারে। قوله إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দান করি। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখেন। প্রত্যেক বস্তুকে তিনি অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বশীল করিয়াছেন অতঃপর তিনি মৃত্যুদান করিবেন এবং পরে পুনরায় সকলকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করিবেন। অতঃপর এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, অবশেষে এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর যাহা কিছু বিদ্যমান সবকিছুর উপরই কর্তৃত্ব তাহারই থাকিবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন যে আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত লোক সম্পর্কে তিনি অবগত।

তিনি ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে আমি জানি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, الْمُسْتَقْدِمُونَ দ্বারা তখন হইতে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত সকল আদম সন্তান যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে সকলকে বুঝান হইয়াছে। আর الْمُسْتَأْخِرُونَ দ্বারা তখন যাহারা জীবিত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা জন্ম লাভ করিবে সকলকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইকরিমাহ,

মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, মুহম্মদ ইবনে কা'ব, শা'বী (র) ও অন্যান্য তাফসীকারগণও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ'লা (র) .... মারওয়ান ইবনে হাকাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, সালাতের পিছনের সারিতে স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইবার কারণে কিছু লোক পিছনের সারীতে দাড়াইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ অবতীর্ণ করেন। এই সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গরীব হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জবীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মূসা জারশী (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত পিছনের সারীতে একজন সুন্দরী স্ত্রী লোক সালাত পড়িত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার ন্যায় সুন্দরী অন্য কোন স্ত্রীলোক দেখি নাই। কিছু মুসলমান সালাতের সময় সম্মুখের সারিতে দাঁড়াইত যেন সালাতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকটির প্রতি নজরে না পড়ে। পক্ষান্তরে কিছু লোক পিছনের সারিতে দন্ডায়মান হইত। যখন তাহারা সিজদায় যাইত তখন হাতের নীচ দিয়া তাহারা তাহাকে দেখিত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ আহমদ ও ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহার তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে মাসউদ (র) নূহ ইবনে কয়েস হাদ্দানী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ও অন্যান্য আয়েম্মায়ে কিরাম উক্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইবনে মায়ীন তাহাকে দুর্বল রাবী বলিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি উক্ত হাদীসে অনেক দুর্বোধ্য কথা রহিয়াছে,

আব্দুর রায্‌যাক (র) .... আবুল জাওযা (র) হইতে وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ সম্পর্কে বর্ণিত যে, আয়াতটি সালাতের মধ্যে যাহারা প্রথম সারিতে দন্ডায়মান হইত এবং যাহারা পিছনের সারিতে দন্ডায়মান হইত তাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত্র রেওয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ইবনে জাওযা-এর কথা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নহে। ইমাম তিরমিযী বলেন, নূহ ইবনে কয়েস এর রেওয়ায়েত অপেক্ষা ইহা সঠিক বলিয়া বিবেচিত। ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে আবূ মা'শার (র)....আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব এর নিকট

وَلَقَدْعَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ যখন এই তাফসীর বর্ণনা করা হইল যে ইহা সালাতের সারিতে দন্ডায়মান ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আয়াতের এই তাফসীর সঠিক নহে। বরং الْمُسْتَقْدِمِيْنَ দ্বারা মৃত ও নিহত ব্যক্তিদিগকে বুঝান হইয়াছে এবং الْمُسْتَأْخِرِيْنَ দ্বারা সেই সমস্ত লোক বুঝান হইয়াছে যাহাদিগকে পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইবে।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ আর আপনার প্রতিপালকই তাহাদিগকে কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করিবেন। তিনি বড়ই কৌশলী মহাজ্ঞানী। তখন আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন এবং উত্তম বিনিময় দান করুন।

(٢٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

(٢٧) وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○

২৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে।

২৭. এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, صَلْصَالَ দ্বারা এখানে শুষ্ক মাটি বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَارٍ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন চাড়ার ন্যায় শুষ্ক মাটি দ্বারা আর জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আগুনের ফুলকী দ্বারা। হযরত মুজাহিদ (র) হইতে ইহা বর্ণিত যে صَلْصَالِ অর্থ দুর্গন্ধময়। مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ এর حَمَاٍ অর্থ মাটি আর مَسْنُوْنٍ অর্থ, তৈলাক্ত যেমন কবি বলেন,

ثُمَّ خَاصَرْتُهَا اِلَى الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ تَمْشِىْ فِىْ مَرْمَرٍ مَسْنُوْنٍ

অত্র কবিতায় مَسْنُوْنٍ শব্দটি তৈলাক্ত এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহার অর্থ কাঁদা মাটি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) ও যাহ্হাক (র) হইতে ইহাও বর্ণিত, حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ অর্থ দুর্গন্ধময়। কেহ কেহ বলেন, مَسْنُوْنٍ অর্থ مَصْبُوْبٍ অর্থাৎ প্রবাহিত। قوله وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ আর মানুষের পূর্বে জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, سَمُوْمٍ অর্থ হত্যাকারী। কেহ কেহ বলেন, রাত্র ও দিবস

উভয় সময়ের গরমকে سَمُوْم বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, রাত্রের গরমকে سَمُوْم বলা হয় এবং দিনের গরমকে حَرُوْر বলা হয়। আবূ দাউদ তায়ালেসী বলেন, শু'বা (র) আবূ ইস্‌হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি উমর আ'সম (র)-কে দেখিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম তখন তিনি বলিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে যে হাদীস আমি শ্রবণ করিয়াছি, উহা কি তোমাকে বলব না? তিনি বলেন, দুনিয়ার এই আগুনের উত্তাপ সেই আগুনের দ্বারা জ্বিন সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর পড়িলেন وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জ্বিনকে আগুনের ফুলকী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে যে জ্বিনকে উত্তম আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'আমর ইবনে দীনার (র) হইতে বর্ণিত, জ্বিনকে সূর্যের আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, "আমি (আল্লাহ) ফিরিশ্‌তাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি এবং জ্বিনকে করিয়াছি আগুনের ফুলকী দ্বারা। আর আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই বস্তু দ্বারা যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হইল আদম (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা এবং যেই বস্তু দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

(٢٨) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

(٢٩) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

(٣٠) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○

(٣١) اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

(٣٢) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

(٣٣) قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

২৮. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বলিলেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি।

২৯. যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।

৩০. তখন ফিরিশ্তাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করিল।

৩১. কিন্তু ইব্লীস করিল না সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

৩২. আল্লাহ বলিলেন হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?

৩৩. সে বলিল আপনি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজদা করিবার নহি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্বে তিনি ফিরিশ্তাদের মধ্যে তাহার সৃষ্টির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সৃষ্টির পরে তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সিজদা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্লীস হিংসা, বিদ্বেষ, কুফর, অহংকার এবং বাতিল বিষয় দ্বারা গর্ব করিয়া তাহাকে সিজদা করিতে বিরত থাকে। এই কারণেই সে বলিল, لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ যাহাকে আপনি খমীর করা শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এমন মানুষকে আমি সিজদা করিতে পারি না। اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ আমি তাহার তুলনায় উত্তম আমাকে তো আপনি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। اَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ الخ যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন, আমি তাহার সন্তানদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। ইবনে জরীর (র)-এই ক্ষেত্রে শবীর ইবনে বিশর হইতে একটি আশ্চার্য ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর যখন উহাকে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিব এবং রূহ ফুকাইয়া দিব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা এইরূপ করিতে পারিব না। ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশ্তা সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন কিন্তু তাহারাও সিজদা করিতে অস্বীকার করিল, ফলে তাহাদিগকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশ্তা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়া তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকাইব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা আপনার নির্দেশ শুনিলাম ও অনুকরণ করিলাম কিন্তু ইব্লীস এই সময়ও পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্তই রহিল। কিন্তু হাদীসটি ইসরাঈলী বলিয়া প্রতীয়মান।

(٣٤) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

(٣٥) وَّإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

(٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

(٣٧) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝

(٣٨) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝

৩৪. তিনি বলিলেন, তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত।

৩৫. এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রহিল লানত।

৩৬. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

৩৭. তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইবলীসকে উর্ধ্বজগতে তাহার যে মর্যাদা ছিল উহা হইতে বাহির হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সে বিতাড়িত ও ধিকৃত। সে এমনি অভিশপ্ত যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেই অভিশাপে সঙ্কিত ও বিধৃত হইতে থাকিবে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করিলেন তখন তাহার মুখমন্ডল ফিরিশ্‌তার মুখমন্ডল হইতে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সে এতই ক্রন্দন করিল যে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ক্রন্দন হইবে সকল ক্রন্দনের মূল তাহার সেই ক্রন্দন। ইবনে আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তানের প্রতি যখন আল্লাহর ক্রোধানল পতিত হইল যাহার অবসান ঘটিবে না, তখন সে আদম ও আদম সন্তানের প্রতি হিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়ার

জন্য আবেদন করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং সে অবকাশ পাইয়া বসিল।

(٣٩) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(٤٠) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

(٤١) قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝

(٤٢) اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

(٤٣) وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(٤٤) لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

৩৯. সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করিলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদিগের সকলেই বিপথগামী করিব।

৪০. তবে উহাদিগের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাগণকে নহে।

৪১. আল্লাহ বলিলেন, ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ।

৪২. বিভ্রান্তদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

৪৩. অবশ্যই তোমার অনুসারীদিগের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হইবে জাহান্নাম।

৪৪. উহার সাতটি দরজা আছে প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইব্‌লীসের অহংকার ও তাহার দাম্ভিকতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইবলীস বলিল, بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ কেহ কেহ ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহাকে আল্লাহ যে গুমরাহ করিয়াছেন উহার কসম। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, উক্ত আয়াতাংশের এই অর্থও হইতে পারে, "আপনি যে আমাকে গুমরাহ করিয়াছেন, উহার কারণে, لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ আমি

আদম সন্তানের জন্য অবশ্যই সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিব। فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ দুনিয়ায় তাহাদের জন্য গুনাহসমূহকে সৌন্দর্যময় করিব আমি উহার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব। তাহাদিগকে গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিব এবং যতদূর সম্ভব এই প্রচেষ্টা আমি করিয়াই যাইব। وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ যেমন আপনি আমাকে গুমরাহ করিয়াছেন আমিও অবশ্যই তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ কিন্তু যাহারা আপনার মনোনীত বান্দা তাহাদিগকে গুমরাহ করিতে পারিব না। যেমন অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে, قَالَ اَرَئَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا (বানি ইসরাঈল- ৬২)

অর্থাৎ যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তবে অবশ্যই তাহার সন্তানদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক লোককে গুমরাহ করিতে পারিব না। আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়ে বলেন, هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ তোমাদের সকলকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর আমি তোমাদিগকে বিনিময় দান করিব। যদি ভাল কাজ করিয়া থাক তবে ভাল বিনিময় লাভ করিবে আর যদি মন্দ কাজ কর তবে বিনিময়ও হইবে তদনুযায়ী যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ওৎপাতিয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন সঠিক পথ আল্লাহর দিকেই গিয়াছে এবং সেখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও হাসান (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ। কয়েস ইবনে ইবাদাহ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও কাতাদাহ (র) এখানে هٰذَا صِرَاطٌ عَلِىٌّ مُسْتَقِيْمٌ পড়িয়াছেন عَلِىٌّ অর্থ বুলন্দ, কিন্তু প্রথম কিরাত প্রসিদ্ধ।

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ অর্থাৎ আমার যে সমস্ত বান্দার জন্য হিদায়ত নির্ধারিত হইয়া আছে তাহাদিগকে গুমরাহ করিবার তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না তুমি তাহাদিগকে গুমরাহ করিতে পারিবে না। اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ। এখানে ইস্তিসনা মুনকাতী সংঘটিত হইয়াছে। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এই ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) .... হইতে হাদীস বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইবনে কসাইত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য তাহাদের জনপদের বাহিরে মসজিদ থাকিত যখন কোন নবী তাঁহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন বিশেষ কথা জানিবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি সেই মসজিদে গিয়া কিছু সালাত পড়িতেন এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেন। একদা এক নবী তাঁহার মসজিদে ছিলেন এমন সময় আল্লাহর শত্রু ইবলীস তথায় আগমন করিল এবং তাহার ও কিবলার মাঝে বসিয়া

পড়িল। তখন নবী বলিলেন, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। তখন শয়তান বলিল, বলুন আমার নিকট হইতে আপনি কিভাবে রক্ষা পাইবেন। তখন নবী বলিলেন, বরং তুমি বল, আদম সন্তানের উপর তুমি কিভাবে বিজয়ী হইতে পার। এই কথা তিনি দুইবার বলিলেন। অবশেষে চুক্তি হইল প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা কহিবে। অতঃপর নবী বলিলেন, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন শয়তান বলিল, যাহা দ্বারা আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাহা কি ইহাই? তখনও তিনি বলিলেন, আউযুবিল্লাহি-মিনাশ-শায়তানির রাজীম তিনি এই কথা তিনবার বলিলেন। অতঃপর শয়তান আবার প্রশ্ন করিল। বলুনতো, কিভাবে আপনি আমার নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। নবী বলিলেন, বরং তুমি বল; কিভাবে তুমি আদম সন্তানের উপর বিজয়ী হইতে পার। অতঃপর প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা বলিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। অতঃপর নবী বলিলেন, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ তখন ইবলীস বলিল, ইহাতো আপনার জন্মের পূর্বেই আমি শুনিয়াছি। নবী বলিলেন, আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ "যদি তোমাকে শয়তান প্রবঞ্চনা দেয় তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।" আর আমি যখনই তোমার আগমন অনুভব করি তখনই তোমার প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন ইবলীস বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন, এইভাবেই আপনি রক্ষা পাইবেন। অতঃপর নবী জিজ্ঞাসা করিলেন- আচ্ছা, এইবার তুমি বলতো দেখি, কি উপায়ে তুমি আদম সন্তানের উপর বিজয়ী হও। তখন সে বলিল, আমি তাহার ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কামনার সময় তাহাকে চাপিয়া ধরি।

قوله وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ যাহারা শয়তানের অনুসরণ করিবে জাহান্নাম তাহাদের সকলের ওয়াদার স্থান। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ বিভিন্ন গোত্র হইতে যে কেহ তাহার সহিত কুফর করিবে দোযখ তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখের সাতটি দরজা রহিয়াছে, لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ অর্থাৎ জাহান্নামের দরজার জন্য ইবলীসের অনুসারীদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার অনুসারীদের আসন অনুসারে তাহারা উক্ত দরজাসমূহের জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। সেই দরজাসমূহ দ্বারা অবশ্যই তাহারা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইস্‌মাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ

ও শু'বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-কে একবার খুতবা দিতে শুনিয়াছি, দোযখের দরজাসমূহ এইরূপ অর্থাৎ একটির উপর অপরটি। ইসরাঈল (র)....হযরত আলী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি। একটি অপরটির উপরে অবস্থিত। সর্বপ্রথম প্রথম দরজা পূর্ণ করা হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়টি অতঃপর তৃতীয়টি এইরূপে সব কয়টি পরিপূর্ণ করা হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন, দোযখের সাতটি দরজা বলিতে সাতটি স্তর বুঝান হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ বলেন, দোযখের সাতটি স্তর হইল- (১) জাহান্নাম, (২) লাযা, (৩) হুতামাহ, (৪) সায়ীব, (৫) সাকার, (৬) জাহীম (৭) হাবীয়াহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ দ্বারা আমল অনুযায়ী জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর। রেওয়ায়েত কয়টি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। জুওয়াইবির (র) হযরত যাহ্‌হাক (র) হইতে لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে একটি ইয়াহূদীদের জন্য একটি নাসারাদের জন্য একটি ছাবীদের (নক্ষত্র উপাসক) জন্য, একটি অগ্নি উপাসকদের জন্য একটি মুশরিকদের জন্য একটি মুনাফিকদের জন্য আর একটি তাওহীদ পন্থিদের জন্য তাওহীদ পন্থিদের তো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্যদের জন্য কখনো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে না।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আব্দ ইবনে হুমাইদ (র) .... ইবনে উমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে উহার একটি হইল সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার উম্মতের উপর তরবারী উন্মুক্ত করিয়াছে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া রাবী বলেন, হাদীসটি কেবল মালেক ইবনে মিগওয়াল'এর সূত্রে জানিতে পারিয়াছি। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... সামুরাহ ইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এর তাফসীর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। দোযখবাসীদের মধ্যে কেহ তো এমন হইবে যে আগুন তাহার টাখ্‌নু পর্যন্ত জ্বালাইবে, কেহ এমন হইবে যে, আগুন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে। আবার কেহ এমনও হইবে যে, তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের আমল হিসাবে দোযখে তাহার স্থান হইবে। আল্লাহ তা'আলা لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ দ্বারা ইহার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন।

(٤٥) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(٤٦) اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝

(٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

(٤٨) لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝

(٤٩) نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(٥٠) وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

৪৫. মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বহুল জান্নাতে।

৪৬. তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।

৪৭. আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া আসনে অবস্থান করিবে।

৪৮. সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।

৪৯. আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দাও যে আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৫০. এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ পূর্বে দোযখবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া পরে বেহেশতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা বেহেশতের বাগানসমূহে ও উহার ঝর্ণাসমূহের নিকট অবস্থান করিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে وَادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ তোমরা উহাতে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। وَامِنِيْنَ আর সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। তোমরা বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিংবা বেহেশতের নিয়ামতসমূহের বিলুপ্ত হইবার ভয় করিওনা وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ তোমাদের অন্তর হইতে সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিব এবং তোমরা সেখানে ভাই ভাই হইয়া সিংহাসনে পরস্পর

মুখামুখী হইয়া উপবিষ্ট হইবে। হযরত আবূ উসামাহ (র) হইতে কাসেম (র) বর্ণনা করেন, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার হিংসা বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে কিন্তু যখন তাহারা মুখামখী হইয়া বেহেশতে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ পাঠ করিলেন। হযরত আবূ উসামাহ (রা) হইতে কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান (র) যে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে তিনি দুর্বল। সায়ীদ (র) তাহার তাফসীরে .... আবূ উসামাহ (রা) হইতে, বলেন, মু'মিন ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না আল্লাই তাহার অন্তরের বিদ্বেষ বাহির করিবেন। হযরত কাতাদাহ (র) হইতে সহীহ রেওয়ায়েতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (র) .... হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিন বান্দাগণ দোযখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থান পুলসিরাতের উপর বাধা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর দুনিয়ায় তাহারা যে পরস্পরে একে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচার করিয়াছিল উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে অবশেষে তাহারা যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র) .... মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একদা আশতর হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল তখন তাঁহার নিকট ইবনে লাতলাহাহ উপস্থিত ছিল, অতএব সে বাধাপ্রাপ্ত হইল অতঃপর তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। যখন সে তাঁহার নিকট প্রবেশ করিল, তখন সে বলিল, আমার ধারণা আপনি আমাকে ইহার কারণে অনুমতি দান করেন নাই। তিনি বলিলেন, হাঁ, সে বলিল, তাহা হইলে তো আপনার নিকট হযরত উসমান (রা)-এর কোন পুত্র থাকিলে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিবেন না। তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। আমি আশা করি আমি ও হযরত উসমান সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইব যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ হযরত ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, হাসান ইবনে আহমদ (র) আবূ হাবীবাহ (র) .... হইতে বর্ণিত, একবার জামাল যুদ্ধ হইতে অবসর হইবার পর ইমরান ইবনে তালহা (র) হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত আলী তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, যাহাদের সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন

হাসান (র) .... وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ আবূ হাবীবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার ইমরান ইবনে তালহা জামাল যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে ও তোমার পিতাকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ রাবী বলেন, এই সময় দুই ব্যক্তি বিছানার একপাশে বসা ছিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে অতি ন্যায়পরায়ণ সে, কাল তো আপনি তাহাদিগকে হত্যা করিলেন আবার আপনারা ভাই ভাইও হইয়া যাইবেন। তখন হযরত আলী (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন তোমরা এখান হইতে দূর হইয়া যাও। যদি আমি এবং তালহা (রা) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হই তবে আর কে হইবে। আবূ মু'আবীয়াহ (র) হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অকী (র) .... হযরত আলী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অত্র রেওয়াতে আরো বর্ণিত যে, অতঃপর হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হইয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে অনেক বেশী ন্যায়পরায়ণ। রাবী বলেন অতঃপর হযরত আলী এত জোরে চিৎকার করিলেন, যেন মহল প্রকম্পিত হইল এবং বলিলেন, যদি আমরা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হই তবে আর কে হইবে? সায়ীদ ইবনে মাসরুক (র) আবূ তালহা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত রেওয়াতে বর্ণিত যে, তখন, হারিস আ'ওয়ার দাঁড়াইয়া হযরত আলীকে এই কথা বলিল। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া হযরত আলী (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহার হাতের একটি বস্তু দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করিলেন। এবং বলিলেন হে আ'ওয়ার। যদি আমরাই না হই, তবে আর কে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুফিয়ান সাওরী (র) মনসূর (র) হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত যুবাইর (রা)-এর হত্যাকারী ইবনে জরমূয হযরত আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, তিনি তাহাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাধা দিয়া রাখিলেন; অতঃপর তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন। লোকটি প্রবেশ করিয়া হযরত যুবাইর এবং তাহার সাথীদিগকে ফাসাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিল। হযরত আলী তাহাকে বলিলেন তোমার মুখে মাটি, আমি তো আশা করি, আমি তালহা ও যুবাইর সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ

مُتَقَابِلِيْنَ সাওরী (র) জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উযায়নাহ (র)....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা যাহারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলাম, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ কাসীর নাওয়া (র) বলেন, একবার আমি আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম এবং বলিলাম যে ব্যক্তি আমার বন্ধু সে আপনারও বন্ধু। আর যে আমার শত্রু সে আপনারও শত্রু। যাহার সহিত আমার সন্ধি হইয়াছে আপনারও তাহার সহিত সন্ধি হইয়াছে। আমার সহিত যে যে শত্রুতা পোষণ করে সে আপনার সহিতও শত্রুতা পোষণ করে। যে আমার সহিত যুদ্ধ করে সে আপনার সহিতও যুদ্ধ করে। আল্লাহর কসম, আমি আবূ বকর ও উমর (রা) হইতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। তখন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী বলিলেন, যদি আমি এইরূপ করি, তবে নিঃসন্দেহে আমি গুমরাহ হইবে এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইব। হে কাসীর। তুমি হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সহিত ভালবাসা স্থাপন কর। যদি ইহাতে তোমার কোন গুনাহ হয় তবে উহা আমার কাঁধে। অতঃপর তিনি এই আয়াত وَاِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যাহাদের কথা অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা হইলেন আবূ বকর, উমর ও আলী। সাওরী জনৈক রাবী হইতে তিনি আবূ সালিহ (র) হইতে وَاِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতের মধ্যে যাহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইলেন, মোট দশব্যক্তি আবূবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবূ ওককাস, সায়ীদ ইবনে যায়েদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) قوله مُتَقَابِلِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল বেহেশতবাসীগণ পারস্পরিক একে অন্যের মুখামুখী হইয়া বসিবে কেহ কাহারো পিছনের দিকে দেখিবে না। এই সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....যায়েদ ইবনে আবূ আওফী (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ অর্থাৎ তাহারা একে অপরের দিকে দেখিতে থাকিবে। قوله لَايَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ তাহাদিগকে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করিবে না। বুখারী ও মুসলীম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত খাদীজাহকে তাহার বেহেশতের একটি ঘর সম্পর্কে সুসংবাদ দান

করিতে আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। যেখানে না কোন প্রকার অনর্থক কথাবার্তা হইবে আর না কোন কষ্ট হইবে। وَمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করাও হইবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত, বেহেশবাসীগণকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকিবে, কখনো রোগাক্রান্ত হইবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে কখনো মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা চিরকাল যুবক থাকিবে কোনদিন বৃদ্ধ হইবে না তোমরা চিরকাল বেহেশত অবস্থান করিবে, তোমাদিগকে বহিষ্কার করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يَبْغُوْنَ عَنْهَاحَوَلاً

قوله نَبِّئْ عِبَادِ অর্থাৎ হে মুহম্মদ! (সা) আপনি আমার বান্দাগণকে সংবাদ দান করুন যে আমি বড়ই দয়াবান ও শাস্তিদানকারী। এই প্রকার আয়াত সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রকার আয়াত আশা ও ভীতি উভয় প্রকার গুণে গুণান্বিত হইবার জন্য তাকীদ করে।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মূসা ইবনে উবাইদা মুস'আব ইবনে সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহারা পরস্পরে হাসাহাসি করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা বেহেশত ও দোযখকে স্মরণ কর। অতঃপর অবতীর্ণ হইল نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ হাদীসটি ইবনে আবূ হাতিম (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়েছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) .... ইবনে আবূ রবাহ জনৈক সাহাবী হইতে তিনি বলেন, একবার যেই দরজা দিয়ে বনু শায়বাহ প্রবেশ করে সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, এবং বলিলেন, "আমি যে তোমদিগকে খুব হাসিতে দেখিতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি পিছনের দিকে চলিয়া গেলেন যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গেলেন তখন পুনরায় তিনি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং বলিলেন, "যখন আমি বাহির হইয়াছি তখন জিবরীল (আ) আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, "আপনি আমার বান্দাগণকে নিরাশ করিতেছেন কেন? نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ শু'বা (রা) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বক্তব্য আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছে যে, আল্লাহ্ যে কি পরিমাণ ক্ষমা করিতে পারেন, যদি বান্দা তাহা জানিত তবে কোন হারাম হইতে সে বিরত থাকিত না আর যদি আল্লাহর শাস্তির পরিমাণ জানিত তবে আত্মহত্যা করিত।

(٥١) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝

(٥٢) اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝

(٥٣) قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

(٥٤) قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝

(٥٥) قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝

(٥٦) قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝

৫১. এবং উহাদিগকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদিগের কথা।

৫২. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সালাম তখন সে বলিয়াছিল আমরা তোমাদিগের আগমনে আতংকিত।

৫৩. উহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি।

৫৪. সে বলিল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ?

৫৫. উহারা বলিল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি, সুতরাং তুমি হতাশ হইওনা।

৫৬. সে বলিল, যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, আপনি তাহাদিগকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর মেহমানদের সম্পর্কে জানাইয়া দিন। ضَيْفِ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন زُوْرٌ ও سَفْرٍ একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ যখন তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট প্রবেশ করিল, তখন সালাম করিল কিন্তু হযরত ইবরাহীম বলিলেন তোমাদের পক্ষ হইতে আমাদের ভয় লাগিতেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি তখন তাহাদের আপ্যায়নের জন্য ভুনা গোশত পেশ করিলেন তখন উহা খাইবার জন্য

তাহাদের হাত বাড়িতেছিল না। মেহমানের এইরূপ আচরণ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। قَالُوْا لَا تَوْجَلْ তাহারা বলিলেন, "আপনি ভীত হইবেন না। وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ আর তাহারা এক জ্ঞানী সন্তান অর্থাৎ হযরত ইস্‌হাক (আ)-এর ভূমিষ্ট হইবার সংবাদ দান করিলেন। পূর্বে সূরা হূদ-এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। قَالَ হযরত ইব্‌রাহীম তাঁহার নিজের ও তাহার স্ত্রীর বার্ধক্যের কারণে বিস্মিত হইয়া অত্র ওয়াদায় নিশ্চিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ তাহারা এই জিজ্ঞাসার পর তাহাদের দেওয়া সুসংবাদকে অধিক নিশ্চিত করিবার জন্য বলিলেন, قَالُوْا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ আমরা আপনাকে সত্য সু-সংবাদই প্রদান করিয়াছি অতএব আপনি নিরাশ হইলেন না। কেহ কেহ এখানে قَنِطِيْنَ পড়িয়াছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তর করিলেন যে, আমি নিরাশ হই নাই বরং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তানের আশা করিতেছি যদিও তিনি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও তাহার রহমত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

(٥٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

(٥٨) قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

(٥٩) اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٦٠) اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৫৭. সে বলিল হে প্রেরীতগণ! তোমাদিগের আর বিশেষ কি কাজ?

৫৮. উহারা বলিল, আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদিগের সকলকে রক্ষা করিব।

৬০. কিন্তু তাহার স্ত্রীকে নহে, আমরা স্থির করিয়াছি যে সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন যে, তিনি যখন ভীতিমুক্ত হইলেন এবং তাহার নিকট সন্তানের সুসংবাদ আসিল, তখন তিনি ফিরিশতাদের নিকট প্রশ্ন করিতে শুরু করিলেন, তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? তাহারা বলিলেন, اِنَّآ اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ আমরা একটি অপরাধী

সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অর্থাৎ হযরত লূত (আ) এর সম্প্রদায়ের নিকট। অবশ্য তাহারা এই সংবাদও দিলেন যে, তাহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে উহা হইতে হযরত লূত (আ) এর স্ত্রী ব্যতিত তাহার বংশের সকলেই রক্ষা পাইবে। কেবল তাঁহার স্ত্রীই ধ্বংস হইবে। إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ অর্থাৎ তাহার স্ত্রী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি যে যাহারা ধ্বংস হইবে এবং এই কারণেই প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(٦١) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝

(٦٢) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۝

(٦٣) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

(٦٤) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝

৬১. ফিরিশতাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট আসিল।

৬২. তখন লূত বলিলেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক।

৬৩. তাহারা বলিল, না উহারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ন ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি।

৬৪. আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ জানাইতেছেন যে, ফিরিশতাগণ যখন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি বলিলেন إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ তোমরা অপরিচিত করিয়া মনে হইতেছে قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ অর্থাৎ আপনার সম্প্রদায় যে শাস্তি ও আযাব অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত সেই শাস্তি লইয়া-ই আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ আমরা সত্য লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ আমি সত্যসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ করিব। إِنَّا لَصَادِقُونَ আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তাহারা লূত (আ) এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার ও তাহার বংশধরের মুক্তির যে সংবাদ দিয়াছে অত্র বাক্যটি উহারই তাকীদ হইয়াছে।

(٦٥) فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝

(٦٦) وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝

৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না তাকায়, তোমাদিগকে যেথায় যাইতে বলা হইয়াছে তোমরা চলিয়া যাও।

৬৬. আমি তাহাকে এই বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে প্রত্যুষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ফিরিশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যে রাতের একাংশ শেষ হইতেই তাহার পরিবারবর্গকে বাহিরে লইয়া যান এবং তাহাদের ভালভাবে হিফাযতের জন্য তিনিও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়মও ছিল হইাই। তিনি সেনাদলের পিছনে থাকিতেন, যেন তিনি দুর্বল লোককে সাথে লইয়া যাইতে পারেন এবং পতিত বস্তুকে উঠাইতে পারেন। وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ অর্থাৎ তোমরা যখন অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর কোন বিকট শব্দ শুনিবে তখন যেন তোমাদের কেহ তাহাদের প্রতি না তাকায় বরং তাহাদের প্রতি যে শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে দাও।

وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ তোমাদিগকে যেখানে যাইতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে তোমরা সেখানেই চলিয়া যাইবে। যেন তাহাদের সহিত পথ দেখাইবার জন্য কেহ নির্দিষ্ট ছিল যে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল। وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ অর্থাৎ তাহাদের এই শাস্তির ব্যাপারে লূত (আ)-এর নিকট পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত পৌছাইয়াছি যে ভোরেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ তাহাদের শাস্তির জন্য ওয়াদাকাল হইল ভোরবেলা, ভোরবেলা কি নিকটবর্তী নহে!

(٦٧) وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

(٦٨) قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ○

(٦٩) وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ○

(٧٠) قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٧١) قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

(٧٢) لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৬৭. নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।

৬৮. সে বলিল, উহারা আমার অতিথি, সুতরাং, তোমরা আমাকে বে-ইয্‌যত করিও না।

৬৯. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।

৭০. উহারা বলিল, আমরা কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই।

৭১. লূত বলিল, একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।

৭২. তোমার জীবনের শপথ উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়াছে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত লূত (আ)-এর কওম যখন তাহার সুন্দর সুশ্রী মেহমানদের আগমনের সংবাদ জানিতে পারিল তখন তাহারা আনন্দ উল্লাস করিতে করিতে আসিল قَالَ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ হযরত লূত (আ) বলিলেন, দেখ তাহারা আমার সম্মানিত অতিথি অতএব তাহাদের সহিত অপকর্ম করিয়া তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।

হযরত লূত (আ) তাহারা যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশতা ছিল এই কথা জানিবার পূর্বে এইরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন সূরা হূদ এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য এখানে তাহার সম্প্রদায়ের দৌরাত্মের কথা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অতিথিগণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশতা। কিন্তু واو অব্যয়টির জন্য তরতীব জরুরী নহে। বিশেষতঃ এমন স্থানে যেখানে ইহার বিপরিত দলীল রহিয়াছে।

أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আমরা কি আপনাকে কাহাকেও অতিথি বানাইতে নিষেধ করি নাই? আর এখন আপনি তাহাদের সাহায্য করিতেই বা আগাইয়া আসিয়াছেন কেন? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অধিক বুঝাইবার জন্য বলিলেন তোমাদের স্ত্রীরা যাহারা আমার কন্যা তাহারাই তোমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করিবার উপায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন, ইহাদিগকে নহে। পূর্বে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পুনরায় উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই তাহাদের উল্লাস ও এই সমস্ত কথাপোকথন হইতেছিল অথচ তাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবধারিত আসন্ন বিপদ ও শাস্তি হইতে সম্পূর্ণ গাফেল ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহম্মদ (সা)-কে বলেন وَلَعَمْرُكَ اَنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আপনার জীবনের কসম, তাহারা তো তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শপথ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। 'আমর ইবনে মালিক বকবী (র) আবুল জাওযা (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও অধিক শ্রদ্ধেয় অন্য কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই। আর অন্য কাহার জীবনের কসম খাইতেও আমি শুনি নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন لَعَمْرُكَ اَنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আপনার জীবন ও পৃথিবীতে আপনার অবস্থানের কসম। اَنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অবশ্যই তাহারা তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন سَكْرَةٌ অর্থ! গুমরাহী, يَعْمَهُوْنَ অর্থ তাহারা খেলা করিতেছে অর্থাৎ তাহারা তাহাদের গুমরাহী লইয়া খেলা করিতেছে। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, لَعَمْرُكَ অর্থ আপনার জীবনের কসম اَنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ তাহারা তাহাদের মাত্লামীতে নিমজ্জিত হইয়া সন্দেহ পোষণ করিতেছে।

(٧٣) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝

(٧٤) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

(٧٥) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۝

(٧٦) وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ۝

(٧٧) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

৭৪. এবং আমি জনপদকে উলটাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করিলাম।

৭৫. অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য। উহা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।

৭৭. অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদিগের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ। অতঃপর তাহাদিগকে বিকট শব্দ পাকড়াও করিল। হযরত লূ'ত (আ)-এর কওমকে সূর্যোদয়কালে যে বিকট শব্দ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল আয়াতে তাহার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের শহরকে আসমানের দিকে বুলন্দ করিয়া উল্টাইয়া ফেলা হইয়াছিল উপরের অংশ নিম্নে এবং নিম্নের অংশ উপর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর তাহাদের প্রতি কংকর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন এই বিকট শব্দ গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল। سجل শব্দের পূর্ণ আলোচনা সূরা হূদে করা হইয়াছে। قوله اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের এই শাস্তির চিহ্ন তাহাদের সেই শহরে বিদ্যমান অতএব যাহারা উহাতে চিন্তা ভাবনা করে ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। মুজাহিদ (র) مُتَوَسِّمِيْنَ এর অর্থ مُتَفَرِّسِيْنَ করেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও হুশিয়ার ব্যক্তিবর্গ। ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) ইহার অর্থ করেন, চিন্তা-ভাবনাকারী লোক। কাতাদাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল উপদেশ গ্রহণকারী লোক সকল। মালেক কোন কোন মদীনাবাসী হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন مُتَاَمِّلِيْنَ অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনাকারী লোক সকল।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইবনে আরাফাহ (র) .... আবূ সায়ীদ (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِتَّقُوْا فِرَاسَةُ الْمُؤْمِنَ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ তোমরা মু'মিনের ফিরাসত (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি) কে ভয় কর কারণ, সে আল্লাহ্‌র নূরের সাহায্যে দেখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ পাঠ করিলেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে জরীর (র) আমর ইবনে কয়েস মুলায়ী (র) হইতে তিনি আতীয়্যাহ হইতে তিনি আবূ সায়ীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তূসী (র)....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় করিয়া চল

কারণ, মু'মিন আল্লাহ্র নূরের সাহায্যে দর্শন করে। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ সুরাহবীল হিমসী (র) .... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় কর, কারণ, মু'মিন আল্লাহ্র নূর ও তাঁহার তাওফীকের সাহায্যে দেখিয়া থাকে। তিনি আরো বলেন, আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল (র) .... হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র কিছু বান্দা এমনও আছে যাহারা চিহ্ন দেখিয়াই চিনিয়া লয়।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, সাহ্ল ইবনে বাহ্র (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র কিছু বিশিষ্ট বান্দা আছে যাহারা আলামত দেখিয়াই চিনিয়া লয়। قوله وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর আবাসভূমি 'সাদ্দম' যাহা উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এমন কি উহা মৃত সাগরে পরিণত হইয়াছে উহা দুর্গন্ধময় এবং ময়লাযুক্ত যাহা জনপথের নিকট অবস্থিত এবং তোমরা সদা সর্বদা সেই পথে চলাফিরা কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর তোমরা তাহাদের নিকট দিয়াই দিনে-রাতে যাতায়াত এবং তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক তাহার পরও তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না। তোমরা কি কিছু বুঝ না?

মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এবং সেই জনবসতী একটি চিহ্নিত পথের নিকটই অবস্থিত। কাতাদাহ (র) বলেন, উহা একটি স্পষ্ট সড়কের নিকট অবস্থিত। সুদ্দী (র) বলেন, لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ এর অর্থ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ সেই বসতীর কথা কিতাবে মুবীনের মধ্যে বিদ্যমান (হিজর-৭৭)। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু, এই অর্থটি এখানে বেশী সংগতিপূর্ণ নহে। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ হযরত লূত (আ)-এর কওমের সহিত আমি যে ব্যবহার করিয়াছি অর্থাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং লূত (আ)-এর পরিবারবর্গকে মুক্তি দান করিয়াছি ঈমানদার লোকদের জন্য ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

(৭৮) وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۙ

(৭৯) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۞

৭৮. আর আয়কাবাসীরা তো ছিল সীমালংঘনকারী।

Contents

৭৯. সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি উহাদিগের উভয় জনপথ তো প্রকাশ্য পথ পার্শ্বে অবস্থিত।

তাফসীর ঃ 'আয়কাবাসী দ্বারা হযরত শু'আইব (আ)-এর কওম বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) বলেন আয়কাহ্ বলা হয় ঘন বনকে। তাহাদের অপরাধ শুধু শিরক করা ছিল না বরং তাহারা রাহ্জানীও করিত এবং মাপে কম করিত। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকেও বিকট শব্দ ও ভূমিকম্পন দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন। আয়কার জন বসতী হযরত লূত (আ)-এর কওমের জনবসতীর নিকটবর্তী ছিল। আর তাহাদের যামানাও ঐ কওমের যামানার নিকটবর্তী ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ উভয় কওমের জনবসতী সাধারণ সড়কের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) বলেন, اِمَامٍ مُّبِيْنٍ দ্বারা এখানে উন্মুক্ত সড়ক বুঝান হইয়াছে। আর এই কারণে হযরত শু'আইব (আ) তাহার কওমকে যখন ভীতি প্রদর্শন করিতেন তখন তিনি বলিতেন وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ হযরত লূত (আ)-এর কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নহে।

(٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

(٨١) وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۙ

(٨٢) وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ

(٨٣) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۙ

(٨٤) فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ؕ

৮০. হিজরবাসিগণও রাসূলদিগের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

৮১. আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম। কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।

৮২. উহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য।

৮৩. অতঃপর প্রভাত কালে মহানদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

৮৪. সুতরাং উহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তাহা উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

তাফসীর ঃ হিজরবাসীরা হইল সামূদ জাতি যাহারা তাহাদের নবী হযরত সালিহ (আ)-কে অস্বীকার করিয়াছিল। আর যে কেহ কোন একজন নবীকে অস্বীকার করে সে যেন সমস্ত নবীকে অস্বীকার করে। আর এই কারণেই সামূদ জাতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তাহারা সকল নবীকে অস্বীকার করিত।

উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিকট এমন নিদর্শন পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে হযরত সালিহ (আ)-এর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন কঠিন পাহাড় হইতে হযরত সালিহ (আ)-এর দু'আয় উটনীর আত্মপ্রকাশ। উটনীটি তাহাদের শহরেই চরিয়া খাইত। তাহার পানি পান করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট ছিল এবং সালিহ (আ)-এর কওমের জন্যও একটি নির্দিষ্ট দিন ছিল। যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিল এবং উটনীটিকে হত্যা করিল তখন সালিহ (আ) তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে খুব ভোগ কর ইহা অসত্য ওয়াদা নয় তোমাদের প্রতি শাস্তি অবধারিত।

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন, وَاَمَّا ثَمُوْدَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى। আর সামূদ জাতিকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা গুমরাহীকে হেদায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ তাহারা পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া ঘর তৈয়ার করিত। অথচ তাহাদের কোন ভয়ও ছিলনা আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। বরং কেবল লৌকিকতা ও অহংকারের বশীভূত হইয়া তাহারা এই রূপ করিত। যেমন হিজ্র উপত্যকায় তাহাদের ঘর-বাড়ির নমুনা দেখিয়া বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক অভিযানে যাত্রাকালে যখন এই জনপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তিনি স্বীয় মাথা ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং সোয়ারী দ্রুত চালাইলেন। আর স্বীয় সাথীগণকে বলিলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত অভিশপ্ত জাতির বসতীতে ক্রন্দনাবস্থায় প্রবেশ করিবে যদি ক্রন্দন না আসে তবে ক্রন্দনের ভাব করিবে, যেন তোমাদের উপর সেই শাস্তি অবতীর্ণ না হয়। قوله فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ অর্থাৎ চতুর্থ দিন ভোরেই বিকট শব্দ তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাহারা যে ক্ষেত খামার করিয়াছিল এই যে বাগবাগিচা করিতেছিল। এবং পানি দ্বারা কৃপণতা করিয়া তাহারা যে নিদর্শনের উটনীকে হত্যা করিয়া দিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যখন আল্লাহ্র নির্দেশ আসিল তখন ইহার কোন কিছুই কাজেই আসিল না। বরং তাহাদের সবকিছুই অকেজু প্রমাণিত হইল।

(٨٥) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○

(٨٦) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

৮৫. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে ক্ষমা কর।

৮৬. তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَاخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে সত্য ও ন্যায়ের সহিত সৃষ্টি করিয়াছি এবং কিয়ামত অবশ্যই উপস্থিত হইবে। لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُ وَالسُّوْءَ مِمَّاعَمِلُوْا যেন অপকর্মকারীদিগকে তাহাদের অপকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন। আর সৎকর্মকারীদিগকেও তাহাদের সৎকর্মের বিনিময় দান করতে পারেন। وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ আসমান, যমীন ও উহাদের মধ্যে অবস্থিত বস্তুসমূহকে আমি বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। কাফিরদের ধারণা ইহাই অতএব কাফিরদের জন্য রহিয়াছে ওয়েল দোযখ। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَاخَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّهُوَالْعَزِيْزُ الْكَرِيْمَ তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী তিনি সাম্রাজ্যের অধিকারী তিনি পরম সত্য তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি মহান আরশের অধিকারী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে কিয়ামতের আগমন বার্তা দিয়াছেন উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। অতঃপর মুশরিকদিগকে তাহাদের নির্যাতনের কারণে সুন্দর ক্ষমা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং তাহাদিগকে সালাম বলিয়া দিন। সত্বর তাহারা পরিণাম জানিতে পারিবে। (যুখরুফ-৮৯) হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ (র) অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এই নির্দেশ যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বে ছিল। কারণ এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ আর যুদ্ধের হুকুম হইয়াছে হিজরতের পর।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ আপনার প্রতিপালকই সৃষ্টিকর্তা ও মহাজ্ঞানী। এই আয়াত দ্বারা কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত কায়েম করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা যে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং মানুষের শরীর পচিয়া গলিয়া যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণু সম্পর্কে তাহার জানা আছে। অতএব উহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে তাহার পক্ষে কোন অসম্ভব কাজ নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ- اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের ন্যায় লোক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন। অবশ্যই সক্ষম। যখন তিনি কোনবস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল তাহাকে হইয়া যাইতে হুকুম করেন, অমনি উহা হইয়া যায়। সেই সত্তা বড় পবিত্র তাহার হাতে সকল বস্তুর কর্তৃত্ব রহিয়াছে আর তাহার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (সূরা ইয়াসিন-৮১-৮৩)।

(٨٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝

(٨٨) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৭. আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যাহা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহা কুরআন।

৮৮. আমি তাহাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না। তাহাদিগের জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না। তুমি মু'মিনদিগের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয় নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে নবী! যেহেত আপনাকে আমি কুরআনের ন্যায় মহাগ্রন্থ দান করিয়াছি। অতএব আপনি দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না এবং দুনিয়ার যে অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর মধ্যে কাফিরদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি উহার প্রতি যেন আপনার কোন

প্রকার লোভ লিপ্সা না হয় এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ও আপনার দ্বীনের বিরোধিতা করিবার কারণে যেন আপনি চিন্তিত হইয়া তাহাদের উপর অনুতাপ না করেন। وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ আর আপনি মু'মিনদের জন্য আপনার ডানা অবনত করিয়া দিন, তাহাদের সহিত সদাচারণ করুন তাহাদের প্রতি সদয় হউন। لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এমন রাসূলের আবির্ভাব হইয়াছে যাহার উপর তোমাদের দুঃখ কষ্ট অত্যন্ত পিড়াদায়ক যিনি তোমাদের কল্যাণের বড় আকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই মমতাশীন ও দয়াবান।

উলামায়ে কিরাম এই সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ কি? হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারের মতে উহা হইল কুরআনের দীর্ঘ সাতটি সূরা। অর্থাৎ বাক্বারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়েদাহ্ আন্‘আম, আ'রাফ ও সূরা ইউনুস। হযরত ইবনে আববাস (রা) ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ইহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত শু'বা (র) বলেন উদ্ধৃত সূরাসমূহে ফরায়েয হুদূদ, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহার মধ্যে উদাহরণসমূহ, ঘটনাবলী ও নসীহতসমূহের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... সুফিয়ান হইতে বর্ণিত, মাসানী হইল একশত আয়াত-বিশিষ্ট বাক্বারাহ, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, আন্‘আম, আ'রাফ এবং আনফাল ও বারাআত এক সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উদ্ধৃত সূরাসমূহ কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-কে দান করা হইয়াছিল। হযরত মূসা (আ)-কে উহার দুটি দান করা হইয়াছিল। হুসাইম (র) .... সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশ (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে সাতটি দীর্ঘ সূরা দান করা হইয়াছে এবং হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া হইয়াছিল ছয়টি। তিনি যখন তাহার কাষ্ঠখন্ডগুলি ফেলিয়া দিলেন তখন দুটি উঠিয়া গেল। আর চারটি থাকিয়া গেল। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ দ্বারা সাতটি দীর্ঘ সূরা বুঝান হইয়াছে। কুরআনুল আযীম দ্বারাও ইহাই বুঝান হইয়াছে। খুসাইদ (র) যিয়াদ ইবনে আবূ মরিয়াম (র) হইতে سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِىْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আপনাকে আমি সাতটি অংশ দান করিয়াছি। নির্দেশ, নিষেধ, সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন,

উদাহরণ বর্ণনা। নিয়ামতসমূহের বর্ণনা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ। ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হইল যে, ইহা সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট। হযরত আলী, হযরত উমর, ইবনে মসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বিসমিল্লাহ্ হইল সপ্তম আয়াত আর আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তোমাদিগকে ইহা দান করিয়াছেন। ইবরাহীম নখয়ী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর ইবনে আবী মুলায়কাহ্, শাহর ইবনে হাওশাব, হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র) এই কথাই বলিয়াছেন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আমাদের নিকট বলা হইয়াছে যে, اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ হইল সূরা ফাতিহা, ইহা ফরয ও নফল সব সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে পড়া হইয়া থাকে। ইবনে জরীর (র)ও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন এবং একাধিক হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন তাফসীরের শুরুতে আমরা সূরা ফাতিহার ফযীলত বর্ণনা প্রসংগে আমরা উহার পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) এখানে দুইটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, (১) তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র) .... আবূ সায়ীদ ইবনে মুআল্যাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। আর আমি তখন সালাত আদায় করিতেছিলাম তিনি আমাকে ডাক দিলেন কিন্তু আমি সালাত শেষ না করিয়া আসিলাম না। অতঃপর আমি তাহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, তুমি তখন আসিলে না কেন? আমি, বলিলাম, আমি তখন সালাত পড়িতেছিলাম, তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নাই? يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ডাকের জওয়াব দান কর যখন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন"। অতঃপর তিনি বলিলেন, মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বে কুরআনের সর্বাধিক বড় সূরা কি আমি তোমাকে শিক্ষা দিব না অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। আমি তাহাকে তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ হইল, 'সাবউল মাসানী' এবং মহান কুরআন যাহা আমাকে দান করা হইয়াছে। (২) ইমাম বুখারী (র) বলেন, আদম (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, উম্মুল কুরআন হইল 'সাবউল মাসানী' (সাতটি আয়াত যাহা বারবার পড়া হয়) ও মহান কুরআন। উল্লেখিত হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمُ দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝান হইয়াছে। তবে দীর্ঘ সাতটি সূরাকে اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ বলা ইহার

বিরোধী নহে। কারণ উহাতেও ঐ গুণ রহিয়াছে যাহা সূরা ফাতিহার মধ্যে নিহিত। যেমন পূর্ণ কুরআনকে مَثَانِى বলাও ইহার বিরোধী নহে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِىَ অত্র আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে মাসানী এবং অন্যদিক হইতে মুতাশাবিহ বলা হইয়াছে। একদিক হইতে ইহা মাসানী এবং অন্য দিক হইতে মুতাশাবিহ। আবার সাথে সাথে ইহা মহান কুরআন বটে। যেমন বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা হইল যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা কোনটি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)স্বীয় মসজিদের দিকে ইশারা করিলেন অথচ, আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, যে মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা হইল কুবার মসজিদ। এই ব্যাপারে নীতিগত কথা হইল, দুটি বস্তু একই গুণে শরীক হইলে একটির উল্লেখ করা হইলে অপরদিকে বাদ দেওয়া হয় না। لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ হে নবী ! (সা) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে মহান কুরআন দান করিয়াছেন উহার দ্বারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও উহার সৌন্দর্য হইতে বিমুখ হইয়া নিজেকে সর্বাধিক বড় ধনী মনে করুন। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনে উয়াইনা (র) একটি সহীহ হাদীস لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ এর অর্থ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন প্রাপ্ত হইয়া দুনিয়ার অন্য সকল ধন-সম্পদ হইতে মুখাপেক্ষীহীন না হয় সে আমাদের দলভুক্ত নহে। কিন্তু উক্তিটি যদিও সঠিক, কিন্তু হাদীসের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... আবূ রাফে' সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসিল কিন্তু তাহার ঘরে এমন কিছুই ছিলনা যাহা দ্বারা তিনি মেহমানের আপ্যায়ন করিতে পারেন। অতএব তিনি এক ইয়াহূদীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, সে যেন ইহা বলে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে রজব মাস পর্যন্ত কিছু আটা করয দাও। কিন্তু ইয়াহূদী কিছু বন্ধক রাখা ব্যতিত আটা দিতে অস্বীকার করিল। রাবী বলেন অতঃপর আমি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া তাহার জওয়াব শুনাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আসমানের অধিবাসীদের নিকট আমানতদার আর যমীনের অধিবাসীদের কাছেও আমানতদার। যদি সে আমাকে করয দিত কিংবা আমার নিকট বিক্রয় করিত তবে অবশ্যই আমি উহা আদায় করিতাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন নবী করীম (সা) এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম তখন لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অবতীর্ণ হইল। যেন এই আয়াত দ্বারা

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত দ্বারা অন্যের নিকট যাহা আছে উহার প্রতি লোভ-লিপ্সাসহ আকাঙ্ক্ষা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ দ্বারা ধন সম্পদশালী কাফিরদিগকে বুঝান হইয়াছে।

(৮৯) وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝

(৯০) كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝

(৯১) الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝

(৯২) فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(৯৩) عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৮৯. এবং বল, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৯০. যেভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম বিভক্তকারীদিগের উপর।

৯১. যাহারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়াছে।

৯২. সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি উহাদিগের সকলকে প্রশ্ন করিবই।

৯৩. সেই বিষয়ে যাহা উহারা করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাঁহার নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তিনি যেন মানুষকে বলিয়া দেন اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ অবশ্যই আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের উপর তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করিবার কারণে যে আযাব ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল আমাকে অস্বীকার করিবার কারণেও তোমাদের উপর তদ্রূপ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। اَلْمُقْتَسِمِيْنَ অর্থ পরস্পর শপথ গ্রহণকারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মত তাহাদের নবীগণের বিরোধিতা করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর শপথ গ্রহণ করিত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-এর উম্মতের কর্মকান্ড সম্পর্কে খবর দিয়াছেন قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ তাহারা বলিল, তোমরা আল্লাহ্‌র শপথ কর, আমরা অবশ্যই তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে রাত্রের অন্ধকারে ধ্বংস করিয়া দিব।

আরো ইরশাদ হইয়াছে اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ تَمُوْتُ তাহারা কঠিন শপথ করিয়া বলিল, যাহার মৃত্যু হইবে আল্লাহ্ তাহাকে আর পুনরায় জীবিত করিবেন না। اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ তোমরা কি পূর্বে কসম খাইয়া বলিতে না? আরো ইরশাদ হইয়াছে اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ তোমরা তো সেই সমস্ত লোক যাহারা কসম খাইয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি কোন রহমত অবতীর্ণ করিলেন না। কাফিরদের অবস্থাই এই ছিল যে তাহারা যখনই কিছুকে অস্বীকার করিত তখন উহা কসম খাইয়াই অস্বীকার করিত এই কারণে তাহাদের নামই হইয়াছিল مُقْتَسِمُوْنَ (শপথকারী লোক সকল) আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, مُقْتَسِمُوْنَ হইল হযরত সালিহ (আ)-এর কওম, যাহারা কসম খাইয়া বলিয়াছিল, "রাত্রেই আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারর্গকে ধ্বংস করিয়া দিব।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার উদাহরণ ও যেই বস্তুসহ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে উহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তাহার কওমের নিকট আসিয়া বলে হে আমার কওম। আমি স্বচক্ষে শত্রু সেনা দেখিয়াছি আমি তোমাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি অতএব তোমরা সতর্ক হইয়া যাও এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একটি দল তো তাহার অনুসরণ করিল এবং রাতের অন্ধকারেই আত্মরক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িল এবং এই অবসরে স্বীয় গতিতে চলিতে চলিতে রক্ষা পাইল। অপর পক্ষে অপর একটি দল তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহার কথা অস্বীকার করিল এবং নিজ নিজ স্থানেই থাকিয়া গেল এবং ভোরেই শত্রু তাহাদিগকে পাইয়া বসিল, ফলে শত্রু তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহাদের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিল। ইহাই হইল সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অনুসরণ করিল এবং আমার আনিত হক বস্তু মুতাবিক কাজ করিল এবং সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমাকে অবিশ্বাস করিল এবং আমার আনিত হক বস্তুকেও অমান্য করিল।

قوله اَلَّذِيْنَ جَعَلُوْا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ যাহারা আসমানী কিতাবসমূহকে খন্ড খন্ড করিয়াছে অতঃপর কিছু অংশের প্রতি তো ইমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَجَعَلُوْا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ সম্পর্কে বলেন, তাহারাই হইল আহলে কিতাব, যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিভাগ করিয়া কিছু অংশের প্রতি তো ঈমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ সম্পর্কে বলেন, তাহারা হইল আহ্‌লে কিতাব যাহারা কিতাবকে বিভাগ করিয়া কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনিয়াছে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মূসা (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ যেমন "শপথকারীদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলাম।" অবতারিত বস্তুর কিছু অংশকে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা হইল ইয়াহূদী ও নাসারা। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, মুজাহিদ, হাসান, যাহ্হাক, ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাকাম ইবনে আবান (র) ইকরিমাহ (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ সম্পর্কে বলেন عِضِينَ অর্থ যাদু অর্থাৎ তাহারা কুরআনকে যাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, কুরাইশদের ভাষায় العضة শব্দের অর্থ যাদু। السَّاحِرَةُ (যাদুকর) কে اَلْكَاهِنَةُ বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করিত, তাহারা যাদু বলিত, তাহারা ভবিষ্যৎ কথন বলিত তাহারা পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলিত। আতা (র) বলেন, কাফিরদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলিত। কেহ কেহ কাহেন বলিত আবার কেহ কেহ পাগল বলিত عِضِينَ অর্থ ইহাই। যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ এর নিকট কুরাইশ বংশের কিছু লোক একত্রিত হইল। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। সময়টি ছিল হজ্জের মওসূম। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ সমবেত লোকদিগকে বলিল, হে কুরাইশ দল! হজ্জের মওসূম সমাগত এবং এই মওসূমে আরবের বিভিন্ন এলাকা হইতে তোমাদের নিকট প্রতিনিধি দল আসিবে। অতএব তোমরা এই ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ) সম্পর্কে কোন মত স্থির কর এবং কেহ কোন দ্বিতমত পোষণ করিও না। যেন এমন না হয় যে একজন অন্যের মতকে মিথ্যা বল। তখন তাহারা বলিল, আপনি একটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দিন। সে বলিল, না, তোমরাই বল, আমি শুনিব। তখন তাহারা বলির, আমরা তো তাহাকে কাহেন বলি, সে বলিল, সে কাহেন নহে। তাহারা বলিল, তবে সে পাগল। অলীদ বলিল, সে পাগলও নহে। তাহারা বলিল তবে সে কবি। অলীদ বলিল, সে কবিও নহে। তাহারা বলিল, তবে সে যাদুকর। সে বলিল, সে যাদুকরও নহে। তাহারা বলিল তবে

আমরা আর তাহাকে কি বলিব? তখন অলীদ বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, তাহার কথায় একটি বিশেষ স্বাদ আছে। তোমরা এই সকল বিশেষণের মধ্য হইতে যাহা দ্বারাই তাহাকে খিতাব করিবে অন্যান্য লোক উহাকে বাতিল মনে করিবে। তবে তাহার সহিত অধিক সংগতিপূর্ণ কথা হইল, সে যাদুকর। অতঃপর তাহারা এইমত স্থির করিয়া চলিয়া গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ নাযিল করিলেন।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আপনার প্রতিপালকের কসম, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহা সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিব। আতীয়্যাহ আওফী (র) হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ সম্পর্কে বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের সকলকে কালেমায়ে তাওহীদ লা-ইলাহা ইল্লালাহ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করিব। আব্দুর রায্যাক (র) .... মুজাহিদ হইতে لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন "আমি অবশ্যই তাহাদিগকে কলেমায়ে তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিব। ইমাম তিরমিযী, আবূ ইয়ালা মুসেলী, ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত আনাস (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কালেমায়ে তাওহীদ তথা লাইলাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। ইবনে ইদরীস লাইস (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ (রা).... তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সহিত নির্জনেই সাক্ষাৎ করিবে যেমন কেহ চৌদ্দ তারিখের চাঁদ নির্জনে একাকিই দেখিতে পারে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! কোন বস্তু আমার আনুগত্য হইতে তোমাকে ধোকায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? হে আদম সন্তান! তুমি যাহা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে উহার কোন্ কোন্ বিষয়ে তুমি আমল করিয়াছ? হে আদম সন্তান! তুমি আমার পয়গম্বরদের ডাকে কিরূপ সাড়া দিয়াছিলে।

আবূ জা'ফর (র) রবী' (র) হইতে তিনি আবুল আলিয়াহ্ হইতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাফসীর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সকল বান্দাকে দুইটি চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা কাহার ইবাদত করিত? এবং রাসূলগণের আহ্বানে তাহারা সাড়া দিয়াছিল কিনা? ইবনে

উয়ায়দাহ্ (র) বলেন, মান ও আমল সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হইবে। ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষকে তাহার যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সম্পর্কে এবং তাহার হাতে ছানা মাটি সম্পর্কেও। অতএব হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে তোমাকে এমন যেন না পাই যে, তুমি ভাল কাজে অন্য হইতে পিছনে পড়িয়া আছ। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্যই তাহাদের সকলের নিকট তাহাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করিব। অতঃপর তিনি فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ সেই দিনে কোন মানুষ ও জ্বিনকে তাহার গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না? উভয় আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়ায় হযরত ইবনে আব্বাস এই মিমাংসা পেশ করেন। গুনাহ্গারদের নিকট এই প্রশ্ন করা হইবে না, তুমি কি গুনাহ করিয়াছ? কারণ তিনি খুব ভালই জানেন যে সে গুনাহ করিয়াছে কি না? বরং তাহাকে যে প্রশ্ন করা হইবে তাহা হইল, তুমি অমুক গুনাহ করিয়াছ কেন?

(٩٤) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(٩٥) اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۝

(٩٦) الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

(٩٧) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝

(٩٨) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝

(٩٩) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝

৯৪. অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর।

৯৫. যাহারা আল্লাহ্র সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

৯৬. যাহারা আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

৯৭. আমি তো জানি, উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।

৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৯৯. তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে তাঁহার নিকট প্রেরিত বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ করিতেছেন। মুশরিকদের সম্মুখে তাওহীদের বাণী সুষ্ঠুভাবে প্রচার করুন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন فَاصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ -এর অর্থ হইল, আপনাকে যে নির্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রচার করুন। এক রেওয়াতে বর্ণিত, আপনাকে যে নিদের্শ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। মজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হই আপনি সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ুন। قوله وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ يْنَ অর্থাৎ আপনর প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন। এবং মুশরিকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। যাহারা আল্লাহ্র আয়াত প্রচার করিতে আপনাকে বাধা প্রদান করে। তাহারা তো ইহাই কামনা করে যে যদি আপনি একটু অলসতা করেন, আপনি তাহাদিগকে ভয় করিবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যও যথেষ্ট আর আপনার হিফাযতের জন্যও যথেষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤاُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَاِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতারিত বস্তু আপনি পৌঁছাইয়া দিন যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিলেন না। আর আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ يْنَ اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাইতেছিলেন, এমন সময় মুশরিকদের কিছু লোক তাহাকে বিদ্রূপ করিল তখন হযরত জিবরীল (আ) উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ঘুষি মারিলেন ফলে এমন হইল যে, মনে হইতেছিল যেন তাহাদের শরীরে যখন হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইহাতেই তাহাদের মৃত্যু হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা মুশরিকদের বড় বড় সর্দার ছিল। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে রুমান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন বিদ্রূপকারী লোকদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। তাহারা স্বীয় গোত্রে বড় সম্মানিত ছিল। বনু আসাদ ইবনে আব্দুল উয্যা ইবনে কুসাই গোত্রের আসওয়াদ ইবনে আবূ যামআহ এই লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভীষণ শত্রু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সে দারুন নির্যাতন ও

বিদ্রূপ করিত। তিনি তাহার জন্য এইরূপ বদ দু'আও করিয়াছিলেন। "হে আল্লাহ্ আপনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিন এবং সন্তানহীন করিয়া দিন।" আর বনূ যুহরা গোত্রের ছিল আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস ইবনে ওহব ইবনে অব্দে মানাফ ইবনে যুহরা। বনূ মখযূম গোত্রের ছিল, অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মখযূম। বনূ সাহ্ম ইবনে উমর ইবনে হাছীছ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই গোত্রের ছিল, আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হিশাম ইবনে সায়ীদ ইবনে সা'দ। মুযাআহ্ গোত্রের ছিল, হারেস ইবনে তলাতিলাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে আব্দ ইবনে আমর ইবনে মাল্‌কান। এই সকল লোক দুষ্টামীতে মাতিয়া উঠিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বহু বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ

ইবনে ইসহাক (র) উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রা) হইতে কিংবা অন্য কোন আলেম হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফ করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাহার নিকট আসিয়া দন্ডায়মান হইলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, হযরত জিবরীল (আ) তাহার দিকে ইংগিত করিলেন। ফলে সে পেটের পিড়ায় আক্রান্ত হইল এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। অলীদ ইবনে মুগীরাহও যাইতেছিল হযরত জিবরীল তাহার পায়ের তালুর একটি যখমের চিহ্নের প্রতি ইংগিত করিলেন অতঃপর উক্ত স্থান ফুলিয়া উঠিল এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। দুই বছর পূর্বে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিল এবং ইহার কারণে সে চাদর টানিয়া টানিয়া হাঁটিত। খুযাআহ গোত্রের এক ব্যক্তির তীরের আঘাতে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিল। আস ইবনে ওয়ায়েলও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল জিবরাঈল তাহারও পায়ের তালুর দিকে ইশারা করিলেন কিছু দিন পরে সে তায়েফ যাইবার উদ্দেশ্যে তাহার গাধায় চড়িয়া বাহির হইল। চলিতে চলিতে সে রাস্তায় পড়িয়া গেল এবং তাহার পায়ের তালুতে পেরাগ ঢুকিয়া গেল এবং ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিদ্রূপকারীদের নেতা ছিল অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ সেই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও ইকরিমাহ্ হইতেও অদ্রূপ বর্ণিত হইয়াছে যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইয়াযীদের সূত্রে উরওয়াহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সায়ীদ (র) তাহার রেওয়ায়েতে হারিস ইবনে গয়তলাহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইকরিমাহ্ তাহার রেওয়াতে হারেস ইবনে কয়েস উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, উভয়েই সত্য বলিয়াছেন, হারিস এর পিতার নাম কয়েস এবং মাতার নাম গয়তলাহ্। মুজাহিদ, মিক্বসাম, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারদের মতেও বিদ্রূপকারীরা মোট পাঁচ জন ছিল। কিন্তু ইমাম শা'বী বলেন, তাহারা সাতজন ছিল।

কিন্তু প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ। اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ "যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য উপাস্য নির্ধারণ করে তাহারা সত্বর জানিতে পারিবে।" আল্লাহ্‌র সহিত যাহারা অন্যকে শরীক করে তাহাদের পক্ষে ইহা একটি অত্যন্ত কঠিন ধমক।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ -

হে মুহাম্মদ (সা) আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, তাহাদের কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হইয়া পড়েন আপনার অন্তর মুচড়ে পড়ে, কিন্তু ইহা যেন আপনাকে আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন হইতে বিরত না রাখে। আপনি আল্লাহ্‌র ভরসা রাখুন তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহায্যকারী। অতএব তাঁহার যিকির তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার তাসবীহ ও তাঁহার ইবাদত অর্থাৎ সালাতে মননিবেশ করুন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ আপনি সিজদাকারী ও মুসাল্লীদের অন্তর্ভুক্ত হউন। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র) .... বর্ণনা করেন, নুআইস ইবনে আম্মার (র) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে আদম সন্তান! দিনের শুরুতে চার রাকাত সালাত পড়িতে অক্ষমতা প্রকাশ করিও না। আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হইব।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী মাকহুল হইতে তিনি কাসীর ইবনে মুররাহ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই যখন নবী করীম (সা) কোন ব্যাপারে চিন্তিত হইতেন তখনই সালাতে লিপ্ত হইতেন। قوله وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (র) বলিয়াছেন, ইয়াকীন দ্বারা এখানে মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র) .... সালেম ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ এ তাফসীর প্রসংগে বলেন, اَلْيَقِيْنُ দ্বারা আয়াতের মধ্যে মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ্ ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও অন্যান্য তাফসীরগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দলীল হিসাবে তাহারা এই আয়াত পেশ করেন যাহা আল্লাহ্ দোযখীদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন দোযখীরা বলিবে ঃ

لَمْ نَكُنْ مِّنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُنْ نُّطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ -

আমরা সালাত পড়িতাম না, মিসকীনকে অন্ন দান করিতাম না, আর যাহারা খেলাধূলায় মগ্ন ছিল আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করিতাম। এমন কি একদিন আমাদের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।

সহীহ্ হাদীসে ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি .... একজন আনসারী রমণী উম্মুল আলা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত উসমান ইবনে মযউনের নিকট তাহার মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলেন, এই মুহূর্তে উম্মুল আলা বলিলেন, হে আবুস সায়েব! তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন? উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, আমার আব্বা আম্মা আপনার উপর কুরবান হউন। তবে আর কে সম্মানিত হইবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহার নিকট ইয়াকীন অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়াছে এবং তাহার জন্য আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। অত্র হাদিস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, اَلْيَقِيْنُ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে এবং চেতনা জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতি সালাত ও অন্যান্য ইবাদত জরুরী এবং তাহার অবস্থানুযায়ী সে সালাত পড়িবে। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তুমি দাঁড়াইয়া সালাত পড়, যদি দাঁড়াইতে সক্ষম না হও তবে বসিয়া সালাত পড়িবে। যদি বসিয়াও সালাত পড়িতে সক্ষম না হও তবে শুইয়া সালাত পড়িবে। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সেই সকল ভ্রান্ত লোকদের মতও ভুল প্রমাণিত হইল যাহারা এইকথা বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ কামালিয়াত পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম না হয় ইবাদত কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত ফরয, যখন মারেফাত ও কামেলিয়াতের স্তরে পৌঁছিয়া যায় তখন তাহার প্রতি কোন ইবাদত করা জরুরী নহে। ইহা সম্পূর্ণ কুফর গুমরাহী ও মূর্খতা ছাড়া কিছুই নহে। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাহাদের সাহাবীগণ আল্লাহ্কে সর্বাধিক বেশী জানিতেন, তাহারা আল্লাহ্র মারেফাত সব চাইতে বেশী লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গুণাবলীতে আযমত ও মহত্ব সম্পর্কে তাহারাই অধিক সচেতন ছিলেন এতদ্বসত্ত্বেও তাহারাই আল্লাহ্র সব চাইতে বেশী ইবাদত বন্দেগী করিতেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা সৎকাজে সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকিতেন। অত্র আয়াতে اَلْيَقِيْنُ দ্বারা মারেফাত উদ্দেশ্য নহে বরং ইহা দ্বারা মৃত্যুকেই বুঝান হইয়াছে। যেমন পূর্বে আমরা ইহা প্রমাণিত করিয়াছি।

আল্লাহ্র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। হেদায়াত প্রদানের জন্য তাহারই প্রশংসা করি। তাহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাহার উপরই আমরা ভরসা করি। তাহার নিকট আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদিগকে পূর্ণ ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু দান করেন। তিনি বড়ই দাতা ও দয়ালু।

সূরা আন্-নাহ্ল

মক্কী ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

১. আল্লাহর আদেশ আসিবেই, সুতরাং উহা তরান্বিত করিতে চাহিও না। তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার সংবাদ দিতেছেন। এবং উহা সংঘটিত হওয়া যে নিশ্চিত সেই কথা বুঝাইবার জন্য তিনি 'মাযী' অতীতকাল বোধক ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ মানুষের হিসাব নিকাশের দিন নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ, তাহারা অলসতায় নিমগ্ন এবং সত্য গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া আছে। اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র খন্ডিত হইয়াছে। فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ অতএব এই নিকটবর্তী বস্তুর আরো নিকটবর্তী হইবার জন্য আধীর হইও না। এখানে فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ এর সর্বনামটি আল্লাহ এর দিকে ফিরিয়াছে একথাও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। সর্বনামটি 'আযাব' এর প্রতি ফিরিয়াছে, ইহারও সম্ভাবনা আছে। উভয় সম্ভাবনা একটি অপরটির জন্য অঙ্গাঙ্গী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে, وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ

তাহারা আপনার নিকট আযাবের জন্য অস্থির হইতেছে যদি আযাব আসিবার জন্য নির্দিষ্ট সময় না থাকিত তবে অবশ্যই তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌঁছাইত। তাহাদের উপর অবশ্যই আকস্মিকভাবে আযাব আসিবে অথচ, তাহারা কিছু বুঝিতেই পারিবে না। আপনার নিকট তাহারা আযাবের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে (আনকাবূত-৫৩-৫৪)। অত্র আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া যাহ্হাক (রা) একটি চমকপ্রদ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন। أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ হইতে দ্বীনের ফরযসমূহ ও উহার সীমাসমূহ সমাগত হইয়াছে' অতএব উহার জন্য ব্যস্ত হইওনা। কিন্তু ইবনে জরীর এই তাফসীরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন, কেহ দ্বীনের ফরযসমূহ এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম নাযিল হইবার পূর্বে কেহ উহার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। অপর পক্ষে আযাব অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কাফিররা আযাবকে অসম্ভব ও মিথ্যা মনে করিয়া বিদ্রূপস্বরে উহার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ
اَنَّهَا الْحَقُّ اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ -

যাহারা ঈমান আনে না কেবল তাহারাই আযাবের জন্য ব্যস্ত হয় আর যাহারা ঈমানদার তাহারা উহাকে ভয় করে এবং উহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে। মনে রাখিবে যাহারা কিয়ামত সম্পর্কে ঝগড়া করিতেছে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... উকবাহ ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বক্ষণে পশ্চিম দিগন্ত হইতে ঢালের ন্যায় মেঘ উদয় হইবে এবং উহা ঊর্ধ্বগগনে বুলন্দ হইতে থাকিবে অতঃপর এক ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! ইহার পর মানুষ একে অন্যের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছ কি? তাহাদের কেহ বলিবে, হাঁ, আর কেহ সন্দেহ করিবে। অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! তখন মানুষ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কিছু শুনিতে পাইয়াছ কি? তখন তাহারা সকলেই বলিবে, হাঁ, অতঃপর আবার ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! আল্লাহর নির্দেশ আসিয়াছে অতএব তোমরা ব্যস্ত হইও না। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ দুই ব্যক্তি কাপড় ছড়াইয়া দিবে কিন্তু তাহারা উহা গুছাইতে পারিবে না অথচ, কিয়ামত সংঘটিত

হইয়া যাইবে। কেহ তাহার 'হাওয্' ঠিক করিতে থাকিবে, উহা হইতে সে পানি পান করিতে পরিবে না কিন্তু কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। কেহ তাহার উটনী হইতে দুধ দোহন করিবে কিন্তু দুধ পান করিবার পূর্বেই কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। তিনি বলেন সেই অবস্থায়ই অন্য লোকও নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে এবং কিয়ামত আগত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কাফিররা যে মূর্তি পূজা করে এবং অন্যকে তাহার সহিত উপাসনায় শরীক করিত তিনি উহা হইতে উর্ধ্বে। আর তাহারাই হইল কিয়ামতকে অস্বীকারকারী। سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ।

(٢) يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝

২. তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফিরিশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করিবার জন্য যে আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমাকে ভয় কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ তিনি ফিরিশ্‌তাগণকে ওহীসহ অবতীর্ণ করেন, যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অনুরূপভাবে আমি আপনার নিকট আমার হুকুমে ওহী প্রেরণ করিয়াছি অথচ আপনি কিতাব কি এবং ঈমান কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না। অবশ্য আমি উহাকে নূর করিয়া আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করিয়াছি। عَلٰى مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অত্র আয়াতে عِبَادِنَا দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহই ভালভাবে জানেন, অহীর যোগ্যবক্তি কে এবং কাহাকে রিসালত প্রদান করিবেন আরো ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ আল্লাহ তা'আলাই ফিরিশ্‌তা ও মানুষ রাসূল নির্বাচন করেন। তিনি আরো বলেন, يُلْقِىْ الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আল্লাহ তা'আলা তাহার নির্দেশে তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ করেন যেন তিনি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন যে দিন সকলেই আল্লাহর

সম্মুখে উপস্থিত হইবে কোন বস্তুই সেদিন গোপন থাকিবে না। সেই সাম্রাজ্যের অধিকারী কে হইবে, কেবলমাত্র মহা প্রতাপশালী আল্লাহর জন্য সাম্রাজ্যে কর্তৃত্ব থাকিবে। قوله اَنْذِرُوْا অর্থাৎ তাহারা যেন সতর্ক করিয়া দেয়। اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই অতএব যে আমার হুকুমের বিরোধিতা করিবে এবং আমাকে ব্যতিত অন্যের ইবাদত করিবে সে যেন আমার শাস্তির ভয় করে।

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(٤) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৩. তিনি যথাযথ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

৪. তিনি শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ দেখ সে প্রকাশ্য বিতন্ডকারী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি ঊর্ধ্ব জগৎ অর্থাৎ আসমানসমূহ এবং অধঃজগত অর্থাৎ যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই বরং সত্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন। لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى যেন তিনি যাহারা অসৎ কর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিতে পারেন এবং যাহারা উত্তম কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন। ইবাদত কেবল তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যিনি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে ইবাদতও তাহার প্রাপ্য নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে তিনি অতি নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া মানুষের তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে যে এই নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তি যখন শক্তিশালী হয় তখনই সে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় এবং যিনি তাহার সৃষ্টিকর্তা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং তাহার প্রেরিত রাসূলগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সেই কেবল তাঁহারই ইবাদত করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا
وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا

তিনিই পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বংশ ও শশুরালয় সৃষ্টি করিয়াছেন আর

আপনার প্রতিপালক বড়ই শক্তিমান। তাহারা আল্লাহ ব্যতিত এমন বস্তুকে উপাসনা করে যে না তো তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম। কাফির তাহার প্রতিপালকের উপর গোপন নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ-

মানুষকি দেখে না যে আমি তাহাকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে বড়ই ঝগড়াটে হয়। সে আমার জন্যও বিভিন্ন কথা গড়িয়াছে এবং তাহারা সৃষ্টি রহস্য ভুলিয়া গিয়াছে। সে বলে, পচা বিগলিত হাড়সমূহকে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন যে মহান সত্তা প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে খুব জ্ঞানী (সূরা ইয়াসিন–৭৭-৭৯)। একটি হাদীসে ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ (র) বিশর ইবনে জাহাশ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাতে থুথু ফেলিয়া বলিলেন, “আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে সক্ষম করিতে পার? অথচ, তোমাকে তো এই থুথুর ন্যায় বস্তু হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর তোমাকে পরিপূর্ণ রূপদান করিয়াছি তোমাকে ঠিকঠাক করিয়াছি, তুমি পোশাক পরিচ্ছেদ পাইয়াছ তুমি বাসস্থান পাইয়াছ। অতঃপর তুমি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছ এবং দান করিতে কৃপণতা করিয়াছ অবশেষে তোমার প্রাণটি যখন হলকের নিকট পৌঁছাইয়াছে তখন তুমি বলিতে শুরু করিয়াছ আমি সদকা করিতেছি। এখন আর সদকা করিবার সময় কোথায়?

(٥) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ○

(٦) وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○

(٧) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৫. তিনি আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে তোমাদিগের জন্য উহাতে শীতক নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক।

৬. এবং যখন গোধূলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

৭. এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূরদেশে যথায় প্রণান্ত ক্লেশ ব্যতিত তোমরা পৌঁছিতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যে চতুষ্পদ জন্তু— যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন সূরা আন্'আমের মধ্যে আল্লাহ উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং উহাতে তাহাদের নানা প্রকার উপকার নিহিত রহিয়াছে উহার উল উহার পশম দ্বারা তাহারা পোশাক-পরিচ্ছেদ তৈয়ার করে বিছানা তৈয়ার করে উহার দুধ পান করে উহার গোস্ত ভক্ষণ করে এবং সকালে বিকালে ইহার সৌন্দার্য উপভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইহারই বর্ণনা দান করিয়াছেন। وَلَكُمْ فِيْهَا جِمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ যখন তোমাদের চতুষ্পদ প্রাণীকে চারণ ভূমিতে চরাইয়া বিকালে ঘরে প্রত্যাবর্তন কর তখন পেট পরিপূর্ণ হইয়া দুধে তাহাদের স্তনসমূহ পূর্ণ থাকে এবং উহাদের চুটিগুলি উঁচু থাকে তখন উহাদের মনোরম দৃর্শ দেখিতে কতই না ভাল লাগে। وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ আর সকাল বেলা যখন চারণভূমিতে চরাইবার জন্য ছাড়িয়া তখনো উহার সৌন্দর্যটি উপভোগ কর। وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ আর তোমাদের বড়বড় বোঝাসমূহ যাহা নিজেরা বহন করিতে অক্ষম তাহারা বহন করে إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ এক শহর হইতে অন্য শহরে তাহারা বহন করে যাহা তোমরা অত্যধিক কষ্ট স্বীকার ব্যতিত পৌঁছাইতে পার না। যেমন হজ্জ উমরা যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক সফরে তোমরা উক্ত প্রাণীসমূহকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়া থাক। যেমন কোনটিতে তোমরা নিজেরা আরোহণ কর আবার কোনটিতে তোমাদের মাল আসবাবপত্র চাপাইয়া দাও। ইরশাদ হইয়াছে وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ "চতুষ্পদ প্রাণীতে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। উহাদের পেটের বস্তু হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি। এবং তোমাদের জন্য উহাতে নানা প্রকার উপকার রহিয়াছে। আর উহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। এবং উহার উপর এবং সমুদ্রের জাহাজের উপর তোমরা আরোহণও করিয়া থাক" আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَاَىَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ -

আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপকারের জন্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে আরোহণ করিতে পার এবং উহা হইতে আহারও করিতে পার। তোমাদের জন্য উহাতে আরো অনেক উপকার রহিয়াছে। আর যেন তোমরা নিজেদের মনের চাহিদা পূর্ণ করিতে পার। উহাতে এবং সামুদ্রিক জাহাজে তোমরা আরোহণও করিতে পার। তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তাহারা কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করিবে? আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তাহার নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই করুনাময় বড়ই মেহেরবান অর্থাৎ যিনি এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের সেবক করিয়া দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ তাহারাকি দেখেনা যে আমি তাহাদের জন্য স্বীয় হস্তে চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহারাই উহার মালিক হইয়াছে। আর উহাকে আমি তাহাদের অনুগত করিয়া দিয়াছি উহার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন আছে যে, উহার উপর তাহারা সওয়ার হয় এবং কিছু তাহারা আহার করে। ইরশাদ হইয়াছে,

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ لِتَسْتَوا عَلَى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন এবং চতুষ্পদ প্রাণীও সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহার উপর আরোহণ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের শোকর কর। এবং এই কথা বল, সেই সত্তা বড় পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য ইহা অনুগত্য করিয়া দিয়াছেন অথচ উহাকে অনুগত করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ছিল না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَلَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ এর অর্থ করিয়াছেন, উহাতে

তোমাদের পোশাক রহিয়াছে وَمَنَافِعُ পানাহার করিয়া উপকৃত হইবার অনেক বস্তু রহিয়াছে। আবদুর রায্যাক ..... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে دِفْءٌ . وَمَنَافِعُ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হাসিল করা এবং উক্ত জীব-জন্তু সমূহের বংশ বৃদ্ধি করা। মুহাজিদ (র) ইহার অর্থ করেন। পোশাক তৈয়ার করা আরোহণ করা, গোস্তভক্ষণ করা ও দুধপান করা। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হাসিল করা এবং একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণও প্রায় একই ধরনের তাফসীর করিয়াছেন।

(٨) وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮. তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি অশ্ব অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের জন্য যে সকল জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উল্লেখিত প্রাণী তাহার এক প্রকার। আর উহা হইল ঘোড়া খচ্চর ও গাধা। আল্লাহ তা'আলা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য এবং উহা দ্বারা সৌন্দর্য লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ইহাই হইল উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

যেহেতু ঘোড়া খচ্চর ও গাধাকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এই কারণে কোন কোন উলামায়ে কিরাম গাধা ও খচ্চরের ন্যায় গোড়ার গোস্ত খাওয়াকে হারাম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার অনুসারী ফুকাহায়ে কিরাম। তাহারা বলেন আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াকে খচ্চর ও গাধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন আর খচ্চর ও গাধা উভয়ের গোশ্তই হারাম। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোস্ত মকরূহ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ অত্র আয়াতে চতুষ্পদ প্রাণীর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন যে এই সকল প্রাণী তোমাদের আহারের জন্য অতএব এই সকল প্রাণীর গোস্ত হালাল। অপর পক্ষে وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ইহা দ্বারা বুঝা যায় ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সোয়ারীর জন্য। ইহার গোস্ত খাওয়া হালাল নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও

অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকাম ইবনে উয়াইনাহ (র) ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আব্দে রাব্বিহি (র) হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) সালেহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিকদাম (র) সূত্রে হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তবে উক্ত সূত্রে সমালোচনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ইহা হইতে আরো স্পষ্ট ও বিস্তারিত অপর একটি সূত্রে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি বলেন আহমদ ইবনে আব্দুল মালিক (র) মিকদাম ইবনে মাদীকারাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খালিদ ইবনে ওলীদের সাথে সায়েদা-এর যুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম তখন আমাদের সাথীগণ আমার নিকট গোস্ত আনিল এবং আমাকে পাথর দেওয়ার জন্য বলিল। আমি পাথর দিলাম। অতঃপর তাহারা উহা বাঁধিয়া লইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম একটু অপেক্ষা কর। আমি হযরত খালেদ ইবনে অলীদের নিকট একটু জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। অতঃপর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত খায়বার যুদ্ধে শরীক হইলাম। মানুষ ব্যস্ত হইয়া ইয়াহূদীদের বাগানে ও ক্ষেত্রে খামারে প্রবেশ করিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (র) আমাকে হুকুম করিলেন সালাতের জন্য ঘোষণা করিয়া দাও এবং এই ঘোষণাও কর যে, কেবল মুসলমানই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন "হে লোক সকল! তোমরা ইয়াহূদীদের বাগানসমূহে প্রবেশ করিবার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার পরিচয় দিয়াছ। কিন্তু জানিয়া রাখ, চুক্তিবদ্ধ লোকদের মাল উহার হক ব্যতিত হালাল নহে। আর তোমাদের গৃহপালিত গাধা, গোড়া ও খচ্চরের গোস্ত হারাম। অনুরূপভাবে বড় দাত বিশিষ্ট হিংস্র পশু ও পাঞ্জা বিশিষ্ট পক্ষীর গোস্তও হারাম" رمكة, অর্থ পাথর, قوله حبولها এর অর্থ তাহারা উহাকে যবাই করিবার উদ্দেশ্যে রশি দ্বারা বাঁধিল। الحظائر। শব্দের অর্থ বসতীর নিকটবর্তী বাগানসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের বাগানে প্রবেশ করিয়া উহার ফলফলাদি হইতে সম্ভবত তখন নিষেধ করিয়াছিলেন যখন তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয় তবে ইহা সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ঘোড়ার গোস্ত খাওয়া হারাম। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায়, ইহা অধিক মযবুত নহে। হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে অনুমতি দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও

আবূ দাউদ (র) ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবিক দুইটি সূত্রে হাদীসটি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রা) বলেন আমরা খায়বার যুদ্ধে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর যবাই করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে গাধা ও খচ্চর খাইতে নিষেধ করিলেন কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিলে না। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একটি ঘোড়া যবাই করিয়া খাইলাম (কিন্তু তিনি আমাদিগকে নিষেধ করিলেন না।) আমরা তখন মদীনায় ছিলাম। উদ্ধৃত রেওয়ায়েতসমূহ পূর্বে বর্ণিত রেওয়ায়েতের তুলনায় অধিক মযবুত। মুশহুর উলামা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও তাহাদের অনুসারী উলামায়ে কিরামের মত ইহাই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কিরামও এইমত পোষণ করিয়াছেন। অব্দুর রায্যাক (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ঘোড়া আসলে বন্য পশু ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ওহ্‌ব ইবন মুনাব্বাহ (র) তাহার ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যে আল্লাহ তা'আলা দক্ষীণা বায়ু হইতে ঘোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ-ই অধিক জানেন। উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রকাশ ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করা জায়েয আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে একটি গাধা হাদীয়া পেশ করা হইল অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন। অথচ তিনি ঘোড়া উপর গাধার মিলনকে নিষেধ করিতেন, কারণ এই ভাবে বংশ শেষ হইবার আশংকা থাকে। ইমাম আহমদ (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ (র) .... দাহীয়া কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধীকে কি ঘোড়ার সহিত সংগম করাইব ইহাতে খচ্চর পয়দা হইবে এবং আপনি তাহার উপর আরোহণ করিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই কাজ কেবল তাহারাই করে যাহারা জ্ঞান বিবর্জিত।

(৯) وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۗ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৯. সকল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

তাফসীর ঃ যে সকল জীব-জন্তুর উপর সাওয়ার হইয়া দৃশ্যমান পথ অতিক্রম করা যায় উহা উল্লেখ করিবার পর আল্লাহ বাতেন ও আধ্যাত্মিক পথ চলার আলোচনা

করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে আধিকাংশ এমনটাই হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى তোমরা হজ্জ সফরের পাথেয় সংগ্রহ কর কিন্তু উত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া। যাহা আখিরাতের সফর অতিক্রম করিবার পাথেয়। আরো ইরশাদ হইয়াছে يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ হে আদম সন্তান। আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তোমাদের ইজ্জত আবরু ঢাকিয়া রাখে এবং তাকওয়ার পোশাক। উহা উত্তম পোশাক আল্লাহ এখানে শরীর ও ইজ্জত আবরু ঢাকিবার পোশাকের উল্লেখ করিয়া বাতেনী পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সেই সকল জীব-জন্তুর উল্লেখ করিয়াছেন যাহার উপর আরোহণ করা যায় এবং অন্যান্য আরো অনেক উপকার সাধন করা ছাড়া বড় বড় বোঝা বহন করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরের পৌঁছান যায়। এই আলোচনা শেষ করিয়া তিনি আখিরাত ও দ্বীনী পথ অতিক্রম করিবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পথই আসল পথ ও সত্য পথ এবং ইহাই যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে তাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ মধ্যবর্তী পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ -

ইহাই সঠিক পথ অতএব তোমরা এই পথেই চল আর অন্যান্য পথে চলিও না। নচেৎ তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে। মুজাহিদ (র) বলেন وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এর অর্থ হইল, সত্য পথ, যাহা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। তিনি উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন قَصْدُ السَّبِيْلِ দ্বারা ইসলামকে বুঝান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এর অর্থ হইল হেদায়াত ও গুমরাহী বর্ণনা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই উহা বলিয়াছেন। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপভাবে কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র)ও এই তাফসীর করিয়াছেন। কিন্তু মুজাহিদ (র) এর তাফসীর অধিক সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা অনেকগুলি পথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার মধ্যে হক ও সত্যের পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে। আর তাহা হইল সেই পথ যে পথ চলিবার জন্য আল্লাহ নিজেই নির্দেশ দিয়াছেন ও উহা মনোনিত করিয়াছেন। উহা ছাড়া অন্যান্য সকল পথই অপছন্দনীয় ও ধিকৃত। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمِنْهَا جَآئِرٌ আর সেই সকল পথ হইতে কিছু পথ বক্র এবং হক হইতে বিচ্যুত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন উহা হইল বিভিন্ন মত ও প্রকৃতির আবিষ্কৃত বিভিন্ন পথ। যেমন ইয়াহূদী ও নাসারা ও অগ্নিপোষকদের পথ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হিদায়াত ও সত্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দান করিতেন। وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনিত। وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করিতেন কিন্তু তাহারা বিরোধ করিতে থাকিবে যাহার প্রতি আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। আর এই জন্যই তাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হইয়াই যাইবে যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করিব।

(١٠) هُوَ الَّذِيٓ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ○

(١١) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ○

১০. তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিতে থাক।

১১. তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মায় শস্য যয়তুন, খেজুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জীব-জন্তু প্রদান করিয়া মানুষকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার আলোচনা করিবার পর আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা তাহাদের এবং তাহাদের পশুসমূহের জীবন ধারণের ব্যবস্থা হয়। তিনি ইরশাদ করেন لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ বৃষ্টির পানিকে মিঠা ও রুচিসম্পন্ন সুস্বাদু তৈয়ার করিয়াছেন যাহা সহজেই তোমরা পান করিতে পার। তিনি উহা লবণাক্ত ও তিক্ত করেন নাই। وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ তিনি সেই পানি দ্বারা গাছপালা উৎপন্ন করিয়াছেন

যেখানে তোমরা তোমাদের পশু চরাইয়া থাক। ইবনে আব্বাস, ইকরিমাহ, যাহ্হাক কাতাদাহ, ইবনে যায়দ (র) বলেন تُسِيمُوْنَ অর্থ তোমরা চরাইয়া থাক। ইহা হইতে بَلِ السَّاعَةِ এর উৎপত্তি হইয়াছে اَلسَّوْمُ অর্থ চরান। ইবনে মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشمس। রাসূলুল্লাহ (সা) সর্যোদয়ের পূর্বে পশু চরাইতে নিষেধ করিয়াছেন। قوله يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ এই যমীন হইতে একই পানি দ্বারা বিভিন্ন রংগের ও বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন আকৃতির নানা প্রকার ফসল ও নানা প্রকার ফলফুল তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ইহাতে অবশ্যই চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য তাওহীদের নিদর্শন রহিয়াছে এবং এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا؟ اَاِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ -

বলতো দেখি, আসমান কে তৈয়ার করিয়াছে? আর কে-ইবা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছে? তাহা দ্বারা আমিই ঘন বাগান জন্মাইয়াছি। তোমাদের এই ক্ষমতা তো ছিল না যে তোমরা উহার গাছপালা জন্মাইতে পার। বলতো দেখি, আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য আছে কি? কিছুই নহে বরং তাহারা পথ হইতে বিপথে চলিতেছে।

(١٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

(١٣) وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১২. তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

১৩. এবং বিবিধ প্রকার বস্তু ও যাহা তোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার আরো নিয়ামতের কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, দিন-রাত নিয়মিতভাবে তাহাদের উপকারের জন্য গমনাগমন করে। চন্দ্র-সূর্য নিয়মতিভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে স্থির ও চলমান নক্ষত্রপুঞ্জ আসমানে আলোকজ্জ্বল হইয়া অন্ধকারে তোমাদিগকে দিক দর্শন করিতেছে। প্রত্যেকেই তাহার নির্দিষ্ট গতিপথে নির্ধারিত গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নির্ধারিত গতি হইতে কেহ-ই গতি বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করিতে পারে না সকলেই তাহার অধিনস্থ ও আয়ত্বাধীন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -

তোমাদের প্রতিপালক সেই মহা সত্তা যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মহান আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনি রাতের দ্বারা দিনকে ঢাকিয়া দেন। চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ তাহার নির্দেশেরই অনুগত। স্মরণ রাখিবে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কেবল তাহার জন্যই নির্দিষ্ট। রাব্বুল আলামীন আল্লাহ বড়ই বরকতময়। এইজন্য তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অবশ্যই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত দলীল-প্রমাণসমূহ যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের জন্য আল্লাহর মহান ক্ষমতা ও তাহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্বজগতের নিদর্শনসমূহের আলোচনার পর অধঃজগতের তাঁহার বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি এই যমীনে নানা রংগের নানা আকৃতি ও প্রকৃতির নানা প্রকার জীবজন্তু খনিজদ্রব্য গাছপালা ও নানা প্রকার জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ যাহারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করে এবং উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহাদের জন্য ইহাতে বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে।

(١٤) وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(١٥) وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

(١٦) وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

(١٧) اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

(١٨) وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪. তিনি সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্য আহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখিতে পাও উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এই জন্য যে তোমরা যেন তাহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

১৬. এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্ন সমূহও। আর উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

১৮. তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তরঙ্গমালাবিশিষ্ট সমুদ্রকে মানুষের সেবক করিয়া বান্দার প্রতি বিরাট ইহসান করিয়াছেন, এই কথাকে তিনি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, সমুদ্রপথে গমনাগমন সহজ করিয়া দিয়াছেন তিনি সমুদ্রে মৎস্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বান্দার জন্য উহা হালাল করিয়া দিয়াছেন। জীবিত মৎস্যও হালাল করিয়াছেন এবং মৃতকেও হালাল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি অতি মূল্যবান মণিমুক্তা সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার আহরণও সহজ করিয়াছেন যাহা তাহারা গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাকে। সমুদ্র পথে জাহাজ ও নৌকা উহার বুক চিরিয়া এবং বাতাসকে ফাড়িয়া চিরিয়া চলিতে তাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ) কে নৌকা তৈয়ার করা এবং উহা পানিতে চালান শিক্ষা দান করেন এবং পরবর্তী তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে যুগযুগ ধরিয়া বংশ পরম্পরায় নৌকা তৈয়ার করা ও পানিতে চালিত করিবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে এই নৌকার মাধ্যমে তাহারা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এক দেশ হইতে অন্যদেশে এক শহর হইতে অন্য শহরে যাতায়াত করে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আর যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিবে এবং সম্ভবতঃ তোমরা তাঁহার নিয়ামত ও ইহসানের শোকর করিবে।

হাফিয আবূ বকর বায্যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আমার লিখিত কপিতে এইরূপ লিখিত পাইয়াছি মুহাম্মদ ইবনে মু'আবীয়াহ বাগদাদী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম সমুদ্র ও পূর্ব সমুদ্রের সহিত কথা বলিয়াছেন। পশ্চিম সমুদ্রকে বলিলেন আমি তোমার উপর আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব তুমি তাহাদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? পশ্চিম সমুদ্র বলিল আমি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিব। আল্লাহ বলিলেন তোমার তেজস্যতা তোমার কূলে অবস্থিত। আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইয়া লইব এবং তোমাকে গহনা ও শিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি পূর্ব সমুদ্রের সহিত কথা বলিলেন আমি তোমার মধ্যে আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব। তুমি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? পূর্ব সমুদ্র বলিল, আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইব এবং মা যেমন তাহার ছোট শিশুর প্রতি যত্ন লইয়া থাকে আমিও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ যত্ন লইব। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহার বিনিময়ে গহনা ও শিকার দান করিলেন। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্যার (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (র) ব্যতিত সাহ্ল (র) হইতে আর কেহ এই বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

আর আব্দুর রহমান মুনকারুল হাদীস। অবশ্য সাহ্ল (র) নুমান ইবনে আবূ আইয়্যাশ (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যমীন এবং যমনীকে সুদৃঢ় ও মযবুত করিবার উদ্দেশ্যে যে পাহাড়-পবর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন উহার আলোচনা করিয়াছেন। পাহাড়-পবর্ত সৃষ্টি না করিলে যমীন প্রকম্পিত হইত এবং উহার উপর বসবাসকারী প্রাণীর পক্ষে বসবাস করা মোটেই আরাম দায়ক হইত না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا আর পাহাড়সমূহকে উহার উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন। আব্দুর রায্যাক (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন যমীন সৃষ্টি করা হইল, তখন উহা কাঁপিতে লাগিল ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, ইহার উপর কেহই বসবাস করিতে পারিবে না। সকার বেলা তাহারা দেখিতে পাইল যে উহার উপর পাহাড় সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সায়ীদ (র) .... কায়েস ইবন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন উহা কাঁপিতে লাগিল তখন ফিরিশ্তাগণ বলিলেন ইহার উপর কোন ব্যক্তি বসবাস করিতে পারিবে না। সকালে দেখা গেল যে উহার উপর সুউচ্চ পাহাড় প্রোথিত রহিয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন মুসাল্লাহ (র) .... হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন সে প্রকম্পিত হইল এবং বলিল, হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা আমার উপর বাস করিয়া গুনাহ করিবে, এবং অশ্লিল কাজ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার মধ্যে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ গাড়িয়া দিলেন উহার কিছু তো তোমরা দেখিতে পাও আর কিছু এমনও আছে যাহা তোমরা দেখিতে পাও না। অতঃপর উহা স্থির হইয়া গেল। قوله وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا তিনি এই যমীনে নদী-নালা প্রবাহিত করিয়াছেন। বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থাপনার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবাহিত করিয়াছেন। বন-জংগল মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া সেই শহর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যায় যে শহরের সেবা করিবার জন্য ইহাকে আল্লাহ তা'আলা নিয়োজিত করিয়াছেন। এই নদী-নালা যমীনের চতুর্দিকে ডানে বামে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়ে। কোনটি বড় কোনটি ছোট আবার কোনটি সদা-সর্বদা প্রবাহিত হয় কোনটি বিশেষ সময় প্রবাহিত হইয়া পুনরায় উহা শুষ্ক হইয়া পড়ে। কোনটির প্রবাহ দ্রুত আবার কোনটি প্রবাহ মন্থর। অর্থাৎ যে নদী যাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেমন নির্ধারণ করিয়াছে তেমনিভাবে উহা

প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সব কিছু সেই মহান সত্তার অনুগ্রহ। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে নদীনালা সৃষ্টি করিয়াছেন অনুরূপভাবে অনুগ্রহ করিয়া রাস্তাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে এক শহর হইতে অন্য শহরে পৌছাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া তিনি এই পথের ব্যবস্থা করিয়াছেন ইরশাদ হইয়া وَجَعَلَ فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً আর তিনি উহাতে রাস্তা সৃষ্টি করিয়াছেন وَعَلاَمَاتٍ এবং পাহাড়-পর্বত ছোট টিলা এবং আরো অনেক আলামত তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে স্থল পথের ও সমুদ্র পথের মুসাফিররা পথ হারাইয়া গেলে এই সবের মাধ্যমে তাহারা দিক নির্ণয় করে।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ আর রাতের অন্ধকারে এই নক্ষত্র দ্বারা পথের সন্ধান হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন نَجْمٌ দ্বারা এখানে পাহাড় বুঝান হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার দেওয়া এই সকল নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া বলেন, যিনি এই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন কেবল তিনিই ইবাদতের যোগ্য যে সকল মূর্তীসমূহের পূজা করা হয় তাহারা তো কিছুই সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। এই কারণে তিনি বলেন اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لاَّيَخْلُقُ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ বলতো দেখি যিনি সৃষ্টি করেন আর যে সৃষ্টি করিতে পারে না তাহারা কি সমান হইতে পারে? কিছুতেই নহে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহার অপরিসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَتُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করিতে শুরু কর তবে উহার সংখ্যা এতই অধিক যে তোমাদের পক্ষে উহা গণনা করাও সম্ভব নহে আর যদি তিনি উহার শোকর করিবার হুকুম করিতেন তবে তোমরা অক্ষম হইতে যদি সেই নিয়ামতসমূহের বিনিময় তলব করিতেন তবে তাহাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। যদি তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে এই শাস্তি দানে তিনি যুলুম করিবেন না। কিন্তু তিনি বড়ই ক্ষমাশীল তিনি বহু গুনাহ ক্ষমা করিয়াছেন। তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাপ করিয়া দেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, তোমরা আল্লাহর শোকর করিতে যে ত্রুটি করিয়া থাক আল্লাহ উহা ক্ষমা করিয়া দেন। যদি তোমরা তাহার প্রতি নিবিষ্ট হও এবং তাহার সন্তুষ্টির অনুসরণ কর এবং তোমাদের প্রতি তিনি বড় মেহেরবানও বটে অতএব তোমাদের তওবা করিবার পর তিনি শাস্তি দিবেন না।

(১৯) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝

(২০) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

(২১) اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۤءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

১৯. তোমরা যাহা কিছুই গোপন রাখ এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর আল্লাহ তাহা জানেন।

২০. তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না। তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২১. তাহারা নিষ্প্রাণ নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হইবে সে বিষয়ে তাহাদিগের কোন চেতনা নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে জানাইতেছেন তিনি যেমন প্রকাশ্য বস্তুকে জানেন অনুরূপভাবে গোপন বস্তুসমূহকেও জানেন। এবং কিয়ামত দিবসে তিনি প্রত্যেককে তাহার আমল অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। ভাল কাজ হইলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ কাজ হইলে মন্দ বিনিময়। অতঃপর তিনি বলেন যে সকল মূর্তীসমূহকে তাহারা পূজা করে তাহারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং তাহাদিগকে অন্য কেহ তৈয়ার করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ তোমরা এমন বস্তুকে পূজা কর যাহা তোমরা নিজেরা বানাইয়াছ অথচ আল্লাহ-ই তোমাদের এবং কর্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা। اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۤءٍ এই সকল মূর্তী জড় পদার্থের ন্যায় চেতনাহীন উহার মধ্যে রূহ নাই অতএব না উহারা কিছু দেখিতে পারে না শুনিতে পারে না কিছু বুঝিতে সক্ষম। وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ আর তাহারা তো ইহা জানে না যে কবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে অতএব এমন বস্তু হইতে কোন উপকার কিংবা বিনিময়ের আশা করা যাইতে পারা যায় কিভাবে? ইহার আশা তো কেবল এমন সত্তা হইতে করা যাইতে পারে যিনি মহা জ্ঞানী ও সকলের সৃষ্টিকর্তা।

(٢٢) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٢٣) لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

২২. এক ইলাহ, তিনিই তোমাদিগের ইলাহ! সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তাহারা অহংকারী।

২৩. ইহা নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ জানেন যাহা উহারা গোপন করে। তিনিই অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি বে-নিয়ায। আর কাফিরদের অন্তরসমূহ ইহা অস্বীকার করে। যেমন আশ্চার্যন্বিত হইয়া তাহার বলে, اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ সে কি সমস্ত দেব-দেবতাকে এক মাবুদে পরিণত করিয়াছে? নিশ্চয় ইহা একটি আশ্চার্যজনক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ আর যখন এক মাত্র আল্লাহর আলোচনা করা হয় তখন যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হইয়া পড়ে আর আল্লাহ ব্যতিত অন্য দেব-দেবতার আলোচনা করা হয় তখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। قوله مُسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তাওহীদকে অস্বীকার করিয়া আল্লাহর ইবাদত হইতে তাহারা অহংকার করে। اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত থাকে সত্বর তাহারা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ সত্য সত্যই তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে সব কিছুই আল্লাহ জানেন। অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কর্মকান্ডের পূর্ণ বিনিময় তিনি তাহাদিগকে দান করিবেন। اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ তিনি অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না।

(٢٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(٢٥) لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۠

২৪. যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন? তখন তাহারা বলে, পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।

২৫. ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদিগের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাহাদিগের ও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন এই কাফিরদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি জিনিস অবতীর্ণ করিয়াছেন? তখন তাহারা প্রকৃত উত্তর না দিয়া এই কথা বলে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ইহা তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী। অর্থাৎ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। এই যাহা কিছু আমাদের নিকট পড়িয়া শুনান হয় ইহা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থ হইতে লওয়া কিচ্ছা কাহিনী ব্যতিত কিছুই নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেন وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا "তাহারা বলেন, ইহাতো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী বই কিছু নহে, যাহা সে লিখিয়া লইয়াছে। আর উহাই সকালে বিকালে বারংবার পঠিত হইয়া থাকে (ফুরক্বান-৫)।

অর্থাৎ তাহারা নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ করে এবং পরস্পর বিরোধী কথা বলে এবং এই পরস্পর বিরোধী কথা বলাই তাহাদের সকল কথা বাতিল হওয়ার প্রমাণ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কিরূপ উদাহরণ পেশ করিয়াছে অতএব তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সত্যের পথ অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় না। কারণ যে ব্যক্তিই হক ও সত্য হইতে বিচ্যুত হয় সে কোন কথা বলিলে ভুল করে। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে যাদুকর জ্যোতিষী পাগল বিভিন্ন প্রকার খিতাব দান করিত। অবশেষে তাহাদের বৃদ্ধ গুরু অলীদ ইবনে মুগীরাহ স্থির করিলে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাদুকরই বলিতে হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ

يُؤْثَرُ "সে চিন্তা করিল এবং একটি মন্তব্য স্থির করিল। সুতরাং সে ধ্বংস হইক, সে কেমন মন্তব্য স্থির করিল অনন্তর সে ধ্বংস হইক, সে কেমন মন্তব্য স্থির করিল। অতঃপর দৃষ্টি করিল অতঃপর সে মুখ বিকৃত করিল, আরো অধিক বিকৃত করিল। তৎপর সে মুখ ফিরাইল এবং গর্ব করিল তখন সে বলিল ইহা নকল করা যাদু (মুদ্দাস্সির-১৮-২৪)।" রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাহারা 'যাদুকর' এর খিতাব দান করিয়াই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিল। আল্লাহ তাহাদের অশুভ করুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ তাহারা যে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিবে আমি ইহাই তাহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছি যেন কিয়ামত দিবসে তাহারা স্বীয় গুনাহর বোঝা এবং সেই সকল লোকদের বোঝাও বহন করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের গুমরাহীর গুনাহ এবং অপরকে গুমরাহ করিবার গুনাহ উভয় গুনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا -

যে ব্যক্তি হেদায়াতের প্রতি আহ্বান করে সে সেই সমস্ত লোকের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হয় যে তাহারা অনুসরণ করিল অবশ্য ইহা তাহাদের সওয়াব হইতে কিছু কম করে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুমরাহীর প্রতি আহ্বান করে সে সেই সকল লোকের গুনাহর অধিকারী হয় যাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া গুমরাহীতে লিপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের গুনাহ হইতে কিছুই কম করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ যেন তাহারা তাহাদের নিজেদের কৃত গুনাহর বোঝা এবং তাহাদের বোঝার সহিত উহাদের গুনাহর বোঝা যাহাদিগকে তাহারা গুমরাহ করিয়াছে বহন করিতে বাধ্য হইবে এবং তাহারা যে মিথ্যা গড়িয়াছে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে এইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কাফির সর্দাররা তাহাদের নিজেদের গুনাহর বোঝা এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের গুনাহর বোঝা বহন করিবে। তাই বলিয়া এই অনুসরণকারীদের শাস্তি একটুও হালকা করা হইবে না।

(٢٦) قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٢٧) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদিগের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা করিতে? যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিবে। আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদিগের।

তাফসীর ঃ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রকারী হইল নমরূদ যে বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিল। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত। আব্দুর রায্যাক (র) মা'মার (র) হইতে তিনি যায়দ ইবনে আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, দুনিয়ার সর্বপ্রথম অহংকারী হইল নমরূদ, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি মশা পাঠাইয়াছিলেন, মশাটি তাহার নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করিতেছিল। হাতুড়ী দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করা হইত (ইহাতেই সে কিছু আরাম অনুভব করিত) তাহার পক্ষে সর্বাধিক বেশী অনুগ্রহশীল ব্যক্তি ছিল সে, যে তাহার মাথা দুই হাত দ্বারা সজোরে হাতুড়ী মারিত। চারশত বৎসরকাল সে রাজত্ব করিয়াছিল এবং চারশত বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন অতঃপর মৃত্যু ঘটিল। এই নমরূদই আসমানে পৌঁছাইয়া আল্লাহর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা এই বালাখানা বিধ্বস্ত করিবার কথাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নির্মিত গৃহকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, যে ষড়যন্ত্রকারী সম্পর্কে অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই হইল বুখত নাছার সূরা ইবরাহীমের وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ। এই বুখত নাছার এর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কোন কোন তাফসীরকার বলেন, কাফির ও মুশরিক যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আল্লাহ তাহাদেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا অর্থাৎ তাহারা মানুষকে গুমরাহ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও হীলা তদবীর করিয়াছে এবং সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে শিরকের প্রতি ঝুকাইয়াছে। যেমন তাহাদের অনুসারীরা কিয়ামত দিবসে বলিবে بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا বরং তোমাদের দিবা রাত্রের ষড়যন্ত্র যখন তোমরা আমাদিগকে আল্লাহর সহিত কুফর করিতে এবং তাহার জন্য শরীক নির্ধারণ করিতে হুকুম করিতে। قوله فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের নির্মিত ঘরকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ যখনই তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহা নির্বাপিত করিয়াছেন। فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَااُولِى الْاَلْبَابِ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত স্থান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে তাহারা কিছু বুঝিতেই পারে নাই। এবং তাহাদের অন্তরে এমন ভীতি নিক্ষেপ করিয়াছেন যে তাহারা নিজ হাতেই তাহাদের গৃহ ধ্বংস করিয়াছে এবং মু'মিনের হাতেও তাহাদের নির্মিত গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। অতএব হে জ্ঞানী লোকেরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গৃহসমূহ সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন অতঃপর উপর হইতে তাহাদের উপর ছাদ ধসিয়া পড়িয়াছে এবং অজ্ঞাত স্থান হইতে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার পর কিয়ামতে তিনি প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তাহাদের অন্তরের সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেদিন সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক গাদ্দারের জন্য তাহার গাদ্দারীর অনুপাতে একটি করিয়া ঝান্ডা রাখা হইবে। অতঃপর বলা হইবে অমুকের পুত্র অমুকের ঝান্ডা। অনুরূপভাবে ঐ সকল

লোকদিগকেও হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করা হইবে। এবং তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ করা হইবে। এবং তখন আল্লাহ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিবেন أَيْنَ شُرَكَائِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ فِيْهِمْ। আমার সেই শরীকরা কোথায়? যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই ঝগড়া করিতে? তাহারা এখন তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে না কেন? هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিবে কিংবা তাহারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَانَاصِرُ তাহাদের কোন শক্তি থাকিবে না আর কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। যখন তাহাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন তাহারা নীরব হইয়া পড়িবে এবং আর কোন প্রকার কোন ওযর পেশ করিতে পারিবে না। قَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ দুনিয়ায় যাহাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং ইহকালে ও পরকালে যাহারা প্রকৃত সম্মানিত এবং উভয়কালে যাহারা সত্যের সন্ধান দানকারী তাহারা বলিবে إِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ। লাঞ্ছনা ও শাস্তি তো আজ কাফিরদিগকেই বেষ্টন করিবে যাহারা এমন বস্তুকে আল্লাহর সহিত শরীক করিত যাহারা না তো কোন উপকার করিতে পারিত আর না কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখিত।

(২৮) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(২৯) فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

২৮ যাহাদিগের মৃত্যু ফিরিশতাগণ কর্তৃক রূহ বাহির করা হইয়াছে নিজদিগের প্রতি যুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া বলিবে, আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না হাঁ, তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৯. সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর সেথায় স্থায়ী হইবার জন্য। দেখ অহংকারীদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা তাহাদের মৃত্যুকালে ও তাহাদের রূহ বাহির করিবার জন্য ফিরিশ্তাগণের আগমনকালে কুফরের অবস্থায়-ই বিদ্যমান ছিল। এই সময় তাহারা আল্লাহ আদেশ সঠিকভাবে শ্রবণ করিবার এবং উহা পালন করিবার স্বীকারোক্তি করে এবং স্বীয় কর্মকান্ড গোপন করিবার জন্য তাহারা বলে مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ আমরাও তো কোন মন্দ কাজ করিতাম না।

যেমন তাহারা কিয়ামতের দিনও বলিবে وَاللّٰهُ مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আমরা তো দুনিয়ায় মুশরিক ছিলাম না। يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ যে দিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে কবর হইতে উঠাইয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত করিবেন সেদিনও তাহারা তদ্রূপ কসম খাইবে যেমন দুনিয়ায় তোমাদের নিকট কসম খাইয়া বলিত। আল্লাহ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করিয়া বলিবেন بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَادْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَافَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ নিশ্চয়-ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে খুব ভালই জানেন অতএব তোমরা দোযখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করিবে। বস্তুতঃ অহংকারীদের বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহ হইতে অহংকার করিয়া বিমুখ হইয়াছে এবং তাহারা রাসূলগণের অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের ঠিকানা ও বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট হইবে। মৃত্যুর পর হইতে তাহাদের রূহ জাহান্নামে প্রবেশ করে এবং কবরের মধ্যে তাহাদের শরীরে জাহান্নামের কঠিন উত্তাপ ভোগ করিতে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন তাহাদের রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করিয়া চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে। لاَيُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ مِنْ عَذَابِهَا তাহাদের মৃত্যুর ফয়সালাও হইবে না আর দোযখের শাস্তিও হালকা করা হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غَدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ দোযখের আগুনের উপর তাহাদিগকে সকালে সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন বলা হইবে, হে ফিরাউনের বংশ তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর।

(٣٠) وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ٥

(٣١) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ٥

(٣٢) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ لا يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ لا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥

৩০. এবং যাহারা মুত্তাকী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়া দিলেন? তাহারা বলিবে, মহা কল্যাণ, যাহারা

সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে এই দুনিয়ার মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদিগের আবাসস্থল কত উত্তম।

৩১. উহা স্থায়ী জান্নাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে। উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদিগের জন্য তাহাই থাকিবে। এই ভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদিগকে।

৩২. ফিরিশ্তাগণ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশতাগণ বলিবে তোমাদিগের প্রতি শান্তি, তোমরা যাহা করিতে তাহার ফল জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে কাফের ও দুর্ভাগাদের আলোচনা করিবার পর ঈমানদার ভাগ্যবানদের আলোচনা করিয়াছেন। কাফিরদিগকে যদি প্রশ্ন করা হয় مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছেন তবে তাহারা ইহার সঠিক উত্তর না দিয়ে বলে, আল্লাহতো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই বরং যাহাকে কুরআন বলা হয় ইহা পূর্ববর্তী লোকদের মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনী। আর মু'মিনগণকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলেন আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মুমিনদের জন্য কল্যাণকর। যাহারা উহার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার সৎ ও নেককার বান্দাগণের জন্য যাহা ওয়াদা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ যাহারা নেক আমল করে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেই কল্যাণ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

যে মু'মিন নর-নারী সৎকাজ করিবে আমি তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব এবং তাহারা যে সৎ কাজ করিবে উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সৎ কাজ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সহিত দুনিয়া ও আখিরাতে সদ্ব্যবহার করিবেন। কিন্তু পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবন অপেক্ষা উত্তম এবং পারলৌকিক বিনিময় পার্থিব বিনিময় অপেক্ষা উত্তম ও অধিক হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ জ্ঞানী লোকেরা বলিল, তোমাদের জন্য অকল্যাণ হউক। আল্লাহর বিনিময় অধিক উত্তম আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ যাহা আল্লাহর নিকট রহিয়াছে সৎলোকদের জন্য উহা

উত্তম। وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আখিরাত অধিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা) কে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করিয়া বলেন وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অবশ্যই পরকাল ইহকাল হইতে আপনার পক্ষে উত্তম। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন وَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ যাহারা শিরক হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান বড়ই সুন্দর। جَنّٰتُ عَدْنٍ ইহা دَارُ الْمُتَّقِيْنَ হইতে বদল সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ 'মুত্তাকীদের জন্য পরকালে চিরকাল বসবাসের জন্য এমন উদ্যান হইবে যে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ। যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে।' অর্থাৎ উহার গাছপালা ও প্রসাদসমূহের ফাঁকে ফাঁকে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ উহার মধ্যে তারা যাহা কিছু চাহিবে বিদ্যমান থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ উহার ভিতরে মন যাহা চাহিবে চোখে যাহা শোভন লাগিবে সবকিছুই বিদ্যমান থাকিবে। আর তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, বেহেশতবাসীদের একটি দলের উপর দিয়ে এক খন্ড মেঘ অতিক্রম করিবে তখন তাহারা পানীয় পানের জন্য বসিয়া থাকিবে, তখন তাহাদের মধ্য হইতে যে যাহা কিছুর ইচ্ছা করিবে উক্ত মেঘ বর্ষণ করিবে। এমন কি তাহাদের কেহ বলিবে আমাদের জন্য সুন্দরী রূপসী সমবয়স্কা রমণী বর্ষণ কর তখন তাহাই হইবে। وَكَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা এমন ভাবে মুত্তাকীগণকে বিনিময় দান করেন। অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে তাহাকে ভয় করিবে এবং উত্তম আমল করিবে তাহাকে আল্লাহ এমনি উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন মু'মিন মুত্তাকীগণের যখন মৃত্যু হইবে তখন তাহারা শিরক ও অন্যায় অপকর্ম হইতে পাক পবিত্র হইবে এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের প্রতি সালাম করিবে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ যাহারা বলে আমাদের প্রতিপালক তো এক মাত্র আল্লাহ অতঃপর তাহারা ইহার উপর দৃঢ় থাকে তাহাদের উপর ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে বলে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিতও হইও না এবং যে বেহেশতের তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে উহার সুসংবাদ গ্রহণ কর। পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে আমরাই তোমাদের তত্ত্বাবধায়। এবং ইহার মধ্যে

তোমাদের মন যাহা চাহিবে পাইবে এবং যাহাই তোমরা প্রার্থনা করিবে উহা মিলিবে। ইহা পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আতিথেয়তা। প্রকাশ থাকে যে আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে মু'মিন ও কাফিরের রূহ কিভাবে বাহির করা হইবে সে সম্পর্কে

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ এর তাফসীরে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

(٣٣) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(٣٤) فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৩. তাহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদিগের নিকট ফিরিশতা আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের। উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এই রূপই করিত। আল্লাহ উহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিত।

৩৪. সুতরাং উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাই যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত।

তাফসীর ঃ বাতিলের উপর মুশরিকদের দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন, তাহারা তো কেবল রূহ কবয করিবার ফিরিশ্তাগণের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। অথবা اَوْ اَمْرُ رَبِّكَ অথবা আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অর্থাৎ কিয়ামত দিবস আগমনের এবং উহার ভয়ানক অবস্থার অপেক্ষা করিতেছে। كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অনুরূপভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী মুশরিকরাও তাহাদের শিরকে দীর্ঘকাল লিপ্ত রহিয়াছিল। অবশেষে আল্লাহর প্রেরিত কঠিন শাস্তি ভোগ তাহাদের করিতে হইয়াছিল। وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। কারণ আল্লাহ তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া কিতাব অবতীর্ণ করিয়া যাবতীয় দলীল প্রমাণ কায়েম করিয়াছেন। অতএব শিরক হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের পক্ষে কোন ওজর করিবার অবকাশ নাই।

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তাহারা রাসূলের বিরোধিতা করিয়া তাহার আনিত সত্যকে অস্বীকার করিয়া নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে। আর এই কারণেই তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হইয়াছে।

وَحَاقَ بِهِمْ আর তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বেষ্টন করিয়াছে। مَاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদিগকে যখন আল্লাহর শাস্তির দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন তখন তাহারা উহা দ্বারা রাসূলগণের সহিত যে বিদ্রূপ করিত সেই বিদ্রূপকৃত শাস্তি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। এই কারণে কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হয়, ইহা দোযখের সেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

(٣٥) وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

(٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(٣٧) اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

৩৫. মুশরিকরা বলিবে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করিতাম না এক তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না। উহাদিগের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত। রাসূলদিগের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

৩৬. আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের উপর পথ ভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছে?

৩৭. তুমি উহাদিগের পথ প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তাহাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন না এবং উহাদিগের কোন সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা তাহাদের শিরকের দ্বারা ও তাকদীর দ্বারা দলীল পেশ করিবার মাধ্যমে ওজর পেশ করিয়া ধোকায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা বলে وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِه مِنْ شَيْئٍ نَحْنُ وَلَا اٰبَاءُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِه مِنْ شَيْئٍ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম না আর আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কাহারও ইবাদত করিত না এবং তাহার আদেশ ব্যতিত আমরা কোন জিনিসকে হারামও করিতাম না। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত পশু হারাম করিত যেমন (১) বাহীরাহ, যে পশুর দুধ পান করিয়া মূর্তির নামে নিবেদিত হইত। (২) সায়েবাহ যে পশুকে কাজে না লাগাইয়া মূর্তির নামে ছাড়া হইত ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা যে কর্মকান্ড করি উহা যদি অপরাধজনক হইত তবে আমাদিগকে শাস্তি দান করিয়া উহা হইতে বিরত রাখিতেন। এবং উহা করিবার শক্তিও তিনি দান করিতেন না কিন্তু তিনি তাহা যখন করেন না তখন বুঝা গেল যে আমাদের কার্যকলাপ অন্যায় নহে। আল্লাহ তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ রাসূলগণের উপর তো কেবল সত্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব। অর্থাৎ তোমরা যাহা বলিতেছ যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কার্যকলাপকে অপছন্দ করেন না ইহা সত্য নহে। বরং তিনি তোমাদের কর্মকলাপকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন তবে এই কাজ তিনি সরাসরি করেন না। করেন রাসূলের মাধ্যমে। আর প্রতি যুগে এবং প্রতি গোত্র ও সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তাহারা তাহাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকলের পূজাপাট ত্যাগ করিতে হইবে। اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান ও তাগুতের ইবাদত বর্জন কর।

আদম সন্তানের মধ্যে শিরকের প্রচলন হইবার পর হইতে আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশসহ নবী রাসূল প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। শিরকের প্রচলের পর সর্ব প্রথম নবী ছিলেন হযরত নূহ (আ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সারা বিশ্বের জন্য এবং জ্বিন ও মানবজাতি সকলের জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি আমি তাহার নিকট

এই ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে আমি ব্যতিত আর কোন মা'বুদ নাই। অতএব কেবল আমারই তোমরা ইবাদাত কর وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, রহমান ভিন্ন কোন ইলাহ কি আমি নির্ধারণ করিয়াছি যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত?

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।" ইহার পর মুশরিকদের জন্য ইহার অবকাশ থাকিল কোথায় যে তাহারা এই কথা বলে وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদের আমরা ইবাদত করিতাম না। তা শিরক করা আল্লাহ চাহেন কি চাহেন না উহা জানিবার উপায় শরীয়ত। আর শরীয়তে শিরকের কোন অবকাশ নাই। কারণ রাসূলগণের মুখে আল্লাহ তা'আলা উহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তাহাদিগকে শিরক করিতে দেওয়া ও শিরক করিবার শক্তি দান করা. ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ করা যায় না যে তিনি শিরক করায় সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তো দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ শয়তান ও কাফির তাহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ তাহার বান্দারা কুফর করুক ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাহার এই সৃষ্টি করায় বহু নিগুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আম্বিয়া ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাহাদিগকে কুফর ও শিরকের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবার পর তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করিবার মাধ্যমেও শিরক ও কুফর হইতে সতর্ক করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো এমন যে যাহাকে তিনি হেদায়াত দান করিয়াছেন আর কিছু এমনও রহিয়াছে যাহাদের উপর গুমরাহী সাব্যস্ত হইয়া আছে। অতএব তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর এবং অস্বীকারকারীদের পরিণতি কি হইয়াছে উহা দেখ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল? دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং এই যুগের কাফিরদের জন্য

তাহাদের মধ্যে উপদেশ রহিয়াছেন। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرْ তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করিয়াছিল অতএব তাহাদের সেই অস্বীকৃতির পরিণতি কতই না ভয়ানক হইয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি তাহাদের ঈমান ও হেদায়াত গ্রহণের জন্য যতই লোভ ও আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন তাদের পক্ষে ইহা উপকারী হইবে না। কারণ আল্লাহ তাহাদের জন্য গুমরাহী নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا যাহাকে আল্লাহই ফিতনা ও কুফরে নিক্ষেপ করিতে চাহেন আপনি তাহার কোনই উপকার করিতে পারিবেন না। وَلَايَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ যদি আল্লাহ-ই তোমাদিগকে গুমরাহ করিতে চাহেন তবে আমার নসীহত ও হীতাকাঙ্ক্ষা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না। اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ যদি আপনি তাহাদের হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষা করেন তবে উহা উপকারী হইবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাহাকে গুমরাহ করিতে চাহেন তাহাকে হেদায়াত দান করেন না। وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত করিতে পারে না। তিনি তাহাদের অহংকারের মধ্যে তাহাদিগকে অস্থির ছাড়িয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যাহাদের উপর আপনার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হইয়াছে যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন আসুক না কেন তাহারা ঈমান আসিবে না। যাবৎ না তাহারা আযাব দেখিয়া লইবে। قوله فَاِنَّ اللّٰهَ। আল্লাহর শান-ই হইল এই যে তিনি যাহা চাহেন অস্তিত্ব লাভ করে আর যাহা চাহেন না উহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এই কারণে তিনি বলিয়াছেন لَايَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ যাহাকে তিনি গুমরাহ করেন তাহাকে আর কে হেদায়াত দান করিতে পারে? অর্থাৎ কেহ-ই তাহাকে হেদায়াত দান করিতে পারে না। وَمَالَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ আর তাহাদের কোন সাহায্যকারীও হইবে না যাহারা তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারে اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ সৃষ্টি করিবার ও নির্দেশ দানে একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁহারই— আল্লাহ বরকতময় তিনি সারা জগতের প্রতিপালক।

(٣٨) وَ اَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَهۡدَ اَيۡمَانِهِمۡ ۙ لَا يَبۡعَثُ اللّٰهُ مَنۡ يَّمُوۡتُ ؕ بَلٰى وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا وَّ لٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۙ

(٣٩) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىۡ يَخۡتَلِفُوۡنَ فِيۡهِ وَلِيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنَّهُمۡ كَانُوۡا كٰذِبِيۡنَ

(٤٠) اِنَّمَا قَوۡلُـنَا لِشَىۡءٍ اِذَاۤ اَرَدۡنٰهُ اَنۡ نَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

৩৮. উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহর শপথ করিয়া বলে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না কেন নহে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

৩৯. তিনি পুনরুত্থিত করিবেন, যে বিষয়ে মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে কাফিররা জানিতে পারে যে উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

৪০. আমি কোন ইচ্ছা করিলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে আমি বলি 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যে কাহারো মৃত্যুর পরে পুনরায় তাহাকে জীবিত করা হইবে না। এই মন্তব্য তাহারা বড় কঠিন শপথ করিয়া করিত। দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করিত। সকল রাসূলগণ দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু তাহাদিগকে তাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন, بَلٰى অবশ্যই তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুত ওয়াদা পূর্ণ হইবে। وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহাদের মূর্খতার কারণে মনে প্রাণে ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা রাসূলগণের বিরোধিতা করে এবং কুফরে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরায় জীবিত করিবার রহস্য ও হিকমত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ যেন তিনি সে সকল বিষয় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন الَّذِىۡ يَخۡتَلِفُوۡنَ فِيۡهِ। যে সকল ব্যাপারে তাহারা মত বিরোধ করিতেছে। وَيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اَسَاۤءُوۡا بِمَا عَمِلُوۡا وَيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوۡا بِالۡحُسۡنٰى

এবং যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কর্মফল দান করিতে পারেন এবং যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকেও উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا كَاذِبِيْنَ আর যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে তাহাদিকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যাপারে শপথ করায় তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল। এই কারণে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগ্নির দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করা হইবে এবং যবানীয়া ফিরিশ্তা তাহাদিগকে বলিবেন

هَذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَتُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلاَ تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ইহাই হইল সেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে বলতো দেখি, ইহা কি যাদু? না তোমরাই অন্ধ? ইহার মধ্যে তোমরা প্রবেশ কর। এখন তোমরা চাহে ধৈর্য ধারণ কর কিংবা অধৈর্য হইয়া পড় সবই সমান। তোমরা যে কার্যকলাপ করিতে উহার বিনিময় তোমাদের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অসীম ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যখন যাহা ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে পারেন আসমান ও যমীনে কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিতে সক্ষম নহে। যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল 'হইয়া যাও' বলেন অমনি হইয়া যায়। কিয়ামতও উহার অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি কিয়ামত সংঘটিত হইবার ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি একটি নির্দেশই করিবেন অমনি মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হইয়া যাইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ চোখের এক ঝাপটায়-ই আমার নির্দেশ পালিত হইয়া যায়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরায় জীবিত করা একজনকে সৃষ্টি করিবার ন্যায়-ই সহজ। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ কোন বস্তুর জন্য আমি কেবল একটি নির্দেশই করি অমনি উহা হইয়া যায়। কবি বলেন ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَاِنَّمَا + يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল 'হইয়া যাও', বলেন অমনি উহা হইয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষে কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্য বিশেষ কোন তাকীদ করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না। তিনি মহান, তিনি মহাপ্রতাপের অধিকারী তাহার সাম্রাজ্য ও প্রতাপ সকলের সকল সাম্রাজ্য ও প্রতাপের উর্ধ্বে অতএব তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নহে এবং কেবল তিনিই প্রতিপালক। ইবনে আবূ হাতিম (র) ....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ

করেন, আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তাহার পক্ষে উহা শোভনীয় নহে। সে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষে ইহাও শোভনীয় নহে। আমাকে তাহার মিথ্যাবাদী প্রতিপ্রন্ন করিবার অর্থ হইল اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ الْمَوْتَ আল্লাহর নামে তাহারা কঠিন সপথ করে যে তিনি কোন মৃতকে পুনরায় জীবিত করিবেন না। بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ নিশ্চয় তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন ইহা তাহার অপরিহার্য প্রতিশ্রুতি যাহা অবশ্যই পালিত হইবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে না। আর তাহার গালি হইল, সে আল্লাহ সম্পর্কে বলে, اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ আল্লাহ তা'আলা তিনের তৃতীয় অথচ আমি বলি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ বলিয়া দিন আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি বে-নিয়ায তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকে কেহ জন্ম দেয় নাই আর তাহার সমকক্ষ কেহ নহে। হাদীসটি অত্রসূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বুখারীও মুসলিম শরীফে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

(٤١) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٢) اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

৪১. তাঁহারা অত্যাচারীত হইবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এক আখিয়াতের পুরস্কারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়, উহারা যদি উহা জাতি।

৪২. তাহারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মুহাজিরগণের সওয়াবের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় মাতৃভূমি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে এই সম্ভাবনা আছে যে আয়াত কয়টি সেই সকল মুহাজিরগণের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা মক্কায় নির্যাতিত হইবার কারণে সুদূর হাব্শায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন তাহারা সেখানে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মধ্যে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) ও তাঁহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত

রোকাইয়া (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই হযরত জা'ফার ইবনে আবূ তালেব (রা), আবূ সালমাহ ইবনে আব্দুল আসওয়াদ (রা) এই সকল পবিত্রাত্মাদের প্রায় আশিজন নর-নারীর একটি দল হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই সকল মুহাজিরগণের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দানের ওয়াদা করিয়াছেন। لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً আমি অবশ্যই দুনিয়ায়ই তাহাদিগকে উত্তম বাসস্থান দান করিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও শা'বী (র) বলেন ইহা দ্বারা মদীনা বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উত্তম রিযিক বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ মুহাজিরগণ যেমন তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে তাহাদের ধন-সম্পদও ছাড়িয়া গিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিকে তাহাদের পরিত্যক্ত বাসস্থান ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম বাসস্থান ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাহাকে অধিক উত্তম বস্তু দান করেন। আল্লাহ তা'আলা এই সকল মুহাজিরগণকে তাহাদের এই ত্যাগের বিনিময়ে এই দুনিয়াতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন তাহারা শাষক ও আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন আল্লাহর নেক বান্দাগণের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে পরকালে আল্লাহ তা'আলা সে সওয়ার ও বিনিময় দান করিবেন তাহা আরো অধিক শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ দুনিয়ার বিনিময়ের তুলনায় আখিরাতের বিনিময় অধিক শ্রেষ্ঠ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ হায়। সেই সকল লোক যাহারা হিজরত করিতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা যদি সেই বিনিময়ের কথা জানিত যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূলের অনুসারীগণের জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে হুশাইম (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি যখন কোন মুহাজিরকে কিছু দান করিতেন তখন তিনি বলিতেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর। আল্লাহ ইহাতে বরকত দান করুন, ইহা তো সামান্য বস্তু যাহার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় করিয়াছেন আর তোমার জন্য আখিরাতে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন উহা অধিক উত্তম। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণের প্রশংসা করিয়া বলেন الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ তাহারা হইল এমন যে তাহারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

(٤٣) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٤) بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

৪৩. তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর।

৪৪. প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্ট নির্দশন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইলাছিল যাহাতে উহারা চিন্তা করে।

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে প্রেরণ করিলেন তখন আরবের লোকেরা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল কোন মানুষকে রাসূল বানাইবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ ইহা হইতে অনেক উর্ধ্বে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ ইহা কি মানুষের জন্য আশ্চার্যের কারণ হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে হইতেই এক ব্যক্তির নিকট আমি ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে, "তুমি মানুষকে সতর্ক করিয়া দাও।" তিনি আরো ইরশাদ করেন وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আপনার পূর্বেও কেবল মানুষকেই রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের নিকট আমি ওহী অবতীর্ণ করিতাম। যদি তোমরা না জান তবে বিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে তাহারা কি মানুষ ছিলেন না ফিরিশ্তা ছিলেন। যদি তাহারা ফিরিশ্তাই হইয়া থাকেন তবে তোমাদের অস্বীকার করা অন্যায় নহে। কিন্তু যদি তাহারা মানুষ হইয়া থাকেন তবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে অস্বীকার করা তোমাদের উচিৎ নহে। ইরশাদ হইয়াছে وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ পূর্বে যাহাদিগকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা মানুষই ছিলেন যাহারা এই দুনিয়ার জনবসতীরই অধিবাসী ছিলেন তাহারা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইতেন না। হযরত মুজাহিদ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করেন اَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা আহলে কিতাব বুঝান হইয়াছে। মুহাজিদ (র) আ'মাশ (র) ও এই মত। আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ (র) বলেন اَلذِّكْرُ দ্বারা কুরআন বুঝান হইয়াছে। দলীল হিসাবে তিনি اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ পেশ করেন। اَلذِّكْرُ এর তাহার এই অর্থ যদিও অধিক নহে তবে এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে অস্বীকার করে তাহাকে আবার মানিবে কি করিয়া? আবূ জা'ফর বাকের (র) বলেন اَهْلَ الذِّكْرِ তো আমরাই। তবে তাহার উদ্দেশ্য হইল এই উম্মত হইল আহ্‌লুয্‌যিকর তাহারাই অন্যান্য সকল উম্মত অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও ইলম সম্পন্ন। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহলে বায়েতের উলামায়ে কিরাম যাহারা সঠিক সুন্নাতের অনুসারী তাহারই সর্বোত্তম। যেমন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস হাসান, হুসাইন (রা) মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ, আলী ইবনে হুসাইন, যয়নুল আবেদীন, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবূ জাফর বাকের, জা'ফর (র) ও তাহার পুত্র এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। যাহারা দ্বীনের মযবুত রজ্জু ধারণ করিয়াছেন এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত হইয়াছে। আর যাহার যে হক এবং যাহার যে মর্যাদা তাহাকে তাহা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মোটকথা আলোচ্য আয়াত এই সংবাদ প্রদান করে যে পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম মানুষ ছিলেন যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মানুষ। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتَ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا হে নবী (সা) আপনি ঘোষণা করুন; আমার প্রতিপালক পাক পবিত্র আমি তো একজন মানুষ, রাসূল হিসেবে প্রেরিত হইয়াছি। وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا মানুষের নিকট যখন হেদায়াত সমাগত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে ঈমান আনিতে কেবল তাহাদের এই কথাই বাধা প্রদান করিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি একজন মানুষকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা আহারও করিতেন এবং বাজারেও চলাফিরা করিতেন। وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ আমি তাহাদিগকে এমন শরীর বিশিষ্ট করি নাই যে তাহারা আহার করিতেন না আর না তাহারা চিরজীবি ছিলেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন; قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো নতুন রাসূল হইয়া আসি নাই, অর্থাৎ আমার পূর্বেও রাসূল আগমন করিয়াছিলেন। قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ তবে আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ সেই সমস্ত লোক যাহারা

রাসূলগণের মানুষ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহাদিগকে আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, যে পূর্ববর্তী নবীগণ কি মানুষ ছিলেন না ফিরিশ্‌তা ছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকে দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে কিতাবও প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে زُبُرٌ অর্থাৎ কিতাব হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্‌যাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ এর বহু বচন। অর্থ কিতাব। বলা হইয়া থাকে زَبَرْتُ الْكِتَابَ আমি কিতাব লিখিয়াছি। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ আমি কিতাবে ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, আমার নেক ও সৎ বান্দাগণ যমীনের ওয়ারিশ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যেন আপনি মানুষের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে আপনিই অবগত এবং আপনি উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন আর মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। আর আমি এই কথাও জানি যে আপনি সকল মানবকুলের মধ্যে সর্বোত্তম অতএব এই কুরআনে যাহা কিছু অস্পষ্ট রহিয়াছে আপনি মানুষকে উহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ আর সম্ভবতঃ তাহারা স্বীয় স্বার্থেই চিন্তাভাবনা করিবে এবং হেদায়াত গ্রহণ করিয়া উভয় জগতের মুক্তি ও শান্তি লাভে সফল হইবে।

(٤٥) اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(٤٦) اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

(٤٧) اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪৫. যাহারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তাহারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে আল্লাহ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না। অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না যাহা উহাদিগের ধারণাতিত।

৪৬. অথবা চলাফেরা করিতে থাকাকালে তিনি উহাদিগের ধৃত করিবেন না? উহারাতো ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৪৭. অথবা উহাদিগকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করিবেন না? তোমাদিগের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়াদ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার ধৈর্য এবং কাফির ও পাপী লোক যাহারা অন্যায় অপরাধে মগ্ন এবং অন্যকে সেই অন্যায় ও অপরাধের প্রতি আহবান করে এবং তাহাদের সহিত মকর ও ষড়যন্ত্রমূলক আচরণে লিপ্ত তাহাদিগকে যে তিনি ঢিল দিয়া রাখিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে যমীনে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন। এবং তাহাদের প্রতি আযাব পাঠাইতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ তোমরা কি সেই সত্তা হইতে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আসমানে বিরাজমান যে তিনি তোমাদেরসহ যমীন ধসিয়া দিবেন না আর তখন তো উহা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। অথবা তোমরা কি সেই সত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যামন যে, তিনি তোমাদের উপর প্রচণ্ড জড় প্রবাহিত করিবেন না। যাহাই হউক অতিসত্বর তোমরা জানিতে পারিবে যে সতর্ক বাণী কিরূপ ছিল (সূরা মুলক-১৬-১৭)। قوله اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কিংবা বাণিজ্যিক সফরকালে কিংবা অনুরূপ কোন কর্মে ব্যস্ত থাকাবস্থায় পাকড়াও করিবেন। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের সফরকালে চলমানাবস্থায়, মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, দিবারাত্রে তাহাদের চলমানবস্থায়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

فَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিত হইয়াছে যে তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে কিংবা তাহারা কি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে যে, তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে দিনের বেলা যখন তাহারা খেলাধুলায় মগ্ন থাকিবে ('আরাফ-৯৭-৯৮)। قوله فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ তাহারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। اَوْيَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ কিংবা তাহাদের ভীতির অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন। ভীতির অবস্থায় পাকড়াও অধিক কঠিন হইয়া থাকে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন اَوْيَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ এর অর্থ হইল যদি আমি ইচ্ছা করি তবে

তাহাদিগকে তাহাদের মৃত্যুর পর পাকড়াও করিব। মুজাহিদ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ কারণ তোমাদের প্রতিপালক বড়ই স্নেহময় ও দয়াময়। আর এই কারণে তিনি সাথে সাথেই তোমাদিগকে শাস্তি দান করেন না। বরং অবকাশ দান করিয়া বসিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, যেমন স্বভাব বিরোধী কোন কথা শুনিয়া ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেহ নাই। কাফিররা তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ তিনিই তাহাদিগকে রিযিক দান করেন আর প্রশান্তিও তিনিই দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করিয়া থাকেন কিন্তু যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ধ্বংস করিয়া ছাড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করিলেন। وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ আপনার প্রতিপালক যখন কোন জনপদকে পাড়কাও করেন তখন তিনি এমনিভাবেই পাকড়াও করেন। তাহার পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ অনেক যালিম জনপদকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি অতঃপর তাহাকে পাকড়াও করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(٤٨) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ○

(٤٩) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٥٠) يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○ السجدة

৪৮. উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়িয়া আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়?

৪৯. আল্লাহকেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব জন্তু আছে সেই সমস্ত এবং ফিরিশতাগণ উহারা অহংকার করে না।

৫০. উহারা ভয় করে উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী উহাদিগের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয়, উহারা তাহা করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাহার বড়ত্ব মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাবতীয় বস্তু তাহার সম্মুখে নতী স্বীকার করে সমস্ত মাখলূক মানব-দানব

প্রাণী-অপ্রাণী এবং ফিরিশ্‌তাগণও সকল জিনিসই তাহার অনুগত। অতঃপর তিনি বলেন যে বস্তুর ছায়া আছে আর যে ছায়া ডানে ও বামে ঢলিয়া পড়ে এই ছায়ার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে। মুজাহিদ (র) বলেন, যখন সূর্য হেলিয়া পড়ে তখন আল্লাহর জন্য দুনিয়ার সব কিছুই সিজদায় অবনত হইয়া যায়। কাতাদাহ, যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যাই দান করিয়াছে। وَهُمْ دَاخِرُوْنَ তাহারা অপদস্ত লাঞ্ছিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া প্রকাশ পাওয়াই হলো সিজদা। তিনি বলেন পাহাড়ের সিজদা করিবার অর্থ হইল উহার ছায়ার আত্ম প্রকাশ করা। আবূ গালেব শায়বানী (র) বলেন সমুদ্রের তরঙ্গই হইল উহার সালাত। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বস্তুকে জ্ঞানীদের মর্যদায় উপনিত করিয়া উহাদের প্রতি সিজদার সম্বন্ধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ আসমান ও যমীনের সকল বস্তুই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কেবল মাত্র আল্লাহর অনুগত। তাহাদের ছায়া সকালে বিকালে তাহারই সিজদা করে وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ আর ফিরিশ্‌তাগণও সিজদা করেন, তাহারা অহংকারে মাতিয়া নহে।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ আর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকে ভয় করিয়া চলে। অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা মাথা অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ তাহাদিগকে যাহার হুকুম করা হয় উহা তাহারা সম্পন্ন করে। অর্থাৎ যাহা হইতে নিষেধ করা হয় এবং যাহা পালনের নির্দেশ করা হয় উহা পালন করেন।

(৫১) وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝

(৫২) وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝

(৫৩) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۝

(৫৪) ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

(৫৫) لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۗ فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৫১. আল্লাহ বলিলেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করিও না তিনিই তো একমাত্র ইলাহ সুতরাং আমাকেই ভয় কর।

৫২. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাহারই প্রাপ্ত। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে?

৫৩. তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তাহা তো আল্লাহরই নিকট হইতে। আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহাকেই ব্যকুলভাবে আহ্বান কর।

৫৪. আবার যখন আল্লাহ তোমাদিগকে দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করে।

৫৫. আমি উহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও। অচিরেই জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আর তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইবাদত উপযুক্তও নহে তিনি এক অদ্বিতীয় তাহার কোন শরীক নাই। তিনিই যাবতীয় বস্তুর মালিক এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মায়মূন ইবনে মিহ্রান, সুদ্দী, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য তাফসীকারগণ বলেন وَاصِبًا অর্থ চিরকাল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, ইহার অর্থ জরুরী ও অপরিহার্য। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল খালেস অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যাহারা অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদত খালেসভাবে করে অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য ও অধিকারী নহে যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَفَغَيْرَ دِيْنَ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত তাহারা কি অন্য দ্বীন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? আসমানসমূহে ও যমীনে যাহা কিছু বিদ্যমান সবই তাহার অনুগত ইচ্ছাকৃত হউক কিংবা অনিচ্ছাকৃত আর তাহার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا এর উক্ত তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (র) ও ইকরিমাহ (র)-এর মতানুসারে করা হইয়াছে। এবং বাক্যটি তখন جُمْلَةٌ خَبَرِيَّهْ (সংবাদমূলক) বাক্য হইবে। হযরত মুজাহিদ (র)-এর তাফসীর অনুসারে আয়াতের অর্থ আমার সহিত অন্য কাউকে শরীক করিতে ভয় কর। এবং ইবাদত কেবল আমার জন্যই খাস কর। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ

اَلْخَالِصُ মনে রাখিও দ্বীন কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য খাস। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন তিনিই একমাত্র লাভ ও ক্ষতির মালিক বান্দা যে নিয়ামত রিযিক ও সুখ শান্তি লাভ করে উহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইহসান। ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ অতঃপর যখনই কোন দুঃখ কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহার নিকটই ফরিয়াদ করিতে থাক। কারণ তোমরা জান যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহই তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে সক্ষম নহে। অতএব প্রয়োজন বসতঃ তোমরা তাহারই নিকট ফরিয়াদ কর তাহারই নিকট প্রার্থনা কর ও কাকুতি মিনতী কর যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا "যখন সমুদ্রের মধ্যে তোমরা কোন অকল্যাণকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তখন আল্লাহ ভিন্ন আর যাহাকেই তোমরা ডাকিয়া থাক সকলেই অন্তর হইতে উধাও হইয়া যায় অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে মুক্তি দান করিয়া কুলে আশ্রয় দান করে তখনই তোমরা বিমুখ হও। আর মানুষ বড়ই না-শোকর।" আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ কোন কোন তাফসীরকারের মতে لِيَكْفُرُوْا এর লামটি عَاقِبَةٌ (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন تَعْلِيْل (কারণবাচক) অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে আমি এই অভ্যাসটি এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে ঢাকিয়া রাখে এবং উহা অস্বীকার করে। অর্থাৎ নিয়ামত দানকারী ও বিপদ দূরকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে? অতঃপর ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَتَمَتَّعُوْا তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে থাক এবং যেমন ইচ্ছা ভোগ করিতে থাক। فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতিসত্বর ইহার পরিণতি কি তাহা জানিতে পারিবে।

(৫৬) وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ○

(৫৭) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○

(৫৮) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○

(৫৯) يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

(৬০) لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫৬. আমি উহাদিগকে যে রিযিক দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধারিত করে তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের সম্বন্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবেই।

৫৭. উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহাদিগের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে।

৫৮. উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

৫৯. উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে না। মাটিতে পুতিয়া দিবে। সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।

৬০. যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না উহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে মুশরিকদের অপকর্মের আলোচনা করিয়াছেন। যাহারা তাহাদের অজ্ঞতার দরুন আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে ও মূর্তি পূজা করে। আবার আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকসমূহ হইতে তাহাদের বাতিল মা'বুদদের জন্য অংশ নির্দিষ্ট করে তাহারা বলেন هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তাহাদের ধারণা অনুসারে ইহা হইল আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য। যাহা তাহাদের শরীকদের জন্য তাহাতো আল্লাহর নিকট পৌছাবে না এবং যাহা আল্লাহর জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছিয়া থাকে। তাহারা যাহা সাব্যস্ত করে তাহা বড়ই জঘন্য। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর জন্য তাহাদের কল্পিত অংশের মধ্যে তাহাদের বাতিল মা'বুদদেরও অংশ নির্দিষ্ট করে কিন্তু তাহাদের বাতিল মা'বুদদের জন্য কল্পিত অংশে আল্লাহর কোন নাম থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কসম করিয়া বলেন, তাহারাই যে মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা বড়ই জঘন্য উহা সম্পর্কে অবশ্যই তাহাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইবে এবং উহার পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হইবে। এবং উহা হইবে জাহান্নামের আগুন। ইরশাদ করিয়াছেন تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ আল্লাহর কসম তোমরা যে মিথ্যা রচনা করিয়াছ উহা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অপর একটি অপকর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ফিরিশ্তাগণকে স্ত্রীলোক সাব্যস্ত করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা মনে করিয়া তাহাদিগকেও পূজা করিতে শুরু করিয়াছে। ইহা হইল তাহাদের অতি মারাত্মক ধরনের তিনটি ভুল। প্রথম ভুল হইল, তাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে অথচ আল্লাহ তা'আলা কোন সন্তানই জন্ম দান করেন না। দ্বিতীয় ভুল হইল পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে তাহাদের ধারণায় যাহা নিকৃষ্ট যাহা তাহারা নিজের জন্য পছন্দ করে না আল্লাহর জন্য তাহারা তাহাই সাব্যস্ত করিয়াছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান এবং তৃতীয় ভুল হইল তাহাদের পূজা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى তোমাদের নিজের জন্য তো পুত্র সন্তান নির্ধারণ কর আর আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত কর কন্যা সন্তান। ইহা তো ক্ষতিজনক বণ্টন। ইরশাদ হইয়াছে وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তাহাদের এই মিথ্যা অপবাদ হইতে পবিত্র। ইরশাদ হইয়াছে أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ জানিয়া রাখ, মিথ্যা রচনার কারণে তাহারা বলে আল্লাহ তা'আলা সন্তান জন্ম দিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ আল্লাহ কি পুত্র সন্তান বাদ দিয়া কন্যা সন্তানই নির্বাচন করিয়াছেন, তোমাদের হইল কি? তোমরা কেমন সাব্যস্ত কর? قوله وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তানকে পছন্দ করে এবং কন্যা সন্তান হইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে এবং তাহাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই জঘন্য কথা হইতে বহু উর্ধ্বে। إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া তখন তাহার মুখমন্ডল চিন্তায় কালো হইয়া যায় وَهُوَ كَظِيمٌ এবং দুশ্চিন্তার কারণে নীরব হইয়া যায়।

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ লোক সমাজ হইতে সে পালাইয়া বেড়ায় ; তাহারা তাহাকে দেখুক সে ইহা পছন্দ করে না। مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ অর্থাৎ তাহার দুশ্চিন্তার কারণ তাহার কন্যা সন্তানের দুসংবাদ শুনিয়া সে ভাবিতে থাকে যে, তাহাকে সে জীবিত রাখিবে, না মাটিতে গাড়িয়া ফেলিবে? যদি জীবিত রাখে তবে অতি লাঞ্ছিতাবস্থায় রাখিবে তাহাকে মীরাসের কোন অংশ দান করিবে না এবং পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দান করিবে। أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ কিংবা তাহাকে মাটিতে গাড়িয়া দিবে। دُسٌّ অর্থ জীবিতাবস্থায় মাটির মধ্যে গড়িয়া দেওয়া। যেমন জাহেলী যুগে এরূপ আচারণ করা হইত। যে কন্যা সন্তানের সহিত কাফিররা

এইরূপ আচারণ করিত, সেই কন্যা সন্তানই তাহারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করিত। أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ মনে রাখিবে তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছে উহা বড়ই জঘন্য। অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্য, তাহাদের বন্টন এবং আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ সবই জঘন্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ অর্থাৎ পরমদয়ালু আল্লাহর জন্য যে কন্যা সন্তানের সম্বন্ধ করা হয় যদি সেই কন্যা সন্তানের খবর তাহাদের কাহাকেও দেওয়া হয় তবে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। এবং সে চিন্তায় নীরব হইয়া পড়ে। قوله لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ। যাহারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন না তাহাদের বড়ই জঘন্য অবস্থা হইবে وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى আর আল্লাহর জন্য অতি উত্তম মর্যাদা রহিয়াছে। وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। তিনি মহাপরাক্রান্ত অতিশয় কৌশলী।

(٦١) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

(٦٢) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ○

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাহাদিগের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদিগের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৬২. যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাহাদিগের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে মংগল তাহাদিগেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য আছে অগ্নি এবং তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার মাখলূকের প্রতি তাহাদের যুলুম অত্যাচার সত্ত্বেও যে বড় সহনশীল ইহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাহাদের যুলুম অত্যাচারের কারণে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও তিনি জীবিত রাখিতেন না। অর্থাৎ মানুষের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীকেও তিনি ধ্বংস করিয়া দিতেন। কিন্তু আল্লাহ

তা'আলা বড়ই ধৈর্যশীল, তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদের অন্যায় অপরাধ ঢাকিয়া রাখেন। এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি দেন না। কারণ, যদি তিনি এইরূপ করিতেন তবে পৃথিবীর বুকে কেহই বাঁচিয়া থাকিত না। সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ ইস্হাক (র) হইতে তিনি আবুল আহওয়াস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মানুষের গুনাহর কারণে গোবরের পোকারও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ আ'মাশ (রা) আবূ ইস্হাক (র) হইতে, তিনি আবূ উবায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, গোবরের পোকারও তাহার গর্তে মানুষের গুনাহর কারণে শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লাহ (র) .... আবূ সালমাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রা) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন, যালিম কেবল, তাহার নিজেরই ক্ষতি করে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাহার প্রতি তাকাইলে তিনি বলিলেন হাঁ, আল্লাহর কসম যালিমের যুলুমের কারণে হুবারা পাখীও তাহার বাসায় মৃত্যু বরণ করে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত আবূ দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু আলোচনা করিতেছিলাম, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সমাগত হয় তখন তিনি অবকাশ দান করেন না। অবশ্য সৎ সন্তানের দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায় যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহার কোন বান্দাকে দান করেন। অতঃপর সেই সৎ সন্তানগণ তাহার জন্য দু'আ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই দু'আ তাহার নিকট কবরে পৌঁছাইয়া দেন। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ইহাই। قوله وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ তাহারা আল্লাহর জন্য সেই বস্তু সাব্যস্ত করে যাহা তাহারা নিজেরাই পছন্দ করে না। অর্থাৎ কন্যাসমূহ সাবস্ত করে এবং যাহারা আল্লাহর গোলাম তাহাদিগকেই আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে অথচ, তাহারা নিজেরাই ইহা পাছন্দ করে না যে, তাহাদের কোন গোলাম তাহাদের মালে শরীক হউক। قوله وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى "তাহাদের মুখে এই মিথ্যা কথাও বলিয়া থাকে যে, যদি সত্য সত্যই কিয়ামত কায়েম হয় তবে তখনও উত্তম বিনিময় ও শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্ধারিত"। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাহাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাদের দাবী হইল দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ তো তাহাদের ভাগ্যেই জুটিয়াছে এবং যদি এই কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, কখনো কিয়ামত কায়েম হইবে তবে তখনও যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী তাহারাই

হইবে। ইরশাদ হইয়াছে لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ যদি আমি মানুষকে রহমত দান করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া যাই তবে সে নিরাশ হইয়া যায় এবং কুফর গ্রহণ করে আর যদি তাহার কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলে আমার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছিয়া গিয়াছে তখন। বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ আর যদি আমি মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করিবার পর আমার পক্ষ হইতে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে সে বলে ইহা তো আমার প্রাপ্য। আর কিয়ামত কায়েম হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাসই করি না। আর যদি আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমি কাফিরদিগকে অবশ্যই তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করিব। এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا বলুনতো যে ব্যক্তি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়া এবং বলে আমাকে পুনরায় জীবিত করা হইলে অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হইবে। সূরা কাহাফে দুই বন্ধুর একজনের আলোচনা প্রসংগে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا এবং যালিম ব্যক্তি তাহার বাগানে প্রবেশকালে তাহার বন্ধুকে বলিল আমি তো ধারণা করি না যে ইহা কখনো ধ্বংস হইবে আর ইহাও ধারণা করি না যে কিয়ামত কখনো কায়েম হইবে। তবে যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে অবশ্যই ইহা হইতে উত্তম বস্তু আমাকে দান করা হইবে (সূরা কাহাফ–৩৫-৩৬)। উল্লেখিত আয়াতসমূহে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা অসৎ কাজ করিয়া এই বাতিল ধারণা করিয়াছে যে এই অন্যায় ও অসৎ কাজের উত্তম বিনিময় তাহাদিগকে দান করা হইবে। অথচ ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার যেমন, ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, একবার বায়তুল্লাহ শরীফকে নতুন করিয়া নির্মাণ করিবার লক্ষ্যে যখন ভাংগিয়া দেওয়া হইল তখন উহার একটি পাথরের গায়ে ইহা লিখিত পাওয়া গেল, তোমরা কাজতো করিতেছ অন্যায় কিন্তু উত্তম বিনিময়ের আশা করিতেছ। ইহার উদাহরণ তো ঠিক তদ্রূপ যেমন কাঁটা লাগাইয়া আঙ্গুরের আশা রাখা।

হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে اَلْحُسْنٰى দ্বারা দাসদাসী বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى এর অর্থ করেন কাফিররা বলে কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমরা উপরেও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছি এবং ইহাই সঠিক। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই বাতিল আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবাদে বলেন لَاجَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُفْرَطُوْنَ অবশ্যই তাহাদেরই জন্য কিয়ামত দিবসে দোযখ রহিয়াছে এবং তাহারাই সকলের পূর্বে দোযখে প্রবেশ করিবে। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (র) বলেন ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন দোযখের মধ্যে তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে তাহারা ধ্বংস হইতে থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا আজ আমি তাহাদিগকে ঠিক তদ্রূপ ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা এই দিনের সাক্ষাৎ করাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন مُفْرَطُوْنَ এর অর্থ হইল দোযখের দিকে সর্ব প্রথম তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে। উপরের উভয় তাফসীরে কোন বিরোধ নাই। তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে প্রথমেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে আর তথায় তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে।

(٦٣) تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٦٤) وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(٦٥) وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৩. শপথ আল্লাহর আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু শয়তান এ সব জাতির কার্যকলাপ উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল সুতরাং সেই আজ উহাদিগের অভিভাবক এবং উহাদিগেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬৪. আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং মু'মিনদিগের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

৬৫. আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাহাদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের নিকটও রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। অতএব আপনার সেই সমস্ত ভাইদের মধ্যে আপনার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কওম যে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে এইজন্য আপনি মনক্ষুণ্ণ হইবেন না। যেই সকল মুশরিকরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহার কারণ ছিল এই যে, শয়তান তাহাদের অপকর্মসমূহকে তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ সেই সকল মুশরিকরা তো শাস্তি ভোগ করিতেছে অথচ, তাহাদের বন্ধু কিন্তু সেই শয়তান যে তাহাদিগকে শাস্তি হইতে বাঁচাইতে সক্ষম নহে। তাহাদের কোন সাহায্য করিতেও সে ব্যর্থ। তাহারা চিরদিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয় নবী (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনার প্রতি কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হইয়াছে কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, যেই বিষয়ে মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতেছে আপনি এই মহাগ্রন্থ দ্বারা তাহাদের বিরোধ মিমাংসা করিবেন এবং মহা সত্যকে তাহাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন। এই কুরআন-ই হইল তাহাদের যাবতীয় বিরোধের মিমাংসা। وَهُدًى আর এই কুরআন মানুষের অন্তরসমূহের জন্য হেদায়াত দানকারী وَرَحْمَةً এবং দৃঢ়ভাবে ইহাকে ধারণ করিবে তাহার জন্য রহমত। لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ কুরআন মজীদ মানুষের মৃত অন্তরকে ঠিক তেমনিভাবে সজীব করিয়া দেয়, যেমন আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা মৃত যমীন সজীব হইয়া যায়। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বাণীকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে এবং উহার মর্ম উপলব্ধি করে তাহাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

(٦٦) وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝

(٦٧) وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬৬. অবশ্যই আন'আমের মধ্যে তোমাদিগের জন্য শিক্ষা আছে। উহাদিগের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।

৬৭. এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আংগুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক, ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মানব জাতি! إِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চুতষ্পদ প্রাণীর মধ্যে— যেমন গরু উট ছাগল ইত্যাদির মধ্যে لَعِبْرَةً বড় উপদেশ রহিয়াছে। যে মহান সত্তা এই সকল চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার শক্তি তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া বুঝিবার জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে। نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ আয়াতাংশের بُطُوْنِهِ এর সর্বনামটি হয় نِعْمَةٌ এর অর্থের দিকে ফিরিয়াছে এই কারণে একবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে কিংবা اَنْعَامٌ কে حَيْوَانٌ এর অর্থে বুঝাইয়া উহার প্রতি সর্বনাম ফিরান হইয়াছে। তখন ইবারত এইরূপ হইবে نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ هٰذَا الْحَيْوَانُ অবশ্য এক আয়াতে এইরূপও আছে مما فِىْ بُطُوْنِهَا উভয় প্রকার ব্যবহার আরবী ব্যাকরণ মাফিক বিশুদ্ধ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ উক্ত আয়াতে প্রথম সর্বনামটি اِنَّهَا এর هَا এক বচন স্ত্রীলিংগ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ذَكَرَهُ এর ة সর্বনামটি এক বচন পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ উভয় সর্বনাম একই বস্তুর দিকে ফিরিয়াছে। অনুরূপভাবে وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ অত্র আয়াতেও هَدِيَّةٌ শব্দটি স্ত্রীলিংগ এবং جَاءَ এর মধ্যে সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ هَدِيَّةٌ শব্দটি مَال এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই কারণে جَاءَ এর সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে।

قوله مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا অর্থাৎ মল ও রক্ত হইতে বিশুদ্ধ দুধ তোমাদের পান করিবার জন্য বাহির করেন। অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীর উদরে যে রক্ত ও মল থাকে উহা হইতে আল্লাহ তা'আলা সাদা সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দুধ পৃথক করিয়া স্তনে পৌঁছাইয়া দেন। রক্ত রগসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে পেশাব মুত্র নালিতে এবং মল উহার আপন স্থানে পৌঁছিয়া যায়। অথচ ইহার কোনটি অপরটির সহিত মিশ্রিত হয় না এবং উহার একটি অপরটিকে পরিবর্তন করে না لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন বিশুদ্ধ দুধ তোমাদের জন্য বাহির করেন যাহা চাবাইবার প্রয়োজন হয় না বরং মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাথে সাথেই হলকের নীচে চলিয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা দুধের আলোচনার পরপরই মদের আলোচনা করিয়াছেন যাহা খেজুর ও আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত করা হয়। দুধ পান করিবার মত ইহা পান করিতেও কোন কষ্ট হয় না। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এই আয়াত মদ হারাম হইবার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে ইহাকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

مِنْهُ سَكَرًا খেজুর ও আঙ্গুর হইতে তোমরা নিশাযুক্ত বস্তু প্রস্তুত কর। আয়াতটি দ্বারা যেমন এই কথা বুঝা যায় যে মদ হারামকারী আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে উহা হালাল ছিল। অনুরূপ ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে আঙ্গুর ও খেজুর দ্বারা প্রস্তুত নিশাযুক্ত বস্তু উভয়টিই সমান। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (র) এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতই ইহাই। অনুরূপভাবে গম, চাউল, মধু ও মধু দ্বারা প্রস্তত সকল প্রকার নিশাযুক্ত পানীয় এর একই হুকুম। যেমন হাদীসে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا তাফসীর প্রসংগে বলেন, سَكَرًا বলা হয় আঙ্গুর ও খেজুর হইতে যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাকে আর رِزْقًا حَسَنًا দ্বারা উভয় প্রকার ফল হইতে যাহা হালাল তাহাই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ খেজুর কিসমিস সিরকা নবীয ইত্যাদি। হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অবশ্যই ইহার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে আক্ল অর্থাৎ জ্ঞানের উল্লেখ করা অধিক সংগত হইয়াছে। কারণ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল বস্তু ইহাই। আর মানুষের এই বিশেষ বস্তুটির হিফাযতের জন্য নিশাযুক্ত পানীয় হারাম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ - سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ যমীনে আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহাতে আমি প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। যেন তাহারা উহার ফল খাইতে পারে। আর উহা তাহাদের নিজেদের হাতের তৈয়ারী নহে। ইহা পরও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না। সেই সত্তা পবিত্র, যিনি যমীনের উৎপন্ন দ্রব্যে খোদ তাহাদের সত্তায় এবং আরো অনেক স্পষ্ট বস্তুতে যাহা তাহারা জানে না সর্বপ্রকার রকমারী সৃষ্টি করিয়াছেন (সূরা ইয়াসিন-৩৫-৩৬)।

(٦٨) وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۙ

(٦٩) ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে।

৬৯. ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে اَلْوَحْىُ দ্বারা ইলহাম অর্থাৎ অন্তরে জন্মাইয়া দেওয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ মৌমাছির অন্তরে পাহাড়ে, গাছে এবং অট্টালিকাসমূহে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য মৌচাক নির্মাণের কথা পয়দা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্বল পোকার ঘরগুলি দেখিলে বুঝা যায় উহা কত মযবুত কত সুন্দর এবং নিপুণতা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা এই মৌমাছিকে এই হেদায়াত দান করিয়াছেন যে সে প্রত্যেক ফলের ফুল হইতে মধু আহরণ করিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য যে সহজ পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সে পথে চলিবে। অর্থাৎ এই মহাশূন্য, প্রশস্ত ময়দান ও জংগলসমূহ উপত্যক ও সুউচ্চ পাহাড়সমূহের যেথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া চলিবে এবং যতই দূর হইতে দূরান্তে পৌছিবে পুনরায় অতি সহজেই সে তাহার ঘরে পৌছিয়া যাইতে পারিবে সে তাহার ঘরে পৌছতে একটুও অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। ডানে বামে কোন দিকে তাহার কোন ভ্রম হয় না বরং সোজা তাহার ঘরে পৌছিয়া তাহার ডিম বাচ্চা ও মধুর কাছে স্থান গ্রহণ করে। সে তাহার ডানার সাহায্যে মোম তৈয়ার করে মুখের সাহায্যে মধু বাহির করে এবং পিছন দিক হইতে ডিমও বাচ্চা দান করে। অতঃপর পুনরায় প্রাতে সে তাহার চরণভূমিতে পৌছিয়া যায়। কাতাদাহ ও আবদুর রহমান ইবন যায়দ (র) বলেন فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً এর অর্থ হইল তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে অনুগত হইয়া চল। ذُلُلاً শব্দটি سَالِكَةً হইতে সংঘটিত হইয়াছে। যায়দ ইবনে আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা ইহা কি প্রত্যক্ষকর যে মানুষ এই মৌমাছিকে উহার মৌচাকসহ ও এক শহর হইতে অন্য শহরে বহন করিয়া লইয়া আসে। কিন্তু প্রথম বাক্য অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ ذُلُلاً শব্দটি سُبُلَ হইতে হাল সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ হে মৌমাছি তুমি তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে এমনাবস্থায় চলিতে থাক যে উহা তোমার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুজাহিদ (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন উভয় তাফসীরই বিশুদ্ধ। আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাছির বয়স চল্লিশ দিন। আর মৌমাছি ব্যতিত সকল মাছি-ই দোযখে যাইবে। قوله يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ

شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ মৌমাছির পেট হইতে নানা রংগের মধু বাহির হয় সাদা, হলুদ, লাল ইত্যাদি। রংগের এই রকমারিতার কারণ হইল, তাহার আহার্য বস্তুর বিভিন্নতা। قوله فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ মধুর মধ্যে মানুষের জন্য তাহাদের রোগের চিকিৎসা রহিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) فِيْهِ اَلشِّفَاءُ لِلنَّاسِ বলিতেন তবে ইহা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা হইত। কিন্তু فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ বলিয়াছেন অতএব সকল মানুষের জন্য ইহা ঠান্ডাজনিত রোগের চিকিৎসা। কারণ মধু গরম। এবং চিকিৎসা রোগের বিপরীত বস্তু দ্বারা হইয়া থাকে।

মুজাহিদ ও ইবনে জরীর (র) فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন 'ইহা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলা হইয়াছে'। কিন্তু তাহাদের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ঠিক হইলেও এখানে ইহা সংগতিপূর্ণ নহে। কারণ আয়াতের মধ্যে কুরআনের আলোচনা নহে, মধুর আলোচনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহা وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। فِيْهِ لِلنَّاسِ অত্র আয়াতে যে মধু বুঝান হইয়াছে ইহার দলীল হিসাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত পেশ করা হয়। তাহারা উভয়ই কাতাদাহ (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল আলী ইবনে দাউদ নাজী (র) হইতে তিনি হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা একব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল আমার ভাই পাতলা পায়খানা করিতেছে, তিনি বলিলেন, উহাকে মধু পান করাও লোকটি ফিরিয়া গিয়া তাহাকে মধুপান করাইল, কিন্তু উহাতে কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল আমি তাহাকে মধু পান করাইয়াছি কিন্তু উহাতে পায়খানা আরো বেশী হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তাহাকে মধু পান করাও অতঃপর সে গিয়া আবার তাহাকে মধু পান করাইল কিন্তু এবারও কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া সে পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এবার তাহার আরো বেশী পায়খানা হইয়াছে তখন তিনি বলিলেন আল্লাহর বাণী সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। যাও এবং পুনরায় তাহাকে মধু পান করাও। এবার সে গিয়া তাহাকে মধু পান করাইলে সে সুস্থ হইল। কোন কোন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বলেন, লোকটির পেটে অনেক বেশী মল ছিল, যখন তাহাকে মধু পান করান হইল তখন যেহেতু মধু গরম বস্তু এই কারণে তাহা অধিক নরম হইয়া অধিকবার মল বাহির হইতে লাগিল, লোক ইহাতে মনে করিয়া বসিল যে, ইহা তাহার ভাইয়ের ক্ষতি করিতেছে অথচ বাস্তবে ইহা তাহার পক্ষে ছিল উপকারী। পুনরায় তাহাকে মধু পান করান হইলে তাহার পেটের মল আরো

খুলিয়া গেল এবং সে আরো বেশী মল ত্যাগ করিতে লাগিল আবার পান করান হইলে আবার তাহার মল গলিয়া পেট হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার পেট ঠিক হইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতে সে রোগ মুক্ত হইয়া গেল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইবনে উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মধু ও হালুয়া পছন্দ করিতেন। সহীহ বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী সালিম আফতাস (র) হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তিনটি বস্তর মধ্যে আরোগ্য রহিয়াছে, সিংগা লাগানে, মধু পানে ও আগুন দ্বারা দাগ দেওয়ায় কিন্তু আমি আমার উম্মতকে আগুন দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করি। ইমাম বুখারী (র) বলেন আবূ নুআইম (র) .... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তোমাদের কোন ঔষধে যদি কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তাহা সিংগা লাগানে, মধু পানে ও আগুন দ্বারা দাগ দেওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ হইতে তিনি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন আলী ইবন ইস্হাক (র) .... উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাকে তবে উহা তিনটি বস্তু। সিংগা লাগান মধুপান এবং আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া যাহাতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। উহা আমি ভাল মনে করি না। তারবানী (র) .... আব্দুল্লাহ ইবনে আলীদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ভাষা হইল, যদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাকে তবে তাহা হইল সিংগা লাগান। সনদটি বিশুদ্ধ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (র) কযভীনা (র) তাহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আলী ইবনে সালামাহ তাগলভী (র) .... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর দুইটি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা লাভ করা কর্তব্য আর উহা হইল মধু ও কুরআন মজীদ। সনদটি উত্তম কিন্তু কেবল ইবনে মাজাহ-ই এই সনদ দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান ইবনে অকী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ আরোগ্য লাভ করিতে চায় তখন সে যেন কুরআন মজীদের কোন এক আয়াত

কাগজে লিখিয়া বৃষ্টির পানি দ্বারা উহা ধুইয়া লয় এবং স্বীয় স্ত্রী হইতে তাহার সন্তুষ্টচিত্তে কিছু পয়সা লইয়া উহা দ্বারা মধু ক্রয় করে এবং ঐ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করে ইহা দ্বারা যে কোন রোগের আরোগ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا আমি আসমান হইতে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا যদি তাহারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) সন্তুষ্টচিত্তে কিছু দান করে তবে তোমরা উহা মহানন্দে খাও। মধু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس ইহাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রহিয়াছে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ইহাও বলেন মাহমূদ ইবনে খিদাশ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চাটিয়া খাইবে সে কোন বড় রোগের সম্মুখীন হইবে না। তবে যুবাইর ইবনে সায়ীদ (র) রাবী পরিত্যক্ত। ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র) অপর এক সূত্রে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ ইবনে ছারহ্ ফরয়াবী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমর ইবনে বকর ইবনে সুকসুকী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ইবরাহীম ইবনে আবূ আব্লাহ আবূ উবাই ইবনে উম্মে হারাম হইতে বর্ণিত এবং তিনি উভয় কিবলার দিকে সালাত পড়িয়াছেন তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তোমাদের প্রতি ছানা (সানাপাতা) ও ছানূত (ঘী এর মশকের মধু) ব্যবহার করা কর্তব্য উহার ব্যবহারে মৃত্যু ভিন্ন প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে اَلسَّامُ শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন اَلسَّامُ অর্থ মৃত্যু। ছানূত বলা হয় ঘীর মশকে যে মধু রাখা হয়। কবির কবিতায় اَلسَّنُوْتُ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوْتِ لَا لَيْسَ فِيْهِمْ + وَهُمْ يَمْنَعُوْنَ الْجَارَ اَنْ يُقَرَّدَا

কবির উক্ত কবিতায় اَلسَّنُوْتُ শব্দের অর্থ মধু। اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ মৌমাছির ন্যায় এই দুর্বল পোকার অন্তরে এই কথা জন্মাইয়া দেওয়া যে, সে স্বাধীনভাবে উড়িয়া উড়িয়া দূর দূরান্ত হইতে বিভিন্ন ফুলের মধু আহারণ করিয়া তোমাদের জন্য সংগ্রহ করিবে ও মোম তৈয়ার করিবে। ইহা চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমার মহান সৃষ্টিকর্তা, মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী ও চরম পরম অনুগ্রহশীল প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই নিদর্শন।

(٧٠) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৭০. আল্লাহ-ই তোমাদিগেকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও উপনীত করা হইবে নিকৃষ্টতম বয়সে, ফল যাহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্যে যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন উপরোক্ত আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তাহাকে মৃত্যু দান করেন। কোন কোন মানুষকে দীর্ঘায়ু দান করেন এবং সে বার্ধক্যে উপনিত হয় এবং অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে-ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে দুর্বল সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিশালী করিয়াছেন। এই শক্তির পর আবার সে দুর্বল হইয়া পড়ে। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পঁচাত্তর বৎসর বয়সই হইল জীবনের এমন একটি স্তর যখন মানুষ অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে। স্মরণশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞানও হ্রাস পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন لِكَیْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا অর্থাৎ কোন বস্তুর জ্ঞান লাভের পরই তাহার অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যেন সে কোন কিছুরই জ্ঞান লাভ করে নাই। ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের তাফসীর কালে বলেন, মূসা ইবন ইসমাঈল (র) .... হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিতেন হে আল্লাহ! কৃপণতা হইতে, অলসতা হইতে, বার্ধ্যক্য হইতে, এবং অকর্মণ্য বয়স হইতে কবর আযাব হইতে, দাজ্জালের ফিৎনা হইতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যুহাইর ইবনে আবূ সালমা তাহার প্রসিদ্ধ মুআল্লাকার নিম্ন কবিতায়–

سَئِمْتُ تَكَالِيْفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ + ثَمَانِيْنَ عَامًا لَا اَبَالَكَ يَسْئَمُ

رَاَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ + تُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمُ

অকর্মণ্য বয়সের দুঃখ কষ্টের আলোচনা করিয়াছেন এবং এই বয়সকে তিনি দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার ভান্ডার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন

(৭১) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۖ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৭১. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদিগের অধীনস্ত দাস-দাসীদিগকে নিজদিগের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদিগের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে মুশরিকদের কুফর ও মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত ইবাদতে শরীক করে তাহাদের সম্পর্কে তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে ঐ সকল শরীকরা আল্লাহরই দাস। তালবীয়াহ পড়িবার কালে ইহারই স্বীকারোক্তি করে। তাহারা বলে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ "হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই। আছে কেবল এমন শরীক যাহার মালিকও আপনি-ই আর সে যে সকল ধন-সম্পদের অধিকারী উহার মালিকও আপনি"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তোমরাই ইহা পছন্দ কর না যে তোমাদের দাসদাসীরা তোমাদের ধন-সম্পদে সমানভাবে শরীক হউক অতএব তোমরাই বল, যাহারা আল্লাহর গোলাম ও দাস তাহারা ইবাদত ও ভক্তি শ্রদ্ধায় আল্লাহর সহিত শরীক হউক আল্লাহ ইহা পছন্দ করিবেন কি রূপে? ইরশাদ হইয়াছে

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ -

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন এই মুশরিকরা তাহাদের দাসদিগকে স্বীয় ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদের মধ্যে যখন শরীক করিতে রাযী নহে তবে আমারই দাসদিগকে আমারই সাম্রাজ্যে কিভাবে তাহারা শরীক করে। আল্লাহর তা'আলা এই মর্মটাই اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না উহা আমার জন্য পছন্দ কর কিভাবে? মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা হইল বাতিল উপাস্যদের উদাহরণ। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উদাহরণে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে তাহার

দাসকে তাহার স্ত্রী ও তাহার বিছানায় শরীক করে নিশ্চয় নহে। অতএব তোমরা আল্লাহর দাসদিগকে আল্লাহর সহিত কি করিয়া শরীক কর? যদি তোমরা নিজেদের জন্য ইহা পছন্দ না করে তবে আল্লাহ তোমাদের তুলনায় ইহার জন্য অধিক শ্রেয়। قوله أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা-ই যাবতীয় কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মুশরিকরা উহার একাংশ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে এবং একাংশ সাব্যস্ত কর তাহাদের অন্য মা'বুদের জন্য। এইভাবে তাহারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে। হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত একবার হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর নিকট পত্র লিখিলেন "আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় যে রিযিক দান করিয়াছেন উহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাক। আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কতক বান্দাকে তাহার কতক বান্দার উপরে রিযিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। যাহাকে তিনি অধিক সম্পদশালী করিয়াছেন সে তাঁহার শোকর করে কিনা তাহার উপর আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রদত্ত রিযিকের যে হক ফরয করিয়াছেন সে তাহা পালন করে কিনা তিনি তাহা যাঁচাই করিয়া দেখিবেন। রেওয়ায়াতটি ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন।

(٧٢) وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ

৭২. এবং আল্লাহ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যা বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার প্রদত্ত অপর নিয়ামতের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন যদি তাহাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে না করিয়া অন্য জাতি হইতে সৃষ্টি করিতেন তবে তাহাদের পারস্পারিক ভালবাসা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হইত না। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া বনী আমদকেই নারী রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীকে নরের জন্য স্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি স্ত্রী হইতে মানুষের জন্য পুত্র ও পৌত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন حَفَدَةً অর্থ, পৌত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্‌হাক, ইবনে যায়দ ও হাসান (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শু'বা (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস

(র) হইতে بَنِيْنَ وَحَفَدَةً এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা হইল নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তান। সুনাইদ (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তোমার পুত্র হইল তাহারা যাহারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমার সাহায্য করে এবং তোমার সেবা করে। কবি হুমাইদ বলেন

حَفَدَ الْوَلَائِدِ حَوْلَهُنَّ وَاَسْلَمَتْ + بِاَكُفِهِنَّ اَزِمَّةَ الْاَجْمَالِ

উক্ত কবিতায়ও حَفَدَ শব্দটি সেবা করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, بَنِيْنَ وَحَفَدَةً এর অর্থ সন্তান ও খাদেম। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত اَلْحَفَدَةُ অর্থ সাহায্যকারী ও খাদেম। তাউস (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও বলেন حَفَدَةً অর্থ সেবকদল। কাতাদাহ আবূ মালিক ও হাসান বসরী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। আব্দুর রায্যাক (র) .... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, اَلْحَفَدَةُ অর্থ, তোমার পুত্র ও পৌত্র হইতে যে তোমার সেবা করে। যাহ্হাক (র) বলেন আরবে ইহাই নিয়ম ছিল যে পুত্ররা খিদমত করিত। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, স্ত্রীর অন্য পক্ষের পুত্ররা এই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। اَلْحَفَدَةُ ঐ সকল লোককেও বলা হয় যে, কাহারো সম্মুখে তাহার কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়। বলা হইয়া থাকে فُلَانٌ يَحْفِدُلَنَا অমুক আমাদের জন্য কাজ করিতেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক ইহাও বলিয়াছেন যে জামাতারাও اَلْحَفَدَةُ এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (র) এর এই শেষ কথাটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মাসরূক, আবূ-যুহা, ইবরাহীম নখয়ী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ এবং কুরাযী (র)ও বলিয়াছেন। ইকরিমাহও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবন তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَلْحَفَدَةُ দ্বারা জামাতাগণকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (রা) বলেন উল্লেখিত সব কয়টি অর্থই এর অন্তর্ভুক্ত। কুনূতের অংশ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ এর মধ্যে نَحْفِدُ অর্থ আমাদের যাবতীয় খিদমত আপনার জন্যই। এবং যেহেতু সন্তান ঘরের সেবক ও শ্বশুরালয়ের সদস্যদের দ্বারা সেবাযত্ন লাভ হয় অতএব ইহাও আল্লাহর বড় নিয়ামত। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে পুত্র ও শ্বশুর বানাইয়াছেন। যে সকল তাফসীরকার اَزْوَاجًا এর সহিত حَفَدَةً এর সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মতে পুত্রগণ পৌত্রগণ ও জামাতাগণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত কারণ তাহারা স্ত্রীর সন্তান কিংবা কন্যার স্বামী হইবে। শা'বী ও যাহ্হাক (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। অধিকাংশ

সময়ে ইহারা এই ব্যক্তিরই অধিনস্ত ইহার তত্ত্বাবধানে এবং ইহার সেবায় নিয়োজিত থাকে। নসরা ইবন আকতম (র) হইতে বর্ণিত হাদীস, اَلْوَلَدُ عَبْدُكَ এর অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল তাফসীরকারগণ اَلْحَفَدَةُ এর অর্থ করিয়াছেন সেবক ও খাদেম। তাহাদের মতে اَلْحَفَدَةُ শব্দটি وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا এর উপর মা'তুফ (مَعْطُوْفٌ) হইয়াছে অর্থাৎ جَعَلَ لَكُمُ الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ خَدَمًا যিনি তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে খাদেম ও সেবক বানাইয়াছেন। وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ আর তোমাদিগকে উত্তম আহার্য ও পানীয় দান করিয়াছেন। অতঃপর মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া বলেন اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ ইহার পরও কি তাহারা বাতিলের প্রতি মূর্তি ও অন্যান্য শরীকসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে? بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ আর আল্লাহর নিয়ামতের না শোকরী করিয়া উহাকে অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত করে? বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে পত্নি দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিয়াছিলাম না? আমি কি ঘোড়াকে তোমার অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে মানুষের উপর সরদারী করিতে ও আরাম করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম না?

(٧٣) وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۚ○

(٧٤) فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৭৩. এবং উহারা কি ইবাদত করিবে আল্লাহর ব্যতীত অপরের যাহাদিগের আকাশ মন্ডলী অথবা পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার শক্তি নাই, এবং উহারা কিছুই করিতে সক্ষম নহে।

৭৪. সুতরাং আল্লাহর কোন সদৃশ্য স্থির করিওনা। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই সফল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদত করে অথচ, নিয়ামত দানকারী রিযিক দানকারী সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁহারা কোন শরীক নাই। এতদসত্ত্বেও তাহার

মূর্তি ও অন্যান্য এমন সকল বস্তুর পূজা করে যাহারা না আসমান হইতে কোন রিযিক দিতে সামর্থ রাখে, না যমীন হইতে। তাহারা বৃষ্টি বর্ষণ করিতেও সক্ষম নহে গাছপালা ও ফসল উৎপন্ন করিতেও সক্ষম নহে এমন কি তাহারা নিজেদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম নহে। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কোন শরীক কোন সমকক্ষ ও উপমা বানাইও না। اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ খুব জানেন এবং তিনি সাক্ষ্য দান করেন যে তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। কিন্তু তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক কর।

(৭৫) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৫. আল্লাহ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম রিযক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য! অথচ উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

তাফসীরঃ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের জন্য দৃষ্টান্তটি বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)ও এইমত পোষণ করিয়াছেন। সত্তাধিকারভুক্ত দাস যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, ইহা হইল কাফিরের দৃষ্টান্ত এবং যে ব্যক্তিকে উত্তম রিযিক দান করা হইয়াছে সে উহা হইতে গোপন ও প্রকাশ্যে দান করে ইহা হইল মু'মিনের দৃষ্টান্ত।

হযরত মুজাহিদ (র) হইতে ইবনে আবূ নজীহ (র) বর্ণনা করেন, ইহা দ্বারা মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের উদাহরণ পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাহারা যে মূর্তি পূজা করে উহা এবং আল্লাহ তা'আলা কি সমান হইতে পারে? যেহেতু উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যাহা কেবল নির্বোধ ছাড়া সকলেই বুঝিতে সক্ষম এই জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য বরং তাহাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

(٧٦) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

৭৬. আল্লাহ্ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির— উহাদিগের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছু করিয়া আসিতে পারে না। সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা মূর্তি ও স্বয়ং তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মূর্তি তো বোবা কথা বলিতে সক্ষম নহে এবং কোন কাজও সমাধা করিতে পারে না। মোটকথা সে কার্যকলাপ ও কথাবার্তা হইতে শূন্য উপরন্তু সে তাহার মু'মিনের উপর বোঝা। اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ যেখানে তাহাকে পাঠায় কোন কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না।

هَلْ يَسْتَوِىْ যাহার এই গুণাবলী বর্ণনা করা হইল সে وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ এবং সেই ব্যক্তি যে ন্যায়ের শিক্ষা দান করে যাহার কথা সত্য এবং কর্মকান্ড সঠিক وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আর সে সঠিক পথেই চলিয়া থাকে ইহা কি সমান হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, আয়াতে যে বোবা ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে সে হইল হযরত উসমান (র) এর গোলাম। সুদ্দী, কাতাদাহ, আতা, খুরাসানী ও ইবনে জবীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উল্লেখিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান ইবনে সব্বাহ আল বায্যার (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ও তাহার গোলাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আয়াতটি হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, যেই বোবা ব্যক্তিকে হযরত উসমান (রা) কোথায়ও পাঠাইলে কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিত না সে হইল তাঁহার গোলাম। তিনি তাহার জন্য ব্যয় করিতেন তাহার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিতেন অথচ, সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করিত না এবং হযরত উসমান (রা) কে সদকা করিতে ও সৎকাজ করিতে বাধা দান করিত। অতঃপর তাহাদের উভয়ের সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(৭৭) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥

(৭৮) وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٥

(৭৯) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٥

৭৭. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামতের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৮. এবং আল্লাহ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তাই তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৯. তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই উহাদিগকে স্থির রাখেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাহার অসীম ক্ষমতা ও অসমী জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান ও যমীনে যত গোপন বিষয়সমূহ রহিয়াছে উহা কেবল তিনিই জানেন। অবশ্য যদি তিনি অনুগ্রহপূর্বক অন্য কাহাকে অবগত করেন তবে সে জানিতে পারে। আর তাহার ক্ষমতা এত অসীম যে তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন। "হইয়া যাও" বলিলেই উহা হইয়া যায়। উহা কেহই বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। ইরশাদ হইয়াছে وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমার নির্দেশ একবারই চোখের পলক মারিতেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা চোখের এক পলকের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যায়। وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ। অত্র আয়াতের মর্ম ও উপরোল্লোখিত আয়াতের অনুরূপ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও তোমাদের পুনর্জীবন দান এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবার ন্যায় সহজ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি আরো অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের মায়ের গর্ভ হইতে যখন বাহির করিয়াছেন তখন তাহারা কিছুই জানিত বুঝিত না কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে কান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা শব্দসমূহ শ্রবণ করিতে পারে। চক্ষু দান করিয়াছেন যাহারা সাহায্যে তাহারা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে দর্শন করিতে পারে। অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা তাহাদের উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহকে পৃথক করিতে পারে? তবে মানুষের এই ইন্দ্রিয় শক্তি ধীরে শক্তিশালী হয় তাহার বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তাহার শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তি ও জ্ঞান পরিপক্য হইতে থাকে এমনকি সে যৌবনে পদার্পণ করে। আল্লাহ মানুষকে এই শক্তিসমূহ দান করিয়াছেন যেন সে তাঁহার ইবাদত করিতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর ইবাদত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক অংগ প্রতংগের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি আমার ওলীর সহিত শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আমার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করে, আমি আমার বান্দার প্রতি যে সকল বিষয় ফরয করিয়াছি উহা পালন করিয়া আমার যে নৈকট্য লাভ করিতে পারে অন্য কোন ইবাদত দ্বারা এত নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অবশ্য অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করিতে বান্দা আমার নৈকট্যলাভ করিতে পারে এমন কি আমি তাহাকে ভালবাসিতে থাকি। আর আমি যখন তাহাকে ভালবাসী তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহার সাহায্যে সে শ্রবণ করে। আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে দর্শন করে, আমি তাহার হাত হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে ধারণ করে আমি তাহার পাও হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে পদচালনা করে। যদি আমার নিকট সে প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আমি তাহাকে দান করিব যদি সে আমাকে ডাকে তবে অবশ্যই আমি তাহার ডাকের জওয়াব দিব। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই আমি তাহাকে আশ্রয় দান করিব। আর কোন মু'মিন বান্দা যে মৃত্যু পছন্দ করে না তাহার প্রাণ বাহির করিতে আমি যতটুকু দ্বিধা বোধ করি অন্য কোন ব্যাপারে আমি অতটুকু দ্বিধা বোধ করি না। আমি তাহাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু মৃত্যু এমন বস্তু যাহা হইতে কেহ রক্ষা পায় না।

হাদীসটির মর্ম হইল, কোন বান্দা যখন ইখলাসের সহিত আল্লাহর ইবাদত করে তখন তাহার সকল কাজ কর্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। অতএব তাহার শ্রবণ শক্তিকে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে তাহার দর্শনশক্তিকে সে

আল্লাহর জন্যই কাজে লাগায় এবং তাহার যাবতীয় ধরা ছোয়া ও চলাফেরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। এবং সে তাহার এই সকল কাজেই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। এই কারণে বুখারীর রেওয়ায়েত ছাড়া অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। فَبِیْ یَسْمَعُ وَبِیْ یَبْصُرُ وَبِیْ یَبْطِشُ وَبِیْ یَمْشِیْ আমার সাহায্যে সে শ্রবণ করে, আমার সাহায্যে সে দর্শন করে, আমার সাহায্যে সে ধরিতে থাকে এবং আমার সাহায্যেই সে চলিতে থাকে। আর এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহার শোকর কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে قُلْ هُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ وَاِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ আপনি বলিয়া দিন, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা বহু কমই শোকর করিয়া থাক। আপনি বলিয়া দিন তিনিই যমীনে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এবং তাহার নিকটই তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে (মুলক-২৩-২৪)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও যমীনের মাঝে শূন্যে যে সকল পক্ষী উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের প্রতি কি তাহারা দৃষ্টিপাত করে না? কি ভাবে তাহারা স্বীয় পাখার সাহায্যে শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে তো কেবল আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতেই রুখিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই পক্ষীদের মধ্যে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে এইরূপে শূন্যে উড়িতে সক্ষম। পক্ষীর এইরূপে উড়িয়া বেড়াইবার আলোচনাই আল্লাহ তা'আলা সূরা-মূলক এর মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন, اَوَلَمْ یَرَوْا اِلَى الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَّیَقْبِضْنَ مَا یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ তাহারা কি সেই সকল পাখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই-যাহারা পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং পাখা সংকুচিতও করে তাহাদিগকে একমাত্র রহমান ব্যতিত অন্য কেহ রুখিয়া রাখে না। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে খুব ভালভাবেই দেখিতেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ নিঃসন্দেহে ইহাতে ঈমানদার লোকদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে।

(٨٠) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

(٨١) وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝

(٨٢) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

(٨٣) يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮০. এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের গৃহকে করেন তোমাদিগের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদিগের জন্য পশু-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন। তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার এবং তিনি তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন ইহাদিগের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

৮১. এবং আল্লাহ্ যাহাকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য পাহাড়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদিগের জন্য বর্মের, উহা তোমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পন কর।

৮২.অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

৮৩. তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে কিন্তু সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদিগের অধিকাংশই কাফির।

তাফসীরে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে তাঁহার বান্দাদের প্রতি স্বীয় অপরিসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি তাহাদের প্রতি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও বসবাস করে এবং উহা দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। ইহা ছাড়া পশুর চামড়া দ্বারা তাহারা তাঁবু নির্মাণ করে যাহা তাহারা সফরকালে সহজেই বহন করিয়া লইতে পারে এবং স্বদেশে অবস্থান কালেও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ যাহা তোমরা তোমাদের যাত্রাকালে হালকা মনে কর এবং তোমাদের স্বদেশে অবস্থানকালেও। وَمِنْ اَوْصَافِهَا আর ভেড়ার উলের দ্বারা وَاَوْبَارِهَا উটের প্রশমের দ্বারা ও اَشْعَارِهَا আর ছাগলের লোমের দ্বারা اَثَاثًاوَّمَتَاعًا তোমরা ঘরের সরঞ্জাম প্রস্তুতি করিয়া থাক এবং আরো উপকারী আসবাবপত্র তৈয়ার করিয়া থাক। اَثَاثٌ শব্দের অর্থ, কেহ বলেন, মাল, কেহ বলেন কাপড় কিন্তু কোন বিশেষ বস্তুর সহিত ইহা নির্দিষ্ট নহে ইহাই সঠিক মত। কারণ ইহা দ্বারা কাপড় বিছানা ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা বাণিজ্যিক মাল হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَثَاثٌ অর্থ উপকারী বস্তু। মুজাহিদ, ইকরামাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান, আতীয়্যাহ, আওফী, আতা খুরাসানী, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) এই মত পোষণ করেন। قوله اِلَى حِيْنٍ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইতে কিছু বস্তু দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ বৃক্ষের দ্বারা। وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا আর পাহাড়-পর্বতসমূহে তোমাদের আশ্রয়স্থল বানাইয়াছেন। যেমন তোমাদের জন্য جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ তিনি তোমাদের জন্য তুলা পশম ও কাতান দ্বারা তোমাদের জন্য কাপড়সমূহ বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে। وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ আর এমন কাপড় সমূহও বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাত হইতে রক্ষা করে যেমন লোহার টুপি ও বর্ম ইত্যাদি।

وَكَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ আর অনুরূপভাবেই তিনি তাহার নিয়ামত পূর্ণ করেন যাহা দ্বারা তোমরা তোমাদের বিভিন্ন কাজে ও প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাক যেন উহা আল্লাহর ইবাদতে তোমাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়। لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ তোমরা আল্লাহর অনুগত হও। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এখানে এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। تُسْلِمُوْنَ ক্রিয়াটি তাহারা اَلْإِسْلاَمُ মাসদার হইতে নির্গত বলিয়া মনে করেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন وَكَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ এর তাফসীর

প্রসংগে বলেন এই সূরাহকে এই কারণেই سُوْرَةُ النِّعَمِ 'সূরাতুন্নাআম'। বলিয়া নাম রাখা হয় যেহেতু ইহার মধ্যে নিয়ামত পূর্ণ করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আব্বাদ ইবনে আওয়াম ইবনে আনযাল দুদূসী (র) হইতে তিনি শাহ্‌র ইবন হাওশাব (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে তিনি এখানে تَسْلَمُوْنَ লামকে যবর সহ পড়িতেন অর্থাৎ তোমরা যেন যখম হইতে নিরাপদে থাক। হাদীসটি আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (র) আব্বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহাকে দুই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই কিরাতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আতা খুরাসানী (র) বলেন, কুরআন আরববাসীদের অনুধাবন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা কি আল্লাহর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য কর না وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়-পর্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ, আরবের লোকেরা পাহাড়-পর্বতের অধিবাসী ছিলেন।

অনুরূপভাবে وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ এই আয়াতে ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম লোম ও চুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ আরববাসীরা এই সকল পশুর মালিক ছিল এবং দিবারাত্র এই সকল পশুর সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল। এবং পশম লোম ও ছাগলের চুল দ্বারা তাহারা বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও তাঁবু তৈয়ার করিত। অনুরূপভাবে وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِنْ بَرَدٍ এর মধ্যে আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন অথচ ইহা অপেক্ষা আরো অনেক বড় বড় নিয়ামতও আল্লাহ মানুষকে দান করিয়াছেন কিন্তু বৃষ্টির পানিকে তাহারা অধিক পছন্দ করিত এই কারণে আল্লাহ তা'আলা পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর এই বাণীর প্রতিও লক্ষ্য করা উচিৎ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ এখানে আল্লাহ তা'আলা গরম হইতে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা গরমের সহিত লড়াই করিত। শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি তাহাদের নিকট বড় একটা গুরুত্বের অধিকার রাখে না। قوله فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ অর্থাৎ আল্লাহর প্রদত্ত এই সকল নিয়ামত বর্ণনা করিবার পরও যদি তাহারা আল্লাহর অসীম কুদরত ও অনুগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া কেবল তাহারই ইবাদত না করে তবে আপনার কোনই ক্ষতি নাই আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার দায়িত্ব কেবল সত্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং উহা আপনি পূর্ণ করিয়াছেন।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا তাহারা এই কথা খুব ভাল ভাবেই জানে যে সকল নিয়ামতের মূল দাতা আল্লাহ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা ইহা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সহিত অন্যের ইবাদত করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহও তাহাদের সাহায্য করে ও রিযিক দান করে বলিয়া বিশ্বাস করে। وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ আর তাহাদের অধিকাংশ লোক কাফের ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ইবনে আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত যে এক বেদুঈন রাসূলুল্লহ (সা) এর নিকট আসিয়া কিছু প্রশ্ন করিল, তখন তিনি তাহার সম্মুখে এই আয়াত পড়িলেন وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বসবাসের জন্য ঘর দান করিয়াছেন, লোকটি বলিল, সত্য কথা। রাসূলুল্লহ (সা) পাঠ করিলেন جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا আর পশুর চর্ম দ্বারা তোমাদের তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, লোকটি বলিল, সত্য বলিয়াছেন। এইভাবে রাসূলুল্লহ (সা) আয়াত পড়িতে লাগিলেন এবং লোকটি সত্য বলিতে লাগিল। অবশেষে তিনি যখন পাঠ করিলেন وَكَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ "অনুরূপভাবে তিনি তাহার নিয়ামত পূর্ণ করেন, যেন তোমরা তাহারই অনুগত হইয়া যাও" তখন আরব বেদুঈন পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا

(٨٤) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

(٨٥) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

(٨٦) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(٨٧) وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

(٨٨) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করিব সেদিন কাফিরদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

৮৫. শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তখন উহাদিগের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

৮৬. মুশরিকরা তাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে। অতঃপর তদুত্তরে উহারা বলিবে তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৮৭. সেইদিন তাহারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইবে!

৮৮. আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরগণের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীগণের কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

তাফসীর ঃ আখিরাতে মুশরিকদের কি পরিণতি হইবে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যেই দিন সকল মানুষকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করা হইবে সেইদিন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হইবে। যিনি স্বীয় উম্মত সম্পর্কে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন যে তিনি তাহাদিগকে যে দাও'আত দিয়াছিলেন সেই দাও'আত তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল কিনা? ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا অতঃপর কাফিরদিগকে কোন ওজর পেশ করিবার অনুমতি দান করা হইবে না। কারণ, তিনি জানতেন যে তাহাদের ওজর বাতিল ওজর ছাড়া কিছু নহে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ইহা হইল সেই দিন যেদিন তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না আর তাহাদিগকে ওজর পেশ করিবার জন্য অনুমতিও দান করা হইবে না। এই কারণে এখানে ইরশাদ হইয়াছে وَلَا يُسْتَعْتَبُوْنَ আর তাহাদের নিকট সন্তুষ্টি তলবের সুযোগ দেওয়া হইবে না وَاِذَا رَاَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ আর মুশরিক অপচারীরা যখন আযাব দেখিবে তখন لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ তাহাদের আযাব হালকা করা হইবে না। এক মুহূর্তের জন্যও কম করা হইবে না। وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ আর তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না বরং কিয়ামতের মাঠ হইতে বিনা হিসাবেই অতি দ্রুত তাহাদিগকে আযাব পাকড়াও করিবে। যখন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হইবে তখন উহাকে সত্তর হাজার

লাগাম দ্বারা টানিয়া আনা হইবে প্রত্যেক লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকিবে। উহা হইতে একটি গর্দান উপরের দিকে উঁচু হইয়া সকল মাখলূকের প্রতি তাকাইবে এবং এমন গর্জন দিবে যে উহার কারণে সকলে হাঁটুর উপর পড়িয়া যাইবে। তখন জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আমি প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর জন্য নিযুক্ত হইয়াছি যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আর অমুক, অমুক বলিয়া কয়েক প্রকার লোকের উল্লেখ করিবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত।

ثُمَّ تَنْطَوِي عَلَيْهِمْ وَتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ الْمَوْقِفِ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّائِرُ الْحَبَّ

অতঃপর জাহান্নাম তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিবে এবং হাশরের মাঠ হইতে তাহাদিগকে ঠোক মারিয়া লইবে যেমন পাখী বীজকে ঠোক মারিয়া লয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَاِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا لَا تَدْعُوْنَ الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا

আর যখন জাহান্নাম দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিবে তখন তাহারা জাহান্নামের ক্রোধ ও গর্জন শুনিবে। আর যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যুকে কামনা করিবে। বলা হইবে, আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না বরং অনেক মৃত্যু কামনা কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا। আর অপরাধীরা জাহান্নামকে দেখিয়াই ভাবিবে তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا يُنْصَرُوْنَ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

হায়! কাফিররা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা তাহাদের মুখমন্ডল হইতে আর পিঠ হইতে আগুন হটাইতে সক্ষম হইবে না আর না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে। বরং হঠাৎ তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌছাবে এবং তাহাদিগকে দিশাহারা করিয়া দিবে তখন না তো তাহারা উহা দূর করিতে পারিবে আর না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামতের দিন মুশরিকরা যখন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে এবং যখন তাহারা

আল্লাহর সহিত যাহাদিগকে শরীক করিত তাহাদের পক্ষ হইতে সাহায্যের সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন যেই শরীকরা তাহাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَ رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ شُرَكَاءَ هُمْ আর যখন মুশরিকরা তাহাদের সেই সকল শরীকদিগকে দেখিতে পাইবে দুনিয়ায় যাহাদের তাহারা পূজা করিত قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُ نَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِكَ فَالْقَوْا اَلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা হইল আমাদের শরীক যাহাদিগকে আপনাকে ছাড়িয়া আমরা পূজা করিতাম। অতঃপর তাহারা বলিবে আমরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ তাহাদের সেই শরীকরা বলিবে, আমরা তোমাদিগকে আমাদের ইবাদত করিতে তো বলিতাম না। তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَاَيَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادِهِمْ كَافِرُوْنَ

আর সেই ব্যক্তি হইতে অধিক গুমরাহ আর কে হইতে পারে যে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন ব্যক্তির পূজা করে যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের ডাকের জওয়াব দিবে না আর তাহাদের ডাক সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরও নাই। আর যখন সেই মুশরিক লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে তখন শরীকরা পূজাকারীদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের পূজাকে অস্বীকার করিবে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلَّاسَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যান্য উপাস্য বানাইয়াছে যেন তাহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হইতে পারে। কখনো নহে, তাহারা তাহাদের ইবাদত ও পূজাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া যাইবে। খলীল (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাহারা একে অপরকে অস্বীকার করিবে وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ আর তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে সাহায্যের জন্য ডাক। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

قوله وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ হযরত কাতাদাহ ও ইকরিমাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের সকলেই আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে। সকলেই আল্লাহর কথা শ্রবণ করিতে ও তাহার হুকুমের অনুসরণ করিতে চাহিবে। اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا অর্থাৎ যেই দিন তাহারা আমার নিকট

উপস্থিত হইবে সেই দিন সকলেই বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হইয়া যাইবে। وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا আপনি সেই সময় দেখিতে পাইবেন যখন অপরাধীরা মাথা অবনত করিয়া তাহাদের প্রতিপালকের নিকট অবস্থান করিবে তাহারা সেই সময় বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ অর্থাৎ চিরজীবি আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অবনত ও অনুগত হইয়া থাকিবে। وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আল্লাহর নিকট তাহারা সেই দিন আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্যের কথা বলিতে থাকিবে। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া যে সকল মিথ্যা ইলাহ বানাইয়াছিল তাহাদের সকলেরই অবসান ঘটিবে। অতএব সেখানে তাহাদের কোন সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা থাকিবে না। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়াছে আমি তাহাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দিব। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর শাস্তি এবং আল্লাহর পথ হইতে অন্যকে বাধা প্রদানের উভয় শাস্তি দান করা হইবে। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْاَوْنَ عَنْهُ তাহারা অন্যকে সঠিক পথ হইতে বাধা দিত এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকিত। وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ আর কেবলমাত্র তাহাদের নিজেদের সত্তাকেই ধ্বংস করে কিন্তু তাহাদের কোন অনুভূতিই নাই। উক্ত আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে, যেমন বেহেশতের মধ্যে মু'মিনদের বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। দোযখের মধ্যেও কাফিরের শাস্তিরও বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ হইবে কিন্তু তোমরা জান না। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) .... আব্দুল্লাহ (র) হইতে وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ প্রসংগে বর্ণনা করেন, জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামীদের উপর বিষাক্ত সর্পের দংশন বৃদ্ধি হইবে এবং সেই সর্পগুলি এত প্রকান্ড হইবে যেন উহা বড় বড় খেজুর গাছ। শুরাইহ ইবনে ইউনূস (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, উহা হইল আরশের নীচে পাঁচটি নহর যাহার কয়েকটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে রাত্রে এবং কয়েকটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে দিনে।

(٨٩) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۠

৮৯. যে দিন আমি উত্থিত করিব, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদিগেরই মধ্য হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনিব সাক্ষীরূপে

ইহাদিগের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هٰؤُلاَءِ شَهِيدًا যেই দিন আমি সকল উম্মতের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন সাক্ষী খাড়া করিব এবং সেই সকল উম্মতের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। অর্থাৎ আপনি সেই দিনকে স্মরণ করুন, যেই দিন আপনাকে এই মহা সম্মান ও মর্যাদা দান করিব যে আপনি সকলের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে গৃহিত হইবেন। অত্র আয়াত সূরা নিসা-এর প্রথমভাগের আয়াতের সাদৃশ্য যাহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লহ (সা)-এর নিকট পাঠ করিয়াছিলেন فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَابِكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هٰؤُلاَءِ شَهِيدًا তখন কি অবস্থা হইবে যখন, আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে তাহাদের সকলের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এই পর্যন্ত পাঠ করিলে রাসূলুল্লহ (সা) বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ ক্ষান্ত হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়াছে। وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবের মধ্যে সর্ব বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, সকল হালাল হারামের জ্ঞান এই কুরআন দ্বারা লাভ করা যায়। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাফসীর অধিক ব্যাপক। কারণ কুরআন সকল উপকারী জ্ঞান পূর্ববর্তীদের সংবাদ ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ইহা সংবাদ দান করে। হালাল হারাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতে যে সকল বস্তুর প্রতি আমরা মুখাপেক্ষী উহার সকল জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনে নিহিত রাখিয়াছেন। وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ অন্তরের জন্য হেদায়াত এবং মুসলমানদের জন্য রহমত ও সুসংবাদ জ্ঞাপক করিয়া আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইমাম আওযায়ী (র) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পবিত্র কুরআন সুন্নাতের মাধ্যমে সকল বিষয়কে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দেয়।

وَجِئْنَابِكَ عَلَى هٰؤُلاَءِ شَهِيدًا এই আয়াতের সম্পর্ক হইল وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ এর সহিত। ইহার অর্থ হইল যেই মহান সত্তা আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনার নিকট উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন। ইরশাদ

হইয়াছে فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ الخ আমি অবশ্যই সে সকল লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ الخ আপনার প্রতিপালকের শপথ, আমি অবশ্যই তাহাদের সকলকেই তাহাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব। يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ যেই দিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনাদিগকে কি জবাব দান করা হইয়াছিল? তাঁহারা বলিবেন, আমরা তো কিছুই জানি না, আপনিই তো গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ। যিনি আপনার প্রতি কুরআন প্রচার করা ফরয করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনাকে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া অবশ্যই সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহা অত্র আয়াতের একটি চমৎকার তাফসীর।

(৯০) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৯০. আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে ন্যায় নিষ্ঠা ও মানুষের উপকার করিতে হুকুম করিতেছেন? যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও তবে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর অবশ্য যদি ধৈর্যধারণ কর তবে উহা বড়ই উত্তম কাজ। جَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অন্যায়ের বিনিময় সমান সমান অন্যায়, অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দিল এবং সংশোধন করিল তবে উহার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে। ইরশাদ হইয়াছে وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ আর যখমসমূহের জন্য 'কিসাস' নিয়ম রহিয়াছে অবশ্য যে সদকা দান করে ও ক্ষমা করিয়া দেয় তাহার গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। এই প্রকার অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা ন্যায় নিষ্ঠাকে স্পষ্ট প্রমাণ করে এবং মানুষের প্রতি মানুষকে অধিক উপকারের জন্য আহ্বান জানায়। হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'আদল' দ্বারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দান

করা বুঝান হইয়াছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) বলেন, এখানে 'আদল' এর অর্থ জাহের ও বাতেন এর সমন্বয় স্থাপন করা। আর 'ইহ্সান' বলা হয় জাহের হইতে বাতেন এর উত্তম হওয়া। আর فَحْشَاءُ مُنْكَرُ হইতে নিষেধ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বাতেন হইতে জাহের এর উত্তম হওয়া। قوله وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى অর্থাৎ তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য নির্দেশ করিতেছেন যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا নিকটবর্তী আত্মীয়কে তাহার হক দান কর এবং মিসকীনকে ও মুসাফিরকেও কিন্তু অপব্যয় করিবে না (বনী ইসরাঈল-২৬)। قوله وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ আর তিনি হারাম ও অন্যায় কাজসমূহ হইতে নিষেধ করেন। সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী অন্যায় ও অপরাধ হারাম। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রতিপালক সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ হারাম করিয়া দিয়াছেন চাহে উহা জাহেরী হউক কিংবা বাতেনী। اَلْبَغْىُ অর্থ, যুলুম সীমা অতিক্রম করা, মানুষের প্রতি যুলুম অবিচার করা। হাদীসে বর্ণিত, যুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করিবার ন্যায় অপর আর এমন কোন গুনাহ নাই যাহার শাস্তি দুনিয়াতেই তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় এবং পরকালেও উহার কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। قوله يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সৎকাজের জন্য নির্দেশ দিতেছেন, এবং অসৎ ও অকল্যাণকর বস্তু হইতে নিষেধ করিতেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ইমাম শা'বী বুশাইর ইবনে নুহাইক হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক জামে ও ব্যাপক অর্থবিশিষ্ট আয়াত হইল, اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়ীদ (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে। اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, জাহেলী যুগে যে সকল সৎস্বভাব ও সৎচরিত্র ছিল আল্লাহ সকলের জন্যই অত্র আয়াত দ্বারা উহার হুকুম করিয়াছেন, অপর পক্ষে আল্লাহ তা'আলা সকল অসৎ চরিত্র হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তিনি সকল নিম্ন ও নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَالِىَ الْاَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سُفْسَافَهَا আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্র পছন্দ করেন এবং নিম্ন নিকৃষ্ট চরিত্রকে অপছন্দ করেন। হাফিয আবূ ইয়ালা মা'রিফাতুস্সাহাবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফাত্হ হাম্বলী (র) .... আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আকসম ইবনে সাইফী যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব

সম্পর্কে অবগত হইলেন তখন তিনি রাসূলুল্লহ (র)-এর দরবারে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলে তাহার কওমের লোক তাহাকে বাধা প্রদান করিল, তিনি বলিলেন তবে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে দাও। অতঃপর তাহার পক্ষ হইতে রাসূলুল্মহ (সা)-এর দরবারে দুইজন প্রতিনিধি আগমন করিল এবং তাহারা বলিল, আমরা আকসম এর প্রতিনিধি তাহারা প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনি কে এবং কি? নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমাদের প্রথম প্রশ্ন আমি কে? ইহার জওয়াব হইল, আমি, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল আপনি বার বার ইহা আমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর তিনি আয়াতটি বার বার পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এমন কি তাহারা উহা মুখস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় আকসম এর নিকষ্ট আসিয়া সবকিছুই বলিল। তাহারা বলিল, তিনি (মুহাম্মদ) স্বীয় বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেন নাই। শুধু কেবল তাহার নিজের নাম ও পিতার নাম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই মনে হইয়াছে। অবশ্য তিনি আমাদের সহিত কিছু কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা তাহার ভাষাই শ্রবণ করিয়াছি। আকসম যখন তাহাদের মুখে সেই কথাগুলি শ্রবণ করিল তখন বলিল, আমি তো মনে করি যে তিনি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দান করেন এবং নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করেন। আমার গোত্রের ভাই সব! তোমরা অন্যান্য গোত্রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর। যেন তোমরা অন্যান্যদের উপর নেতৃত্ব করিতে পার এবং এই ব্যাপারে যেন তোমরা অন্যদের পশ্চাতে না থাক। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নযর (র) .... তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত নবী করীম (সা) তাহার ঘরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি বসিবে কি? তিনি বলিলেন, অবশ্যই, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সম্মুখে লইয়া বলিলেন তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিলেন। কিছুক্ষণ যাবৎ তিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে ডান দিকে যমীনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই দিকেই তিনি ফিরিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন যেন তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছু বুঝিতেছিলেন এবং কেহ তাহার সহিত কথা

বলিতেছিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা-ই চলিতে থাকিল। তিনি পুনরায় উপরের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করিলেন এবং প্রথমবার যেমন তিনি আসমানের দিকে তাকাইতেছিলেন এবারও তেমনিভাবে তাকাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি প্রথম বার উস্‌মান ইবনে মাযউনের প্রতি যেমন তাকাইতেছিলেন পুনরায় তেমনি ভাবেই তিনি তাকাইতে লাগিলেন। তখন উসমান ইবনে মাযউন তাঁহাকে বলিলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনার সহিত আমার অনেকবার বসিবার সুযোগ হইয়াছে কিন্তু আজকের সকালের ন্যায় এইরূপ অবস্থা তো কখনো ঘটে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে নতুন কি করিতে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিতে অতঃপর ডানদিকে যমিনের দিকে নামাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি আমাকে ছাড়িয়া আপনাকে সেই দিকে ফিরিয়া বসিতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি ঠিক তদ্রূপ মাথা হেলাইতে লাগিলেন, যেন কেহ আপনাকে কেহ কিছু বলিতেছেন এবং আপনি তাহাকে খুব বুঝাইতেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি কি এই সব কিছু দেখিতে পাইয়াছ? তিনি বলিলেন জী হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার প্রেরিত ফিরিশ্‌তা আগমন করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশ্‌তা? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হাঁ, তিনি বলিলেন, আপনাকে তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الاية। হযরত উসমান ইবনে মাযউন বলেন, তখনই আমার অন্তরে ঈমান রেখাপাত করিল। এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দাও'আতে সাড়া দান করিলাম। হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ মুত্তাসিল ও হাসান। সূত্রটির মধ্যে এক অপর হইতে শুনিয়া বর্ণনা করার ধারাবাহিকতার উল্লেখ রহিয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে আব্দুল হামীদ ইবনে বাহ্‌রাহম (র) এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইবনে আবুল আস সফফী (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন, আসওয়াদ ইবনে আমির (রা) .... হযরত উসমান ইবনে আবূল আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লহ (সা) এর নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় তিনি তাঁহার চক্ষু উত্তোলন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট হযরত জিরবীল (আ) আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ সূরার এই স্থানে রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। আর সম্ভবতঃ শহর ইবনে হাওশাব এর নিকটে উভয় সূত্রেই হাদীসটি পৌছিয়াছে

(৯১) وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(৯২) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৯১. তোমরা আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অংগীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদিগের যামিন করিয়া শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।

৯২. সেই নারীর মত হইও না, যে তাহার সূতা মযবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়া তোমাদিগের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ তো ইহা দ্বারা কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। তোমাদিগের যে বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন শপথসমূহকে না ভাংগিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন বরং উহার হিফাযতের নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَاتَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا আর তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তাকীদ করিবার পর উহা ভংগ করিওনা। অত্র আয়াত এবং وَلَاتَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ আর তোমরা আল্লাহকে তোমাদের শপথসমূহের জন্য ঢাল বানাইও না এবং ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ ইহা হইল তোমাদের শপথসমূহের কাফ্ফারাহ যখন তোমরা শপথ গ্রহণ কর। আর তোমরা তোমাদের শপথসমূহের হিফাযত করিও। এই আয়াতসমূহ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস

اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমি কোন বস্তুর উপর কসম খাইয়া যদি তাহার বিপরীত বস্তুতে কল্যাণ মনে করি তবে অবশ্যই সেই কাজ করিব যাহাতে কল্যাণ নিহিত এবং স্বীয় কসমের কাফ্ফারাহ আদায় করিব। অত্র হাদীস এবং পূর্ববর্তী পূর্বোল্লোখিত আয়াত وَلَاتَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, যে সকল কসম ও ওয়াদা যাহা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সংঘটিত হয় তাহা ভংগ করা যায় না কিন্তু যে সকল কসম উৎসাহ প্রদানের জন্য সংঘটিত হইয়া থাকে উহা অবশ্য কাফ্ফারা দান করিয়া ভংগ করা যায়। অত্র আয়াতে কেবল সেই সকল কসম বুঝান হইয়াছে যাহা জাহেলী যুগের স্মৃতি বহন করে। হযরত মুজাহিদ (র) وَلَاتَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا এর এই তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম আহমদ

ইবন হাম্বল (র) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ সায়বাহ (র) .... হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন দুইটি দলের পারস্পরিক এক হইয়া থাকিবার জন্য কসম খাওয়া ইসলামে ইহার কোন স্থান নাই অবশ্য জাহেলী যুগে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির যে কসম খাওয়া হইত ইসলাম উহাকে কেবল আরো মযবুত ও শক্তিশালী করে। ইমাম মুসলিমও অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির প্রথমাংশের অর্থ হইল, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর মুসলমানদের কোন দুইটি দলের মধ্যে সাহায্য সহানুভূতির জন্য নতুন কোন কসম খাইবার প্রয়োজন হয় না ইসলাম গ্রহণ করিলে স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব বর্তায় যে মুসলমান যেন একে অপরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করে। জাহেলী যুগে যেমন সাহায্য সহানুভুতির জন্য পারস্পারিক কসম খাওয়া হইত ইসলাম গ্রহণের পরও সেই রূপ কসম খাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আসিম আহওয়াল (র) এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির ও আন্সারদের মধ্যে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এই হাদীসের মর্ম হইল যে, তিনি আনসারী ও মুহাজিরদের মধ্যে পারস্পারিক এমন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকার হইয়া যাইতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা রহিত হইয়া যায়। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে উমারাহ আসাদী (র) .... বুরায়দাহ (রা) হইতে وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লহ (সা)-এর বায়আত প্রসংগে অবতীর্ণ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিত অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ অর্থাৎ ইসলামের উপর যে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছ উহা তোমরা পূর্ণ কর। وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদের স্বল্প সংখ্যক হওয়া ও মুশরিকদের অধিক সংখ্যক হওয়া যেন, তোমাদিগকে তোমাদের ইসলামের উপর বায়'আতকে ভংগ করিতে উৎসাহিত না করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন .... ইসমাঈল (র) নাফি' (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মানুষ ইয়াযীদ ইবনে মু'আবীয়াহ (রা) এর বায়'আত ভংগ করিতে শুরু করিল তখন হযরত ইবনে উমর (র) তাহার সকল সন্তান-সন্তুতিগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বায়'আতের উপর ইয়াযীদের হাতে

বায়'আত করিয়াছিলাম আর আমি রসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বে-অফা ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝান্ডা গাড়িয়া দেওয়া হইবে। এবং বলা হইবে ইহা হইল অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার ঝান্ডা। আল্লাহর সহিত শিরক করিবার পর সব চাইতে বড় গদর ও বিশ্বাসঘাতকতা হইল কাহারো হাতে আল্লাহ ও রসূলের বায়'আত করিবার পর উহা ভংগ করিয়া দেওয়া। অতএব তোমরা কেহ বায়'আত ভংগ করিওনা এবং এই ব্যাপারে কেহ সীমা অতিক্রম ও করিও না। তাহা হইলে কিন্তু তাহার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে মারফূরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) .... হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য এমন কোন শর্ত করে যাহা সে পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করে না সে যেন সেই ব্যক্তির মতন যে তাহার প্রতিবেশীকে আশ্রয় দান করিবার পর তাহাকে নিরাশ্রয় ছাড়িয়া দেয়। قوله إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকান্ড খুব ভাল জানেন। অত্র আয়াত দ্বারা সেই সকল লোককে ধমক দেওয়া হইয়াছে যাহারা শপথ মযবুত করিবার পর উহা ভংগ করে। قوله وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ তোমরা সেই স্ত্রীলোকের মত হইও না যে মযবুত সূতা কাটিবার পর উহা ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে কাসীর ও সুদ্দী (র) বলেন মক্কায় একজন নিবোর্ধ মেয়ে লোক ছিল সে সূতা কাটিত কিন্তু যখনই মযবুত করিয়া সূতা কাটিত সে উহা ছিড়িয়া ফেলিত। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, ইহা হইল সেই ব্যক্তির উপমা যে তাহার মযবূত প্রতিশ্রুতির পর উহা ভংগ করিয়া ফেলে। আয়াতের এই ব্যাখ্যাই হইল অধিক প্রকাশ ও গ্রহণযোগ্য। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মক্কায় কোন সূতা প্রস্তুতকারী স্ত্রীলোক থাকুক কিংবা না থাকুক উহাতে কিছু আসে যায় না। قوله اَنْكَاثًا শব্দটি ইসমে মাসদার হইবার সম্ভাবনা রাখে। এবং كان এর খবর হইতে বদল হইবার সম্ভাবনা রাখে। আসলে ছিল لَاتَكُوْنُوْا اَنْكَاثًا – اَنْكَاثًا – نَكْثٌ এর বহুবচন نَاكِثٌ হইতে নির্গত। ইরশাদ হইয়াছে تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তোমাদের পারস্পরিক ধোকার উপায় হিসাবে নির্ধারণ করিয়া লও। اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ যেন একটি দল অন্য দলের উপর ভারী হইয়া যায়। অর্থাৎ

মানুষের সংখ্যা যখন অধিক দেখিতে পাও তখন তাহাদের সম্মুখে তোমরা শপথ করিয়া নিজেদের ঈমানদারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা কর অতঃপর তোমাদের পক্ষে যখনই বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব হয় তখনই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হও। কোন দলের দুর্বলতা ও পরাজয়ের অবস্থায়ও যখন বিশ্বাতঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা হারাম ও নাজায়েয তখন শক্তিশালী ও বিজয়ের অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা আরো জঘন্য ও মারাত্মক। আল্হামদুলিল্লাহ। সূরা আন্ফালে আমরা পূর্বেই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি যে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) ও রোম সম্রাটের মধ্যে একটি সন্ধি সংঘটিত হইয়াছিল। সন্ধির শেষ দিকে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) মুসলিম মুজাহিদগণকে সীমান্তের দিকে রওয়ানা করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাহারা সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার অবস্থান গ্রহণ করিবে এবং যখনই সন্ধিরকাল শেষ হইয়া যাইবে তখনই তাহারা রোমীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিবে। হযরত আমর ইবনে উতবা (রা) তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা)কে বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ওয়াদা পূর্ণ করুন এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বিরত থাকুন। আমি রাসূলুল্লহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قَوْمٍ اَجَلٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِى اَمَدُهَا "যেই গোত্রের সহিত কাহার চুক্তি হইয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির সময় শেষ না হইবে চুক্তির একটি বন্ধন খোলাও জায়েয নহে।" অত্র হাদীস শ্রবণ মাত্রই হযরত মু'আবীয়াহ (রা) তাহার সেনাবাহিনী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে اَرْبٰى শব্দের অর্থ "অধিক"। মুজাহিদ (রা) বলেন, মানুষ কোন কোন সময় যে গোত্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি করিত তাহাদের তুলনায় অন্য গোত্রকে সংখ্যার দিক থেকে অধিক পাইয়া তাহাদের সহিত নতুন সন্ধি করিত এবং পূর্বে যাহাদের সহিত সন্ধি করিয়াছিল উহা বাতিল করিয়া দিত। আল্লাহ তা'আলা এইরূপ সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহ্হাক, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। قَوْلُهُ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অধিক সংখ্যক দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। ইবনে জরীর (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা পূর্ণ করিবার নির্দেশ দান করিয়া তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ আর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সেই সব বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন যাহা সম্পর্কে তাহারা বিরোধ করিতেছে। অতঃপর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আমল ও কর্মকান্ড অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দান করিবেন।

Contents

(৯৩) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(৯৪) وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ ۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَ
تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(৯৫) وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(৯৬) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ
صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৩. ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

৯৪. পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিও না, করিলে পা স্থির হওয়ার পর পিছু লইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে, তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

৯৫. তোমরা আল্লাহর সংগে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে।

৯৬. তোমাদিগের নিকট যাহা আছে তাহাতো নিঃশেষ হইবে এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী। যাহারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহারা যাহা করে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে লোক সকল! وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে একই দলে পরিণত করিয়া দিতেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا। যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে ভূ-খন্ডে অবস্থিত সকলেই ঈমান আনিত। অর্থাৎ সকলের মধ্যে পারস্পারিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইত। পারস্পারিক বিরোধ ও শত্রুতা বিদ্যমান থাকিত না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মানুষকে একই

দলে পরিণত করিতেন তবে তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিতেই থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন আর এই কারণেই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। অর্থাৎ হেদায়াত প্রদান ও গুমরাহ করা তাহারই ইচ্ছার অধিনস্ত। অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তোমাদের ছোট বড় সর্বপ্রকার কর্মফল দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, তাহারা যেন তাহাদের শপথসমূহকে ধোকার ও চালবাজীর জন্য প্রয়োগ না করে তাহা হইলে কিন্তু ধর্মীয় দৃঢ়তার পর এই কারণে তাহাদের পদস্খলন ঘটিবে যেমন সরল সঠিক পথে চলিতে চলিতে পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এবং তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা অন্যের জন্যে হেদায়াতের পথে পরিচালিত হইবার জন্য বাধার সৃষ্টি করিবে। এর কারণ কাফির যখন দেখিবে একজন মু'মিন তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তখন তাহার এই সত্য ধর্মের প্রতি তাহার কোন ভরসা থাকিবে না এবং এই কারণেই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল্লাহর পথ হইতে বিরত রাখিবার কারণে তোমাদের দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে এবং ইহা ছাড়া তোমাদের জন্য আরো কঠোর শাস্তি রহিয়াছে। وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সহিত শপথ করিয়া উহার বিনিময়ে দুনিয়ার নগণ্য বস্তু গ্রহণ করিও না দুনিয়ার সমুদয় বস্তুই আখিরাতের তুলনায় নগণ্য। যদি আদম সন্তানের জন্য দুনিয়ার সকল ধনরাশী জমা করা হয় তবুও আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে উহা তাহার জন্য উত্তম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশা রাখে এবং পরকালের সওয়াবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার ওয়াদা ও চুক্তি সংরক্ষণ করে তাহার জন্য আল্লাহর নিকটের বিনিময় অধিক উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ যদি তোমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে তোমাদের নিকট যাহা আছে উহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে উহা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ আর আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে তোমাদের নেক আমলসমূহের যে পুরস্কার রহিয়াছে উহা কোন দিন বিলুপ্ত হইবে না উহা চিরস্থায়ী। উহার কোন পতন ঘটিবে না। وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে আমি তাহাদের আমলসমূহের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করিব। আল্লাহ তা'আলা লামে তাকীদ দ্বারা শপথ করিয়া এই কথা

ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ধৈর্যধারণকারীদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এবং তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

(٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৭. মু'মিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজ করে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক যে ব্যক্তি তাহার কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে এবং তাহার অন্তরে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তবে সে ব্যক্তি চাই নর হউক কিংবা নারী তাহার জন্য আল্লাহর তা'আলা এই ওয়াদাই করিয়াছেন যে তিনি এই দুনিয়াই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিবেন এবং পরকালে তাহার আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। উত্তম জীবন দ্বারা এমন জীবন বুঝান হইয়াছে যাহাতে নানা প্রকার আরাম আয়েশ বিদ্যমান থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও উলামায়ে কিরামের একটি দল হইতে বর্ণিত তাহারা حَيَاةً طَيِّبَةً এর অর্থ করিয়াছেন উত্তম ও হালাল রিযিক দ্বারা। হযরত আলী ইবন আবূ তালেব (রা) হইতে বর্ণিত حَيَاةً طَيِّبَةً এর অর্থ কানা'আত (অল্পেতুষ্টি) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলী ইবন তালহা (র) বর্ণনা করেন ইহার অর্থ سعادت ও সৌভাগ্য। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন বেহেশত ছাড়া অন্য কোথাও উত্তম জীবন লাভ হয় না। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ, হালাল রিযিক ও ইবাদত। যাহ্হাক (র) আরো বলেন, ইহার অর্থ ইবাদত করা এবং ইবাদতের জন্য অন্তর খুলিয়া যাওয়া। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হইল حَيَاةً طَيِّبَةً উপরোক্ত সব কয়টি বিষয়কেই শামিল করে। যেমন ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ .... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ সে ব্যক্তি সফল হইয়াছে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহাতে সে তুষ্ট হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মুকরী হইতে ইমাম মুসলিম এই সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও

নাসায়ী (র) আবূ হানী .... ফুযালাহ্ ইবনে উবাইদ হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ هَدَى لِلّٰهُ سَلَامَ وَكَانَ عَشِيَّةٍ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যাহাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত তাহার জীবন যাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং উহাতে সে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يَعْطِىْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِى الْاَخَرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتِهِ فِى الدُّنْيَا حَتَّى اِذَا اَفْضَى اِلَى الْاُخْرَةِ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةٌ يُعْطِى بِهَا خَيْرٌ

আল্লাহ তাহার কোন মু'মিন বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। তিনি তাহার নেক আমলের বিনিময় দুনিয়ায়ও দান করেন এবং পরকালেও তাহার পুরস্কার দান করিবেন। কিন্তু কাফির ব্যক্তি তাহার ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়াই লইয়া শেষ করে। যখন সে পরকালে পৌঁছায় তখন বিনিময় লাভের জন্য কোন আমলই তাহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসটি কেবলমাত্র ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

(৯৮) فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

(৯৯) اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(১০০) اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۝

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর স্মরণ লইবে।

৯৯. উহার কোন আধিপত্য নাই তাহাদিগের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

১০০. উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদিগরেই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাঁহার নবী (সা) এর মুখে তাঁহার বান্দাদিগকে কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে যেন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তবে এই হুকুম ওয়াজিব বুঝাইবার জন্য নহে। বরং ইহা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। আবূ

জা'ফর ইবনে জরীর ও অন্যান্য ইমামগণ এই সম্পর্কে ইজমা নকল করিয়াছেন। শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে আমরা তাফসীরের শুরুতে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার হিকমত ও ফায়দা হইল, যেন শয়তান কুরআন পাঠকারীর পাঠে কোন প্রকার গড়বড় না করিতে পারে এবং কুরআন পাঠে চিন্তাভাবনা করিতে ও কোন প্রকার বাধার সৃষ্ট না করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ উলমায়ে কিরামের মত হইল। তিলাওয়াতের পূর্বেই আউযু পড়িবে। হামযা ও আবূ হাতিম সিজিস্তানী (র) হইতে বর্ণিত কুরআন পাঠ শেষে আউযু পড়িবে। অত্র আয়াতকে তাহার দলীল হিসাবে পেশ করেন। শরহুল মুহাযযাব নামক গ্রন্থে ইমাম নববী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) ও ইবরাহীম নখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাঠের পূর্বেই আউযু পড়িতে হয়। قوله إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে, শয়তানের তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা নাই। সাওরী (র) বলেন, তাহাদের উপর শয়তানের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহারা গুনাহ করিয়া বসিলে তওবা হইতে শয়তান তাহাদিগকে বিরত রাখিতে পারে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের উপর শয়তানের কোন দলীল ও যুক্তি প্রমাণ চলে না যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ অর্থাৎ যাহারা আপনার মুসলিম ও খাঁটি বান্দা তাহাদের উপর শয়তানের কোন ষড়যন্ত্র চলিবে না। إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহাকে বন্ধু বানাইয়াছে। وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ আর যাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। এখানে بِهِ এর بَاءُ কে কারণমূলক অব্যয়ও বলা যায় অর্থাৎ শয়তানের অনুসরণের কারণে তাহারা মুশরিক হইয়াছে কোন কোন তাফসীরকার বলেন তাহারা শয়তানকে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে আল্লাহর শরীক বলিয়া মনে করে।

(١٠١) وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَّبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

১০১. আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি— আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন তখন তাহারা বলে তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।

১০২. বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রূহুল কুদুস জিবরাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জ্ঞানের দুর্বলতা, অপরিপক্কতা ও তাহাদের দৃঢ়তার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আর তাহাদের পক্ষ হইতে তো ঈমান আনয়নের ধারণাও করা যায় না তাহারা আদী দুর্ভাগ্য। তাহারা যখন কোন হুকুমের পরিবর্তন দেখে অর্থাৎ নাসেখ দ্বারা কোন হুকুমকে মান্সূখ রহিত হইতে দেখে তখন তাহারা রাসূলুল্লহ (সা) কে বলে اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ তুমি তো একজন মিথ্যাবাদী। অথবা হুকুম রহিতকারী আল্লাহ যখন যাহা ইচ্ছা তখন তিনি তাহা করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। হযরত মুজাহিদ بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ এর অর্থ বলেন, "যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করিয়া উহার স্থানে অন্য আয়াত রাখিয়া দেই" কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতটি مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এর অনুরূপ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলেন قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হযরত জিবরীল আমীন সত্য ও ইনসাফের সহিত ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন।لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যেন মুমিনগণ পূর্বে ও পরে আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর উহার প্রতি যেন ঝুকিয়া পড়ে। وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ যেই সকল মুসলমান আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এই কুরআন হেদায়াতদানকারী ও সুসংবাদ দান কারী।

(١٠٣) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ○

১০৩. আমি তো জানিই তাহারা বলে, তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষাতো আরবী নহে কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদের আর একটি মিথ্যা অভিযোগের জবাব দান করিয়াছেন। তাহারা এই কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিত যে যেই কুরআন মুহাম্মদ (সা) তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনায় উহা সে কোন মানুষ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এই কথা দ্বারা তাহারা কুরাইশদের একটি গোলামের প্রতি ইংগিত করিত। উক্ত গোলাম সাফা পাহাড়ের নিকট ক্রয় বিক্রয় করিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) কোন কোন সময় তাহার নিকট গিয়া বসিতেন এবং কিছু কথাবার্তা বলিতেন। গোলামটি ছিল আজমী। আরবী ভাষায় সে কথা বলিতে পারিত না। কিংবা কেহ কোন কথা বলিলে কোন রকম উহার উত্তম দিতে পারিত। আল্লাহ তাহাদের মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ যাহার প্রতি কাফিররা এই কুরআনকে সম্বন্ধিত করিতেছে তাহার ভাষা হইল আজমী আর এই কুরআনের ভাষা হইল স্পষ্ট আরবী ভাষা। অতএব যেই ব্যক্তি এইরূপ ফাসাহাত বালাগাত পূর্ণ গ্রন্থ সাহিত্যে লালিত্যে ও রসে ভরা কালাম পেশ করেন এবং যাহার উপর অবতারিত গ্রন্থ বণী ইসরাঈলের নবীগণের প্রতি অবতারিত সকল গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ অর্থ বহনকারী গ্রন্থ অতএব যিনি তোমাদের সম্মুখে এই মহান গ্রন্থ প্রেশ করেন তিনি একজন আজমী গোলাম হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছেন এইরূপ অযৌক্তিক কথা তোমরা বলিতে পার কি রূপে? যাহাকে কিছু মাত্র জ্ঞান বিবেকের পরশ লাগিয়াছে তাহার পক্ষে এই রূপ মন্তব্য করা নেহাত অশোভনীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমার নিকট যে সংবাদ পৌছিয়াছে তাহা হইল, জাবর নামক এক খৃস্টান গোলাম যে বনী হাযরমী গোত্রের কোন এক ব্যক্তির গোলাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট মারওয়াহ নামক পাহাড়ের নিকট বসিতেন। ইহার প্রেক্ষিতেই মুশরিকরা এই কথা উড়াইয়া দিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই কুরআন ঐ গোলামের নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ হযরত ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত ঐ গোলামটির নাম ছিল ইয়ায়ীশ। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তূসী (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি

বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা শরীফে বলআম নামক এক কর্মকারকে কিছু শিক্ষা দান করিতেন, লোকটি ছিল আজমী। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহার নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা) কে তো বালআমই শিক্ষা দান করে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ আমি ইহা ভালই জানি যে তাহারা এই কথা বলে, মুহাম্মদ (সা) কে একজন মানুষই শিক্ষা দান করে। যাহার প্রতি তাহারা এই কুরআনকে সম্বন্ধিত করে, তাহার ভাষা হইল আজমী আর এই কুরআনের ভাষা হইল স্পষ্ট আরবী ভাষা। যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম বলেন, মুশরিক্রা যাহার কথা বলিয়াছে তিনি হইলেন হযরত সালমান ফারেসী। কিন্তু এই উক্তি বড় দুর্বল উক্তি কারণ আয়াতটি হইল মক্কী আয়াত। অথচ হযরত সালমান ফারেসী মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমাদের দুইজন রূমী গোলাম ছিল যাহারা তাহাদের স্বীয় ভাষায় তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতেন তাহাদের নিকট দাঁড়াইতেন এবং কিছু কথাও শুনিতেন। তখন মুশরিকরা বলিতেন, মুহাম্মদ (সা) ইহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম যুহরী (র) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মুশরিকদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি ইহা বলিয়াছিল সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওহী লিখিত কিন্তু সে ইসলাম হইতে মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং এই মিথ্যা অভিযোগ রটিয়াছিল।

(١٠٤) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٠٥) اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১০৪. যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়াত করেন না এবং তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১০৫. যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারাতো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে যাহারা আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার প্রতি অবহেলা করে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আগত হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান রাখে না এই প্রকার মানুষকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। ঈমান ও সত্য দ্বীনের প্রতি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন না। এবং তাহাদের জন্য বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা রচনা করেন নাই আর তিনি কোন মিথ্যাবাদীও নহেন। কারণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করে কেবল তাহারাই যাহারা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক اَلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে না। অর্থাৎ যাহারা কাফির মুলহিদ এবং মানুষের নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বাধিক জ্ঞানী ঈমান ও আমলের দিক হইতে তিনি ছিলেন সকলের ঊর্ধ্বে। তাঁহার সত্যবাদীতা সর্বজন স্বীকৃত এই ব্যাপারে কাহার কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মুহাম্মদ (সা) আমীন বলিয়া তিনি পরিচিত ছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্ল যখন আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল যে, তোমরা কি তাঁহাকে কখনো তাহার নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে মিথ্যার অপবাদ দিয়াছ? তখন তিনি বলিয়াছিলেন, জি-না, হিরাকল তখন বলিয়াছিলেন ইহা কিরূপে হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি মানুষের কোন ব্যাপারে মিথ্যা দ্বারা তাহার জিহ্বা কলুষিত করে নাই সেই ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া তাহার মুখ নষ্ট করিবে?

(١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

(١٠٧) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(١٠٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

(١٠٩) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০৬. কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহর গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।

১০৭. ইহা এই জন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। এবং এই জন্য যে আল্লাহ আর কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

১০৮. উহারাই তাহারা আল্লাহ তাহাদিগের অন্তর, বর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।

১০৯. নিশ্চয়ই উহারা আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ যে সকল লোক ঈমানের পর কুফর করে সঠিক পথ দেখিবার পর যাহারা অন্ধ হইয়া যায়। এবং খোলা মনে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও গযব নিপতিত হইবে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিবার পর ঈমান হইতে দূরে সরিয়াছে। আর তাহাদের জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে আর এই কারণেই তাহারা ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় মুরতাদ হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের দিশা দান করেন নাই আর সঠিক দ্বীনের উপর তাহাদিগকে দৃঢ় রাখেন নাই বরং তাহাদের অন্তরসমূহের উপর সীলমোহর মারিয়াছেন। অতএব তাহারা তাহাদের উপকারী বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের চক্ষুসমূহও কর্ণসমূহের উপরও সীল মোহর মারিয়া দিয়াছেন অতএব ইহা দ্বারাও তাহারা উপকৃত হইবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুই তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। এবং তাহাদের পরিণাম হইতে তাহারা উদাসীন। لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ। অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অসৎগুণের অধিকারী অবশ্যই তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। قوله اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ অর্থাৎ যাহারা কাফির মুশরিকদের আঘাতে ও নির্যাতনের কারণে মুখে তো কুফর উচ্চারণ করে কিন্তু তাহাদের মুখের কথাকে তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানে পরিপূর্ণ তাহারা উপরোক্ত ধমক ও উল্লেখিত শাস্তি ভোগ করিবে না। আওফী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উদ্ধৃত আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মুশরিকরা তাহাকে এই বলিয়া শাস্তি দিতেছিল যে যাবৎ না সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তকে

অস্বীকার করিবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। তখন বাধ্য হইয়াই তিনি মুখে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ওজর পেশ করিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। শা'বী, কাতাদাহ ও আব্দুল মালেক (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে আব্দুল আ'লা (র) .... আবূ উবায়দাহ মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে গ্রেফতার করিয়া তাহাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগিল। এমন কি তিনি তাহাদের মনের উদ্দেশের নিকটবর্তী হইলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহার শিকায়াত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ তুমি তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন إِنْ عَادُوْا فَعُدْ তাহারা যদি পুনরায় এইরূপ বাধ্য করে তবে তুমিও বাধ্য হইয়া এইরূপ কুফর উচ্চারণ করিতে পার। ইমাম বায়হাকী (র) আরো অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় ইহাও বিদ্যমান যে, তিনি নবী করীম (সা) কে গালি দিয়াছিলেন এবং মুশরিকদের উপাস্যদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ওজর পেশ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি হইতে মুক্ত করা হয় নাই যতক্ষণ না আমি আপনাকে গালি দিয়াছি এবং তাহাদের উপাস্যদের গুণগান করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ তুমি তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তরতো ঈমানে পরিপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন "তাহারা যদি পুনরায় তোমাকে এইরূপ বাধ্য করে তবে তুমিও পুনরায় এইরূপ বলিবে। এই ঘটনার পর অবতীর্ণ হইল, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ এই কারণে উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন, যে যাহাকে কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা হয় তাহার পক্ষে জীবন রক্ষার জন্য কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করা জায়েয। এবং অস্বীকার করাও তাহার পক্ষে জায়েয। যেমন হযরত বিল্লাল (রা) কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং কাফিররা তাহার সহিত নানা প্রকার নির্যাতন চালাইত এমন কি কঠিন গরমের মধ্যে তাহার বুকের উপর প্রকান্ড পাথর রাখিয়া দিয়া তাহাকে কালেমায়ে শিরক উচ্চারণ করিতে বলিলে তিনি উহা অস্বীকার করিতেন। এবং এই অবস্থায়ই তিনি আহাদ, আহাদ, শব্দ উচ্চারণ করিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন, আল্লাহর কসম, যদি এই অবস্থায় তোমাদের জন্য এই শব্দ অপেক্ষা অধিক ক্রোধ সৃষ্টিকারী অন্য কোন

শব্দ আমার জানা থাকিত তবে আমি তাহাই উচ্চারণ করিতাম। মুসাইলামাতুল কাযযাব যখন হাবীব ইবনে যায়দ আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দান কর যে, আমিও আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি কহিলেন, আমি শুনিতে পাই না। অতঃপর মুসাইলামাহ তাঁহার এক এক অংগ প্রত্যংগ কাটিতে লাগিল অথচ, তিনি তাহার মতের উপর ও কথার উপর অটল থাকিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত আলী (রা) এমন কিছু লোককে জ্বালাইয়া দিলেন, যাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলিলেন, আমি হইলে তো তাহাদিগকে আগুনে জ্বালাইতাম না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর আযাব দ্বারা তোমরা শাস্তি দিও না। হাঁ, আমি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া দিতাম, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। হযরত আলী (রা) যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন, তিনি বলিলেন, ইবনে আব্বাসের মায়ের প্রতি আফসোস। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুর রায্‌যাক (র) .... আবূ বরদাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইয়ামানে হযরত আবূ মূসা (রা) এর নিকট হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আগমন করিলেন তিনি তাহার নিকট এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি পূর্বে ইয়াহূদী ছিল পরে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় সে ইয়াহূদী হইয়াছে আর আমরা দুই মাস যাবৎ তাহাকে পুনরায় মুসলমান করিবার চেষ্টায় রত রহিয়াছি। তখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যাবৎ না তোমরা উহার গর্দাম উড়াইয়া দিবে আমি বসিব না। অতঃপর আমি উহার গর্দান মারিয়া দিলাম অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের ফয়সালা ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। অথবা তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা কর। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত হইতে ইহা পৃথক। মুসলমানের উপর যত যুলুম ও নির্যাতনই করা হউক না কেন তাহার পক্ষে ইহাই উত্তম যে সে যেন তাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত স্বীয় দ্বীনের উপর কায়েম থাকে।

হাফিয ইবনে আসাকির (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাহ সাহমী (রা) এর জীবনী আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) একজন সাহাবী ছিলেন, রোমীয়রা তাহাকে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলে সম্রাট তাহাকে বলিল, তুমি যদি খৃষ্টান হইয়া যাও তবে তোমাকে আমার রাজত্বে শরীক করিব এবং আমার রাজকুমারীকে তোমার সহিত বিবাহ দিব। তখন তিনি বলিলেন, যদি তোমার গোটা রাজত্বও আমাকে দান কর এবং সারা আরব জাহানেরও আমাকে অধিপতি করিয়া দাও আর আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হয় তবুও এক মুহূর্তের জন্যও আমি ইহা করিতে প্রস্তুত নাই। তখন রোম সম্রাট বলিলেন তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব। তিনি বলিলেন, সে তোমার ইচ্ছা। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাকে শুলিতে বিদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিল। তাহাকে শুলিতে বিদ্ধ করা হইল এবং তীর নিক্ষেপকারীদিগকে তীর নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিল তাহারা তাহার হাতে পায়ে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং সাথে সাথে তাহাকে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেও বলা হইতেছিল। কিন্তু তিনি বরাবর উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন। অতঃপর তাহাকে শুলী হইতে নামাইবার হুকুম দেওয়া হইল এবং এক পিতলের ডেগ অথবা পিতলের তৈয়ারী একটি গাভী গরম করিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহার পর এক এক জন মুসলমান কয়েদী উহাতে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল এইভাবে তাহাদের চামড়া মাংস সব জ্বলিয়া পুড়িয়া শুধু হাড্ডিগুলি দেখা যাইতে লাগিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাহার নিকট পুনরায় খৃস্ট ধর্ম পেশ করা হইল তিনি আবারও অস্বীকার করিলেন। তখন তাহাকে সেই গরম ডেগে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে চরখার উপর উঠান হইল। এই সময়ে তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। ইহা দেখিয়া রোম সম্রাট তাহাকে খৃস্টান বানাইয়া স্বীয় জামাতা করিবার পুনরায় আশা পোষণ করিল এবং চরখা হইতে তাহাকে নামাইয়া নিজের কাছে ডাকিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) বলিলেন, আমার ক্রন্দন দেখিয়া তোমরা ভুল ধারণা করিয়াছ, আমি কেবল এই কারণে ক্রন্দন করিয়াছি যে, আজ আমি আল্লাহর রাহে মাত্র একটি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিতেছি। হায়! যদি আমার প্রতি লোমের সংখ্যা অনুপাতে আমার এক একটি প্রাণ হইত যাহা আজ আমি আল্লাহর রাহে কুরবান করিতে পারিতাম। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন হুযাইফাকে বন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কয়েকদিন যাবৎ তাহার পানাহার বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাহার পর তাহার নিকট মদ ও শূকরের মাংস আনা হইল। কিন্তু এত ক্ষুদা তৃষ্ণা

থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই দিকে তাকাইয়াও দেখিলেন না। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, কি কারণে তিনি উহা আহার করিলেন না তিনি বলিলেন, যদিও এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ইহা পানাহার হালাল ছিল, কিন্তু তোমার ন্যায় শত্রুকে আমি সন্তুষ্ট করিতে চাহি না। তখন সম্রাট তাহাকে বলিল, তবে যদি আমার মাথায় তুমি চুমু খাও তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি বলিলেন আমার সহিত কি সকল মুসলমান কয়েদীগণকে মুক্ত করিবে? সম্রাট বলিল, হাঁ ইহার পর তিনি রোম সম্রাটের মাথায় চুমু খাইলেন, অতঃপর রোম সম্রাট তাহাকে এবং সকল মুসলমান কয়েদীকে ছাড়িয়া দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন প্রত্যেক মু'মিনের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফার মাথা চুম্বন করা। আর সর্বপ্রথম আমিই তাহার মাথা চুম্বন করিব। অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হইলেন এবং তাহার মাথায় চুম্বন খাইলেন।

(١١٠) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١١١) يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

১১০. যাহারা নির্যাতিত হইবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর, তাহাদিগের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১১. স্মরণ কর সেই দিনকে, যেদিন আত্ম-সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিতে আসিবে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা মক্কা শরীফে বড়ই দুর্বল ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের মধ্যে তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া তাহাদের সহিত বড়ই নির্মম আচরণ করা হইত। অতঃপর তাহারাও অতিষ্ঠ হইয়া হিজরত করিলেন এবং পরিবার পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাহার ক্ষমা লাভ করা। এইভাবে তাহারা অন্যান্য মুসলমানদের দলভুক্ত হইলেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হইলেন ও বিরাট ধৈর্যের পরিচয় দান করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই সকল পরীক্ষামূলক কাজে উত্তীর্ণ হইবার পর তাহাদিগকে ক্ষমা

করিয়া দিবেন ও তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন। يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا যেই দিন প্রত্যেকে নিজ নিজ সার্থে ঝগড়া করিবে। অন্য কেহই তাহার পক্ষে ঝগড়া করিবে না। না পিতাপুত্র আর না তাহার ভ্রাতাভগ্নি কিংবা স্ত্রী কন্যা কেহই তাহার পক্ষে ঝগড়া করিবে না বরং সকলে নিজ নিজ চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন থাকিবে। وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ আর প্রত্যেক মানুষকে তাহার ভালমন্দ সকল কর্মের পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে وَلَا يُظْلَمُونَ আর তাহাদিগকে যুলুম করা হইবে না। অর্থাৎ ভাল কাজের বিনিময় দানে কম করা হইবে না এবং মন্দ কাজের বিনিময় অধিক দান করা হইবে না।

(١١٢) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

(١١٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○

১১২. আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহাছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত যেথায় আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিল ফলে তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অস্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।

১১৩. তাহাদিগের নিকট তো আসিয়াছিল এক রাসূল তাহাদিগেরই মধ্যে হইতে, কিন্তু তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে, সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

তাফসীর ঃ আয়াতে পেশকৃত উদাহরণ দ্বারা মক্কাবাসীকে বুঝান হইয়াছে। মক্কার অধিবাসীরা বড় সুখে_শান্তিতে বাস করিত। মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার হত্যাকান্ড সংঘটিত হইত কিন্তু পবিত্র মক্কায় যে কেহ প্রবেশ করিত সে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হইত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا

তাহারা বলে, যদি আমরা রাসূলের হেদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদের আবাসভূমি হইতে আমাদিগকে ছো মারিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আমি কি তাহাদিগকে

নিরাপত্তার আবাসভূমিতে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করি নাই। যেখানে চতুর্দিক হইতে সর্বপ্রকার ফল আমার পক্ষ হইতে রিযিক হিসাবে একত্রিত করা হয়। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا তথায় প্রচুর পরিমাণ রিযিক আগত হয়। مِنْ كُلِّ مَكَانٍ চতুর্দিক হইতে তথায় আসিয়া জমা হয় কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের নিকট নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ আপনি কি সেই সমস্ত লোকদের প্রতি দেখেন নাই যাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের গৃহে অর্থাৎ জাহান্নামে অবতীর্ণ করিয়াছে যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে। এবং যাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। তাহাদের এই অহংকারের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তাহাদের দুইটি নিয়ামত অর্থাৎ নিরাপত্তা ও রিযিককে ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক দ্বারা মক্কার জনপদকে পরিধান করাইয়াছেন এবং ভয় ও ক্ষুধার স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। অথচ পূর্বে এই মক্কা মুকাররমায় চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার ফলফলাদি প্রচুর পরিমাণ আসিয়া জমা হইত। এই শাস্তির কারণ হইল, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা করিয়াছে। তাঁহার নাফরমানী করিয়াছে ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ দু'আ করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছিল মক্কাবাসীরাও তদ্রূপ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এই বদ দু'আ করিয়াছেন। ফলে তাহাদের উপর বড় দুর্ভিক্ষ চাপিয়া বসে যে তাহাদের সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহারা উটের রক্তে মাখা পশম পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। قوله اَلْخَوْفُ মক্কার লোকেরা নানা প্রকার ভয়ভীতিরও সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ তাহারাই রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরত করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের নিরাপত্তাকে ভয় দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। তাহারা সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকিত। দিন দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ইহা তাহাদেরই অহংকার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্বীকার করিবার অশুভ পরিণতি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তাহাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনীনদের উপর বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে, فَاتَّقُوْا اللّٰهَ يَا اُوْلِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً হে জ্ঞানীগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُذَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ যেমন তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, যেমন কাফিরদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের নিরাপত্তা ভয় দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচুর্য ক্ষুধায় পরিণত হইয়াছে। অনুরূপভাবে মু'মিনদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাদের দারিদ্রের পর তাহাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমীর বানাইয়াছেন দেশের নেতৃত্ব ও দেশ পরিচালনার কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে যে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, এই কথা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতেও এই মত উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে আব্দুর রহীম বরকী (র) .... সলীম ইবনে নুমাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) এর সহিত হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখন হযরত উসমান (রা) মদীনায় অবরুদ্ধ ছিলেন, পথ চলিতে চলিতে হযরত হাফসা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন একদা তিনি দুইজন আরোহীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট হযরত উসমান (রা) এর অবস্থা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, তাহারা বলিল তিনি শহীদ হইয়াছেন। তখন হযরত হাফসা (রা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ, মদীনা-ই সে জনপদ যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ

ইবনে শুরাইহ আমিনাতাম মুত্মাইন্নাতাই ইয়া'তিহা রিযকুহা রাগাদাম মিন কুল্লি মাকানিন ফাকাফারাত বি আনউমিল্লাহ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ (র) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহার নিকটি জনৈক বর্ণনাকারী এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই জনপদের উদাহরণ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল মদীনা।

(١١٤) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

(١١٥) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(١١٦) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○

(١١٧) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১১৪. আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা বৈধ ও পবিত্র তাহা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহর ইবাদত কর তবে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১৫. আল্লাহ তো কেবল মরা, রক্ত, শূকর মাংস এবং যাহা যবাইকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদিগের জন্য অবৈধ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৬. তোমাদিগের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরাও বলিও না, ইহা হালাল এবং ইহা হারাম। যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

১১৭. উহাদিগের সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাগণকে পাক পবিত্র ও হালাল নিয়ামত ভোগ করিয়া তাঁহার শোকর করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ তিনিই প্রকৃত পক্ষে রিযিক দাতা অতএব তিনিই ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহ নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ মৃতদেহ রক্ত ও শূকরের মাংস এ সকল বস্তুতে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের ক্ষতি নিহিত وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আর সেই প্রাণীও হারাম, যাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে যবাই করা হইয়াছে। فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ কিন্তু যেই ব্যক্তি উহার ভক্ষণের প্রতি বাধ্য হয় উহা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করাও তাহার ইচ্ছা নহে আর সীমা অতিক্রমও করে না বরং কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহার করে فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন তিনি অতি বড় দয়াময়। সূরা বাক্বারায় এই ধরনের আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয়বার উহা পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা যেমন স্বীয় বিবেকানুসারে কোন বস্তুকে হালাল বলে আবার কোনটি হারাম বলিয়া ঘোষণা করে তোমরা তদ্রূপ করিও না। তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করে, অমুকের নামে ছাড়া পশু বড় সম্মানিত। বহীরা, সায়েবা, অসীলা, ও হাম বিভিন্ন নামে তাহারা নামকরণ করিয়া উহা খাইতে বিরত থাকিত। জাহেলী যুগে তাহারা এই অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ তোমরা কোন বস্তু সম্পর্কে মিথ্যা মিথ্যি বলিওনা যে ইহা হালাল ও ইহা হারাম। যেন এইভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ না কর। এ যে কেহ কোন বিদ'আত আবিষ্কার করে যাহার কোন শরয়ী দলীলের উপর নির্ভরশীল নহে কিংবা আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন সে উহা কেবল নিজস্ব মতানুসারে হালাল করিয়াছে কিংবা আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছে সে উহা নিজের বিবেকানুসারে হারাম করিয়াছে সকলেই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। قوله لِمَا تَصِفُ আয়াতের অত্র অংশে مَا

শব্দটির 'মাসদার' এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ لَاتَقُوْلُوْا الْكَذِبَ لِوَصْفِ اَلْسِنَتِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মুখের বর্ণনার কারণে তোমরা কোন মিথ্যা কথা রটিও না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়া বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোথায়ও সফল হইতে পারে না। দুনিয়া তো অতি তুচ্ছ কিছু ভোগের বস্তু আছে কিন্তু পরকালে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ আমি তাহাদিগকে অতি তুচ্ছ কিছু বস্তু ভোগ করিতে দিয়াছি অতঃপর তাহাদিগকে অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তাহারা সফল হয় না। দুনিয়ায় অতি সামান্য ভোগের বস্তু অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে অতঃপর তাহাদের কুফর এর কারণে তাহাদিগকে আমি অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করাইব।

(١١٨) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(١١٩) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৮. ইয়াহূদীদিগের জন্য আমি তো কেবল তাহাই নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম যাহা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং উহাদিগের উপর কোন যুলুম করি নাই। কিন্তু তাহারাই যুলুম করিত উহাদিগের নিজদিগের প্রতি যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে তাহাদিগের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি মৃতদেহ শূকরের মাংস রক্ত এবং যে সকল প্রাণী আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে যবাই করা হইয়াছে উহা হারাম করিয়াছেন। অবশ্য কেবল চরম প্রয়োজনকালে প্রয়োজন মুতাবিক উহা ব্যবহার করা জায়েয। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের প্রতি কিছু বিশেষ সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে অবসর হইয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

Contents

যে, ইয়াহূদীদের ধর্ম রহিত হইবার পূর্বে তাহাদের শরীয়তে কি কি বস্তু হারাম ছিল, কি কি অসুবিধা ও সংকীর্ণতা ছিল। অতএব তিনি ইরশাদ করেন, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ আর ইয়াহূদীদের উপর আমি সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা পূর্বে সূরা আন'আমের এই আয়াতে আমি বর্ণনা করিয়াছি।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ....لَصَادِقُونَ

অর্থাৎ ইয়াহূদীদের উপর আমি নখবিশিষ্ট সকল প্রাণী হারাম করিয়াছিলাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বীও তাহাদের উপর হারাম করিয়াছিলাম। অবশ্য তাহাদের পিঠে যে চর্বী থাকে উহা হারাম ছিল না কিংবা তাহাদের নাড়ীতে অথবা হাড্ডিতে যে চর্বী মিশ্রিত থাকে উহাও হারাম নহে। ইহা ছিল তাহাদের অহংকারের বিনিময় আর আমি অবশ্যই স্বীয় নির্দেশে সত্যবাদী। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ আমি যে সংকীর্ণতা তাহাদের প্রতি চাপাইয়াছি উহাতে আমি তাদের উপর যুলুম করি নাই কিন্তু তাহারা নিজেরাই স্বীয় সত্তাসমূহের উপর যুলুম করিত। আর তাহাদের সেই যুলুমের কারণেই তাহাদের উপর ঐ সকল পবিত্র জিনিস তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ইয়াহূদীদের যুলুমের কারণে আমি তাহাদের উপর হালাল সুস্বাদু বস্তুসমূহকে হারাম করিয়াছি এবং আল্লাহর পথ হইতে তাহাদের বাধা প্রদানের কারণেও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গুনাহগার মু'মিনদের প্রতি তিনি যে দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের প্রতি যে ইহসান করিবেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন গুনাহগার মু'মিন তওবা করিবে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ অতঃপর আপনার প্রতিপালক সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা মূর্খতার কারণে অসৎ কাজ করে। কোন কোন ছলফ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে সে জাহিল সে মূর্খ। ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا অতঃপর তাহারা ইহার পর তওবা করিয়াছে এবং আত্মসংশোধনও করিয়াছে অর্থাৎ তাহারা যে সকল গুনাহ করিয়াছে উহার সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করিয়া ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত হইয়াছে إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু এই পদচ্যুতির পরও বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١٢٠) إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ

(١٢١) شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهٖ ۖ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(١٢٢) وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۗ

(١٢٣) ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

১২০. ইবরাহীম ছিল এক উম্মত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২১. সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।

১২২. আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

১২৩. এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দা রাসূল ও তাহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করিতেছেন, যিনি ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরামের পিতা ও মুসলিম মু'মিনদের নেতা। আর সাথে সাথে তাঁহাকে মুশরিক ইয়াহূদী ও নাসারাদের দল হইতে পৃথকও করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا অবশ্যই হযরত ইবরাহীম ইমাম ও নেতা ছিলেন, এবং ছিলেন তিনি আল্লাহর অনুগত মুখলিস বান্দা। أُمَّةٌ অর্থ ইমাম ও নেতা। اَلْقَانِتُ অর্থ, অনুগত এবং اَلْحَنِيْفُ অর্থ, শিরক হইতে বিমুখ হইয়া তাওহীদী মতবাদ গ্রহণকারী এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুফিয়ান সাওরী (র) .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) কে اَلْأُمَّةُ اَلْقَانِتُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, اَلْأُمَّةُ অর্থ, কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষক এবং اَلْقَانِتُ অর্থ আল্লাহ

ও তাহার রাসূলের অনুগত। মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন الامة অর্থ, যে ব্যক্তি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দান করে। আ'মাশ (র) .... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে আবুল আবিদাইন আসিয়া বলিল, যদি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতে না পারি তবে আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তখন হযরত ইবনে মসউদ যেন তাহার জন্য নরম হইয়া গেলেন। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, الامة অর্থ কি? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। শা'বী (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিলেন, انَّ مُعَاذًا كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا হযরত মু'আয (রা) নেতা ছিলেন আল্লাহর অনুগত ছিলেন এবং সরল সঠিক পথের অনুগামী ছিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম আবূ আব্দুর রহমান (র) ভুল বলিয়াছে আল্লাহ তা'আলাতো হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলিয়াছেন اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً হযরত ইবরাহীম (আ) নেতা ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন اَلْاُمَّةُ এর অর্থ কি? এবং اَلْقَانِتُ এর অর্থ কি উহা কি তুমি জান? আমি বলিলাম اَللّٰهُ اَعْلَمُ তখন তিনি বলিলেন, اَلْاُمَّةُ অর্থ যে ব্যক্তি কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। আর اَلْقَانِتُ অর্থ, আল্লাহ ও রসূলের অনুগত। হযরত মু'আয (রা)ও অনুরূপ এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত। ইবনে জরীর (র)-ও রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন তিনি একাই এক উম্মত ছিলেন। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) একাই উম্মত ছিলেন অর্থাৎ তিনি একাই তখন মুমিন ছিলেন। অন্যান্য সকল লোক তখন কাফির ছিল। কাতাদাহ (র) বলেন হযরত ইবরাহীম (আ) হেদায়াতের ইমাম ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগত ছিলেন।

قوله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আর ইবরাহীম যিনি আল্লাহর সকল হুকুম পূর্ণ করিয়াছেন اِجْتَبَاهُ আর তাহাকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَالِمِيْنَ আর আমি পূর্বেই ইবরাহীম (আ) কে হেদায়াত দান করিয়াছি আর আমি তাহাকে খুব ভালই জানি। وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আর আল্লাহ তাহাকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً আর ইবরাহীম (আ) কে আমি পৃথিবীতেই সেই সকল কল্যাণ দান করিয়াছি যাহার প্রতি উত্তম জীবন যাপনের জন্য মু'মিন মুখাপেক্ষি হয় وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ আর অবশ্যই তিনি পরকালে সৎ ও নেক লোকদের দলভুক্ত হইবেন।

হযরত মুজাহিদ (র) حَسَنَةً এর অর্থ করেন সত্য ভাষা। ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী যোগে নির্দেশ দিয়াছি আপনি ইবরাহীম (আ) মিল্লাতের অনুসরণ করুন যাহা সরল ও স্পষ্ট। তিনি যে একজন অতি কামেল, অতি মহান, তাওহীদের একজন অতি ভক্ত ও উত্তম নীতিবান ছিলেন তাহা এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সায়্যেদুর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আপনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ করুন। তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথের হেদায়াত দান করিয়াছেন মযবুত এবং প্রতিষ্ঠিত দ্বীন অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীন আর তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,

(١٢٤) اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১২৪. শনিবার পালন তো কেবল তাহাদিগের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদিগের বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মিল্লাতের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যেই দিনে তাহারা ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়। এই উম্মতের জন্য জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন এই দিন হইল শ্রেষ্ঠ দিন যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার বান্দাদের উপর তাহার নিয়ামত পূর্ণ হইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ইহা হইতে হটিয়া শনিবারকে তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইল যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তাওরাত যখন অবতীর্ণ হইল তখন তাহাদের জন্য ঐ শনিবার-ই ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগকে এই হুকুম দেওয়া হইল যে তাহারা যেন এই দিনের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে এবং এই দিনের হিফাযত করে।

অবশ্য তাহাদিগকে এই নির্দেশও দেওয়া হইল যে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত হইবেন তখন তাহারা সবকিছু ত্যাগ করিয়া যেন তাহারই অনুসরণ করে। তাহাদের নিকট হইতে এই ওয়াদাও লওয়া হইয়াছিল। শনিবার দিনকে তাহারা নিজেদের জন্য তাহারা নিজেরাই নির্বাচন করিয়াছিল এবং শুক্রবারকে তাহারা নিজেরাই ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত ঐ দিনের উপরই অটল রহিল। কথিত আছে যে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে রবিবারের জন্য দাওয়াত দিলেন। ইহাও কথিত আছে যে তিনি তাওরাতের শরীয়ত শুধু ততটুকু ত্যাগ করিয়াছিলেন যতটুকু মনসুখ ও রহিত হইয়াছিল এবং তিনি নিয়মিতভাবে শনিবার এর হিফাযত করিতে থাকেন এমনকি তাহাকে আসমানে উত্তোলন করা হইল। সম্রাট কনস্টিনপলের যুগে খৃস্টানরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া রবিবার দিন নির্দিষ্ট করে এবং পূর্ব দিকে তাহাদের কিবলা নির্ধারণ করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুর রায্যাক (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ

অর্থাৎ আমরা সর্বশেষে আগমন করিয়াছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হইব। অবশ্য তাহাদিগকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল। এই দিনও আল্লাহ তাহাদের উপর ফরয করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা এই ব্যাপারে মত বিরোধ করিয়াছিল সুতরাং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে রাব্বুল আলামীন আমাদিগকে উহার জন্য হেদায়াত দান করিয়াছেন। অতএব তাহারা সকলেই আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। ইয়াহূদীরা একদিন পিছনে এবং খৃস্টানরা দুইদিন পিছনে। হাদীসের ভাষা ইমাম বুখারী (র) এর।

হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে আল্লাহ এই দিন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইয়াহূদীরা শনিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে এবং খৃস্টানরা রবিবার দিনকে। অতঃপর আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং আমাদিগকে জুম'আর দিনের জন্য হেদায়াত দান করিলেন। যেমন প্রথম জুম'আর দিন তাহার পর শনি ও রবিবার আসে অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসে তাহারা আমাদের পিছনে রহিবে। পৃথিবীতে তো আমরা সর্বশেষে আসিয়াছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে আমরা সর্বপ্রথম হইব। এবং অন্যান্য সকল উম্মাতের পূর্বে আমাদের বিচারকার্য শেষ হইবে। (মুসলিম)

(١٢٥) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

১২৫. তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদিগের সহিত আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালক তাহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর বান্দাদিগকে কৌশলের সহিত আল্লাহর দিকে ডাকেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, হিকমত ও কৌশল দ্বারা এখানে কিতাব ও সুন্নাতকে বুঝান হইয়াছে এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা তিনি এমন উপদেশ বুঝান হইয়াছে যাহার মধ্যে ভয়ভীতি ও ধমক রহিয়াছে। যাহা দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং আল্লাহর আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। قوله وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ আর তাহাদের সহিত সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন। অর্থাৎ যদি বিতর্কের প্রয়োজন হয় তবে উহা যেন নরম ও কোমল ভাষায় হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَاتُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ আর আহলে কিতাবের সহিত কেবল উত্তম ও সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন অবশ্য যাহারা যালিম তাহাদের ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ্ নরম ভাষায় বিতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন তিনি হযরত মূসা ও হারূন (আ) কে ফিরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখন তাহার সহিত নরম কথা বলিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى অতঃপর তাহার সহিত তোমরা নরম ভাষায় কথা বল সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিংবা সতর্ক হইয়া যাইবে। قوله اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সকলকেই তিনি জানেন। তিনি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সকল কাজ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাহাদিগকে আপনি আল্লাহর দিকে ডাকিতে থাকুন কিন্তু যাহারা আপনার কথায় কর্ণপাত করিবেনা তাহাদের জন্য আপনি অনুতাপ করিয়া স্বীয়

জীবন ধ্বংস করিবেন না। কারণ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করা আপনার দায়িত্ব নহে আপনার দায়িত্ব হইল কেবল তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা ও তাবলীগ করা। আর হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমার দায়িত্ব اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ যাহাকে আপনি হেদায়াত করিতে অধিক আগ্রহী হইবেন তাহাকেই হেদায়াত দান করিতে পারিবেন ইহা আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবার দায়িত্ব আপনার নহে বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।

(١٢٦) وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝

(١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝

(١٢٨) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

১২৬. যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঠিক ততখানি করিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হইয়াছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিলে ধৈর্যশীলদিগের জন্য ইহাইতো উত্তম।

১২৭. ধৈর্যধারণ করিও তোমার ধৈর্য তো হইবে আল্লাহরই সাহায্যে। উহাদিগের দরুন দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

১২৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদিগেরই সংগে আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্ম পরায়ণ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণে কোন প্রকার বে-ইনসাফী না করিয়া সমান সমান ও ইনসাফ ভিত্তিক হক উসূল করিবার নির্দেশ দিতেছেন। আব্দুর রায্যাক (র) .... ইবনে সীরীন হইতে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, যদি তোমাদের নিকট হইতে কেহ কোন বস্তু লইয়া যায় তবে তাহার নিকট হইতে উহার সমান সমান বস্তু লইতে পার। মুজাহিদ, ইবরাহীম, হাসান বসরী ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন ইবনে জরীরও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, ইসলামের প্রারম্ভে তো মুশরিকদিগকে ক্ষমা করিবার হুকুম দিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন কিছু শক্তিশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাদিগকে অনুমতি দান করা হয় তবে এই সকল কুকুর হইতে আমরা প্রতিশোধ

গ্রহণ করিব। তখন এই আয়াত্ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর জিহাদের নির্দেশ দ্বারা এই হুকুমও রহিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (র) তাহার জনৈক সাথী হইতে তিনি হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন সূরা নাহল সবটাই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু শেষের তিনটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ওহোদ যুদ্ধে হযরত হামরা (রা) কে শহীদ করিবার পর মুশরিকরা যখন তাহার অংগ প্রতংগ কাটিয়া ফেলিল তখন রাসূলুল্লাহর মুখে তাহার অনিচ্ছায় এই কথা উচ্চারিত হইল যে যদি মুশরিকদের উপর আমরা বিজয়ী হইতে পারি তবে তাহাদের ত্রিশ ব্যক্তির অংগ প্রতংগও এইরূপভাবে কর্তন করা হইবে। মুসলমানগণ যখন রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিতে পাইলেন তখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "আল্লাহ যদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন তবে তাহাদের লাশসমূহকে এমনিভাবে টুকরা টুকরা করিব যে আজ পর্যন্ত কোন আরব তদ্রূপ করে নাই। তখন অবতীর্ণ হইল,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ শেষ পর্যন্ত। তবে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সূত্রে একজন মুবহাম রাবী রহিয়াছেন। যাহার বর্ণনা করা হয় নাই। অবশ্য অপরটি মুত্তাসিল সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবূবকর বাযযার (র) .... ইবনে ইয়াহ্ইয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাতের পর তাহার নিকট গিয়া দন্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি এমন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন যাহা কখনো তিনি দেখেন নাই। তাহার অংগ প্রত্যংগ কর্তিত দৃশ্য দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, যতদূর আমি জানি আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বাঁধিয়া রাখিতেন, তৎপরতার সহিত সৎকাজ করিতেন, আল্লাহর কসম, যদি অন্য লোকের চিন্তা ভাবনার দুশ্চিন্তা যদি আমার না হইত তবে আমি, ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতাম, আপনার এই শরীর এইভাবেই পরিত্যক্ত থাকিত এবং কিয়ামত দিবসে হিংস্র জীব-জন্তুর উদর হইতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বাহির করিতেন। কিংবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলিলেন। মুশরিকরা আপনার সহিত এই যে ব্যবহার করিয়াছে, আল্লাহর কসম, আমি তাহাদের সত্তর জনের সহিত এই ব্যবহার করিব। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হইলেন وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কসমের কাফ্‌ফারা দান করিয়া উক্ত কসম পূর্ণ করিতে বিরত থাকেন। সনদটি দুর্বল কারণ সালিহ মুররী (র) আয়েম্মায়ে হাদীসের মতে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তিনি "মুনকারুল হাদীস"। ইমাম শা'বী ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতটি সেই সকল মুসলমানদের সম্পর্ক অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা ওহোদ দিবসে এইকথা বলিয়াছিল যে, আজ আমাদের যে সকল লোকের অংগ প্রত্যংগ কর্তন করা হইয়াছে। তাহাদের প্রতিশোধে অবশ্যই তাহাদের অংগ প্রত্যংগ টুকরা টুকরা করিব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, হুদবাহ ইবনে আব্দুল ওহাব মারওয়াযী (র) .... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধের দিনে ষাট জন আনসারী সাহাবী শহীদ হন এবং ছয়জন মুহাজির। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন যদি মুশরিকদের সহিত এমন একটি আমাদের কখনো সমাগত হয় তবে অবশ্য আমরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং তাহাদের অংগ প্রত্যংগ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিব। মক্কা বিজয় দিবস যখন সমাগত হইল তখন এক ব্যক্তি বলিল, আজকের পর আর কোন কুরাইশ চেনা যাইবে না। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিল, রাসূলুল্লাহ (সা) সকল কালো ও সুন্দরকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন কিন্তু শুধু অমুক অমুক নহে যাহাদের নাম তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অতঃপর অবতীর্ণ হইল وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে যতটুকু কষ্ট তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ততটুক প্রতিশোধ লইতে পার আর যদি ধৈর্যধারণ কর তবে উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন نَصْبِرُ وَلَانُعَاقِبُ আমরা ধৈর্য ধারণ করিব প্রতিশোধ গ্রহণ করিব না। অত্র আয়াতের অনুরূপ আরো অনেক আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে। ইহাতে আদল ও ইনসাফ একটি শরয়ী বিধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অধিক উত্তম নীতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا অন্যায়ের বিনিময় ঠিক ততটুক অন্যায়। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে فَمَنْ عَفٰى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ যে ক্ষমা করিয়া দয় এবং সংশোধন করিয়া লয় তাহার বিনিময় আল্লাহর যিম্মায় রহিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ আর যখমসমূহেরও কিসাস লইবার নিয়ম রহিয়াছে। فَمَنْ تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ অতঃপর

যে সদকা করিবে তবে উহা তাহার গুনাহর জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। অনুরূপ এই আয়াতে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরই وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ এবং وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ দ্বারা ধৈর্যধারণ করিবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সাথে সাথে এই সংবাদও প্রদান করা হইয়াছে যে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাওফীক ও তাহার সাহায্য ছাড়া সংঘটিত হয় না। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ যাহারা আপনার বিরোধিতা করে তাহাদের আচরণে আপনি দুঃখীত হইবেন না। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে। وَلاَتَكُ فِىْ ضَيْقٍ আর আপনি চিন্তিতও হইবেন না। مِمَّا يَمْكُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আপনার সহিত শত্রুতা করিবার ব্যাপারে আপনার অনিষ্ট ও ক্ষতি করিবার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করিতেছে ইহাতে আপনি চিন্তিত হইবেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনি আপনার সাহায্যকারী আপনাকেই তিনি তাহাদের উপর বিজয় ও সফলতা দান করিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ যাহারা মুত্তাকী পরহেযগার ও যাহারা সৎকাজ করে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাহাদের সাথেই রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰۤئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের নিকট ওহী যোগে জানাইয়া দিলেন যে, আমি তোমাদের সহিত অতএব ঈমানদারগণকে সুদৃঢ় রাখ। হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) কে ইরশাদ করিয়াছেন وَلاَتَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى তোমরা ভীত হইও না আমি তোমাদের সাথেই আছি আমি শ্রবণ করি ও দর্শন করি। নবী করীম (স) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) কে বলিলেন لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তিত হইওনা অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এই সকল আয়াতে, "আল্লাহর সাথে হইবার অর্থ "তাঁহার সাহায্য সহায়তা"। ইহা হইল মায়িঅ্যাতে খাস (বিশেষ সংগ) আর মায়িঅ্যাতে আম (সাধারণ সংগ) দ্বারা আল্লাহর দর্শন শ্রবণ ও জ্ঞান বুঝান হইয়া থাকে যেমন وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَاكُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সহিত আছেন। তোমরা যাহা কিছু কাজ কর তিনি উহা দেখিয়া থাকেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ اِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا -

আপনি কি জানেন না যে, যাহা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যাহা কিছু যমীনে আছে আল্লাহ উহার সব কিছুই জানেন। যদি তিন ব্যক্তির গোপন কথা হয় তবে আল্লাহ তাহাদের চতুর্থ ব্যক্তি আর পাঁচ ব্যক্তির গোপন কথা হইলে আল্লাহ তাহাদের ষষ্ঠ ব্যক্তি হন। এবং উহা হইতে কম কিংবা বেশী যাহা হউক না কেন আল্লাহ তাহাদের সাথে থাকেন যেখানেই তাহারা অবস্থান করুক না কেন। وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا আপনি যেকোন অবস্থায় থাকুন না কেন আর কুরআনের যাহাই তেলাওয়াত করুক না কেন যে কোন আমল তোমরা কর না কেন আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি। উল্লেখিত আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' এর সাথে হওয়ার অর্থ হইল, সকলকেই আল্লাহর দেখা ও সকলের আলাপ শ্রবণ করা।

اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْا এর অর্থ হইল যাহারা হারাম বস্তুসমূহকে পরিত্যাগ করে। وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ আর যাহারা নেক আমল করে। আল্লাহ তা'আলা এই সকল লোকের হিফাযত করেন তাহাদের সাহায্য করেন এবং শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে সফল করেন। ইবনে আব্দ হাতিম (র) .... মুহাম্মদ ইবনে হাতিব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা পরহেযগার ছিলেন, হারাম বস্তুকে পরিত্যাগ করিতেন এবং যাহারা সৎকাজ করিতেন।

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেন, আদম ইবনে আবূ ইয়াস .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ ও মরিয়াম এই সূরাগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এইগুলি বড়ই মর্যাদা ও ফযীলতের অধিকারী। ইমাম আহমদ ....হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) একাধারে এতবেশী রোযা রাখিতেন যে আমরা মনে মনে বলিতাম যে তিনি হয়ত আর সাওম পালন করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি একেবারই সাওম পালন করিতেন না। আমরা ধারণা করিতাম যে তিনি বুঝি আর এই মাসে সাওম রাখিবেন না। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাত্রে সূরা 'বনী ইসরাঈল' ও 'যুমার' পাঠ করিতেন।

(١) سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ٥

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাহার বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করাইয়া ছিলেন। মাসজিদুল হারাম হইতে মাসজিদুল আকসায়, যাহার পরিবেশ আমি করিয়া দিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তার মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল তিনিই এমন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন যাহা

অন্য কাহারও পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র তিনিই ইবাদতের অধিকারী। আর তিনি ব্যতিত কোন পালনকর্তা ও নাই। الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। যিনি তাহার প্রিয় বান্দাকে রাত্রের বেলা মসজিদুল হারাম হইতে অর্থাৎ পবিত্র মক্কার মসজিদ হইতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস ও ইহাকেই বলা হয়। এই বাইতুল মুকাদ্দাস হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেই প্রত্যেক যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পুণ্য কেন্দ্রভূমি ছিল। আর এই কারণে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম এই স্থানেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহাদের আবাসভূমিতেই তাহাদের ইমামতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা এই কথা প্রতীয়মান হইল যে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও ইমাম ছিলেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম। الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ। যাহার চতুর্দিকে ফসলাদী ও ফলফুল দ্বারা বরকতময় করিয়াছি। لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا যেন মুহাম্মদ (সা)-কে আমার বড় বড় নিদর্শন দেখাইতে পারি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى অবশ্যই তিনি তাঁহার বড় বড় নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু নিদর্শন দেখিয়াছেন। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসসমূহ উল্লেখ করিব। قوله اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অবশ্যই তিনি তাহার সকল বান্দাগণের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। চাই সে মুমিন হউক কিংবা কাফির, তাহাকে স্বীকার করুক কিংবা অস্বীকার করুক। اَلْبَصِيْرُ তাহাদের সকলকে তিনি দর্শন করেন। অতএব তিনি প্রত্যেককেই তাহাই দান করিবেন যাহার সে উপযোগী পৃথিবীতেও আর পরকালেও।

মি'রাজ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী বলেন, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ .... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যেই রাত্রে মসজিদুল কা'বা হইতে মি'রাজ সংঘটিত হইল, তাহার নিকট নিদ্রাবস্থায় তিন ব্যক্তির আগমন ঘটিল। আর ইহা ঘটিয়াছিল তাহার নিকট অহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে। উক্ত তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি বলিল, এই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে কেমন? মধ্যবর্তী ব্যক্তি বলিল, তিনি সর্বাধিক উত্তম। শেষ ব্যক্তি বলিল, উত্তম ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চল। সেই রাত্রে এই পর্যন্তই হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে আর দেখিলেন না। অন্য এক রাত্রে তাহারা আবার আসিল। তখনও তিনি ঘুমাইতে ছিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষু নিদ্রিত থাকিলেও তাহার অন্তর জাগ্রত ছিল। এই ভাবেই আম্বিয়ায়ে কিরামের চক্ষু নিদ্রিত থাকে কিন্তু তাঁহাদের অন্তর নিদ্রিত থাকে না। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে

যমযম কূপের নিকট লইয়া যাওয়ার পূর্বে তাঁহার সহিত কোন কথা বলিলেন না। সেখানে তাহাকে লইয়া গিয়া খোদ হযরত জিবরীল তাহাকে সীনার নীচ হইতে উপরিভাগ পর্যন্ত চিড়িয়া ফেলিলেন। এবং সীনা ও পেটের সকল নাড়ী বাহির করিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করত পেট পাক-পরিষ্কার করা হইল তখন তাহার নিকট একটি স্বর্ণের তশতরী আনা হইল। উহার মধ্যে একটি স্বর্ণের বড় পেয়ালা ছিল যাহা ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। উহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীনা এবং কণ্ঠের শীরাগুলি পরিপূর্ণ করা হইল। অতঃপর তাহার সীনা সেলাই করা.হইল। তাহাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। অতঃপর উহার দরজাসমূহের একটিতে আঘাত করা হইল। আসমানের অধিবাসীগণ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ধন্যবাদ ও খোশ আমদেদ জানাইল তাহারা অত্যন্ত খুশী হইল। আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ এই সম্পর্কে কিছুই জানিত না যে রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে কি বিপ্লব ঘটাইতে চাহিতেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহাদিগকে কিছু না জানাইতেন।

অতঃপর প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ)-কে পাইলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন,ইনি হইলেন আপনার পিতা হযরত আদম (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সালাম করিলেন হযরত আদম (আ) তাঁহার সালামের জবাব দিলেন, এবং তাহাকে স্বাগত ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন তুমি আমার উত্তম পুত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম আসমানে দুইটি নহর প্রবাহিত দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নহর দুইটি কোন নহর? জিবরীল (আ) বলিলেন, এই দুইটি হইল নীল ও ফুরাত নদীর উৎস। অতঃপর জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া আসমানের অপর একটি নহরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যেখানে মুক্তা ও যবারজাদ দ্বারা মহল ও বালাখানা নির্মিত। হাত দ্বারা আঘাত করিলে দেখিতে পাইলেন তাহার মাটি হইল মিশক। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই কওসার যাহা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর হযরত জিবরীল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে অবস্থানরত ফিরিশ্‌তাগণ তদ্রূপ প্রশ্ন করিল যেমন প্রথম আকাশের ফিরিশ্‌তাগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) বলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা

জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে আল্লাহর দরবারে ডাকা হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা তাহাকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাইল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কে লইয়া তিনি তৃতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশ্তাগণ ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিলেন যেমন, পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। এবং সেই সব কথা বলিল যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশ্তাগণ বলিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশ্তাগণ পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্বের ন্যায়ই তাহাদিগকে জবাব দেওয়া হইল। অতঃপর তাহাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন অতঃপর তাহারা ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিল যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল। অতঃপর তাহাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলেন, এবং এখানেও একই প্রশ্নোত্তর হইল। তাহার পর তাঁহাকে লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন উত্তর হইল এবং যে আসমানেই ফিরিশ্তা ছিল সেখানেই এই একই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক আসমানের অবস্থানকারী নবীদের সহিতও সাক্ষাৎ হইয়াছিল যাহাদের নাম নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু যাহাদের নাম আমার স্মরণ আছে তাহারা হইলেন, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইদরীস, চতুর্থ আসমানে হযরত হারূন, পঞ্চম আসমানে অবস্থানকারী নবীর নাম আমার স্মরণ নাই। ষষ্ঠ আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত মূসা (আ)। হযরত নবী করীম (সা) যখন এই আসমান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমার ধারণা ছিল, আপনি আমার উপরে অন্য কাহাকেও মর্যাদা দান করিবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো উপরে আরোহণ করিলেন যাহার উচ্চতা আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না। এমন কি তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী হইলেন, দুই কামান কিংবা দুই কামান হইতেও কম দূরত্ব রহিয়া গেল।

অতঃপর আল্লাহ পক্ষ হইতে তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইল। যখন তিনি তথা হইতে নামিলেন তখন হযরত মূসা (আ) তাঁহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? হুযূর (সা) বলিলেন রাত্র ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত কম করিবার জন্য আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ)-এর দিকে এমনভাবে তাকাইলেন, যেন তিনি তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। হযরত জিবরীল (আ) ইহাতে সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে লইয়া পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দরখাস্ত করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সংখ্যা হ্রাস করুন, আমার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা সম্ভব হইবে না। আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবারও তিনি তাহাকে বাধা দিলেন এবং ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আবার আল্লাহর দরবারে সালাত হ্রাস করিবার দরখাস্ত করুন। এইভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে গিয়া হ্রাস করিতে করিতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশিষ্ট থাকিল। হযরত মূসা (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখুন, আমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে আমার জীবন অতিবাহিত করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ইহা হইতে কম সালাতের নির্দেশ ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা অপারগ রহিয়াছে। আপনার উম্মত তো আরো অধিক দুর্বল। শরীর, মনের দিক হইতে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির দিক হইতেও দুর্বল। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। প্রত্যেকবারই তিনি হযরত জিবরীল (আ)-এর প্রতি তাকাইতেন এবং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এবারও হযরত জিবরীল তাহাকে উপরে লইয়া গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে পৌছিয়া তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত বড়ই দুর্বল তাহার শরীর, মন, শ্রবণ শক্তি ও দর্শনশক্তি সবই দুর্বল অতএব অনুগ্রহপূর্বক আপনি আরো হ্রাস করুন। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে মুহম্মদ! তিনি বলিলেন, লাব্বায়ক, আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভূ! আল্লাহ বলিলেন, আমার কথার পরিবর্তন ঘটে না। উম্মুল কিতাবে যেমন আছে তেমনি আপনার উপর ফরয করা হইয়াছে। পড়িতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হইলেও সওয়াবের দিক হইতে ইহা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। কারণ প্রত্যেক নেক আমলের দশ গুণ সওয়াব দান করা হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করিয়া আসিলেন? তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন, নির্দেশ সহজ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক নেকীর দশগুণ বিনিময় দানের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি বনী ইসরাঈলকে ইহা অপেক্ষা সহজ হুকুম দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি তাহারা ইহা অপেক্ষা হালকা ও সহজ হুকুমকেও পরিত্যাগ করিয়াছে অতএব আপনি আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট পুনরায় গমন করুন এবং হুকুম আরো সহজ করান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে মূসা! (আ) আমার তো পুনরায় অনুরোধ করিতে লজ্জাবোধ হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা তবে আপনি যান এবং বিসমিল্লাহ করুন। রাসূলুল্লাহ যখন জাগ্রত হইলেন তখন তিনি মসজিদুল হারামে ছিলেন।

বুখারী শরীফের তাওহীদ অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর মর্যাদাবলী বর্ণনায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইসমাঈল ইবনে আবূ উওয়াইস সূত্রেও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, হারূন ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি ইবনে ওহব হইতে তিনি সুলায়মান হইতে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহার বর্ণনায় কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কোথাও কিছু কমও করিয়াছেন। হাদীসের কিছু অংশ পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন আবার কিছু অংশ পরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ নসর হাদীসটির মধ্যে إِضْطِرَابْ (ইযতিরাব) করিয়াছেন তাহার স্মরণ শক্তি দুর্বল ছিল এবং হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখিতে পারেন নাই। অন্যান্য হাদীসের শেষে উহার বর্ণনা আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন মি'রাজের উল্লেখিত ঘটনাটি নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল। হাদীসের শেষ বাক্যটির উপর ভিত্তি করিয়াই তাহারা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী বলেন, শরীফের রেওয়াতে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে। যাহা কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণ করেন, যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন এবং ইহাই অধিক সত্য। হযরত আবূ যর (রা) জিজ্ঞাসা করিলন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি তো নূর, কিভাবে তাহাকে দেখিব? অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত 'আমি নূর দেখিয়াছি' হাদীসটি ইমাম মুসলিম রেওয়ায়েত করিয়াছেন। قوله ثُمَّ دَنَى فَتَدَلّٰى অর্থাৎ অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হইলেন, এবং অবতীর্ণ হইলেন এখানে হযরত জিবরীল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম এর রেওয়ায়েত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা হইতেও বর্ণিত যে, উক্ত আয়াতে হযরত জিবরীল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। আল্লাহকে নহে। এবং আয়াতের এই ব্যাখ্যা প্রদানে সাহাবায়ে কিরামের কেহই তাহাদের বিরোধিতা করেন নাই।

ইমাম আহমদ....আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট একটি বোরাক আনা হইল। বোরাক গাধা হইতে কিছু বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা কিছু ছোট সাদা এক প্রকার প্রাণী, যাহা এক লম্ফে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর আমি উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলাম এমন কি বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর আমি

সোয়ারিকে সেই হলকার সহিত বাধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম বাঁধিতেন। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাআত সালাত আদায় করিলাম। মসজিদ হইতে বাহির হইবার পর হযরত জিবরীল (আ) মদ ও দুধের দুইটি পেয়ালা আনিয়া আমার নিকট রাখিলেন কিন্তু আমি দুধের পেয়ালাই পছন্দ করিলাম। তখন জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনি ফিৎরাতকে অবলম্বন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল (আ) দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হইল; হঠাৎ আমাদের সাক্ষাৎ হযরত আদম (আ) এর সহিত ঘটিল। তিনি আমাদের স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দোয়া করিলেন।

অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। হযরত জিবরীল (আ) দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহম্মদ (সা)। জ়িজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। হঠাৎ আমাদের সহিত হযরত ইউসুফ (আ) এর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দু'আ করিলেন। অতঃপর চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়া وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থাৎ আমি তাহাকে উচ্চস্থানে উত্তোলন করিয়াছি। পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) এর সহিত এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত মুলাকাত হইল। তিনি তখন বাইতুল মা'মূর এর গায়ে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন। কিন্তু সেই সকল ফিরিশ্‌তার সংখ্যা এত বেশী যে, যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর তাহাদের প্রবেশ করিবার সুযোগ হইবে না।

অতঃপর আমি সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছিলাম যাহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। এবং যাহার ফলও মটকার ন্যায় প্রকান্ড। সিদরাতুল মুন্তাহাকে আল্লাহর নির্দেশে ঢাকিয়া

রাখিয়াছেন। উহা এতই সৌন্দর্যপূর্ণ যে উহার সৌন্দর্যের কথা কেহই বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী অবতীর্ণ করিলেন যাহা তিনি অবতীর্ণ করিতে চাহিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিলেন। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতি রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আপনি আপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। এবং আপনার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। আপনার উম্মত দুর্বল, তাহারা ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি, পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম, হে আমার রব? আপনি আমার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। তখন তিনি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর আমি নামিয়া আসিলাম এবং হযরত মূসা (আ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন। আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর একবার আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আসিতে লাগিলাম এবং বারবার আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত করিয়া হ্রাস করা হইতে লাগিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই সিদ্ধান্ত। তবে প্রত্যেক সালাতের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব লাভ হইবে। এই ভাবে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব লাভ হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিল অথচ সে, কাজটি করিতে পারিল না তবে সে একটি নেকী লাভ করিবে। আর কাজটি করিয়া থাকিলে দশনেকী লাভ করিবে। আর যদি কেহ কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে অথচ সে উহা করিল না তবে কোন গুনাহ লেখা হইবে না। আর করিয়া থাকিলে একটি গুনাহ হইবে। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মূসা (আ) এর নিকট বিস্তারিত বলিলাম। তখনো তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং স্বীয় উম্মতের জন্য হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। কারণ, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন لَقَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ حَتّٰى

اِسْتَحْيَيْتُ আমি আমার প্রভুর দরবারে কয়েকবারই প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এখন আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিন শায়বান ইবনে ফররুখ হইতে তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শরীফ এর সূত্র অপেক্ষা এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম বায়হাকী বলেন, অত্র হাদীস এই কথাই প্রমাণ করে যে, যেই রাত্রে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করাইয়াছিলেন সেই রাত্রেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ইহাই নিশ্চিত সত্য। ইমাম আহমদ (রা).... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই রাত্রে মিরাজ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই রাত্রে একটি বোরাক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনা হইল। বোরাকটিতে জীন লাগান ছিল এবং লাগামও লাগান ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উহার উপরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন উহা অবাধ্য হইয়া পড়িল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, তুমি এরূপ করিতেছ কেন? আল্লাহর কসম তোমার উপর এমন সম্মানিত আরোহী আর কখনো আরোহণ করে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর বোরাকটি ঘর্মাক্ত হইয়া গেল। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ইসহাক ইব্‌ন মনসূর হইতে তিনি আব্দুর রায্‌যাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না।

ইমাম আহমদ অন্য সূত্রে.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে মি'রাজ করাইলেন তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহাদের নখসমূহ তামার তৈয়ারী এবং উহা দ্বারা তাহারা স্বীয় মুখমন্ডল ও বুকসমূহকে যখম করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে জিবরীল! ইহারা কাহারা?" তিনি বলিলেন, ইহারা হইল, সেই সকল লোক, যাহারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করিত অর্থাৎ মানুষের অনুপস্থিতিতে তাহাদের নিন্দাবাদ করিত এবং তাহাদের মানসম্ভ্রম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি সাফওয়ান ইবনে আমর হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য এক সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সেই সূত্রে হযরত আনাস (রা)-এর উল্লেখ নাই। ইমাম আবূ দউদ বলেন, অকী.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। তিনি তখন তাঁহার কবরে দন্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। ইমাম মুসলিম হাম্মাদ ইবনে সালামাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ। হাফিয আবূ ইয়ালা মূসেলী তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, ওহব

ইবনে বাকিয়্যাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহার কবরে সালাত পড়িতেছিলেন। আবূ ইয়ালা বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আর'আরাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাঁহার মি'রাজের রাত্রে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাহার কবরে সালাত পড়িতেছিলেন। "হযরত আনাস (রা) বলেন, ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বোরাকের উপর সোয়ার করান হইয়াছিল অতঃপর সোয়ারীটি বাধিয়া রাখা হইয়াছিল।"

হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু বর্ণনা দিন। অতঃপর তিনি উহার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলেন, উহা এমন, এবং এমন। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আপনি আল্লাহর রাসূল। হযরত আবূ বকর (রা) পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন। হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর বায্যার তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, সালামাহ ইবনে শরীক.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমন সময় আমার নিকট হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং দুই কাঁধের মাঝে হাত রাখিলেন। অতঃপর আমি একটি গাছে বসিয়া পড়িলাম যাহাতে পাখীর দুইটি বাসার ন্যায় কিছু ছিল। উহার একটিতে আমি বসিলাম অপরটিতে তিনি বসিলেন। অতঃপর গাছটি উঁচা হইতে লাগিল। আমি তখন আসমান স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে স্পর্শ করিতে পারিতাম আর আমি চতুর্দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। হযরত জিবরীল (আ)-এর প্রতি আমি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম তিনি অত্যন্ত নম্রতাসহকারে বসিয়া আছেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আল্লাহর মারিফাত লাভে তিনি আমার তুলনায় উত্তম। এমন সময় আসমানের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমি একটি আযীমুশ্শান নূর দেখিতে পাইলাম। পর্দার আড়ালে ইয়াকূত ও মুক্তার রফ রফ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন আমার প্রতি যাহা ইচ্ছা অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিলেন। রাবী বলেন, হযরত আনাস ব্যতিত আর কেহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। আর ইহাও জানি না যে আবূ ইমরান জওনী হইতে হারিস ইবনে উবাইদ ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিনা? এবং তিনি বসরার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হাফিয

বায়হাকী তাহার 'দালায়েল' গ্রন্থে আবূ বকর কাজী.... সায়ীদ ইবনে মনসূর হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসের শেষে لَأَطَ শব্দের স্থলে وَلَطَ دُونِّي বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বলেন, হারেস ইবনে উবাইদও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবূ ইমরান জওনী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে উমাইর ইবনে উতারিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের একটি জামা'আতের সহিত বসিয়াছিলেন এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং তাহার পিঠে আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সহিত একটি গাছের দিকে চলিলেন। গাছটিতে পাখির দুইটি বাসা ছিল। অতঃপর তিনি একটিতে বসিলেন এবং অপরটিতে হযরত জিবরীল (আ) বসিলেন। গাছটি আমাদেরকে নিয়ে এত উঁচু হইল যে, আসমানের এক প্রান্তে পৌঁছিয়া গেল, তখন আমি ইচ্ছা করিলে আসমানকে স্পর্শ করিতে পারিতাম। আমাদের দিকে যখন নূর অবতীর্ণ হইল তখন হযরত জিবরীল বেহুশ হইয়া পড়িলেন। তখন আমি তাঁহার আল্লাহর ভীতিকে আমার ভীতির তুলনায় অধিক বুঝিতে পারিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, নবী এবং বাদশাহ হইতে ইচ্ছা করেন না নবী এবং বান্দা হইতে ইচ্ছা করেন? আর বেহেশতের অধিকারী। তখন হযরত জিবরীল (আ) আমার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, আপনি তাওয়াযূ ও নম্রতাবলম্বন করুন। তখন আমি বলিলাম হে আমার প্রতিপালক? আমি বাদশা হইতে ইচ্ছা করি না বরং নবী ও বান্দা হইতে ইচ্ছা করি। আর বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাই। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, যদি এই রেওয়ায়েত সত্য হয় তবে ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বর্ণনা লাইলাতুল ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা হইতে ভিন্ন কোন ঘটনা। কারণ, এই রেওয়ায়েতে না বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছবার উল্লেখ আছে আর না আসমানে আরোহণ করিবার উল্লেখ আছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। ইমাম বায্‌যার বলেন, আমর ইবনে ঈসা.... হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার রবের দর্শন লাভ করিয়াছেন। তবে হাদীসটি গরীব। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস....হযরত আনাস ইবনে মালেক (আ) হইতে বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) বোরাক লইয়া আগমন করিলেন তখন বোরাকটি তাহার লেজ নাড়া দিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, থাম নড়াচড়া করিও না, আল্লাহর কসম, তোমার উপর তাঁহার ন্যায় আযীমুশ্‌শান আরোহী কখনো আরোহণ করে নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ পথের এক পার্শে একজন

বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন তিনি বলিলেন مَاهٰذِهٖ يَاجِبْرَائِلُ হে জিবরীল এই বৃদ্ধা কে? তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি চলিতে থাকুন। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা; তিনি চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন পথের একপার্শ্বে কোন বস্তু তাহাকে ডাকিতেছে। তখন হযরত জিবরীল, বলিলেন, আপনি আপনার সফর জারী রাখুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা তিনি চলিতে লাগিলেন। অতঃপর আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টজীব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااول হে প্রথম! আপনার প্রতি সালাম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااٰخِرُ হে শেষ! আপনার প্রতি সালাম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَاشِرُ হে সমবেতকারী! আপনার প্রতি সালাম। তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন ইহার জবাব দান করুন। তিনি জবাব দিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল তখনো তাহারা অনুরূপ সালাম করিল। তৃতীয়বারও তাহারা অনুরূপ বলিল, এইভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন। তথায় তাহার সম্মুখে মদ, পানি ও দুধ পেশ করা হইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) দুধ গ্রহণ করিলেন। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাতকে লাভ করিয়াছেন (সঠিক পথাবলম্বন করিয়াছেন)। যদি আপনি পানি পান করিতেন তবে আপনার উম্মত ডুবিয়া মরিত। আর যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উম্মত ভ্রান্ত হইয়া পড়িত আর আপনিও ভ্রান্ত হইতেন। অতঃপর হযরত আদম (আ) হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া কিরামকে তথায় প্রেরণ করা হইল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে তাহাদের সকলের ইমামত করিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, পথে যে বৃদ্ধা নারীকে দেখিতে পাইয়াছেন, উহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, এই পৃথিবীর বয়স এখন ততটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে যতটুকু বয়স এই বৃদ্ধা মেয়েলোকটির অবশিষ্ট আছে। আর পথের পার্শ্বে যাহাকে আপনি আপনাকে আহ্বান করিতে দেখিয়াছেন সে হইল আল্লাহর দুশমন ইবলীস। আপনাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর পথে যাহাদিগকে আপনি সালাম করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা হইলেন, হযরত ইবরাহীম হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)। হাফিয বায়হাকী ইবনে ওয়াহব এর সূত্রে হাদীসটি দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তার কোন কোন শব্দে গরাবত্ আছে।

(দ্বিতীয় সূত্র) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। অবশ্য রেওয়ায়েতটির মধ্যেও অনেক غَرَابَتْ রহিয়াছে। সুনানে নাসায়ী এর মধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, 'আমর ইবনে হিশাম.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট একটি

সোয়ারী আনা হইল যাহা গাধা হইতে বড় এবং ঘোড়া হইতে ছোট। তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে এক এক পা রাখে। আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম। হযরত জিবরীল (আ) আমার সাথেই ছিলেন, আমি চলিতে লাগিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন এবং সালাত আদায় করুন। আমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন, জানেন কি? আপনি 'তয়বা' নামক সালাত পড়িয়াছেন এবং এখানেই আপনি হিজরত করিবেন। পথ চলিতে চলিতে আবার এক সময় তিনি বলিলেন, আপনি সালাত পড়ুন। আমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি বলিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িয়াছেন, জানেন কি? আপনি 'তুরে সাইনা' নামক স্থানে সালাত নামায পড়িয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার এক সময় আমাকে তিনি বলিলেন আপনি নামিয়া সালাত পড়ুন, আমি অবতীর্ণ হইয়া সালাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িয়াছেন জানেন কি? আপনি 'বায়তুল্লাহমে' সালাত পড়িয়াছেন। হযরত ঈসা (আ) এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিলাম। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে সেই খানে একত্রিত করা হইল এবং জিবরীল (আ) আমাকে ইমামতী করিবার জন্য সম্মুখে দাঁড় করিয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন, সেখানে হযরত আদম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া তিনি দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন সেখানে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে তৃতীয় আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে চতুর্থ আসমানে লইয়া গেলেন, তথায় হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন, তথায় হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে ষষ্ঠ আসমানে লইয়া গেলেন তথায় হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলেন তথায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া সাত আসমানের উপর সিদরাতুল মুন্তাহায় উপনিত হইলেন। কিছু কুদরতী মেঘমালা আমাকে ঘিরিয়া বসিল যাহার ফলে আমি সিজদায় পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল, যেইদিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিন থেকেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত যেন উহা

সঠিকভাবে পালন করে। অতঃপর আমি সেই নির্দেশ লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমাকে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতে হুকুম করা হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রতিপালক আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন। আমি বলিলাম পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত। তিনি বলিলেন না আপনি উহা পালন করিতে সক্ষম হইবেন আর না আপনার উম্মত উহা পালন করিতে পারিবে। অতএব আপনি আপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম এবং হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করিলে তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত কম করিয়া সহজ করিয়া দিলেন। অতঃপর পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি পুনরায় আমাকে আল্লাহর দরবারে প্রত্যাগমনের জন্য পরামর্শ দিলেন। আমি আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং এবারও দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। এইরূপ হ্রাস করিতে করিতে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত রহিয়া গেল। হযরত মূসা (আ) আমাকে তখনো আবার আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য বলিলেন, তিনি ইহাও বলিলেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি মাত্র দুই ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর আমি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যেই দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনি ও আপনার উম্মতের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি তবে এই পাঁচ ওয়াক্তের সালাত সওয়াবের দিক হইতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত যেন ইহা সঠিকভাবে পালন করে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ইহা আল্লাহর শেষ নির্দেশ। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি এবারো আল্লাহর দরবারে হুকুম সহজ করিবার অনুরোধ করিবার কথা বলিলে আমি এইবার আর তাহার পরামর্শ পালন করিতে পারিলাম না যেহেতু আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ইহাই আল্লাহর শেষ নির্দেশ।

(তৃতীয় সূত্র) ইবনে আবূ হাতিম.... আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইল হযরত জিবরীল (আ) গাধা হইতে বড় এবং খচ্চর হইতে ছোট এক প্রকার সোয়ার লইয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত জিবরীল উহার উপর আরোহণ করিয়াছিলেন যতদূর তাহার দৃষ্টি পড়িত সেইখানেই তাহার পা পড়িত। যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিলেন এবং বাবে মুহাম্মদ (মুহাম্মদ ফাটক) এর নিকট উপস্থিত

হইলেন। তথাকার একটি পাথরের সহিত আঙ্গুল লাগাইলে উহাতে ছিদ্র হইয়া গেল। তিনি উহার সহিত বোরাকটি বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আরোহণ করিলেন যখন তাহারা উভয়ই মসজিদের মাঝে পৌঁছিলেন তখন হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি কি আপনার প্রভুর নিকট আপনাকে রূপসী সুন্দরী নূর দেখাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, তবে ঐ যে স্ত্রীলোকগণ বসিয়া আছে তাহাদের নিকট গিয়া আপনি সালাম করুন। তাহারা 'সখরাহ' এর বামদিকে বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলাম তাহারা আমার সালামের জবাব দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কাহারা? তাহারা বলিলেন! উত্তম চরিত্রের এবং উত্তম সূরত ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী। আর আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দাদের স্ত্রী, যাহারা পাপাচার ও গুনাহ হইতে নিজ সত্তাকে পূত-পবিত্র রাখিয়াছে। তাহারা সদা আমাদের নিকট অবস্থান করিবে কখনো পৃথক হইবে না তাহারা চিরজীবি হইবে কোন দিন মৃত্যুবরণ করিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আমি তথায় অতি অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলাম অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি সেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। মুয়াযযিন আযান দিলে সালাত কায়েম করা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমরা সালাতের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া অপেক্ষায় ছিলাম যে, কে ইমামতী করেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আগে বাড়াইয়া দিলেন অতঃপর আমি ইমামতী করিলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি জানেন কি, আপনার পিছনে কাহারা সালাত পড়িয়াছে। আমি বলিলাম না, তিনি বলিলেন, আপনার পিছনে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম সালাত পড়িয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আমরা যখন দরজার নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি দরজায় আঘাত মারিলেন। আসমানের ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং স্বাগত জানাইল। প্রথম আসমানে আরোহণ করিলে সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন হযরত জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা আদম (আ)-কে কি সালাম করিবেন না? তিনি বলিলেন অবশ্যই। অতঃপর আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে আমি সালাম করিলে তিনি উহার জবাব দান করিলেন। এবং বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও নবীকে ধন্যবাদ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, তিনি দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলেন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল, তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল। এবং মারহাবা বলিয়া তাহারা স্বাগত জানাইল। তখন সেই আসমানে হযরত ঈসা ও তাহার খালাত ভাই হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল দরজা খুলিবার জন্য দরজায় আঘাত করিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন আর মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। এই আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং আসমানের দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে তিনি বলিলেন, জিবরীল তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং ইহাও বলিল আপনাকেও আপনার সংগীকে আমরা খোশ আমদেদ জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, আসমানের নিকট গিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনার সাথে কে, তিনি বলিলেন, মুহম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনাকেও আপনার সাথীকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা বলিল আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল! তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল আপনাকে আপনার সাথীকে স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত মূসা

(আ)-এর সহিত আমার সাক্ষ্য ঘটিল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল, আপনাকে ও আপনার সাথীকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এই আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ) কে সালাম করিবেন না। আমি বলিলাম অবশ্যই। অতঃপর আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং ইহাও বলিলেন, হে আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবী! তোমাকে আমি খোশ আমদেদ জানাইতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি আমাকে একটি নহরের নিকট লইয়া গেলেন যাহার উপর মুক্তা ইয়াকুত ও যবরজদ পাথরে সজ্জিত তাঁবু রহিয়াছে এবং উহার উপর একটি সবুজ রংগের অতি মনোরম পাখী রহিয়াছে। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে বলিলাম পাখিটি তো বড় মনোরম পাখী। তিনি বলিলেন এই পাখীর ভক্ষণকারী আরো উত্তম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন জানেন কি এইটি কোন নহর? আমি বলিলাম না, তিনি বলিলেন, এইটি হইল 'নহর কাওসার' যাহা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র রহিয়াছে যাহা যবরজাদ ও ইয়াকূত দ্বারা সজ্জিত। উহার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা। অতঃপর আমি উহার একটি পাত্র লইয়া উক্ত নহর হইতে পানি ভরিয়া পান করিলাম। উহার পানি মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ। হযরত জিবরীল (আ) আমাকে একটি গাছের নিকট লইয়া গেলেন। নানা রংগের মেঘমালা আমাকে বেষ্টন করিল। তখন জিবরীল (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যেই দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি। অতএব আপনিও আপনার উম্মত যেন তাহা পালন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর মেঘমালা পরিষ্কার হইয়া গেল এবং হযরত জিবরীল আমার হাত ধরিলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না।

অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আসিলাম এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন। তিনি বলিলেন আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা কখনো সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া এই হুকুমকে সহজ করিয়া দেওয়ার দরখাস্ত করুন। অতঃপর তাড়াতাড়ি সেই গাছের নিকট পৌঁছলাম। তখন আবার আমাকে সে মেঘমালা আচ্ছান্ন করিয়া ফেলিল। হযরত জিবরীল (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইলাম। আর আল্লাহর দরবারে আমি এই প্রার্থনা করিলাম হে আমার প্রভূ! আপনি আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন কিন্তু আমার ও আমার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি সহজ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন আচ্ছা তবে দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর মেঘমালা পরিষ্কার হইয়া গেল এবং জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম আমার প্রভু দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, চল্লিশ ওয়াক্তের নামায আপনি ও আপনার উম্মত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিয়া আসুন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) একাধিকবার আল্লাহর দরবারে গেলেন এবং সালাত হ্রাস করাইতে করাইতে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের সমান হইবে। কিন্তু হযরত মূসা (আ) তাহার পরও আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার জন্য পরামর্শ দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন। আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) নীচে নামিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সেই আসমানেই পদার্পণ করিয়াছি যেই আসমানের ফিরিশতাগণ আমাকে স্বাগত জানাইয়াছেন আমাকে সালাম করিয়াছেন তাহারা আমার সহিত হাসিমুখে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একজন ফিরিশ্তা যিনি আমাকে সালাম দিয়াছেন ও স্বাগত জানাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাকে আমি হাসিতে দেখি নাই। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন এই ফিরিশ্তা হইলেন জাহান্নামের দারোগা, যিনি তাহার সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত কখনো হাসেন নাই। যদি তিনি হাসিতেন তবে আজই তাহার হাসিবার একটি সময় ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যাবর্তনের জন্য সোয়াবীর উপর আরোহণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখিলাম যাহারা খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উহার মধ্যে একটি উট এমন ছিল যাহার উপর দুইটি বোঝা ছিল যাহার একটি সাদা ও একটি কাল ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন উটটি চমকে উঠিল, ঘুরিয়া পড়িল এবং মুচড়ে গিয়ে পড়িয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) চলিতে চলিতে স্বীয় স্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মি'রাজের ঘটনা মানুষের নিকট আলোচনা করিলেন। কুরাইশরা যখন এই ঘটনা শুনিতে পাইল তখন তাহারা সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গমন করিল। তাহারাও হযরত আবূ বকর (র) কে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে আবূ বকর! তোমার সাথী কি বলে শুনিয়াছ কি? তিনি তো বলেন, আজ এক রাত্রেই এক মাসের দূরত্বের পথ ভ্রমণ করিয়া একই রাত্রে আবার ফিরিয়াও আসিয়াছেন। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন তবে সত্যই বলিয়াছেন। আমরা তো ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অসম্ভব বিষয়ে তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। আমরা তাঁহাকে আসমানের সংবাদ প্রদানেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। অতঃপর মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তোমার সত্যবাদীতার কোন আলামত বলতো দেখি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি তাহারা তখন অমুক অমুক স্থানে দিল। তাহাদের একটি উঠ আমাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল ও ঘুরিয়া পড়িয়াছিল এবং উহার পা খোড়া হইয়া গিয়াছিল উহার উপর দুইটি সাদা কাল বোঝা ছিল। উক্ত কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তন করিল তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও ঠিক তেমনি সংবাদ দিল যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। মি'রাজের এই সংবাদকে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বিশ্বাস করার কারণে হযরত আবূ বকর (রা) কে সিদ্দীক বলা হইয়া থাকে। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই প্রশ্নও করিয়াছিল যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এর সহিত কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তবে তাহাদের শারীরিক আকৃতির কিছু বর্ণনা দান কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মূসা (আ) তো গন্ধমী বর্ণের ছিলেন এবং দেখিতে তাহাকে আয়দে উম্মানের লোক বলিয়া মনে হয় এবং হযরত ঈসা (আ) মধ্যম গঠনের লোক এবং তাহার বর্ণ কিছু লালসাযুক্ত এবং তাহার চুল হইতে মনে হয় যেন পানির ফোঁটা ঝরিতেছে। এই রেওয়াতটির মধ্যে অনেক বিস্ময়কর বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

মালেক ইবনে সা'সাআহ (র) হইতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর রেওয়ায়াত

ইমাম আহমদ.... কাতাদা সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মালেক ইবনে সা'সাআহ তাহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মি'রাজের ঘটনা প্রসংগে বর্ণনা করেন, আমি একবার হাতীমে শুইয়াছিলাম। রাবী কাতাদাহ অনেক সময় তাহার বর্ণনায় ইহাও বলেন, হাজরে আসওয়াদের নিকট শুইয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া তাহাদের তিন সাথীর মধ্যে মধ্যম সাথীকে বলিতে লাগিল।.....রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে এখান হইতে এখান পর্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিল। কাদাতাহ এর বর্ণনায় রহিয়াছে, "গলা হইতে নাভী পর্যন্ত ফারিয়া ফেলিল"। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার কাল্‌ব বাহির করা হইল অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ স্বর্ণের একটি তশতরী আনা হইল। অতঃপর আমার কলব ধৌত করা হইল এবং পুনরায় শরীরে দাখিল করা হইল। অতঃপর খচ্চর অপেক্ষা ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় একটি সাদা সোয়ারী আমার নিকট আনা হইল। রাবী বলেন, তখন রাবী জারূদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ হামযা! ইহাই কি বোরাক? তিনি বলিলেন, হাঁ ইহা এতই দ্রুতগামী যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে তাহার পা গিয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করা হইল এবং হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া চলিতে চলিতে আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন, তিনি আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলে, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? বলিলেন জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাদর সম্ভাষণ করা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন আপনার আদী পিতা হযরত আদম (আ) আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম, তিনিও আমার সালামের জবাব দিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। অতঃপর তিনি ঊর্ধ্বগমন করিতে করিতে দ্বিতীয় আসমানের নিকট পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল দরজা খুলিবার অনুরোধকারীকে তিনি বলিলেন জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা), জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাগত জানান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাদের দরজা খোলা হইলে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন হযরত জিবরীল বলিলেন, এই যে হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া তাহাদিগকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি সালাম করিলাম এবং তাহারাও সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা সৎ ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন অতঃপর তৃতীয় আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানান হইল। এবং আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, ইউসুফ (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালেহ ভাই ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং নিকটে পৌঁছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে ? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে ? হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহাকে স্বাগত জানাইয়া দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। জিবরীল (আ) বলেন, ইনি হইলেন হযরত ইদরীস (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি নেক ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সংগে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন তাহাকে স্বাগত জানান হইল, অতঃপর আমাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, হযরত হারূন (আ) আপনি সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম

করিলে তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি এই বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন, আমার নেক ভাই ও সালেহ নবীকে জানাই স্বাগত। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) ষষ্ঠ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগন্তুক কে ? তিনি বলিলেন, জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সংগে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন খোশ আহমেদ জানান হইল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল বলিলেন, ইনি হইলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং নেক ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছি তখন তিনি কাঁদিতে শুরু করিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল কি কারণে আপনি কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন আমার কাঁদিবার কারণ হইল, এক যুবককে আমার পরে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে অথচ, আমার উম্মত অপেক্ষা তাহার উম্মত অধিক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উহার নিকট পৌঁছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? বলিলেন আমি জিবরীল, জিজ্ঞাসা হইল আপনার সাথে কে? বলা হইল, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? বলিলেন হাঁ তখন মারহাবা বলিয়া খোশ আমদেদ জানান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন ইনি হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে সিদরাতুলমুন্তাহা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। সেইখানে চারটি নহর দেখা গেল দুইটি যাহের ও দুইটি বাতেন। আমি জিজ্ঞসা করিলাম ইহা কি? তিনি বলিলেন, বাতেনী দুইটি হইল, বেহেশতের দুইটি নহর আর যাহেরী দুইটি হইল নীল ও ফুরাত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার সম্মুখে বাইতুল মা'মূর পেশ করা হইল। কাতাদাহ বলেন, হাসান বসরী (র) আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি নবী করীম (সা) হইতে

বর্ণনা করেন যে তিনি বাইতুল মা'মূর' দেখিয়াছেন, প্রতিদিন সেখানে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা দাখেল হয় কিন্তু পুনরায় তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমার নিকট মদের একটি পাত্র দুধের একটি পাত্র এবং মধুর একটি পাত্র আনা হইল। রাসূলুল্লাহ বলেন, আমি দুধের পাত্র বাছাই করিয়া লইলাম। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহাই ফিৎরাত যাহার উপর আপনি ও আপনার উম্মত প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি বলেন, তাহার পর আমার উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করা হইল অতঃপর আমি নীচে নামিলাম এবং হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম পঞ্চাশ সালাত পড়িবার। তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনার পূর্বে আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজ হুকুমের প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? আমি বলিলাম চল্লিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন চল্লিশ ওয়াক্তের সালাতও আপনার উম্মত আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লইয়া আসুন। পুনরায় আল্লাহর দরবারে গেলে তিনি আবার দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন আমি বলিলাম ত্রিশ ওয়াক্তের সালাত। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মত ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত পালন করিতেও সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব, আপনি পুনরায় আপনার উম্মতের জন্য সহজ হুকুম প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আরো দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন। আম বলিলাম বিশ ওয়াক্ত সালাত লইয়া আসিয়াছি। তখনো তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি সহজ হুকুমের জন্য পুনরায় আল্লাহর

দরবারে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর দরবারে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আরো দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি লইয়া আসিয়াছেন? বলিলাম প্রতি দিনে দশ সালাত তখনো তিনি বলিলেন প্রতি দিন দশ সালাত আপনার উম্মত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আমি এবার আল্লাহর দরবারে গিয়া মাত্র পাঁচ সালাত লইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া বলিলে তিনি আবারো বলিলেন, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আমার রবের নিকট বহু প্রার্থনা করিয়াছি। এখন তো আমার লজ্জা অনুভব হইতেছে। আল্লাহর পক্ষ হইতে সর্বশেষ নির্দেশে আমি সন্তুষ্ট ও উহার অনুগত। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিল আমার ফরয আমি চালু করিয়াছি এবং বান্দাদের প্রতি সহজ করিয়া দিয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে কাতাদাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ যর (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর.... হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত যে হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি যখন পবিত্র মক্কায় ছিলাম তখন আমার ঘরের ছাদ ফাঁড়িয়া হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন, এবং আমার বুক চিরিলেন অতঃপর আমার কলব যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনিলেন। উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিলেন অতঃপর উহা সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। যখন আমরা প্রথম আসমানের নিকট পৌঁছিলাম তখন হযরত জিবরীল আসমানের প্রহরীকে উহার দরজা খুলিতে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কেউ আছে কি? তিনি বলিলেন হাঁ, মুহাম্মদ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। যখন আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল তখন আমরা প্রথম আসমানের ওপর আরোহণ করিলাম এবং তথায় এক ব্যক্তিকে বসা দেখিতে পাইলাম যাহার ডান দিকে বাম দিকে মানুষ্য রূপের দল রহিয়াছে। তখন তিনি ডান দিকে

দৃষ্টিপাত করেন, হাসিতে থাকেন। তিনি আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত আদম (আ) তাহার ডান দিকে ও বাম দিকে যে দল দেখিতে পাইলেন উহা হইল তাহার সন্তানের রূহসমূহ। তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহার ডান দিকে অবস্থিত তাহারা বেহেশতবাসী আর যাহারা তাহার বামে রহিয়াছে তাহারা দোযখবাসী। হযরত আদম (আ) যখন তাহার ডান দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন খুশীতে হাসিতে থাকেন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি দুঃখে কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। আসমানের নিকট আসিয়া আসমানের প্রহরীকে দরজা খুলিতে বলিলে প্রথম আসমানের প্রহরী যেমন প্রশ্নোত্তর করিবার পর খুলিয়াছিলেন তিনিও খুলিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন আসমানে তিনি হযরত আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে বলেন নাই। তবে ইহা উল্লেখ করেছেন যে হযরত আদম (আ) প্রথম আসমানে ছিলেন, হযরত ইবরাহীম ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ইদরীস (আ)। অতঃপর হযরত জিবরীল হযরত মূসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন, সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ)। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট অতিক্রম করিলে তিনিও বলিলেন সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ঈসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করিলে তিনি বলিলেন مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ সালেহ নবী ও সালেহ সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম। ইমাম যুহরী বলেন, ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আল আনসারী উভয়ই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং অবশেষে একটি সমতল স্থানে

উপস্থিত হইয়া সেখানে কলমের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করিলেন। আল্লাহর উক্ত নির্দেশ লইয়া আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম আল্লাহ তা'আলা অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন। আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি উহার অর্ধেক হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলে তিনি এবারও বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করুন। আপনার উম্মাত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবেন না। অতঃপর আমি আবারো আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া হ্রাস করিবার দরখাস্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয থাকিল তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর পুনরায় আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম তখনো তিনি আল্লাহর দরবারে সালাত হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বলিলাম, আমার প্রভুর নিকট পুনরায় যাইতে আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া সিদরাতুল মুন্তাহা উপস্থিত হইলেন যাহা নানা প্রকার রংগে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা যে কি তাহা আমার জানা নাই। অতঃপর আমাকে বেহেশতে দাখিল করা হইল সেখানে আমি মুক্তার রশি দেখিতে পাইলাম এবং ইহাও দেখিলাম যে উহার মাটি হইল কস্তরী সমতুল্য বস্তু। উপরোক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফের সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এবং একই সূত্রে হযরত আনাস হইতে বুখারী বনী ইসরাঈল-এর আলোচনায়, হজ্জ অধ্যায়ে, এবং আম্বিয়াযে কিরাম সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হারমালাহ ও ইবনে ওহব এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মুসলিম শরীফে ঈমান অধ্যায়ে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফান.... আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা) কে বলিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতে

পাইতাম তবে অবশ্যই তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম, তিনি বলিলেন কি প্রশ্ন করিতেন, আমি বলিলাম আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তখন হযরত আবূ যর বলিলেন, এই প্রশ্নটিই আমি তাঁহাকে করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার নূর দেখিয়াছি। তাঁহার আসল সত্তাকে কি করিয়া দেখিব? ইমাম আহমদের রেওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মুসলিম তাঁহার সহীহ গ্রন্থে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ.... হযরত আবূ যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন তিনি তো নূর , তাহাকে আমি কি করিয়া দেখিব? মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ যরকে (রা) বলিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিতাম, তবে অবশ্যই তাহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম। তিনি বলিলেন, কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? হযরত আবূ যর বলিলেন, আমি এই প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন আমি নূর দেখিয়াছি।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুছাইয়ারী....হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার ঘরের ছাদ ছিদ্র করা হইল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন এবং বুক চিরিয়া ফেলিলেন এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনা হইল এবং উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিয়ে পুনরায় বুক সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। যখন তিনি প্রথম আসমান আগমন করিলেন, তখন এক ব্যক্তি বসা ছিল যাহার ডানে মানুষ্যরূপে একটি দল ছিল এবং বামেও একটি বড় দল ছিল। যখন তিনি তাঁহার ডান দিকে তাকাইলেন তখন মৃদু হাসিতেন আর বাম দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া পড়িতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিয়া সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বলিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ) আর তাহার ডানে ও বামে যে দল দেখিতে পাইলেন তাহারা হইল তাহার সন্তানগণের রূহ ও আত্মা। যাহারা তাঁহার ডান দিকে অবস্থানরত

রহিয়াছে তাহারা বেহেশতবাসী আর যাহারা তাঁহার বাম দিকে রহিয়াছে তাহারা দোযখবাসী। অতএব তিনি যখন ডান দিকে দৃষ্টিপাত করেন হাসিয়া পড়েন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন দুঃখে কাঁদিয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আসমানের খাযেনকে তিনি দরজা খুলিবার জন্য বলিলে তিনি খুলিয়া দিলেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন আসমানে হযরত আদম, ইদরীস, মূসা, ইবরাহীম ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। হযরত আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল প্রথম আসমানে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল ও রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইদরীস (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। তিনিও সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হযরত মূসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম তখন তিনি সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তিনি সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। ইবনে শিহাব বলেন, ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আনসারী বলিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে আরো উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং একটি সমতল ভূমীর উপর আমরা দন্ডায়মান হইয়া কলমের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হাযম ও হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করিয়াছেন অতঃপর উহা লইয়া আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাশ সালাত। অতঃপর তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম

হইবে না। অতএব আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া সালাত হ্রাস করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পনরায় আল্লাহর দরবারে গেলে তিনি বলিলেন, সালাত পাঁচ ওয়াক্ত-ই ফরয থাকিল তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় আসিয়া জানাই যে তিনি আবারও বলিলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। তখন আমি বলিলাম, আমার এখন লজ্জা অনুভব হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর সিদরাতুল মুন্তাহায় লইয়া যাওয়া হইলে, যাহাকে বিভিন্ন রংগের বস্তু বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বস্তুতঃ সেই সব কি? তাহা আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বেহেশতে দাখিল হইলাম। সেইখানে আছে মুক্তার তাঁবু ও উহার মাটি মিসক সমতুল্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তাহার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তাহ এর কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইউনুস যুহরী ও আনাস (রা) এর সূত্রে হযরত আবূ যর (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

বুরায়দাহ ইবনে খছীব আসলামী-এর রেওয়ায়েত

হাফিয আবূ বকর আল বায্যার বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে মুতাওয়াক্কিল ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (রা).... যুবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার মি'রাজের রাতে.....হযরত জিবরীল (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথর এর নিকট আসিলেন......অতঃপর তিনি তাহার আঙ্গুল দ্বারা উহাকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। এবং উহার সহিত বোরাক বাঁধিয়া দিলেন। বায্যার বলেন, যুবাইর ইবনে জুনাদাহ হইতে আবূ নুমায়লাহ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অবশ্য বুরায়দা ব্যতিত আর কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইমাম তিরমিযী তাহার জামে তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ে ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াকূব.... জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন মি'রাজের ঘটনার পর কুরাইশরা যখন আমাকে

মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিল তখন হাজরে আসওয়াদের উপর আমি দন্ডায়মান হইলাম এবং আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিলেন। এবং উহার প্রতি দেখিয়া দেখিয়াই তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইমাম যুহরী হইতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বায়হাকী বলেন, আহমদ ইবনে হাসান আল কাযী.... সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তিনি সেখানে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার নিকট মদ ও দুধের দুইটি পেয়ালা আনা হইলে তিনি উভয় পেয়ালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুধের পেয়ালা উঠাইয়া লইলেন। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ঠিক করিয়াছেন। ফিৎরাত অনুসারেই কাজ করিয়াছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করিতেন তবে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং তাহার রাত্রীকালীন ভ্রমণের সংবাদ দান করিলে এতে অনেক এমন লোকও ফিৎনায় পতিত হয় যাহারা তাহার সহিত নামায পড়িয়াছিল। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবূ সালমাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর কুরাইশদের কিছু লোক হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, তোমার সাথী কি বলে শুনিয়াছ কি? তিনি নাকি একই রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, সত্যই কি তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, হাঁ, তিনি বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাকে এই ব্যাপারেও সত্য মনে করেন যে একই রাত্রে তিনি সিরীয়া পর্যন্ত গিয়া পুনরায় মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ আমি তো তাহাকে আরো অধিক অসম্ভব ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করি। আবূ সালমা বলেন, এই কারণেই আবূ বকর (রা) কে সিদ্দীক বলা হইয়া থাকে। আবূ সালামাহ বলেন, আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, মি'রাজের ঘটনার পর যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল, তখন আমি হাজরে আসওয়াদ এর উপর দন্ডায়মান হইলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন অতঃপর উহার দিকে দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলাম।

হযরত হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নুযর....যির ইবনে হুবাইশ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর নিকট আসিলাম তখন তিনি

হযরত মুহম্মদ (সা) এর মি'রাজ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমরা চলিতে লাগিলাম এমন কি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিলাম কিন্তু কেহই ভিতরে প্রবেশ করিল না তিনি বলেন, আমি বলিলাম বরং রাসূলুল্লাহ (সা) ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সালাতও পড়িয়াছেন। যির ইবনে হুবাইশ বলেন, তখন হুযাইফা আমাকে বলিলেন, হে টাকপড়া তোমার নাম কী? তোমার চেহারা আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু তোমার নাম আমার মনে নাই। আমি বলিলাম আমার নাম যির ইবনে হুবাইশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে সালাত পড়িয়াছেন। আমি বলিলাম আমি কুরআন দ্বারাই ইহা বুঝিতে পারি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কথা বলে সে মুক্তি পাইবে। সেই আয়াতটি কি উহা পড়ুন, তখন আমি سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى পড়িলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে টাকপড়া! আয়াতের মধ্যে কি ইহা আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে সালাত পড়িয়াছেন? আমি বলিলাম না। তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সেই রাত্রে তথায় সালাত পড়েন নাই। যদি তিনি সেইরাত্রে তথায় সালাত পড়িতেন তবে তোমাদের প্রতি সেখানে সালাত পড়া ওয়াজিব হইয়া যাইত। যেমন বাইতুল্লাহ শরীফে তোমাদের প্রতি সালাত পড়া ওয়াজিব আল্লাহর কসম তাহারা উভয়েই বোরাকের উপর আরোহণ করিয়া চলিতে থাকেন এমনকি তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহারা বেহেশত ও দোযখ দেখিলেন এবং পরকালে যাহা কিছুর ওয়াদা করা হইয়াছে সব কিছু দেখিতে পাইলেন অতঃপর তাহারা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে পড়িলেন যে আমি তাহার দাঁত দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন লোকেরা এই কথা বলিয়া যাক যে বোরাকটি যাহাতে ভাগিয়া যাইতে না পারে সেইজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বোরাকটিকে তাহার জন্য বাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বোরাক কি বস্তু? তিনি বলিলেন একটি সাদা জন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় সে এক সাথে ততদূর পৌঁছিয়া যায়। আবূ দাউদ তয়ালেসী হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী তাফসীর অধ্যায়ে আসেম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত পড়া ও হালকার সহিত বোরাক বাঁধাকে হযরত হুযায়ফা (রা) অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য রাবীগণ তাহা রাসূলুল্লাহ

(সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহা হযরত হুযাইফা (রা) এর কথা হইতে অধিক গ্রহণযোগ্য।

আবূ সায়ীদ সা'দ ইবনে মালেক ইবনে সিনান খুদরী (রা)-এর রেওয়ায়েত

দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে হাফেয আবূ বকর বায়হাকী বর্ণনা করেন, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ.... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদিগকে আপনার মি'রাজ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً এই আয়াত পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, একবার আমি রাত্রে মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলাম এমন অবস্থায় এক আগন্তুক আগমন করিয়া আমাকে জাগ্রত করিল। আমি তখন কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমি যেন কি এক খেয়ালেই মগ্ন ছিলাম। অতঃপর আমি আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম এবং মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট খচ্চর হইতে কিছু ছোট তাহারই মত দীর্ঘ কান বিশিষ্ট একটি সোয়ারী দেখিতে পাইলাম যাহাকে বোরাক বলা হয়। আমার পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরাম উহার উপর আরোহণ করিতেন। চলিতে সময় তাহার পাও দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়া পড়িত। আমিও উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। যখন আমি উহার উপর ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন জনৈক আহ্বানকারী আমার ডান দিক হইতে ডাকিয়া বলিল, হে মুহম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার উত্তরও করিলাম না আর সেখানে দাঁড়াইলামও না। আমরা পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ আবার বাম দিক হইতেও অনুরূপ ৩ বার ডাকিতেছে কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়াই নাই এবং কোন উত্তর দেই নাই। চলিতে চলিতে আবার একজন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, যাহার সর্বপ্রকার সাজে সজ্জিত ছিল এবং তাহার হাত খোলা ছিল। সে আমাকে বলিল। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার প্রতিও তাকাইলাম না আর বিলম্বও করিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়া গেলাম। অতঃপর আমি আমার সোয়ারীকে সেই হলকার সহিত বাঁধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাহাদের সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিতেন অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট দুইটি পেয়ালা আনিলেন একটিতে ছিল

মদ এবং অপরটিতে দুধ ছিল। আমি দুধের পেয়ালা পান করিলাম এবং মদ পান করিতে অস্বীকার করিলাম। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাত অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে অবশ্যই আপনার উম্মত ভ্রান্ত হইয়া যাইত। তখন আমি আনন্দে আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বলিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার চেহারায় চিন্তার চিহ্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি! তখন আমি বলিলাম, যখন আমি চলিতে ছিলাম তখন আমার ডান দিক হইতে একজন লোক ডাকিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তথায় দাঁড়াই নাই আর তাহাকে কিছু বলার অবকাশও দান করি নাই। তখন তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইয়াহূদী ছিল, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দান করিতেন তবে আপনার উম্মত ইয়াহূদী হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অনুরূপভাবে যখন আমি চলিতেছিলাম তখন আমার বাম দিক হইতেও এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া কিছু বলিতে চাইলে তাহার ডাকেও আমি সাড়া দেই নাই। হযরত জিবরীল তখন বলিলেন, এই ব্যক্তি নাসারা ছিল। যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত নাসারা হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি যখন চলিতেছিলাম তখন একজন অতি সুন্দরী সুসজ্জিতা রমনী যাহার হাত খোলা ছিল আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে মুহম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন; আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তখনো আমি তাহার ডাকে দাঁড়াই নাই। আর ডাকের উত্তরও দান করি নাই। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন। এই স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। মনে রাখিবেন, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন কিংবা তথায় দাঁড়াইতেন তবে আপনার উম্মত পরকালের উপর ইহকালকে প্রাধান্য দান করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল (আ) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রত্যেকেই দুই রাকাত সালাত পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট মি'রাজ (সিঁড়ী) আনা হইল যাহার সাহায্যে সকল বনী আদমের রূহসমূহ উপরে আরোহণ করে সিঁড়ি এতই চমৎকার যে দুনিয়ার কেহ কোন দিন এত চমৎকার বস্তু দেখে নাই। মৃত ব্যক্তি যখন আসমানের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখিতে থাকে তখন সে বিস্ময়ের সাথে এ সমস্তকেই দেখিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল উপরে চড়িতে থাকিলাম এবং ইসমায়ীল নামক একজন ফিরিশ্তার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল তিনি হইলেন প্রথম আসমানের দায়িত্বশীল ও ইহার কর্তৃত্বের অধিকারী। যাহার অধীনে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা রহিয়াছে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধিনে এক লক্ষ ফিরিশ্তা রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ

আপনার প্রতিপালকের সেনা সংখ্যা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর জিবরীল (আ) আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে তিনি বলিলেন, হাঁ, সেখানে আমরা হযরত আদম (আ)-কে তাহার সেই আকৃতিতে দেখিতে পাইলাম যেই আকৃতিতে তাহাকে প্রথম দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাঁহার সম্মুখে তাহার আওলাদের রূহ পেশ করা হয়। মু'মিন ও নেক মানুষের রূহ দেখিয়া তিনি বলেন পবিত্র রূহও পবিত্র আত্মা। উহাকে ইল্লিয়্যীনে লইয়া যাও। অতঃপর যখন তাহার নিকট পাপী তাপীদের রূহও পেশ করা হয় তিনি বলেন, খবীস ও পংকিল রূহ ও অপবিত্র আত্মা উহাকে তোমরা সিজ্জীন নামক স্থানে রাখিয়া আস। কিছুদূর চলিতেই দেখা গেল, যে দস্তরখান বিছান রহিয়াছে এবং উহাতে উত্তম গোস্ত রাখা রহিয়াছে কিন্তু কেহই উহার নিকটবর্তী হইতেছে না। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল অপর একটি দস্তার খান বিছান রহিয়াছে যাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় গোস্ত রাখা আছে। কিছু লোক আছে যাহারা ঐ ভাল গোস্তের তো কাছেই যায় না। কিন্তু সেই দুর্গন্ধময় গোস্ত খাইতেছে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ সকল লোক কাহারা। হযরত জিবরীল (রা) বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা হারাম ভক্ষণ করে এবং হালাল হইতে বিরত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহাদের ঠোট উটের ঠোটের ন্যায় ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখ খুলিয়া উক্ত গোস্ত তাহাদের মুখের মধ্যে পুরিতেছে এবং তাহাদের নিচের দিক হইতে উহা বাহির হইতেছে। এবং আমি তাহাদিগকে আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিয়া আহাজারী করিতে শুনিলাম। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا যারাহা এতীমদের মাল যুলুম পূর্বক ভক্ষণ করে তাহারা মূলত তাহদের পেটে আগুন পরিপূর্ণ করে এবং তাহারা উত্তপ্ত দোযখে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো কিছু দূর চলিলে দেখিতে পাইলাম যে, কিছু স্ত্রী লোক তাহাদের বুকের পিস্তান লটকিয়া আছে এবং তাহার অত্যন্ত বিলাপ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কাহারা? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন তাহারা হইল, আপনার উম্মতের সেই সকল স্ত্রী লোক যাহারা ব্যভিচার করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো

কিছুদূর চলিলে এমন কিছু লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল যাহাদের পেটসমূহ ঘরসমূহ তুল্য। তাহারা যখনই তাহাদের কেহ উঠিতে চায় পড়িয়া যায় আর তাহারা বার বার এই কথাই বলে হে আল্লাহ! আপনি কিয়ামত কায়েম করিবেন না। তাহাদিগকে ফির‘আউনের পশুসমূহ দ্বারা পদদলিত করা হইতেছে এবং আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই সকল লোক কাহারা? হযরত জিবরীল, বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা সুদ খান। যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে اَلَّذِيْنَ يَـاْكُلُوْنَ الرِّبٰـى لَايَقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ যাহারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তাহারা ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া পাগল করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আরো কিছুদূর চলিবার পর এমন কিছু লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল যাহাদের গায়ের গোস্ত কাটিয়া কাটিয়া ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকেই খাইতে দিতেছেন। তাহাদিগকে বলা হইতেছে তোমরা খাও যেমন দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করিতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল (আ) এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ অন্বেষণ করিত এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের দোষ বর্ণনা করিয়া বেড়াইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিতে লাগিলাম এবং সেখানে এমন একজন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল যিনি আল্লাহর সমস্ত মখলূক হইতে অধিক সুন্দর। আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে অন্যান্য সকলের উপর সৌন্দর্যের দিক থেকে এত অধিক মর্যাদা দান করিয়াছেন যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে অন্যান্য সকল নক্ষত্রপুঞ্জের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হইলেন, আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার সহিত তাঁহার কওমের আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনি আমাকে সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম, নিকট গিয়া হযরত জিবরীল আসমানের দরজা খুলিতে বলিলেন, অতঃপর হযরত ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল তাহাদের সহিত তাহাদের কওমের আরো কিছু লোকও ছিল। আমি তাহাদিগকে সালাম করিলাম তাহারাও আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আল্লাহ তাহাকে উচ্চস্থানে মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম

তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমরা পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলাম সেখানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দাড়ীর অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো ছিল তাহার দাড়ী এত লম্বা যে তাহা যেন তাহার নাভীকে স্পর্শ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন হারূন ইবনে ইমরান (রা) যিনি তাঁহার কওমের নিকট অতিপ্রিয়। তাহার সহিত আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। অতঃপর তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমি ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত মূসা (আ) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ তিনি গন্দমী বর্ণের অনেক চুল বিশিষ্ট লোক। যদি তিনি জামা পরিধান করেন তার চুল জামার নিচ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। তিনি বলিতে লাগিলেন, লোকে বলে, "আমি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। অথচ, এই হইতেছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি আপনার ভাই হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ) তাহার সহিতও তাহার কওমের কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমি সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলাম এখানে আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যিনি বাইতুল মা'মূরের সহিত হেলান লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার লোক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল ! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হইলেন আপনার পিতা খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার সহিতও তাঁহার কওমের কিছু লোক ছিল আমি তাহাকে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। আমি আমার উম্মতকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখিলাম একটি অংশ এত সাদা পোশাক পরিহিত ছিল যেমন উহা সাদা কাগজ। আর অপর অংশটি কালো পোশাক পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করিলাম এবং আমার সহিত সেই সকল লোকও প্রবেশ করিল যাহারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। আর যাহারা কালো পোশাক পরিহিত ছিল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বাঁধা প্রদান করা হইল। অতঃপর আমি এবং যাহারা আমার সহিত বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করিয়াছিল সকলেই সালাত পড়িল। এবং সালাত শেষে আমরা সকলেই বাহির হইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বাইতুল মা'মূরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সালাত আদায় করেন। এই সত্তর হাজার ফিরিশ্তা পুনরায় আর কোন দিন সালাত পড়িতে সুযোগ পাইবে না। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। সিদরাতুল মুন্তাহা নামক গাছের পাতা এত বড় যে উহা সারা উম্মাতকে

বেষ্টন করিয়া লয়। সেখানে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত দেখিলাম যাহাকে 'সালসাবীল' বলা হয়। এবং ইহা হইতে দুইটি নহরের উৎপত্তি একটিকে কাওসার বলা হয়। এবং অপরটিকে বলা হয় নহরে রহমত। নহরে রহমতে আমি গোসল করিলে আমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমাকে বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইল তখন এক সুন্দরী রমনী আমাকে অভ্যর্থনা করিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কাহার জন্য নির্দিষ্ট? সে বলিল, যায়েদ ইবনে হারেসার জন্য। সেখানে আমি কয়েকটি নহরও দেখিলাম যাহার পানিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। দুধের কিছু এমন নহরও দেখিলাম যাহার স্বাদে কোন পরিবর্তন হয় না। কিছু মদের নহরও আছে যাহা পানকারীদের জন্য স্বাদের উপায় এবং কিছু পরিষ্কার মধুর নহরও আছে। উহার আপেলগুলি ডোরের ন্যায় এবং উহার পাখী বুখতী উটের ন্যায় প্রকান্ড। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ইরশাদ করিলেন আল্লাহ তাহার নেক বান্দাগণের জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই কোন কর্ণও শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষের অন্তর কল্পনা করিতেও সক্ষম হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর দোযখ আমার নিকট পেশ করা হইল। আমি দেখিলাম, দোযখে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব বিরাজ করিতেছে। যদি উহার মধ্যে লোহা ও পাথর নিক্ষেপ করা হয় তবে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর দোযখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল এবং আমাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমার ও তাহার মাঝে দুই কামান পরিমাণ দূরত্ব রহিয়া গেল। বরং উহা অপেক্ষাও কম। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন সিদরাতুল মুন্তাহার প্রত্যেকটি পাতায় একজন করিয়া ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইল। এবং বলা হইল, আপনার জন্য প্রত্যেক ভাল কাজের সওয়াব দশগুণ। আপনি যখন কোন ভাল কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিবেন অথচ, কোন কারণে করিতে পারিলেন না তবে আপনি একটি সওয়াব লাভ করিবেন। আর কাজটি সম্পন্ন করিলে দশটি সওয়াব লেখা হবে। আর যদি আপনি কোন অন্যায় কাজের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন অথচ, কোন কারণ বশতঃ উহা করিতে পারিলেন না তবে কোন গুনাহ লেখা হইবে না। আর যদি করিয়া ফেলেন তবে একটি গুনাহ লেখা হইবে। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দান করিয়াছেন? আমি বলিলাম পঞ্চাশ সালাত। তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট আপনি প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাত সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। কারণ আপনার উম্মত

উহা পালন করতে সক্ষম হইবে না। আর উহা পালন করিত না পারিলেই কুফর করিবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আপনি অনুগ্রহপুর্বক সালাতের হুকুমকে সহজ করিয়া দিন। অতঃপর তিনি দশ ওয়াক্ত সালাত কম করিয়া দিলেন এবং চল্লিশ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিল। অতঃপর আমি হযরত মূসা ও আমার প্রতিপালকের মাঝে একাধিকবার গমনাগমন করিতে লাগিলাম। যখনই আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আগমন করিতাম তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় বলিতেন ফলে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় মূসা (আ) এর নিকট ফিরিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন আল্লাহর পক্ষ হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমি বলিতাম দশ সালাত হ্রাস করা হইয়াছে। তখন তিনি আবার বলিতেন আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হুকুমকে সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া দরখাস্ত করিলাম, হে আমার প্রভু! আমার হইতে সালাত হ্রাস করিয়া দিন তাহারা বড়ই দুর্বল উম্মত তখন আরো পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করিলেন। তখন একজন ফিরিশ্তা আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমার ফরয আমি পূর্ণ করিয়াছি এবং আপনার উম্মত হইতে হুকুম হালকা করিয়াছি এবং প্রত্যেক নেক আমলের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব দান করিয়াছি। অতঃপর আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হুকুম হইয়াছে? আমি বলিলাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হুকুম হইয়াছে? তখনো তিনি বলেন, আপনি পুনরায় আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট গিয়া হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। তখন আমি বলিলাম আমি বারবার গিয়াছি পুনরায় যাইতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ভোরে মক্কাবাসীদিগকে বিস্ময়কর সংবাদ দিলেন যে আমি গত রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছি অতঃপর আমাকে আসমানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং নানা প্রকার বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছি। তখন আবূ জেহেল বলিল, মুহাম্মদ (সা) যে কত আজগবী কথা বলিতেছে। তোমাদের কি উহাতে আশ্চার্য বোধ হইতেছে না? সে বলিতেছে সে নাকি একই রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়া পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছে। অথচ, আমাদেরকে কাহার পক্ষে উটকে মারিয়া পিটাইয়া এক মাসে কোন মতে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিতে পারি আবার প্রত্যাবর্তন করিতেও এক মাস লাগিয়া যায়। আর সে নাকি একই রাত্রে দুইমাসের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি তাহাদিগকে কুরাইশদের একটি কাফেলার সাহিত সাক্ষাতের সংবাদ দান করিলাম যে, তাহাদের

সহিত আমার যাওয়ার সময় অমুক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। এবং প্রত্যাবর্তন কালে আকবাহ নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাদিগকে তিনি এই সংবাদও দিলেন যে উক্ত কাফেলায় অমুক অমুক ব্যক্তি রহিয়াছে এবং অমুক অমুক বর্ণের উটের উপর তাহারা আরোহণ করিতেছে আর তাহারা মাল লইয়া আসিতেছে। তখন আবূ জেহেল বলিল, সে তো অনেক জিনিসেরই সংবাদ দান করিল দেখা যাক বাস্তবে কি হয়। এই সময় এক ব্যক্তি বলিল, আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি উহার ঘর সম্পর্কে উহার আকৃতি সম্পর্কে এবং পাহাড় হইতে কত নিকটবর্তী সব কিছুই আমার জানা আছে। অতএব তাহাকে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করিব। যদি মুহাম্মদ সত্যবাদী হয়, তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইব আর মিথ্যাবাদী হইরেও তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তখন সেই মুশরিক হযরত মুহাম্মদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা কিরল, হে মুহাম্মদ! আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি অতএব তুমি বল দেখি বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘরটি কেমন? উহার আকৃতি কেমন? এবং পাহাড় হইতে কতটুকু নিকটবর্তী? রাবী বলেন, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল আবরণ সরাইয়া দেওয়া হইল এবং উহাকে রাসূলুল্লাহর (সা) চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল এবং তিনি উহার সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যেমন আমাদের কেহ তাহার ঘরের যাবতীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তখন তিনি বলিলেন, ঘরটি এইরূপ এইরূপ উহার আকৃতি ও কাঠামো এইরূপ এইরূপ এবং পাহাড় হইতে এতটুকু নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (সা) এর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সেই মুশরিক বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর সে কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, মুহম্মদ (সা) সত্য বলিয়াছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা .... ইবনে জরীর হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া হইতে তিনি আব্দুর রায্যাক হইতে তিনি মা'মার হইতে তিনি আবূ হারূন আব্দী হইতে তিনি আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইবনে জরীর (র) ইবনে ইসহাক....আবূ হারূন সূত্রে হাদীসটি পূর্ব সূত্রের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি অন্যান্য রাবী হইতে উত্তমরূপে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় কোন নাকারত (نَكَارَتْ) নাই। ইমাম বায়হাকী রওহ্ ইবনে কয়েস, হুশাইম ও মা'মার সূত্রে আবূ হারূন আব্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হারূন আব্দীর নাম উমারাহ ইবন জুওয়াইন। আয়েম্মায়ে হাদীসের মতে তিনি দুর্বল তবে আমরা এখানে কেবল শাহেদ হিসাবে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বায়হাকী যেই হাদীস বর্ণনা

করিয়াছেন উহাই আবূ উসমানী ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান....আবুল আযহার ইয়াযীদ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহাকে আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের এক ব্যক্তি যাহাকে সুফিয়ান সাওরী বলা হয় তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই তো? তখন তিনি বলিলেন হাঁ তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাদের নিকট আবূ হারূন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী হইতে তিনি আপনার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই রাত্রে আপনার মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছে উহার সম্পর্কে আপনি বলিয়াছেন যে, আমি সচক্ষে দেখিয়াছি-----তখন তিনি বলিলেন হাঁ ঠিক বলিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মতের কিছু এমন লোকও আছে যাহারা মি'রাজ সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বলে, তিনি বলিলেন সেই সকল কথা গল্পকারদেরই বটে।

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আবূ ইসমাঈল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল তিরমিযী বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা ইবনে যাহ্হাক যুবাইদী....সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মি'রাজ কিভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, একবার আমি পবিত্র মক্কায় দেরী করিয়া ইশার সালাত পড়াইলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সাদা বর্ণের একটি সোয়ারী আনিয়া পেশ করিলেন। যাহা গাধা হইতে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট এবং তিনি আমাকে বলিলেন আপনি ইহার উপর আরোহণ করুন। সোয়ারীটা কিছু অবাধ্যততা প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি উহার কানটি মলিয়া দিলেন। অতঃপর উহার উপরে আমাকে আরোহণ করিয়া দিল। সোয়ারীটা আমাদিগকে বহন করিয়া এত দ্রুত চলতে লাগিল যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া তাহার পা পড়িতে লাগিল। সে একটি খেজুর বাগান বিশিষ্ট ভূখন্ডে আমাদিগকে অবতীর্ণ করিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন এখানে সালাত পড়ুন। আমি সালাত পড়িলাম। অতঃপর পুনরায় উহাতে আরোহণ করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি? আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি বলিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, আপনি "ইয়াসরাব" নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন, আপনি 'তায়বাহ' নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন। অতঃপর সোয়ারীটি আমাদিগকে বহন করিয়া পূর্বের ন্যায় দ্রুত চলিতে লাগিল এমনভাবে যে তাহার দৃষ্টির শেষ সীমায় তাহার পায়ের ক্ষুর পড়িতে লাগিল। অতঃপর আমরা এক ভূখন্ডে পৌঁছিয়ে গেলে হযরত জিবরীল (আ)

আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন। তিনি বলিলেন আপনি সালাত পুড়ন। আমি সালাম পড়িলাম। অতঃপর আমরা পুনরায় উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়িলেন, আমি বলিলাম আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, "মাদয়ান" নামক স্থানের সে গাছের নীচে সালাত পড়িয়াছেন সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছিলেন। সোয়ারী আমাদিগকে লইয়া পূর্বের ন্যায় দ্রুত চলিতে লাগিল এক সময় আমরা এমন এক স্থানে পৌছিয়া গেলাম যেখানে অনেক অট্টালিকা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন। আমি নামিয়া পড়িলাম। আমাকে তিনি সালাত পড়িতে বলিলেন। আমি সালাত পড়িলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি পূর্বের ন্যায় জবাব দিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন আপনি 'বায়তুল্লাহম' নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন যেখানে হযরত ঈসা (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমরা ইয়ামানী দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ করিলাম এবং মসজিদের কিবলার নিকট আসিলাম। তিনি তাহার সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলেন। এবং আমরা মসজিদের সেই দরজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম যেই দরজা দিয়া চন্দ্র ও সূর্যের আলো প্রবেশ করে। অতঃপর আমি মসজিদে সালাত পড়িলাম। তখন আমার অতিশয় পিপাসা অনুভূত হইল। অতএব আমাকে দুইটি পান পাত্র পেশ করা হইল। একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল মধু। আল্লাহ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করিলেন। দুধ গ্রহণ করিলাম এবং পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করিলাম। তথায় আমার সম্মুখে একজন বৃদ্ধ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসিয়াছেন তিনি বলিলেন, আপনার সংগী ফিৎরাত অনুযায়ী করিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন। চলিতে চলিতে আমরা সে উপত্যকায় পৌছিয়া গেলাম যেখানে শহরটি অবস্থিত। সেখানে জাহান্নামকে দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল? আপনি জাহান্নামকে কিরূপ দেখিতে পাইলেন? তিনি বলিলেন কঠিন প্রজ্বলিত আংগারার ন্যায় দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন আমরা কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহারা তাহাদের একটি হারান উট খুঁজিতেছিল। আমি তাহাদের প্রতি সালাম করিলাম। আমার সালাম শ্রবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল, এ তো হযরত মুহম্মদ (সা)-এর শব্দ বলিয়া মনে হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর

ভোর হইবার পূর্বেই আমি আমার সাথীদের সহিত মিলিত হইলাম। হযরত আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি তো এমন সকল স্থানেই আপনাকে খুঁজিয়াছি যেখানে যেখানে আপনার থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বলিলেন, আমি রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। ইহা একে মাসের পথ। আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু বর্ণনা দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তখন আমার জন্য একটি সোজা পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যেন আমি উহা আমার সম্মুখেই অবস্থিত দেখিতেছিলাম এবং তিনি যেকোন প্রশ্ন করিতেছিলেন আমি উহার জবাব দান করিতেছিলাম। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি অবশ্যই আপনি আল্লাহ রাসূল। মুশরিকরা বলিল, তোমরা ইবনে আবূ কাবশাহকে দেখ, সে বলে, সে নাকি একই রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাসে ঘুরিয়া আসিয়াসে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি যে দাবী করিয়াছি উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি আলামত হইল, আমি তোমাদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি, যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল এবং অমুক ব্যক্তি খুঁজিতেছে। তাহারা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছে সফরকালে তাহারা প্রথম অমুক স্থানে অবস্থান করিবে তাহার পর অমুক স্থানে। আর অমুক দিনে তোমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিবে। তাহাদের সর্বাগ্রে একটি গন্দমীবর্ণের উট রহিয়াছে যাহার উপর একটি কালো কাপড় রহিয়াছে এবং দুইটি কালো রংগের বোঝাও বহন করিয়া চলিতেছে। যখন সেই দিনটি সমাগত হইল যেই দিনে কাফেলাটি প্রত্যাবর্তন করিবে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সংবাদ দান করিয়াছিলেন। সেইদিন দুপুর কালে মানুষ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া শহরের বাহিরে যাইতে লাগিলেন যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, যে সংবাদ রাসূলুল্লাহ দান করিয়াছেন উহা সত্য কিনা? ইমাম বায়হাকী ও আবূ ইসমাঈল তিরমিযী হইতে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বর্ণনা শেষে তিনি বলিয়াছেন هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ সূত্রটি বিশুদ্ধ। ইমাম আবূ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা যুবাইদী হইতে শাদ্দাদ ইবনে আওসের হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে আওস ইবনে সাদ্দাদ হইতে বর্ণিত এই হাদীসের কিছু অংশ বিশুদ্ধ যেমন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অংশ মুনকার যেমন বাইতুল্লাহমে সালাত সম্পর্কিত অংশ এবং বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রশ্ন ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ বলেন, উসমান ইবনে মুহাম্মদ....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজ সংঘটিত হইল সেই রাত্রেই তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন তথায় তিনি এক পার্শ্বে পদধ্বনী শুনিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, মুয়াযযিন হযরত বিল্লাল (রা)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মানুষের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন বলিলেন অবশ্যই বিল্লাল সফল হইয়াছে আমি তাহাকে এইরূপ এইরূপ মর্যাদাসম্পন্ন দেখিয়াছি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হযরত মূসা (আ) এর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন নবী উম্মীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। হযরত মূসা (আ) দীর্ঘাকায় গন্দুমী বর্ণের লোক ছিলেন তাঁহার কান পর্যন্ত কিংবা কান হইতে কিছু উপর পর্যন্ত চুল ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, তিনি হযরত মূসা (আ) অতঃপর তিনি আরো চলিতে চলিতে এক বুযুর্গের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন তিনিও তাহাকে স্বাগত জানাইলেন ও সালাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যত আম্বিয়া কিরামের সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই নবী করীম (সা) কে প্রথম সালাম করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি তোমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোকও দেখিয়াছেন, যাহারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করিতেছিল। তিনি একজন অত্যধিক লাল বর্ণের নীলা চক্ষু বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি কে? তিনি বলিলেন হযরত সালেহ (আ) এর উটনী হত্যাকারী ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আকসা আগমন করিলে সালাত পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরামও তাহাদের সহিত সালাতে দন্ডায়মান হইলেন। সালাত হইতে অবসর হইবার পর তাহার নিকট দুইটি পেয়ালা পেশ করা হইল। একটি ডান দিক হইতে অপরটি বাম দিক হইতে। একটিতে দুধ ছিল এবং অপরটিতে মধু। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিলেন এবং উহা হইতে পান করিলেন। অতঃপর যাহার হাতে পিয়ালা ছিল সে বলিলেন, আপনি ফিৎরাত মুতাবিক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ।

অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ বলেন, হাসান....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হইল।

এবং সেই একই রাত্রে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের আলামত এবং কাফেলার সহিত সাক্ষাতের কথাও বলিলেন। তবুও কিছু লোক বলিল, মুহাম্মদ (সা) যাহা কিছু বলিতেছে উহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাহারা ইসলাম হইতে বিমুখ রহিল এবং আল্লাহ তা'আলা আবূ জেহেল এর সাহিত তাহাদগকে হত্যা করিয়া দিলেন। আবূ জেহেল বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাক্কূম ফল দ্বারা ভীত করিতে চায়। তোমরা খেজুর আন, মাখন এবং উহা মিশ্রিত করিয়া খাইয়া লও। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে দাজ্জালকে তাহার আপন আকৃতিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি জাগ্রতাস্থায় দেখিয়াছিলেন। ঘুমন্তাবস্থায় নহে। হযরত ঈসা হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও এই মি'রাজে দেখিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-কে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন দজ্জাল হইল অত্যন্ত অশ্লীল, খবীস ও ফেঁটা তাহার একটি চক্ষু এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাহার মাথার চুল যেন গাছের ডালি। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি সাদা তাহার মাথার চুল কিছুটা কুকড়া দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ ও মধ্যবর্তী গঠন। হযরত মুসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি গন্দুমী বর্ণের এবং মযবুত ও শক্তিশালী। হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দেখিতে পাইলাম, তাহাকে সম্পূর্ণ আমার ন্যায়ই দেখিতে পাইলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন আপনার পিতাকে আপনি সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। ইমাম নাসায়ী হাদীসটিকে আবূ ইয়াযীদ সাবেত ইবনে যায়েদ হইতে তিনি হিলাল ইবনে হিব্বান হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদটি বিশুদ্ধ।

অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম বায়হাকী বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ হাফিয আবুল আলীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের নবীর চাচাত ভাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই রাত্রে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেই রাত্রে আমি হযরত মূসা (আ) কে দেখিয়াছি তিনি দীর্ঘ এবং তাহার চুল কুক্ড়া। তিনি শানুআ গোত্রের কোন লোক হইবেন। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি মধ্যবর্তী গঠনের লালিমা ও শুভ্রতা মিশ্রিত এবং তাহার চুল সোজা। এই সফরেই আমি জাহান্নামের প্রহরী মালেককেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি। অন্যান্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও কয়েকটি নিদর্শন যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের সফর কালে দেখাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ অত্র আয়াতের তাফসীর হযরত কাতাদাহ যাহা

করিয়াছেন তাহা হইল, নবী করীম (সা) যে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের অসীলা বানাইয়াছিলেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিন আব্দ ইবনে হুমাইদ ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ এর সূত্রে শায়বান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হাদীসটিকে শু'বা এর সূত্রে হযরত কাতাদাহ (রা) হইতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক সূত্র

ইমাম বায়হাকী বলেন, আলী ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে আমার নিকট দিয়া একটি সুগন্ধি ছড়াইয়া গেল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এইটি কিসের সুগন্ধি? জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহা ফিরাউন কন্যা ও তাহার সন্তানের চিরুনীর সুগন্ধি। একবার তাহার হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া গেলে তিনি অনিচ্ছায় বিসমিল্লাহ বলিয়া উঠাইলেন। অতঃপর ফিরআউনের অপর কন্যা বলিল, আল্লাহ তো আমার পিতা কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতা ফিরআউনের প্রতিপালক কেবলমাত্র আল্লাহ। তখন অপর কন্যা বলিল আমার পিতা ব্যতিত কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে। তিনি বলিল, হাঁ, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতার প্রতিপালক কেবল মাত্র আল্লাহ। এই সংবাদ ফিরআউনের নিকট পৌঁছিয়ে গেলে সে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি ব্যতিত তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার ও আপনার প্রতিপালক কেবল মাত্র আল্লাহ। অতঃপর ফিরআউন তামার গাভী গরম করিবার জন্য হুকুম করিল, এবং উহাতে তাহাকেও তাহার সন্তানদিগকে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশের নির্দেশ দিল। তখন ফিরআউন কন্যা বলিলেন আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন, ফিরআউন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অনুরোধ। তিনি বলিলেন, আমার ও আমার সন্তানের জীবন নাশের পর আমাদের সকলের হাড্ডিগুলি একইস্থানে রাখিয়া দিবেন। ফিরআউন বলিল, যেহেতু আমার উপর তোমার কিছু হক রহিয়াছে সুতরাং তোমার এই অনরোধ রক্ষা করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে উত্তপ্ত তামার গাভীর মধ্যে এক একজন করিয়া নিক্ষেপ করা হইল। অবশেষে যখন তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিক্ষেপ করিবার সময় আসিল তখন সে তাহার আম্মাকে ডাকিয়া বলিল আম্মা। আপনি অনুতাপ করিবেন না আপনি বিচলিত হইবেন না। এবং এই পথে জীবন দিতে আপনি দ্বিধা করিবেন না। কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন আর এই যে সুগন্ধি আসিতেছে

ইহা তাহাদের বেহেশতের বাসস্থান হইতে নির্গত হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, চারটি শিশু শৈশবেই কথা বলিয়াছে। এই শিশু, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিশু জুরাইজ এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিশু এবং হযরত ঈসা (আ)।

অপর এক সূত্র

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ও রওহ্ ইবনে মা'লী....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজ শেষে যখন আমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন আমার ধারণা হইল যে এই ঘটনা বর্ণনা করিলে মানুষ আমাকে মিথ্যাবদী বলিবে এবং তাহারা ইহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আল্লাহর দুশমন আবূ জেহেল তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বসিল। এবং বিদ্রূপস্বরে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওহে, তোমার নতুন কিছু হইয়াছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন হাঁ, সে জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করান হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। আবূ জেহেল বলিল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথাকে অস্বীকার করা সমীচীন মনে করিল না কারণ তাহার আশংকা হইল যে, মানুষের সমাবেশে হয়ত তিনি এই কথা অস্বীকার করিয়া ফেলিবে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আমি যদি তোমার কওমকে ডাকিয়া একত্রিত করি তবে তাহাদের সম্মুখেও কি তুমি এই কথা বলিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন সে উচ্চস্বরে ডাক ছাড়িল, হে বনূ কা'ব ইবনে লুওয়াই গোত্রের লোকেরা। তাহার এই চিৎকার শুনিতেই সকলেই সেখানে একত্রিত হইল। আবূ জেহেল বলিল, তুমি আমাকে যেই কথা বলিয়াছ এখন সকলের সম্মুখে উহা বল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমাকে রাত্রে ভ্রমণ করান হইয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। তাহারা বলিল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন হাঁ, এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত কেহ কেহ তালী বাজাইতে লাগিল আর কেহ কেহ মিথ্যাকথা মনে করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল তখন তাহারা বলিল, আচ্ছা তুমি কি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু অবস্থা বলিতে পার? তাহাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যাহারা বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়াছে এবং মসজিদও দেখিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগিলাম কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে পেশ করিয়া দিলেন এবং উহাকে আকীলের ঘরের নিকট রাখিয়া দিলেন আর আমি উহার প্রতি দেখিতে লাগিলাম। এবং উহার দিকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলাম। এই ব্যবস্থা এই কারণে করা হইয়াছিল যে মসজিদের কোন কোন অবস্থা আমার মনে ছিল না। তখন তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ (সা) তো বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল অবস্থা ঠিক ঠিক বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী আওফ ইবনে আবূ জামীলা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম বায়হাকী নযর ইবনে শুমাইল এবং হাওযাহ এর সূত্রে আওফা ইবনে আবূ জামীলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ জামীলা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েত

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফিয....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন মি'রাজের উদ্দেশ্যে রাত্রী ভ্রমণ করানো হইল এবং তিনি ষষ্ঠ আসমানে সিদরাতুল মুন্তাহা নামক স্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। সিদরাতুল মুন্তাহা এমন এক স্থান যে তার নীচ হইতে কোন বস্তু কেবলমাত্র এই পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে অতঃপর এখান হইতে তাহা গ্রহণ করা হয়। এবং উপর হইতেও কোন বস্তু এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় অতঃপর এখান হইতে উহা গ্রহণ করা হয়। إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى। যখন বরই গাছকে স্বর্ণের পতঙ্গ দল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত এই সময় দান করা হইয়াছিল, এবং সূরা বাক্বারাহ এর শেষাংশও এই সময়ই দান করা হইয়াছিল। আর এই সুসংবাদও দান করা হইয়াছিল যে, উম্মতের মধ্যে যাহারা শিরক হইতে পবিত্র থাকিবে তাহাদের কবীরা গুনাহও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর ও যুহাইর ইবনে হরব হইতে তাহারা উভয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর হইতে হাদীসটি উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মি'রাজের ঘটনার একাংশ। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ (রা).... হযরত নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হযরত আনাস হযরত আবূ যর (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কখনো তিনি হাদীসটিকে মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বায়হাকী তিনটি হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক

বিস্তারিতভাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। অবশ্য উহাতে গারাবাত রহিয়াছে। যেমন হাসান ইবনে আরাফাহ তাহার বিখ্যাত একটি পুস্তিকায় বর্ণনা করেন, মারওয়ান ইবনে মু'আবীয়াহ....আবূ আবীদাহ তাহার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) গাধা অপেক্ষা বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি সোয়ারী লইয়া আমার নিকট আগমন করিলেন, অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। সোয়ারীটি আমাদিগকে লইয়া চলিতে লাগিল। যখন উপরের দিকে আরোহণ করিত তাহার উভয় হাত ও উভয় পা সমান সমান হইত। আর যখন নীচে অবতীর্ণ হইত তখনও উভয় হাত পাও সমান সমান। আমরা পথ চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলাম যাহার মাথার চুল সোজা, বর্ণ গন্দুমী, দেখিতে মনে হয় যের্তিল বংশের কোন লোক। তিনি উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, আপনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দান করিলেন। হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? হে জিবরীল! তিনি বলিলেন তিনি আহমদ (সা) তিনি বলিলেন, সেই নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং তাহার উম্মতের প্রতি কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। আমরা ঐ স্থান হইতে রওনা হইলাম। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি এইরূপ ভাষায় কাহার সহিত কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন আল্লাহর সহিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর সহিত কথা বলিতেও তিনি উচ্চস্বরে কথা বলেন। তিনি বলেন, তাহার স্বভাবে যে কিছু কঠোরতা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন চলিতে চলিতে আমরা একটি গাছের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহার ফল বড় ডেগের ন্যায় প্রকান্ড তাহার নীচে একজন বৃদ্ধ ও তাহার সন্তান সন্তুতি বসিয়াছে আছে। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট চলুন। আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম এবং তিনি উহার জবাবও দান করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন আপনার সন্তান 'আহমদ' তখন তিনি বলিলেন উম্মী নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং স্বীয় উম্মতের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন তুমি আজ রাত্রেই স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে আর তোমার উম্মতই সর্বশেষ উম্মত এবং সর্বাধিক দুর্বল উম্মত।

তোমার উম্মতের প্রতি হুকুম সহজ হউক, তাহার প্রতি যেন লক্ষ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমরা রওনা হইয়া মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলাম। আমি অবতীর্ণ হইয়া মাসজিদের দরজার হলকার সহিত সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলাম। এই হলকার সহিত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামও সোয়ারী বাঁধিতেন। অতঃপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া জানিলাম কেহ দণ্ডায়মান, কেহ সিজায় অবনত রহিয়াছে কেহ রুকু করিতেছে। অতঃপর আমার নিকট একটি মধুর ও একটি দুধের পেয়ারা আনা হইল। আমি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিয়া উহা পান করিলাম। অতঃপর জিবরীল (আ) আমার কাঁধে হাত মারিয়া বলিলেন ফিৎরাত অনুসারে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সালাতের ইকামত বলা হইল এবং আমি তাহাদের ইমামত করিলাম। অতঃপর তাহারা প্রস্থান করিলেন আমরাও করিলাম। সনদটি গরীব। হাদীসটির মধ্যে কিছু আশ্চার্য ধরনের বিষয়ও রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রথম প্রশ্ন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা অথচ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের রেওয়ায়েত দ্বারা যেই কথাটি প্রসিদ্ধ তাহা হইল, হযরত জিবরীল (আ) প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) কে আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে জানাইয়া দিতেন যেন তিনি তাহাদিগকে প্রথম সালাম করিতে পারেন। উল্লেখিত রেওয়ায়েতে ইহাও রহিয়াছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করিবার পূর্বেই আম্বিয়ায়ে কিরামের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, অথচ যাহা বিশুদ্ধ তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) আম্বিয়ায়ে কিরামের সহিত আসমানসমূহে একত্রিত হইয়াছিলেন অতঃপর পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেই ছিলেন এবং এই সময় তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মসজিদুল আকসায় সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বোরাকে চড়িয়া মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

অপর সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, হুশাইম.... হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি মি'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য লাভ করিয়াছি তাহারা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিলেন অতঃপর তাহারা এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন এই সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিও বলিলেন আমারও এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন উহার সঠিক দিন সম্পর্কে তো আল্লাহ ব্যতিত কেহই

জানে না। তবে আমাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, 'দাজ্জাল' বাহির হইবে তখন তাহার সহিত আমার দুইবার সংঘর্ষ হইবে। অতঃপর যখন সে আমাকে দেখিবে তখন যেমন সীসা গলিত হইয়া যায় সেও গলিয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন সকল লোক তাহাদের বাসস্থান ও শহরে ফিরিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা সকল উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া কুদিয়া সমস্ত শহর পদদলিত করিবে এবং যে কোন বস্তুর উপর দিয়া অতিক্রম করিবে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তাহারা যে পানির নিকট দিয়া যাইবে সে পানি শেষ করিয়া ফেলিবে। অতঃপর সফল মানুষ আমার নিকট আসিয়া তাহাদের যুলুমের অভিযোগ করিবে। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিব। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। এমন কি সারা পৃথিবীটা দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। ফলে তাহাদের মৃতদেহসমূহকে ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করাইয়াছেন আকস্মিকভাবেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। যেমন গর্ভবতী স্ত্রীলোক যাহার গর্ভ পূর্ণ হইয়াছে তাহার গৃহ সদস্যগণ ইহা জানে না হঠাৎ কোন সময় সন্তান প্রসব করে সকালেও প্রসব করিতে পারে রাত্রেও করিতে পারে।

ইমাম ইবনে মাজা (র) বুন্দার....বলেন রমলার মসজিদের মুয়াযাযিন মিসকীন ইবনে মায়সূন....আব্দুর রহমান ইবনে কুরয হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদুল হারাম হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন সেই রাত্রে তিনি যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীম এর মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) তাহার ডান দিকে এবং হযরত মীকাঈল (আ) তাঁহার বামদিকে থাকিয়া তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া গেলেন। এমনকি উড়িতে উড়িতে তিনি ঊর্ধ্ব আসমানসমূহে পৌঁছিয়া গেলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আসমানসমূহে তাসবীহ শুনিতে পাইলেন। বুলন্দ আসমানসমূহের অধিপতি মহান আল্লাহর ভয়ে তাহারা তাসবীহ করিতেছিল। تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে পরে এই হাদীসটি বর্ণিত হইবে।

হযরত উমর ইবনে খত্তাব (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমের (রা).... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব যখন জাবীয়াহ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তথায় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের আলোচনা হইল। আবূ সালামাহ বলেন, আবূ সিনাস উবাইদ ইবনে আদম হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)

কে হযরত কা'ব (রা) কে জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি আপনি আমার পক্ষে কোথায় নামায পড়া সমীচীন মনে করেন? তিনি বলিলেন যদি আপনি আমার মত গ্রহণ করেন, তবে আমি বলিব, আপনি 'সখরাহ' এর পিছনে সালাত পড়ুন। এইভাবে সম্পূর্ণ বাইতুল মুকাদ্দাস আপনার সম্মুখে থাকিবে। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, আপনি তো ইয়াহূদীদের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া কথা বলিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত পড়িয়াছেন আমি সেই স্থানে সালাত পড়িব।

অতঃপর তিনি কিবলার দিকে অগ্রসর হইয়া সালাত পড়িলেন। সালাত শেষে তিনি স্বীয় চাদর বিছাইয়া সমস্ত আবর্জনা উহাতে জমা করিলেন এবং বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্যান্য লোকেরাও তাহার অনুসরণ করিলেন। হযরত উমর (রা) 'সখরাহ' এর প্রতি ইয়াহূদীদের ন্যায় সম্মানও প্রদর্শন করিলেন না। অর্থাৎ তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া পড়িলেন না। যাহার প্রতি হযরত কা'বা ইবনে আহবার ইংগিত করিয়াছিলেন। হযরত কা'ব পূর্বে ইয়াহূদী ছিলেন এবং ইয়াহূদীরা এই 'সখরাহ' এর প্রতি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সত্যের প্রতি তিনি হেদায়াত পাইয়া ছিলেন। তবুও তিনি ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য মতের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে নাসারারা 'সাখরাহ' এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিত। এবং যাবতীয় আবর্জন তাহারা সেখানে জমা করিত। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাহাদের ন্যায় অসম্মানও প্রদর্শন করিলেন না। বরং তিনি আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এবং স্বীয় চাদরে একত্রিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ঠিক সেই হাদীসের সাদৃশ্য যাহার মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِوَلَاتَصَلُّوْا اِلَيْهَا তোমরা কবরের উপর বসিয়া উহার প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করিও না আর উহাকে কিবলা বানাইয়া উহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিও প্রদর্শন করিও না বরং মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করা উচিত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েত তবে ইহাতে গারাবত রহিয়াছে

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর সূরা সুবহানা এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আলী ইবনে সাহল.... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মীকাঈল (আ) এর সহিত আগমন করিলেন। হযরত জিবরীল হযরত মীকাঈল (আ)-কে বলিলেন যমযম এর পানি ভরিয়া একটি তশতরী আনুন। উহা দ্বারা আমি উহার (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর) কলব পবিত্র করিব এবং তাঁহার বক্ষ খুলিয়া দিব। অতঃপর তিনি তাহার পেট চিরিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে তিনবার ধৌত করিলেন।

হযরত মীকাঈল তিনবার তশতরী ভরিয়া যমযমের পানি আনিলেন। হযরত জিবরীল তাহার বক্ষ খুলিয়া দিলেন এবং উহার মধ্য যে সকল ময়লা ছিল উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং ইল্‌ম, হিলম, ঈমান, ইয়াকীন ও ইসলাম দ্বারা উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উভয় কাঁধের মাঝে নবুয়তের সীলমোহর মারিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি একটি ঘোড়া আনিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। ঘোড়া এতই দ্রুত চলিতে লাগিল যে এক লাফেই দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত জিবরীল (আ) ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিতে চলিতে এমন এক কওমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন যাহারা ক্ষেত খামার করিতেছে এবং উহা এত দ্রুত বাড়িতেছে যে একই দিনে তাহারা উহা কাটিয়া ফেলিতেছে। কাটিবার পর পুনরায় উহা তদ্রূপ হইতেছে। নবী (সা) এই দৃশ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন তাহারা হইল আল্লাহর রাহে জিহাদকারী লোক। তাহাদের নেক আমলের বিনিময় সাতশত গুণ বেশী দাম আর তাহারা যাহা কিছু আল্লাহর রাহে ব্যয় করে উহার বিনিময় লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলা হইলেন অতি উত্তম রুজী দানকারী।

অতঃপর তিনি এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। একবার চূর্ণ হইবার পর পুনরায় উহা ভাল হইয়া যাইতেছে। আবার উহা পাথর দ্বারা চূর্ণ করা হয়। তাহাদিগকে মোটেই অবকাশ দান করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, এই সকল লোক হইল তাহারা, যাহারা ফরয সালাতে অলসতা করিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের সম্মুখের রাস্তায় ও পিছনের রাস্তায় পট্টি লাগান আছে। এবং উট ও অন্যান্য পশুর ন্যায় তাহারা চরিতেছে জাহান্নামের যাক্কুক ফল এবং কাটা বিশিষ্ট ফল খাইতেছে এবং জাহান্নামের গরম কংকর ও পাথর চাবাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল লোক কাহারা? হযরত জিবরীল বলিলেন, তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের মালের সদকা আদায় করিত না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কোন যুলুম করেন নাই এবং আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। অতঃপর তিনি এমন আর কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন, যাহাদের সম্মুখে এক ডেগে তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তম গোস্ত এবং অপর একটি অপরিষ্কার ডেগে পচা নষ্ট গোস্ত, তাহারা এই পচা নষ্ট গোস্ত তো খাইতেছে কিন্তু উত্তম গোস্ত খাইতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, এই সকল লোক হইল, আপনার উম্মতের সেই সকল লোক, যাহার নিকট

পাক পবিত্র স্ত্রী রহিয়াছে অথচ তাহাকে বাদ দিয়া এক অসৎ অশ্লীল চরিত্রের স্ত্রীলোকের নিকট রাত্রি যাপন করে এবং সেই সকল স্ত্রীলোক যাহাদের সৎ চরিত্রের উত্তম স্বামী রহিয়াছে অথচ, তাহারা তাহাদিগকে বাদ দিয়া অসৎ ও অশ্লীল চরিত্রের পুরুষের নিকট রাত্র যাপন করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পথে এমন একটি লাকড়ী দেখিতে পাইলেন যে, যাহা কাপড় চিরিয়া দেয় এবং প্রত্যেক বস্তুকে যখম করিয়া দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের সেই সকল লোকের উপমা যাহারা পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন وَلَاتَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ অর্থাৎ মানুষকে ভীত করিবার জন্য এবং আল্লাহর পথ হইতে বাধা দেওয়ার জন্য তোমরা প্রতি পথে পথে বসিয়া থাকিও না। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন যে বিরাট এক বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা সে উঠাইতে সক্ষম নহে। অথচ সে ক্রমশ তাহার বোঝা বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। হযরত জিবরীল (আ)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি হইল আপনার উম্মতের এমন ব্যক্তি যাহার যিম্মায় মানুষের আমানতের বোঝা থাকে যে তাহা আদায় করিতে সক্ষম নহে তাহা সত্ত্বেও সে অধিক পরিমাণ আমানতের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে চাপাইতে থাকে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিলেন যাহাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে এবং যতবারই কাটা হইতেছে ততবার সে পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন এই সকল লোক আপনার উম্মতের সেই সকল খতীব ও বক্তা যাহারা স্বীয় বক্তৃতার মাধ্যমে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। অতঃপর তিনি এমন একটি পাথরের নিকট আসিলেন, যাহার ছিদ্র দ্বারা বিরাট গরু বাহির হইতেছে অথচ উক্ত গরু পুনরায় ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেছে। তিনি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? তিনি বলিলেন এই হইল, সেই ব্যক্তি যে কোন বড় কথা বলিয়া লজ্জিত হইত অথচ, সে আর উহার তদারকি করিতে পারিত না। অতঃপর তিনি একটি উপত্যাকায় আগমন করিয়া দেখিলেন যেখানে তিনি অতি উত্তম স্নিগ্ধ সুগন্ধি ও মিসকের সুঘ্রাণ অনুভব করিলেন এবং একটি শব্দও শ্রবণ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্নিগ্ধ সুগন্ধি, উত্তম সুঘ্রাণ ও এই শব্দটি কিসের? তিনি বলিলেন, শব্দটি বেহেশতের শব্দ, বেহেশত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সহিত প্রতিশ্রুত বস্তু দান করুন, আমার দালান কোঠা, রেশমের নানা প্রকার পোশাক পরিচ্ছেদ, মনি-মুক্তা-মারজান ও স্বর্ণ চান্দি, নানা প্রকার পেয়ালা ও পানপাত্র অনেক বেশী হইয়াছে, আমার মধু, পানি, দুধ ও মদেরও শেষ নাই। অতএব হে আল্লাহ! আপনি আমার সহিত কৃত ওয়াদা পূর্ণ করুন। তখন আল্লাহ

তা'আলা বলিলেন, তোমার জন্য সেই সকল মুসলমান ও মু'মিন নর-নারী যাহারা আমার প্রতি ও আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, নেক আমল করিয়াছে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, আর আমা ভিন্ন অন্য কাহাকে আমার সমকক্ষ মনে করে না। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে সে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহাকে দান করি। যে আমাকে করয ও ঋণ দান করে আমি তাহাকে বিনিময় দান করি, যে আমার উপর ভরসা করে আমিই তাহার জন্য যথেষ্ট হই। আমিই মহান আল্লাহ। আমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই, আমি ওয়াদা খেলাফ করি না। আর ঈমানদারগণ অবশ্যই সফলতা লাভ করিবে। আল্লাহ্ মহান বরকতময় এবং তিনিই উত্তম সৃষ্টিকর্তা। তখন বেহেশত বলিল। আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর একটি উপত্যকায় আগমন করিলে তথায় অবাঞ্ছিত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এইটা কিসের শব্দ এবং ইহা কিসের দুর্গন্ধ। তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের শব্দ। সে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আমার সহিত আপনি যে বস্তুর ওয়াদা করিয়াছেন উহা দান করুন। আমার জিঞ্জিরসমূহ, বেড়ীসমূহ, আমার ফুলকী, আমার উত্তাপ, আমার রক্ত মিশ্রিত পুজ, আমার শাস্তির আসবাব অনেক বেশী হইয়াছে, আমার উত্তাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমার গভীরতা অধিক হইয়াছে, অতএব আপনি আমাকে আপনার প্রতিশ্রুত বস্তু দান করুন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার জন্য সকল মুশরিক ও কাফির নর-নারী রহিয়াছে, সকল খবীস নর-নারী রহিয়াছে আর যাহারা শক্তিধর ও প্রতাপের অধিকারী, যাহারা হিসাব নিকাশের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারাও তোমার জন্যই রহিয়াছে। তখন জাহান্নাম বলিল, আমি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া সোয়ারী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঘোড়াটিকে দুখরাহ-এর সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদুল আক্সায় প্রবেশ করিলেন এবং ফিরিশতাদের সহিত সালাত পড়িলেন। যখন সালাত শেষ হইল তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! আপনার সহিত এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন খোশ আম্‌দেদ, তিনি আমাদের উত্তম ভাই, আল্লাহ তা'আলার উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। অতঃপর তিনি আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহসমূহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাহারা আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাকে তাহার খলীফা মনোনীত করিয়াছেন। আমাকে

বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে এমন অনুগত উম্মত বানাইয়াছেন যাহার অনুসরণ করা হয় এবং তিনি অগ্নি হইতে আমাকে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং উহাকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিময় করিয়াছেন।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং আমার হাতে ফিরআউনের বংশধরকে ধ্বংস করিয়াছেন ও বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদান করিয়াছেন। আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সহিত ইনসাফ করে। অতঃপর হযরত দাউদ (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে যবূর শিক্ষা দিয়াছেন, আমার জন্য লোহা নরম করিয়াছেন, পাহাড় পর্বত ও পাখীকে আমার অনুগত করিয়াছেন যাহারা আমার সহিত তাসবীহ করে। আমাকে হিকমত দান করিয়াছেন এবং জোরালো বক্তব্যের অধিকারী করিয়াছেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি বায়ুকে আমার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং জ্বিনসমূহকেও যাহারা আমার নির্দেশে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং প্রকান্ড প্রকান্ড পাত্রও প্রস্তুত করে। যিনি আমাকে পশুপক্ষীর কথা বুঝিবার জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। মানব দানব ও পশুপক্ষীকে আমার অধীনস্থ করিয়াছেন এবং বহু মু'মিন বান্দাদের উপর আমাকে মযার্দা দান করিয়াছেন আর আমাকে এমন বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন যাহা অন্য কাহারও পক্ষে সমীচীন নহে এবং উহা এমনই পবিত্র সাম্রাজ্য যে উহার কোন হিসাব নিকাশ ছিল না।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে তাহার কালেমার সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হযরত আদম। (আ)-কে যেমন পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন আমাকেও তেমনি পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাকে কিতাব, হিকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাকে এই জ্ঞান দান করিয়াছে যে, আমি পাখীর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ফুঁক দেই অমনি উহা আল্লাহর নির্দেশে একটি জীবিত পাখী হইয়া যায়। তিনি আমাকে এই জ্ঞানও দান করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিয়া দেই এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকেও জীবিত করিয়া দেই। তিনি আমাকে উপরে উত্তোলন করিয়াছেন, পবিত্র করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার আম্মাকে ধিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপর শয়তানের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। রাবী

বলেন, অতঃপর হযরত মুহম্মদ (সা) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিতে শুরু করিলেন, তিনি বলিলেন আপনারা সকলেই স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করিয়াছেন আমিও আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিব। অতঃপর তিনি বলিলেন সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে রাহমাতুল্লিল আলামীন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং গোটামানব জাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহাতে সকল বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। যিনি আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত করিয়াছেন যাহাকে আবার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার উম্মতকেই তিনি প্রথম ও শেষ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার সীনাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন, যিনি আমার বোঝা সরাইয়া দিয়াছেন ও আমার যিকিরকে বুলন্দ করিয়াছেন, যিনি আমাকে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, এই সকল কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তোমাদের সকলের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আবূ জা'ফর রাবী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত দিবসে তিনিই সর্বপ্রথম সুপারিশ করিবেন। অতঃপর তিনটি পাত্রের মুখ ঢাকিয়া উহা পেশ করা হইল, উহাদের একটির মধ্যে পানি ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলা হইল, আপনি ইহা হইতে পান করুন, সুতরাং তিনি উহা হইতে অল্প কিছু পান করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট দুধের একটি পাত্র পেশ করিয়া উহা হইতেও তাঁহাকে পান করিতে বলা হইল। তিনি উহা হইতে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন। অতঃপর তাহাকে আরো একটি পাত্র দেওয়া হইল যাহাতে মদ ছিল। উহা হইতে তাহাকে পান করিতে বলা হইলে তিনি বলিলেন আমার আর পান করিবার ইচ্ছা নাই। আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, মনে রাখিবেন, ইহা আপনার উম্মতের প্রতি হারাম করা হইবে। যদি আপনি ইহা হইতে পান করিতেন তবে আপনার উম্মত হইতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই আপনার অনুসরণ করিত। অতঃপর হযরত জিবরীল তাঁহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, এবং তিনি উহার দ্বার খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইলে, হে জিবরীল! ইনি ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহার খলীফা ও আমাদের ভাইকে শান্তিতে রাখুন, তিনি বড় উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। অতঃপর তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যাহার সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নাই। তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তাহার ডান দিকে একটি দরজা রহিয়াছে এবং উহা হইতে সুগন্ধি আসিতেছে

এবং বাম দিকেও একটি দরজা রহিয়াছে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। ইনি ডান দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া পড়েন এবং বাম দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া দেন ও চিন্তিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন আমি বলিলাম, হে জিবরীল, ইনি কে? এই দুইটি দরজা কি? তিনি বলিলেন, ইনি হইলেন আপনার আদি পিতা হযরত আদম (আ) তাহার ডান দিকের দরজাটি হইল বেহেশতের দরজা এবং বাম দিকের দরজাটি হইল দোযখের দরজা। যখন তিনি তাহার কোন সন্তানকে বেহেশতে প্রবেশ করিতে দেখন তখন তিনি হাসিয়া পড়েন ও আনন্দিত হন আর যখন তাহার কোন সন্তানকে দোযখে প্রবেশ করিতে দেখেন তখন তিনি ক্রন্দন করেন ও চিন্তিত হন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উহার দরজা খুলিতে বলিলেন, আসমানের ফিরিশতারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনার সহিত ইনি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ রাসূলূল্লাহ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্‌র খলীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ্ শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই, আল্লাহর উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করিয়া দুইজন যুবককে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই দুইজন যুবক কাহারা? তিনি বলিলেন একজন হযরত ঈসা ইবন মারিয়াম (আ) এবং অপরজন হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)। তাহারা উভয়ে পরস্পর খালাত ভাই। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের আরোহণ করিলেন। আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহর খলীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ্ শান্তিতে রাখুন। তিনি আমাদের উত্তম ভাই ও আল্লাহর উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদ সকল নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময়। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন , ইনি হইলেন, আপনার ভ্রাতা হযরত ইউসুফ (আ)। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল তাঁহাকে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীল। আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই ও উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ আসমানে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হযরত ইদরীস (আ)। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উচ্চস্থানে বুলন্দ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে পঞ্চ আসমানের দিকে লইয়া ছুটিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল! তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন , মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। এবং তাহার চতুর্দিকে কিছু লোক বসিয়া কথা বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? আর তাহার চতুর্দিকে অবস্থানকারী লোকেরা কাহারা? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন সর্ব জনপ্রিয় নবী হযরত হারূন (আ) এবং তাহার পার্শ্বে অবস্থানকারী লোকজন হইল বনী ইসরাঈল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের দিকে ছুটিলেন এবং তথায় পৌছিয়া আসমানের দরজা খুলিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথী কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন জী হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করিলেন, সেখানে তিনি এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তিনি যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন তখন সেইব্যক্তি কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? এবং তাহার কাঁদিবার কারণ কি? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন হযরত মূসা (আ)। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের ধারণা ছিল আমিই মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল। অথচ ইনি দুনিয়ায় আমার পরে আগমন করিয়াছে আমি আখিরাতে তাহার পশ্চাতে থাকিব। যদি শুধু এতটুকুই হইত তবুও কোন পরোয়া ছিল না কিন্তু প্রত্যেক নবীর সহিত তাহার উম্মত থাকিবে। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লইয়া সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইল; আপনার

সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা)। ফিরিশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন যাহার মাথার চুলের কিয়দাংশ পাকা এবং তিনি বেহেশতের দরজার নিকট একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাহার নিকট কিছু লোকও আছে যাহাদের মুখমন্ডল কাগজের ন্যায় উজ্জ্বল। আর কিছুলোক এমনও আছে যাহাদের বর্ণ কিছু ময়লাযুক্ত। অতঃপর সেই ময়লাযুক্ত বর্ণের লোকগুলি উঠিয়া গেল এবং একটি নহরে ডুব দিয়া গোসল করিল। নহর হইতে বাহির হইলে তাহাদের ময়লা কিছুটা ছুটিল। অতঃপর তাহারা অপর একটি নহরে ডুবাইয়া গোসল করিল। যখন তাহারা বাহির হইয়া আসিল তখন দেখা গেল তাহাদের ময়লা আরো কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা অন্য আর একটি নহরে প্রবেশ করিয়া গোসল করিল ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীদের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল এবং তাহাদের সহিত বসিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, এই পাকা চুল বিশিষ্ট লোকটি কে আর ঐ উজ্জ্বল বর্ণের এবং ময়লা যুক্ত লোকজন কাহারা? আর যেই নহরসমূহে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে ঐ নহরসমূহ কিসের? তিনি বলিলেন, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি হইলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়ায় সর্ব প্রথম তাহার-ই চুল পাকিয়াছে আর ঐ উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক হইল সেই সকল মুমিন লোক যাহারা সর্ব প্রকার খারাপ কাজ হইতে পবিত্র রহিয়াছে। আর যাহাদের বর্ণে কিছুটা ময়লা রহিয়াছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা ভাল মন্দ উভয় প্রকার কাজ করিয়াছে অতঃপর তাহারা তওবা করিয়াছে এবং আল্লাহ তাআলা তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছেন। আর যে নহরগুলি আপনি দেখিয়াছেন উহার প্রথমটি হইল আল্লাহর রহমত দ্বিতীয়টি হইল আল্লাহর নিয়ামত আর তৃতীয়টি হইল পবিত্র শরাবের নহর।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুন্তাহা নামক স্থানে পৌছিলেন। অতঃপর তাহাকে বলা হইল, ইহা হইল, সেই স্থান যেখানে কেবল সেই সকল লোক পৌছবে যাহারা আপনার অনুকরণ করিবে। দেখা গেল উহা একটি গাছ যাহার মূল হইতে পাক পবিত্র পানির নহর সুস্বাদু দুধের নহর ও নিশাযুক্ত সুমিষ্ট শরাবের নহর ও পরিষ্কার মধুর নহর প্রবাহিত হইয়াছে। উহা এমন একটি গাছ যাহার ছায়াতলে সত্তর বৎসর কাল কোন সোয়ারী চলিতে থাকিলেও উহার শেষ প্রান্তে পৌছিতে পারিবে না। উহার এক একটি পাতা এত প্রকান্ড যে মানুষের বিরাট একটি দলকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। আল্লাহর নূরে চতুর্দিক হইতে উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আর পাখীর ন্যায়

ফিরিশ্‌তাগণ উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আল্লাহর মহব্বতে তথায় অবস্থান করিতেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি প্রার্থনা করুন— রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আপনি হযরত ইবরাহীম (আ) কে খলীফা বানাইয়াছেন এবং তাহাকে বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ) এর সহিত কথা বলিয়াছেন। হযরত দাউদ (আ) কেও বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন তাঁহার জন্য লোহা নরম করিয়াছিলেন ও পাহাড় পর্বতসমূহকে তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন আর মানব দানব ও শয়তানকে তাহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন বায়ুকে ও তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন আর তাঁহাকে এমন সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন যাহা তাহার পরবর্তী কাহারো পক্ষে সমীচীন নহে। হযরত ঈসা (আ) কে তাওরাত-ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলেন আর তাহাকে এমন শক্তি দান করিয়াছিলেন যে তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগকে ভাল করিতে পারিতেন আর আপনার নির্দেশে তিনি মৃতকেও জীবিত করিতে পারিতেন এবং তাহাকে ও তাহার আম্মাকে ধিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, আপনাকেও আমি খলীল বানাইয়াছি। তাওরাতে হাবীবুর রহমান নামেই ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। আপনার অন্তরকে আমি খুলিয়া দিয়াছি। আপনার বোঝা আমি সরাইয়া দিয়াছি আপনার সম্মান আমি বুলন্দ করিয়াছি। যখনই আমার যিকির করা হয় তখন আপনার যিকিরও আমার সহিত করা হয়। আপনার উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত সৃষ্টি করিয়াছি মানব জাতির কল্যাণার্থে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আপনার উম্মতকে মধ্যবর্তী উম্মত করিয়াছি। আপনার উম্মতকে সর্বপ্রথম উম্মত ও সর্বশেষ উম্মত করিয়াছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই সাক্ষ্য প্রদান না করে যে আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের খুতবা ঠিক হয় না। আপনার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোকও সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের অন্তরে তাহার কিতাব রহিয়াছে আর আম্বিয়ায়ে কিরামদের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু সর্বশেষ প্রেরণ করিয়াছি। এবং সর্বপ্রথম ফয়সালা করা হইবে। আপনাকে সাতটি আয়াত দান করিয়াছি যাহা বার বার পাঠ করা হয় যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। আপনাকে আরশের নীচ হইতে সূরা বাক্বারাহ এর শেষ আয়াতসমূহ দান করিয়াছি যাহা আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করি নাই আপনাকে কাওসার নামক হাউয দান করিয়াছি। আপনাকে আমি আটটি অংশ দান করিয়াছি। ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, সালাত, সদকা, রমযানের সাওম, সৎকর্মের নির্দেশও অসৎকর্ম হইতে নিষেধ আর আপনাকে আমি সর্বপ্রথম সর্বশেষ নবী

করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ছয়টি বস্তু দ্বারা ফযীলত দান করিয়াছেন। আমাকে তিনি কালামের প্রথমাংশও শেষাংশ দান করিয়াছেন। আর তিনি আমাকে জামেউল হাদীস (ব্যাপক অর্থ বোধক বাণী) ও দান করিয়াছেন। সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এক মাস দূরবর্তী এলাকায় অবস্থানকারী শত্রুর অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল করা হয় নাই। সারা পৃথিবীকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা দানকারী হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি পঞ্চাশ সালাত ফরয করা হইল। অতঃপর তিনি যখন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং এই নির্দেশকে হালকা ও সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত দুর্বল উম্মত। আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হুকুমকে সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফলে আল্লাহ দশ সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হযরত মূসা (আ) এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন চল্লিশ সালাতের। হযরত মূসা বলিলেন আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বল উম্মত। বনী ইসরাঈল হইতে আমি বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

অতঃপর তিনি পুনরায় তাহার প্রতিপালকের নিকট গমন করিলেন। এবং সালাতের সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ তা'আলা দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন ত্রিশ সালাতের। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং সালাতের হুকুম সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাতের হুকুমকে সহজ করিবার জন্য আবেদন করিলে তিনি আরো দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, বিশ

সালাতের। এবারও তিনি বলিলেন আপনি আল্লার দরবারে গমন করিয়া এই হুকুমকে অধিকতর সহজ করিবার আবেদন করুন। আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল। আর আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া দরখাস্ত করিলে তিনি আবার দশ সালাত কম করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, দশ সালাতের। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বল উম্মত। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জায় লজ্জায় আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া এবারও হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করিলেন। এবার আল্লাহ তা'আলা পাঁচ সালাতের হ্রাস করিলেন। এবার হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পাঁচ সালাতের হুকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড়ই কষ্ট ভোগ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন আমি অনেকবার আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া হ্রাস করিবার আবেদন জানাইয়াছি। এখন আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে। অতএব আর আমি তাঁহার দরবারে এই বিষয় লইয়া যাইব না। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে বলা হইল যদি আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া সালাত নিয়মিত আদায় করেন তবে পঞ্চাশ সালাতের সওয়াব দান হইবে। কারণ প্রত্যেক নেক কর্মের বিনিময় দশ গুণ দেওয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম যখন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি সর্বাধিক কঠিন ছিলেন কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নরম।

উক্ত হাদীসকে ইমাম ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ.... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং হাফিয আবূ বকর বায়হাকী আবূ সায়ীদ মালানী আলী ইবনে সাহ্ল হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি ইবনে জরীর (র)-এর ন্যায় হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন হাকীম আবূ আব্দুল্লাহ হাদীসটিকে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফযল ইবনে মুহাম্মদ শা'বানী হইতে তিনি তাহার দাদা হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম বলেন আবূ যুরআহ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে হাদীসটি দীর্ঘরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর রাযী সম্পর্কে হাফিয আবূ যুরআহ রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় বহু ওহম (وَهْمٌ) করেন। কোন কোন মুহাদ্দিস তাহাকে যয়ীফ রাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন পক্ষান্তরে কেহ কেহ তাহাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলিয়াও মত প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু তাহার স্মরণ শক্তি দুর্বল ইহা স্পষ্ট অতএব যেই হাদীস কেবল তিনি একা বর্ণনা করিয়াছেন উহার বিশুদ্ধতা বিবেচনা সাপেক্ষ। উপরে বর্ণিত হাদীসের কোন কোন শব্দে বহু গারাবত (غَرَابَتْ) ও নাকারত (نَكَارَتْ) রহিয়াছে। এবং ইহার মধ্যে স্বপ্ন সম্পর্কিত হাদীসেরও কিছু অংশ সংযুক্ত হইয়াছে যাহা ইমাম বুখারী হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটিতে একাধিক হাদীসের সমাবেশ ঘটিয়াছে ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথবা ইহাতে স্বপ্নের ঘটনা কিংবা মি'রাজের ঘটনা ব্যতিত অন্য কোন ঘটনাও হইতে পারে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আব্দুর রায্যাক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তাহার চুলগুলি সোজা এবং দেখিতে তিনি শানুয়া গোত্রের মানুষের মত। হযরত ঈসা (আ) এর সহিতও আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তিনি মধ্যম গড়নের লালবর্ণের লোক এবং মনে হইল এখন গোসলখানা হইতে গোসল করিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিতও আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তাহার সহিত আমারই সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যতা রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার নিকট দুইটি পাত্র আনা হইল একটির মধ্যে দুধ এবং অপরটির মধ্যে ছিল মদ। আমাকে বলা হইল যেইটি ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। অতঃপর আমি দুধ লইলাম। এবং উহা পান করিলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল আপনি ফিতরাত মুতাবিক সঠিক আমল করিয়াছেন, মনে রাখিবেন, যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হইয়া যাইত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম অন্য এক সূত্রে ইমাম যুহরী হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে মুহম্মদ ইবনে রাফে আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমি কা'বা গৃহের হাতীমে ছিলাম এবং কুরাইশরা আমাকে 'ইসরা' সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিল। তাহারা আমার নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করিতেছিল কিন্তু উহার আমার মনে ছিল না। অতএব আমি এতই অস্থির হইয়া পড়িলাম যে পূর্বে কখনও এত অস্থির হই নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে পেশ করিলেন এবং আমি দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। আমি আমাকে আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি জামা'আতের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হযরত মূসা (আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহার মাথার চুল সোজা এবং দেখিতে তিনি শানুয়া গোত্রের লোকের মত। হযরত ঈসা (আ)-কেও দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহাকে দেখিতে অনেকটা হযরত উরওয়াহ ইবনে মাসউদ সকফীর মত। হযরত ইবরাহীম

(আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলেন। তিনি দেখিতে অনেকটা আমার মত। অতঃপর সালাতের সময় হইল এবং আমি তাহাদের সকলের ইমামতি করিলাম। যখন সালাত হইতে অবসর হইলাম তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ! এই হইলেন মালেক জাহান্নামের প্রহরী। আমি তাহার সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলাম এবং তিনিই প্রথম আমাকে সালাম করিলেন। ইবনে আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন মি'রাজের রাত্রে যখন আমি সপ্তম আসমানে পৌঁছিলাম তখন আমি উপড়ে তাকাইয়াই গর্জন ও বিকট বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবং বিদ্যুৎ দেখিতে পাইলাম এবং এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম তাহাদের পেট প্রকান্ড ঘরের ন্যায় যাহার মধ্যে সাপ রহিয়াছে এবং বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল! তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল সুদখোর। অতঃপর যখন আমি প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হইলাম তখন নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে তথায় ধূলা-বালু ধুঁয়া এবং তথায় চিৎকারও শুনিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল শয়তানের দল যাহারা আদম সন্তানের সম্মুখ দিয়া আনাগোনা করিতে থাকে। ফলে তাহারা যমীন ও আসমানের বিশাল সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করিতে পারে না। যদি ইহা না হইত তবে তাহারা বহু বিস্ময়কর বস্তু দেখিতে পাইত। ইমাম আহমদ হাসান ও আফফান হইতে তাহারা উভয়ই হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাও হাম্মাদ হইতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সাহাবীর রেওয়ায়েত

হাফিয বায়হাকী বলেন, হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে সুলাইম (র).... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে এবং জুওয়াইর, যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা সকলেই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে হানী (রা)-এর ঘরে ইশার সালাত শেষে শুইয়া ছিলেন। আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহার মধ্যে সিঁড়ি ও ফিরিশ্তার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। বিশুদ্ধ সূত্রে কোন হাদীস প্রমাণিত হইলে উহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। আবু হারুন আব্দী হইতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, "মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং মি'রাজ সম্পর্কে উক্ত হাদীস যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা যথেষ্ট"। অবশ্য বহু তাবেয়ীন ও তাফসীরকার ইমামগণ হাদীসটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত

ইমাম বায়হাকী বলেন, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ.... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুসজিদুল আকসায় লইয়া যাওয়া হইল উহার পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের কাছে বর্ণনা করিলেন তাহাদের কিছু লোক ঈমান ত্যাগ করিল, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আসিয়াছিল ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল তাহারা এই সংবাদ লইয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এর নিকট গিয়া বলিল, আপনি জানেন কি? আপনার সাথী কি বলেন, তাহাকে নাকি গত রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, সত্যই কি তিনি ইহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ, তখন তিনি বলিলেন যদি তিনি এই কথা বলিয়া থাকেন তবে ঘটনা সত্য। তাহারা বলিল আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, রাত্রে তাহাকে বাইতুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ভোর হইবার পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন হাঁ, আমি তো ইহা অপেক্ষাও অধিক দূরবর্তী বিষয়ে আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। সকালে বিকালে আসমান হইতে আগত সংবাদের ব্যাপারে তাহাকে বিশ্বাস করি। এই কারণেই তাহাকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলিয়া উপাধি দান করা হইয়াছে।

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ সায়েব কলবী (রা)....উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে বলেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয় সেই রাত্রে তিনি আমার ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। ইশার সালাত শেষে তিনি পুনরায় নিদ্রা যান। আমরাও নিদ্রা যাই। ভোর হইবার পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ (সা) কে জাগ্রত করিলাম। যখন তিনি সালাত পড়িলেন এবং আমরাও তাহার সহিত সালাত পড়িলাম তখন তিনি বলিলেন হে উম্মে হানী আমি তোমাদের সহিত ইশার সালাত পড়িয়াছিলাম এবং এখন ফজরের সালাতও তোমাদের সহিত পড়িলাম। এই সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন এবং পুনরায় তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। যেমন তুমি দেখিতেছ। কালবী নামক রাবী মুহাদ্দিসিনগণের নিকট বর্জিত। কিন্তু আবূ ইয়ালা তাহার মুসনাদে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আনসারী....উম্মে হানী (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবুল কাসেম তবরানী আব্দুল আ'লা ইবনে আব্দুল মুসাভির.... হযরত উম্মে হানী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে না পাইয়া বড়ই অস্থির হইলাম এবং আমার বিনিদ্ররাত্র অতিবাহিত করিলাম ভয় হইল, কুরাইশরা তাহাকে কোন বিপদে ফেলে নাই

তো? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহির করিয়াছিলেন। বাহির হইয়া দেখি, দরজার নিকট একটি সোয়ারী রহিয়াছে। যাহা খচ্চর হইতে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড়। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন এবং সোয়ারীটি চলিতে চলিতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। অতঃপর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দর্শন করাইলেন। দেখিতে তিনি আমার মতই মনে হয়। হযরত মূসা (আ) এর সহিতও সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট সোজা চুল বিশিষ্ট এবং দেখিতে আযদে শানুয়া গোত্রের লোকের মত মনে হয়। আমাকে তিনি হযরত ঈসা (আ) কেও দেখাইলেন যিনি মধ্যমাকৃতি এবং শুভ্র-লালিমা মিশ্রিত বর্ণের এবং উরওয়াহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর সাদৃশ্য। তিনি আমাকে দজ্জালকেও দেখাইলেন যাহার ডাইন চক্ষু বিলুপ্ত এবং সে দেখিতে অনেকটা কুত্ন ইবনে আব্দুল উযযার মত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার ইচ্ছা যাহা আমি দেখিয়াছি কুরাইশদের নিকট গিয়া উহা বলি। হযরত উম্মে হানী বলেন, আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি আপনি আপনার কওমের নিকট যাইতেছেন যাহারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং আপনার কথা অস্বীকার করিবে অতএব আমার ভয় হইতেছে যে তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিবে কিন্তু তিনি আমার হাত হইতে তাহার কাপড় ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। তাহারা তখন মজলিস করিয়া বসিয়াছিল। তিনি আমাকে যাহা কিছু শুনাইয়াছিলেন তাহাদিগকে তাহাই শুনাইয়াছিলেন। তখন জুবাইর ইবনে মুতআম দাঁড়াইয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি পূর্বের ন্যায় সত্যবাদী থাকিতেন তবে আমাদের সম্মুখে এই ঘটনা বলিতেন না। অতঃপর আর এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি অমুক স্থানে আমাদের কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ, আল্লাহর কসম, তাহারা তাহাদের একটি উট হারাইয়াছে এবং আমি তাহাদিগকে উহা খুঁজিতে দেখিতে পাইয়াছি লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি অমুক গোত্রের উটের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ, আমি তাহাদিগকে অমুক অমুক স্থানে দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের একটি লাল উটের পাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাদের পানির একটি পাত্র হইতে আমি পানিও পান করিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বলুন তো কত উট ছিল এবং কতজন রাখাল ছিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি উটের সংখ্যা ও রাখালের সংখ্যা তো আর লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই কিন্তু আল্লাহ তাহার সম্মুখে কাফেলাকে উপস্থিত করিয়া ছিলেন, এবং তিনি উট ও রাখালদের সংখ্যা ঠিক ঠিকমত গুনিয়া লইলেন।

অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকট অমুক গোত্রের উটের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাহাদের সংখ্যা এত। এবং তাহাদের অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে। আর অমুক গোত্রের উট সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

তাহাদের সংখ্যাও এত এত এবং তাহাদের মধ্যে ইবনে আবূ কুহাফার একজন রাখালসহ অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে আর তাহারা কাল সকাল পর্যন্ত ছনিয়ায় নামক স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা ছানিয়ার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, তিনি সত্য বলিয়াছেন কিনা? অতঃপর তাঁহারা সত্য সত্যই কাফেলা দেখিতে পাইল এবং তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি কোন উট হারাইয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ অন্য কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কোন লাল উটের কি পাও ভাঙ্গিয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ, জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কি কোন পানির পেয়ালা আছে? তাহারা বলিল হাঁ। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি উক্ত পানির পেয়ালাটি সংরক্ষিত করিয়া রাখি। উহার পানি কেহই পান করে নাই এবং ফেলিয়াও দেই নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। ঐ দিন হইতে তাহার উপাধি সিদ্দীক হইল ।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পর যাহার মধ্যে সহীহ হাসান ও যয়ীফ সর্ব প্রকার রেওয়ায়েত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজের যে বিষয়ের উপর সকল রেওয়ায়েত ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং উহা একবারই সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য রাবীদের বর্ণনাসমূহের মধ্যে এই পার্থক্য বহিয়াছে এবং কোন রেওয়ায়েতে কিছু বেশী বর্ণিত হইয়াছে আর কোন রেওয়ায়েতে কিছু কম বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ হইতে এত পার্থক্য অসম্ভব কিছুই নহে। কেবল মাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতিত কেহই ভুলের উর্ধ্বে নহে। যেই রেওয়ায়েত কোন বিষয়ে অন্য রেওয়াতের বিরোধী কেহ কেহ উহাকে একটি পৃথক ঘটনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতএব তাহারা 'ইস্‌রা' এর ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই মত বাস্তব সম্মত নহে। বাস্তবতা হইতে বহু দূরে। পরবর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে একবার পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় বার মক্কা হইতে আসমানে এবং তৃতীয় বার মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে আসমানে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা এই মত প্রকাশ করিয়া গর্ববোধ করিয়াছেন এবং ধারণা করিয়াছেন এই ভাবে অনেক প্রশ্ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের এই মতও বাস্তবতা হইতে অনেক দূরে এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামদের মধ্য হইতে কেহই এই মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই। যদি ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়া থাকিত তবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁহার উম্মতকে এই বিষয়ে জানাইয়া যাইতেন। এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণও ঘটনাটি একাধিক বার ঘটিয়াছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতেন।

মূসা ইবনে উকবাহ (র) যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের এক বৎসর পূর্বে মি'রাজের ঘটনা ঘটিয়াছে। হযরত উরওয়াহও এই মত পোষণ করেন। সুদ্দী বলেন, হিজরতের ষোল মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছে। যাহা সত্য তাহা হইল মি'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জাগ্রতাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল নিদ্রাকালে নহে। তিনি মক্কা হইতে বোরাকে চড়িয়া বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছিয়াছিলেন। যখন তিনি মসজিদের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দরজার কাছেই সোয়ারীটি বাঁধিয়া রাখিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত পড়িলেন। অতঃপর তিনি সিঁড়ীর সাহায্যে প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আসমানসমূহে আরোহণ করিলেন। প্রত্যেক আসমানেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদার তারতম্য হিসাবে প্রত্যেকের সহিত সালাম কালাম হইল। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল ষষ্ঠ আসমানে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল সপ্তম আসমানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং একটি সমতল স্থানে পৌছিলেন সেখানে তিনি কলমসমূহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা দেখিলেন যাহাকে আল্লাহর মহত্ব আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে স্বর্ণের পতঙ্গ ও নানা রংগের ফিরিশ্তাগণ উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সেখানে তিনি হযরত জিবরীল (আ) কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে। সেখানে তিনি সুবজ বর্ণের রফরফও দেখিলেন যাহা আসমানের প্রান্তসমূহকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি বাইতুল মা'মূরকে দেখিলেন, যমীনের কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) কে উহার সহিত পিঠ লাগাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। বাইতুল মা'মূর আসমানের কা'বা। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তা উহার মধ্যে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ হইবে না। তিনি বেহেশ্ত ও দোযখও দেখিলেন। তথায় আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতও ফরয করিলেন। অতঃপর হ্রাস করিয়া পাঁচ পর্যন্ত স্থির করিলেন। ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। ইহা দ্বারা সালাতের মর্যাদাও স্পষ্টত বুঝা যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসে নামিয়া আসিলেন তখন তাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম নামিয়া আসিলেন। সালাতের সময় হইলে তাহারা তাঁহার সহিত সালাত পড়িলেন। সম্ভবত ইহা সেই দিনের ফজরের সালাত। কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসমানের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় বাইতুল মুকাদ্দাসেই তিনি ইমামতি করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তিনি ইমামতি

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে আসমান হইতে নামিয়া ইমামতি করিয়াছিলেন ইহাই স্পষ্ট। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের মনযিলসমূহ অতিক্রম করিতে ছিলেন তখন তিনি হযরত জিবরীল (আ)-এর নিকট এক একজন করিয়া তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং জিবরীল (আ) তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিলেন। যদি পূর্বেই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে তবে এখন তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

আর ইহা অধিক সমীচীন বলিয়া বিবেচিতও বটে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাহার উম্মতের প্রতি তাহার যাহা ইচ্ছা ফরয করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইল তখন তিনি তাহার নবী-রাসূল ভাইদের সহিত মিলিত হইলেন এবং হযরত জিবরীল (আ)-এর ইংগিতে তিনি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করিলেন। এইভাবে তাহাদের সকলের উপরে তাঁহাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে বাহির হইয়া বোরাকের উপর চড়িয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দুধের পাত্র মধুর পাত্র অথবা দুধের ও মদের পাত্র কিংবা দুধের ও পানির পাত্র কোথায় পেশ করা হইয়াছিল এই সম্পর্কে কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে পেশ করা হইয়াছিল আর কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় আসমানে পেশ করা হইয়াছিল। অবশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও আসমান উভয় স্থানে পেশ করা হইয়াছিল উহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন কোন আগন্তুকের জন্য আতিথিয়েতা রূপে কিছু পেশ করা হইয়া থাকে এখানে তেমনি হইয়াছিল।

উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই মি'রাজ ও সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল না রূহানীভাবে হইয়াছিল। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল ইহা সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল এবং জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছিল নিদ্রাবস্থায় নহে। অবশ্য তাহারা ইহাও অস্বীকার করেন না যে ইহার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে ইহা দেখান হইয়াছিল এবং পরে জাগ্রতাবস্থায়ও দেখান হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন স্বপ্ন যোগে কিছু দেখিয়াছেন জাগ্রতাবস্থায় উহা ঠিক তেমনি দেখিয়াছেন। আল্লাহর কালাম ইহার জন্য বড় দলীল। ইরশাদ হইয়াছে

سُبْحَانَ الَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَه

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কোন মহতি কাজের জন্যই আল্লাহ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকেন। যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিরাজ নিদ্রিতাবস্থায় সংঘটিত হইত তবে ইহা কোন বড় ব্যাপার নহে। কুরাইশ-কাফিররাও উহাকে অস্বীকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইত না আর মুসলমানদের

কিছু লোক উহাকে অস্বীকার করিয়া মুরতাদও হইয়া যাইত না। ইহা ব্যতীত আব্দ (عَبْدٌ) বলা হয় শরীর ও রূহ'এর সমষ্টিকে। শুধু রূহেকে আব্দ বলা হয় না। অথচ, আল্লাহ তাআলা أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً বলিয়াছে। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ আর মানুষের পরীক্ষার জন্যই আমি এই সকল বিস্ময়কর বস্তু আপনাকে দেখাইয়াছি। যদি ইহা স্বপ্নের ব্যাপার হইত তবে ইহাতে মানুষের পরীক্ষার এমন কি ব্যাপার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আয়াতে চক্ষু দ্বারা দেখার কথাই বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের রাত্রে জাগ্রতাবস্থায় সচক্ষেই সকল বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছিলেন اَلشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন وَمَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى দৃষ্টির ভ্রান্তও ঘটে নাই আর লংঘনও করে নাই। আয়াতে চক্ষুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। চক্ষু মানুষের শরীরেরই একটি অংশ রূহ এর অংশ নহে। মি'রাজের ঘটনায় বোরাক নামক সোয়ারীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরোহণ করান হইয়াছিল ইহা একটি সাদা উজ্জ্বল পশু ছিল। আরোহণ করা ও সোয়ার হওয়া ইহা কেবল শরীরের পক্ষেই প্রযোজ্য। রূহ এর জন্য সোয়ার হইবার কোন প্রয়োজন করেন না। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজ সশরীরে সংঘটিত হয় নাই। বরং রূহের সাহায্যে ঘটিয়াছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার তাহার সীরাতে বলেন, ইয়াকূব ইবনে উকবাহ ইবনে মুগীরাহ ইবনে আখনাস আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত মু'আবিয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি সত্য স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরিবারের জনৈক রাবী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিতেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীর গায়েব হয় নাই বরং তাঁহার রূহানী মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর এই মতকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কারণ হাসান (র) বলেন, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ এই রূহানী মিরাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়াছেন, إِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইয়াছি যে, আমি তোমাকে যবাই করিতেছি এখন তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি স্বপ্নযোগে ও জাগ্রতাবস্থায় অহী অবতীর্ণ হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন تَنَامُ عَيْنَاىَ وَقَلْبِىْ يَقْظَانُ আমার চক্ষুদ্বয় তো ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু আমার অন্তর থাকে জাগ্রত। ইহা দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর দরবারে গিয়াছিলেন এবং অনেক বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছিলেন। তিনি যেই অবস্থায়ই থাকুন না কেন, নিদ্রাবস্থায় কিংবা জাগ্রতাবস্থায়

সবই হক ও সত্য। ইবনে ইসহাকের বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর তাহার তাফসীরে ইবনে ইসহাকের উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরাধী। সাথে সাথে তিনি ইবনে ইসহাকের মতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি দলীল পেশ করিয়াছেন। যাহার কয়েকটি আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা

হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পেহানী দালায়েলুন্নবুত গ্রন্থে মুহম্মদ ইবনে উমর ওয়াকেদী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রূম সম্রাট হিরাকল এর নিকট হযরত দাহ্ইয়া কালবীকে দূত হিসাবে প্ররণ করিলেন। তিনি হিরাকল এর নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর হিরাকল সাম দেশে অবস্থানরত আরবের ব্যবসায়ীদিগকে তলব করিলেন। আবূ সুফিয়ান দুখর ইবনে হারবকে ও সংগীদিগকে উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি সেই সকল প্রশ্ন করিলেন যাহার উল্লেখ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে রহিয়াছে। আবূ সুফিয়ান হিরাকল এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আল্লাহর কসম, হিরাকল এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা) কে হেয় প্রতিপন্নকারী কোন কথা বলিতে এই ভয় ব্যতীত অন্য কোন জিনিস আমাকে বাঁধা দেয় নাই যে হযরত তাহার সম্মুখে আমার মিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং তাহার নিকট আমার আর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমন সময় হঠাৎ তাহার মি'রাজের কথাটি আমার মনে পড়িল, এবং বলিলাম, সম্রাট! আপনাকে আমি এমন একটি খবর কি দিবনা যাহা দ্বারা আপনার নিকট তাহার মিথ্যা প্রমাণিত হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, তখন আমি বলিলাম তিনি বলেন, তিনি আমাদের ভুখন্ড মসজিদুল হারাম হইতে আপনাদের মসজিদে ইলীয়া পর্যন্ত একই রাত্রে ভ্রমণ করিয়া ভোর হইবার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমার কথা শ্রবণ করিতেই বাইতুল মুকাদ্দিসের লাট পাদরী বলিয়া উঠিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তখন রূম সম্রাট কায়সার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহা কিভাবে জানেন? তিনি বলিলেন আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিবার পূর্বে নিদ্রা যাই না। কিন্তু সেই রাত্রে একটি দরজা ব্যতীত সকল দরজা আমি বন্ধ করিয়া দেই। কিন্তু ঐ দরজাটি আমি কোনক্রমে বন্ধ করিতে সক্ষম হইলাম না। তখন আমি আমার অন্যান্য কর্মচারীও উপস্থিত লোকজনের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সকল জোর খাটাইয়াও দরজাকে তাহার স্থান হইতে সরাইতে পারিলাম না। যেন কোন পাহাড় সরাইতেছি বলিয়া মনে হইল। আমি কাঠ মিস্ত্রি ডাকিলাম তাহারাও উহা খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিল কিন্তু কোন উপায়েই উহা সরাইতে সক্ষম হইল না এবং সকাল পর্যন্ত মুলতবী রাখিল। পাদরী বলেন আমি দরজাটি খোলাই রাখিয়া দিলাম। ভোরে যখন দরজার কাছে আসিলাম তখন মসজিদের পাশে পড়া পাথরটিতে ছিদ্র দেখিলাম এবং উহাতে কোন পশু বাধার

চিহ্নও দেখিতে পাইলাম। তখন আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম, আজ রাত্রে কোন নবীর আগমনের জন্যই দরজাটি খোলা রাখা হইয়াছিল। এবং এই মসজিদে অবশ্যই তিনি সালাত পড়িয়াছেন। হাদীসটি দীর্ঘ।

ফায়েদাহ

হাফিয আবূল খাত্তাব উমর ইবনে দাহয়িয়াহ তাহার 'আত্তানভীর ফী মওলিদিস সিরাজিল মুনীর' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে মি'রাজের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং মি'রাজ সম্পর্কে অতি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মি'রাজের হাদীস হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে মাসউদ, আবূ যর, মালেক ইবনে সা'সাআহ, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আওস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রাহমান ইবনে কুরয, আবূ হিব্বাহ আনসারী, আবূ লায়লা আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের, হুযাইফা আবূ আইয়ুব, আবূ উমামাহ, সামুরা ইবনে জুন্দব আবুল হাম্‌রা, দুহাইব রূমী, উম্মেহানী, আয়েশা ও আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন আবার কেহ কেহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত সনদের দিক হইতে সহীহ নহে। কিন্তু সমস্ত মুসলমান সম্মিলিতভাবে মি'রাজের ঘটনার সত্যতার উপর ঐক্য মত পোষণ করিয়াছেন। আর অস্বীকার করিয়াছে কেবল যিন্দীক ও মুলহিদ লোকেরা। يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ তাহারা তো আল্লাহর নূরকে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ তাহার নূরকে পূর্ণ করিয়া ছাড়িবেন যদিও কাফিরদের নিকট ইহা পসন্দনীয় নহে।

(٢) وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

(٣) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

২. আমি মূসা (আ) কে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা আমা ব্যতিত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না।

৩. হে তাহাদিগের বংশধর যাহাদিগকে আমি নূহ (আ) এর সহিত আরোহণ করাইয়াছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মি'রাজের আলোচনা করিবার পর স্বীয় পয়গম্বর হযরত মূসা (আ) এর আলোচনা করিতেছেন। সাধারণতঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) আলোচনা একই সাথে করেন। অনুরূপভাবে কুরআন ও তাওরাতের আলোচনাও একই সাথে করেন। এই কারণে মি'রাজের আলোচনার পর এরশাদ করিয়াছেন, وَآتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ আমি মূসা (আ) কে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছি وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اِسْرَائِيْلَ আর উহাকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক বানাইয়াছি اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا যেন আমাকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু সাহায্যকারী ও উপাস্য না বানাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট এই নির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি যেন কেবল তাঁর উপাসনা করেন। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ এখানে يا হরফে নিদা উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا الخ হে সেই সকল লোকের সন্তানরা যাহাদিগক আমি হযরত নূহ (আ)-এর সহিত সোয়ার করিয়াছিলাম এবং মহা তুফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, তোমরা সেই সকল বুযুর্গ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ন্যায় জীবন পরিচালনা কর। আল্লাহ তা'আলা তাহার ইহসান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বনী ইসরাঈল সঠিক পথে চলার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন। اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا অবশ্যই তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। অর্থাৎ যেমন তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি হযরত নূহ (আ) কে প্রেরণ করিয়া অনুগ্রহ করিয়াছিলাম অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া তোমাদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছি। বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) যেহেতু পানাহার করিয়া পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া ও অন্যান্য অবস্থায়ও আল্লার হাম্দ শোকর করিতেন। একারণে তাহাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলা হইয়াছে। ইমাম তবরানী বলেন, আলী ইবনে আব্দুল আযীয (র).... সা'দ ইবনে মাসউদ সাকফী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত নূহ (আ) কে কৃতজ্ঞ বান্দা এই কারণে নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি যখনই পানাহার করিতেন আল্লাহর হামদ করিতেন। ইমাম আহমদ বলেন, আবূ উসামাহ (র)....আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহ তা'আলা তার সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে এক লুকমা আহার করিয়া কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়া আল্লাহর শোকর করে। ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী আবূ উসামাহর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) যায়েদ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করিতেন। ইমাম বুখারী (র) আবূ যুরআহ (র)-এর হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বলেন যে, কিয়ামত দিবসে আমি মানব জাতির সর্দার হইব। হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা

করিয়াছেন। উহাতে রহিয়াছে, "অতঃপর সমস্ত লোক হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি পৃথিবীতে সর্ব প্রথম রাসূল আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলিয়া নাম রাখিয়াছেন সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।

(٤) وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ○

(٥) فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ○

(٦) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ○

(٧) إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟ تَتْبِيرًا ○

(٨) عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ حَصِيرًا ○

৪. এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে জানাইয়া দিলাম নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হইবে।

৫. অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল, তখন আমি তোমাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার বান্দাদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকারী হইয়াই থাকে।

৬. অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদিগর উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সন্তুতি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ট করিলাম।

৭. তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজদিগের ফায়দার জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও নিজদিগের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ করিলাম তোমাদিগের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য। প্রথমবার তাহারা যে ভাবে মাসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেই ভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

৮. সম্ভবতঃ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদিগের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করিব প্রতি জাহান্নামকে আমি করিয়াছি কাফিরদিগের জন্য কারাগার।

তাফসীর ঃ বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলেন আল্লাহ উহার মাধ্যমে তাহাদিগকে প্রথমই এই সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে তাহারা পৃথিবীতে দুইবার অশান্তি সৃষ্টি করিবে এবং অহংকার করিব। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَقَضَيْنَا ذَلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُصْبِحِيْنَ এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা যে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে এই কথা আল্লাহ প্রথমই তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا যখন তাহাদের প্রথম ফাসাদের সময় সমাগত হইবে بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ তখন তোমাদের উপর আমার বীরযোদ্ধা বান্দাদিগকে প্রেরণ করিব فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ অতঃপর তাহারা তোমাদের শহর দখল করিয়া লইবে এবং লুটপাট করিয়া তাহাদের ঘর শূণ্য করিয়া দিল এবং নিরাপদে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল। আর আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হইবারই ছিল।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতবিরাধ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উপর কাহাদিগকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তাহারা হইল জালূত আলজযরী ও তাহার সেনাবাহিনী। প্রথমত তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা বিজয়ী করেন অতঃপর বনী ইসরাঈলকে জালূতের উপর বিজয় দান করেন। এবং হযরত দাউদ (আ) জালূতকে হত্যা করেন ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আমি তোমাদিগকে তাহাদের উপর পুনরায় জয়ী করিলাম। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত মুসিল শহরের উপর ছাঞ্জারীব ও তাহার সেনাবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ও অনান্য রাবী কর্তৃক ইহাও বর্ণিত যে, বুখতন্নসর তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইবনে আবূ হাতিম বুখতন্নসর এর ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া বাদশা হইবার ব্যাপারে আশ্চার্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সে একজন ফকীর ছিল। মানুষের নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ কতি। অতঃপর সে ধাপে ধাপে উন্নতি করিতে করিতে বাদশা হইল এমন কি বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করিয়া বসিল। এবং

অসংখ্য বনী ইসরাঈলকে হত্যা করিল। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এখানে হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে একটি দীর্ঘ মাওযূ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহার সাধারণ জ্ঞান আছে তিনিও উহার মওযূ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের বড় আশ্চার্য যে হয় আল্লামা ইবনে জরীর (র)-এর ন্যায় এতবড় একজন ইমাম কি করিয়া উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করিলেন। আমার শায়খ হাফিয আল্লামা আবুল হাজ্জা মিযটী স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে উহা সম্পূর্ণ মওযূ ও মিথ্যা হাদীস। কিতাবের টীকায় তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু আমরা এখানে উহা বর্ণনা করিয়া অনর্থক কিতাবের কলেবর দীর্ঘ করিতে চাহি না। উহার কোন কোনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মওযূ। আবার কোন কোনটি বিশুদ্ধ হইলেও আমাদের উহার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কিতাব ও তাহার রাসূলের হাদীস আমাদিগকে ঐ সকল রেওয়াতের মুখাপেক্ষী করে নাই। এখানে উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, বনী ইসরাঈল যখন অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং অহংকারে মাতিয়া উঠিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর তাহাদের শত্রুকে চাপাইয়া দেন। যাহারা তাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অহংকারের খুব শাস্তি দিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদের উপর যুলুম করেন না। কেবল তাহাদের অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দান করেন। এই বনী ইসরাঈল এতই বাড়াবাড়ি করিয়াছিল যে তাহারা অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কিরামকেও হত্যা করিয়াছিল যাহার উপযুক্ত শাস্তি তাহাদের জন্য অবধারিত ছিল। আল্লামা ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা (র).... সায়ীদ ইবন মুসাইয়িব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বুখতনসর শাম দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করিল এবং জনসাধারণকে হত্যা করিল। অতঃপর দামেস্ক পৌছিয়া দেখিল একটি পাথর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল ইহা কি? লোকেরা বলিল, আমরা তো বাপ দাদার আমল হইতে এইরূপ দেখিয়া আসিতেছি। কখনও ইহার প্রবাহ বন্ধ হয় না। অতঃপর সে সত্তর হাজার মুসলমান অমুলমান হত্যা করিল এবং রক্ত থামিয়া গেল। রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ। ইহাও বর্ণিত যে বুখতনসর সমাজের ভদ্র ও উলামায়ে কিরামকেও হত্যা করিতে ছাড়ে নাই এমনকি একজন তাওরাতের হাফিজও অবশিষ্ট ছিল না। অসংখ্য লোক গ্রেফতার করে তাহাদের মধ্যে নবী সন্তানও ছিলেন। মোটকথা ত্রাস বিভীষিকা পূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু বিস্তারিত ঘটনাবলী কোন বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত কিংবা বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের নিকটবর্তী রেওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত নহে। অতএব আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করিলাম।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا যদি তোমরা সৎ কাজ কর তবে উহা তোমাদের নিজের জন্যই উপকারী আর যদি অপকর্ম করে তবে তোমাদের নিজেদের জন্যই উহা অপকারী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا যেই ব্যক্তি সৎকাজ করে

উহা তাহার জন্য উপকারী আর যেই ব্যক্তি অসৎ কাজ করে উহা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ অতঃপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় সমাগত হইল। অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা যখন দ্বিতীয়বার অশান্তি সৃষ্টি করিলে এবং তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর চাপিয়া বসিল لِيَسُوْءُا وُجُوْهَكُمْ যেন তাহারা তোমাদের চেহারা বিগড়াইয়া দেয়। তোমাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ আর যেন তাহারা মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ যেমন তাহারা প্রথম বার শহরে প্রবশ করিয়াছিল এবং وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا আর যেন তাহারা তাহাদের অধিকৃত ও বিজিত স্থানসমূহকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তোমাদের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া বিতারিত করিবেন। وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا অর্থাৎ যদি তোমরা পুনরায় অহংকার ভরে অশান্তি সৃষ্টি কর তবে আমিও পুনরায় পার্থিব জীবনেই তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করিব এবং পরকালেও ভীষণ শাস্তি হইবে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا আর কাফিরদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। হযরত ইবনে আববাস (রা) বলেন, حَصِيْرًا অর্থ, কয়েদখানা। মুজাহিদ বলেন, কাফিরদিগকে জাহান্নামে বন্দি করিয়া রাখা হইবে। হাসান বলেন, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য বিছানা হইবে। কাতাদাহ বলেন, বনী ইসরাঈল পুনরায় আল্লাহর হুকুমের অবমাননা করিয়াছে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া জিযিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছেন।

(৯) اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۙ

(১০) وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۠

৯. এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়ত করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদিগকে, সুসংবাদ দেয় যে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১০. এবং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাব যাহা তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন অর্থাৎ কুরআন এর প্রশংসা করিয়া বলেন, এই কুরআন অতি উত্তম পথের নির্দেশনা দান করে এবং নেক আমলকারী মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান

করে যে তাহাদের জন্য কিয়ামত দিবসে বিরাট পারিশ্রমিক ও বিনিময় রহিয়াছে। আর যাহারা ঈমান হইতে শূণ্য তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যেমন ইরশাদ হইয়াছে فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তাহাদিগকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন।

(١١) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝

১১. যে ভাবে কল্যাণ কামনা করে সেই ভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়।

তাফসীর ঃ মানুষ কোন কোন সময় নিরাশ ও হতাশাগ্রস্থ হইয়া নিজের জন্য কিংবা সন্তানের জন্য অথবা স্বীয় মালের জন্য মৃত্যু কামনা করে কিংবা ধ্বংস হইয়া যাইবার দু'আ করে কিংবা অভিশাপ দিতে থাকে। যদি আল্লাহ সাথে সাথে তাহার দু'আ কবূল করিতেন তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তাই সাথে সাথেই তাহার অমঙ্গল কামনাকে কবূল করেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার এই আচরণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও মুজাহিদ হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ اَنْ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً اِجَابَةً يَسْتَجِيْبُ فِيْهَا তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ও ধন সম্পদের জন্য বদ দু'আ করিও না। যদি কোন দু'আ কবূলের সময়ে তোমরা এই বদ দু'আ কর তবে আল্লাহ উহা কবূল করিবেন মানবজাতির এইরূপ বদ দু'আ কেবল তাহার অস্থিরতা ও ব্যস্ততাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا আর মানুষ বড়ই অস্থির। হযরত সালমান ফারেসী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এখানে হযরত আদম (আ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আদম (আ) কে সৃষ্টি করিবার পর তাহার পাও পর্যন্ত রূহ পৌছিবার পূর্বেই তিনি খাড়া হইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। মাথা হইতে নীচের দিকে রূহের বিস্তার ঘটিবার সময় নাক পর্যন্ত যখন পৌছিল তখন তাহার হাঁচি আসিল অমনি আলহামদুলিল্লাহ বলিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিলেন। যখন রূহ চক্ষু পর্যন্ত পৌছিল তখন তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল নিম্নের অংগসমূহে পৌছিলে তিনি আনন্দে নিজের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এখন পর্যন্ত পাও পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই তিনি হাঁটিতে চাহিলেন কিন্তু হাঁটিতে সক্ষম হইলেন না এবং আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিলেন হে প্রভু! রাত্রের আগমন ঘটিনবার পূর্বেই রূহ দান করুন।

(١٢) وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝

১২. আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থীর করিতে পার। এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার বিরাট নিদর্শনসমূহের দুইটি নির্দশন উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাত্র ও দিবসকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, রাত্রকে আরাম করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দিবসকে জীবিকা উপার্জনের জন্য শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার জন্য এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিবার জন্য দিন সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্র দিবসের পরিবর্তনের দ্বারা দিন সপ্তাহ মাস ও বৎসরসমূহের সংখ্যা জানা যায়। ইহা দ্বারা দেনা-পাওনা কারবার ও ঋণের নির্দিষ্ট সময় জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর সময় কালও জানা সহজ হয়। ইরশাদ হইয়াছে لِتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ আর তোমরা যে তোমাদের প্রতিপালকের দানসামগ্রী অন্বেষণ করিতে পার। وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ আর যেন বৎসরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার যদি রাত দিনের সৃষ্টি না হইত যদি একই ধরনের সময় হইত তবে দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি জানা সম্ভব হইত না এবং ইবাদত ও লেনদেনের নির্দিষ্ট সময় জানাও সম্ভব হইত না। ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ - قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ - وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা'আলা রাত্রকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ভিন্ন এমন আর কোন মা'বুদ আছে যে দিনের আলো আনিতে পারে? তোমরা কি শুন না? হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ব্যতিত এমন আর কে আছে যে রাত্রকে

আনিতে পারে তোমরা কি দেখ না? আর আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহেই রাত্র দিন সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা রাত্রে আরাম করিতে পার। আর দিনের বেলা তাহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার। আর যেন সম্ভবত তোমরা শোকর আদায় কর। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি মহাশুন্যে বুরূয ও কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে আলো দানকারী সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনিই রাত্র দিবসকে পরিবর্তনশীল রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য যে বুঝিতে চাহে কিংবা কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্র দিবসের পরিবর্তন ঘটাইবার ক্ষমতা কেবল তাহারই يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُّوْرُ তিনি দিনের উপর রাত্রের পর্দা রাখিয়া দেন এবং রাত্রের উপর দিনের পর্দা রাখিয়াছেন আর সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলিতেছে তিনিই মহান তিনি ক্ষমাকারী। আরো ইরশাদ হইয়াছে

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

তিনি ভোর সৃষ্টিকারী। তিনি রাত্রকে আরামদায়ক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চন্দ্র সূর্যকে হিসাবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইল মহা ক্ষমতার অধিকারী মহা জ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمُ

আর তাহাদের জন্য রাত্র একটি নির্দশন। তাহার উপর হইতে আমি দিনকে সরাইয়া লই হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। আর সূর্য তাহার নির্দিষ্ট স্থানে চলিতে থাকে। ইহা তাহারই নির্ধারণ যিনি ক্ষমতার অধিকারী ও মহা জ্ঞানী। আল্লাহ রাত্র চিনিবার জন্য আলামত বানাইয়াছেন অর্থাৎ অন্ধকার ও চন্দ্রের উদয় এবং দিনের জন্যও আলামত ঠিক করিয়াছেন। আর তাহা হইল সূর্যের উদয় ও আলো। এবং তিনি চন্দ্রের আলো ও সূর্যের কিরণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন একটি অপরটি হইতে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ .... لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ আর তিনি সূর্যকে অতিব আলোকময় এবং চন্দ্রকে আলোকময় করিয়াছেন আর উহার জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা

বৎসর ও হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ তা'আলা হকের সহিতই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ তাহারা চাঁদের পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন ইহা মানুষের সময় জানিবার উপায় এবং হজ্জের সময় জানিবারও উপায়। ইবনে জুরাইজ আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর হইতে فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً এর তাফসীর বলেন, রাত্রের আলামত হইল অন্ধকার এবং দিনের আলামত হইল আলো। ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, রাত্রের আলামত চাঁদের উদয়ন এবং দিনের আলামত সূর্যের উদয় ঘটা। فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন চন্দ্রের উপর যে কাল দাগ আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, ফলে চন্দ্রের আলো কম হইয়াছে। উক্ত আয়াতাংশের অর্থ ইহাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, চন্দ্রও পূর্বে সূর্যের ন্যায় আলো দান করিত। চন্দ্র রাত্রের আলামত এবং সূর্য দিনের আলামত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের উপর কাল দাগ সৃষ্টি করিয়া উহার আলো কম করিয়া দিয়াছেন। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর বিভিন্ন বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা ইবনুল কাওয়া হযরত আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রের উপর এই কাল দাগ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আরে! তুমি কুরআনের فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ কি পড় না। অত্র আয়াতে فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ দ্বারা এই কাল দাগকে বুঝান হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ এর সম্পর্কে বলেন আমাদের নিকট ইহা বর্ণনা করা হইত যে فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ দ্বারা চন্দ্রের উপরের কাল দাগ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাল দাগ দ্বারা রাত্রের আলামত চন্দ্রের আলোকে আল্লাহ তা'আলা কম করিয়াছেন। আর দিনের আলামত সূর্যকে আলোকময় করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইবনে জুরাইজ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ এর অর্থ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা রাত্র ও দিনকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছেন এবং রাত-দিন উভয়কে সৃষ্টিই করিয়াছেন এমনিভাবে।

(١٣) وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝

(١٤) اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

১৩. প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহারই জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

১৪. তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুগ এবং যুগের মানুষ যে সকল আমল করে উহার উল্লেখ করিযাছেন এখন তিনি ইরশাদ করেন وَكُلَّ اِنْسَانَ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِه প্রত্যেক মানুষ যেই আমলই সে করুক না কেন তাহার সর্বপ্রকার আমলই আমি তাহার গর্দানে ঝুলাইয়া দেই। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ভাল মন্দ সর্ব প্রকার আমল তাহার কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং উহার বিনিময়ও প্রত্যেককে দান করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ যে কেহ বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করিবে সে তাহা কিয়ামত দিবসে দেখিতে পাইবে অনুরূপভাবে যে কেহ কোন মন্দ আমল করিবে কিয়ামত দিবসে উহাও সে দেখিতে পাইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدَ مَايَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٍ ডাইন দিকে ও বাম দিকে ফিরিশ্তা বসিয়া থাকে। সে যাহাই মুখে উচ্চারণ করে সাথে সাথেই উহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ফিরিশ্তা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ তোমাদের উপর কয়েকজন সম্মানিত সংরক্ষণকারী লেখক রহিয়াছেন যাহারা তোমাদের সকল আমল ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের সকল কর্মকান্ডের বিনিময় দান করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِه যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করিবে তাহাকে উহার বিনিময় দান করা হইবে। সারমর্ম হইল, মানুষ যাহা কিছু করে কম হউক কিংবা বেশী সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। দিবা-রাত্র সকাল সন্ধ্যায় সর্বদাই তাহার আমল লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, কুতাইবাহ (র)....হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক মানুষের আমলের অকল্যাণ তাহার স্কন্ধে ঝুলিতেছে। ইবনে লাহীআহ বলেন, طَائِرَهُ এর অর্থ طَيْرَهُ অর্থাৎ অশুভ। কিন্তু উদ্ধৃত হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা ইবনে লাহীআহ হইতে গরীব সূত্রে বর্ণিত।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا

অর্থাৎ আমি তাহার সমস্ত কর্মকান্ডকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া কিয়ামত দিবসে তাহাকে দেওয়া হইবে। সে যদি সৎলোক হয় তবে তাহার ডাইন হাতে দান করিব আর অসৎ কাফির লোক হইলে তাহার বাম হাতে দান করিব। আর তাহার সেই কিতাব হইবে উন্মুক্ত ও খোলা যাহা সে পড়িবে। এবং অন্য লোকও পড়িবে। উহার মধ্যে তাহার জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ وَلَوْ

اَلْقَى مَعَاذِيْرَهُ সেই দিন মানুষকে তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইবে বরং মানুষ তো নিজেই তাহার সৎকার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকিবে। যদিও সে নিজের কাজের জন্য নানা প্রকার বাহনা পেশ করিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيْبًا তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর আজ তুমি নিজেই হিসাবকারী হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাৎ তুমি ইহা ভালভাবেই জান যে তোমার প্রতি যুলুম করা হয় নাই এবং তুমি যে কর্মকান্ড করিয়াছ উহা ব্যতিত উহার অতিরিক্ত আর কিছুই লেখা হয় নাই। কারণ তুমি যাহা কিছু করিয়াছ উহার সবকিছুই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দুনিয়ায় যে যাহা কিছু করিয়াছে সে উহার কিছুই ভুলিবে না। আর প্রত্যেকেই তাহার আমলনামা পড়িবে চাহে সে শিক্ষিত হউক কিংবা অশিক্ষিত। قوله وَاَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ অত্র আয়াতে স্কন্ধ এর উল্লেখ বিশেষ করিয়া এই কারণে করা হইয়াছে যে, স্কন্ধ মানুষের এমন একটি অংগ যে উহাতে যাহা কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা উহা হইতে পৃথক হয় না। কবি তাহার নিম্নের কবিতায়ও এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেনঃ

اِذْهَبْ بِهَا اِذْهَبْ بِهَا + طَوَّقْتُهَا طَوْقَ الْحَمَامِ

"নিয়ে যাও নিয়ে যাও আমি তাহাকে তাহার গলায় কবুতরের গলার ন্যায় হাছুলি ঝুলাইয়া দিলাম" কাতাদাহ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, لَاعَدْوٰى وَلَاطِيَرَةَ وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ عُنُقِهِ সংক্রামক রোগ বলিতে কিছু নাই আর অশুভও কিছুতে নাই, এবং প্রত্যেক মানুষের আমলই তাহার গর্দানে ঝুলিয়া থাকে। ইবনে জরীরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবদ ইবনে হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে মুত্তাসিলরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হাসান ইবনে মূসা.... হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি طَيْرُ كُلِّ عَبْدٍ فِىْ عُنُقِهِ প্রত্যেক মানুষের অশুভ তাহার গর্দানে ঝুলিতেছে।

ইমাম আহমদ বলেন, আলী ইবন ইসহাক (র)....হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন মানুষের প্রত্যেক দিনের আমলের উপর সিল মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। যখন সে পিড়িত হয়, তখন ফিরিশ্তাগণ বলেন হে আল্লাহ! আপনার অমুক বান্দা তো পিড়িত তাহাকে আপনিই আমল করিতে বিরত রাখিয়াছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন তাহার সুস্থাবস্থার আমল পরিমাণ আমলের উপর মোহর লাগাও যাবৎ না সে সুস্থ হইয়া উঠে কিংবা মৃত্যু বরণ করে। হাদীসের সনদ ভাল ও শক্তিশালী। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। মা'মার (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। طَائِرَهُ এর অর্থ করিয়াছেন "তাহার আমল" وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا আর কিয়ামত দিবসে

তাহার আমলকে উন্মুক্ত কিতাবের রূপে বাহির করিব। মা'মার বলেন হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ পাঠ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিলেন হে আদম সন্তান। তোমার জন্য তোমার আমলনামা খুলিয়া রাখা হইয়াছে, তোমার ডান ও বামে দুইজন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ডানদিকের ফিরিশ্‌তা তোমার নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম দিকের ফিরিশ্‌তা তোমার বদ আমল লিপিবদ্ধ করেন। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা আমল কর। ইচ্ছা হয় কম কর, ইচ্ছা হয়, বেশী কর। তোমার যখন মৃত্যু ঘটিবে তখন তোমার আমলনামা বন্ধ করিয়া তোমার গর্দানে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। উহা তোমার কবরে তোমার সাথেই থাকিতে অবশেষে কিয়ামত দিবসে একটি উন্মুক্ত কিতাবের ন্যায় বাহির করা হইবে এবং বলা হইবে তুমি ইহা পড় এবং তুমিই তোমার নিজের হিসাব নিকাশ কর। আল্লাহর কসম, সেই সত্তা বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ যিনি তোমাকে তোমার নিজের হিসাব নিকাশকারী বানাইয়াছেন। হযরত হাসান (রা)-এর এই ব্যাখ্যা অতি উত্তম ব্যাখ্যা।

(١٥) مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

১৫. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথ ভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, হকের অনুসরণ করে এবং নবুয়তের অনুসৃতনীতির অনুকরণ করে সে নিজেই উহার শুভ পরিণাম ভোগ করিবে। وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি সত্য ও হক হইতে বিভ্রান্ত হইবে সে নিজেই উহার কুফল ভোগ করিবে এবং উহার অশুভ পরিণতি কেবল তাহার উপরই অর্পিত হইবে। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى আর কেহই অন্যের গুনাহর বোঝা বহন করিবে না আর না কেহ অন্যের গুনাহর শাস্তি ভোগ করিবে। وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় গুনাহর বোঝা বহন করিবে এমন কেহই হইবে না যে অন্যের গুনাহর বোঝা বহন করিবে। এই আয়াত এবং وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ আর তাহারা স্বীয় গুনাহের বোঝা এবং তাহাদের বোঝার সহিত আরো বোঝা বহন করিবে। وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ আর সেই সকল লোকদের গুনাহও বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতাবশত গুমরাহ করিত। এই সবের মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। কারণ যাহারা গুমরাহীর দিকে মানুষকে

আহ্বান করে তাহাদের নিজের গুমরাহীর গুনাহের বোঝা এবং যাহাদিগকে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহাদিগকে বিভ্রান্তি করিবার গুনাহ এই দুইপ্রকার গুনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। অথচ, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না। ইহা হইল বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও ইনসাফেরই কিয়দাংশ যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً আমি যাবৎ না কোন রাসূল প্রেরণ করি কাহাকেও শাস্তি দান করি না। অত্র আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাহার ইনসাফের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যাবৎ না কোন রাসূল প্রেরণ করিয়া দলীল প্রমাণ কায়েম করেন কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۤءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ -

যখনই কোন দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন জাহান্নামের কর্মকর্তা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেন নাই? তাহারা বলিবে হাঁ, ভীতি প্রদর্শনকারী অবশ্যই আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তা'আলা কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা বড়ই গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছ। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -

আর কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। অবশেষে যখন তাহারা জাহান্নামের নিকট আসিবে উহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হইতে রাসূলগণ আগমন করেন নাই যাহারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিতেন এবং এই ভয়ংকর দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেন তাহারা বলিবে, হাঁ, কিন্তু কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তির কলেমা ছিল অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

আর তাহারা (কাফিররা) উহার মধ্যে (দোযখের মধ্যে) চিৎকার করিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে বাহির করুন আমরা সৎকর্ম করিব, সেই

অসৎকর্ম আর করিব না যাহা পূর্বে করিতাম। তাহাদিগকে বলা হইবে, আমি তোমাদিগকে এতটুকু বয়স দান করিয়াছিলাম না যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত? উপরন্ত তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলও আগমন করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক। যালিমদের জন্য আর কোন সাহায্যকারী নাই। ইহা ব্যতিত আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ না করিয়া কাহাকেও দোযখে নিক্ষেপ করিবেন না। এই কারণে আয়েম্মায়ে কিরাম ইমাম বুখারী إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হাদীসে একটি বাক্য বর্ণনা করিয়াছে উহার অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (রা).... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশত ও দোযখ ঝগড়া করিল............. বেহেশতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের মধ্য হইতে কাহাকেও যুলুম করিবেন না এবং জাহান্নামের জন্য তিনি একটি বিশেষ দল সৃষ্টি করিবেন, তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইলে জাহান্নাম বলিবে আরো কি আছে? এই কথা সে তিনবার বলিবে। হাদীসের এই অংশ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বহু সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা বেহেশত সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে কারণ বেহেশত হইল আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশের কেন্দ্রভূমী। আর জাহান্নাম হইল ইনসাফ ও আদ্‌ল প্রকাশের স্থল। দলীল প্রমাণ কায়েম করা ব্যতিত এবং ওজর বাতিল করা ব্যতিত কাহাকেও উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে না। এই কারণে হাদীসের হাফিযগণের একটি দলের মতে হাদীসটি কোন এক রাবীর দ্বারা পরিবর্তীত। দলীল হিসাবে তাহারা বলেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুর রায্‌যাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশত ও দোযখ পারস্পারিক ঝগড়া করিল.............. দোযখ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা কুদরতী পা রাখিবেন তখন জাহান্নাম বলিবে, যথেষ্ট যথেষ্ট। তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হইবে এবং চতুর্দিক হইতে সংকুচিত হইবে। আর আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি যুলুম করিবেন না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের জন্য একটি বিশেষ মখলূক সৃষ্টি করিবেন।

অবশ্য এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করা জরুরী। যেই বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের আয়েম্মায়ে কিয়াম মতবিরোধ করিয়াছেন। তাহা হইল, যে সকল বাচ্চা ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথচ, তাহাদের বাপ দাদা কাফির তাহাদের হুকুম কি? অনুরূপভাবে পাগল, বধীর, নিষ্কৃয় বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি এমন যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে যখন কোন নবী ছিলেন না আর কোন নবীর দাওয়াতও তাহার নিকট পৌঁছাই নাই। এইসব প্রশ্নের জওয়াবে যে সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহা নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। অবশেষে আমি (ইবনে কাসীর) একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে আয়েম্মায়ে কিরামের মতামতের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিব।

প্রথম হাদীস ইবনে ছরী (রা) হইতে বর্ণিত

(১) ইমাম আহমদ বলেন আলী ইবনে আবদুল্লাহ .....আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ঝগড়া করিবে। (১) বধির যে কিছুই শুনিতে পায় না (২) বোকা (৩) নিষ্কৃয় বৃদ্ধ (৪) যে ব্যক্তি ফাত্‌রাতের যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। বধির বলিবে, ইস্‌লামের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু আমি কিছুই শুনিতে পাইতাম না। আহমক ও বোকা বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম সমাগত হইয়াছিল আর আমি এতই আহমক ছিলাম যে ছোট বাচ্চারা আমাকে উটের লাদা নিক্ষেপ করিত। নিষ্কৃয় বৃদ্ধ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এমন সময় ইসলাম সমাগত হইয়াছিল যে, আমি তখন কোন কিছুই বুঝিতে সক্ষম হইতাম না। আর যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগের মৃত্যু বরণ করিয়াছে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আমার নিকট তো আপনার কোন রাসূলই আগমন করেন নাই। অতএব আমি কি ভাবে আপনার হুকুম পালন করিব? অতঃপর আল্লাহ তাহাদের আনুগত্যের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ বলেন (সা) সেই সত্তার কসম যদি তাহারা দোযখে প্রবেশ করে তবে উহা তাহাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাইবে। কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য শেষাংশে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে তাহার জন্য উহা শীতল ও আরামদায়ক হইবে আর যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ে মু'আয ইবনে হিশাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী ই'তিকাদ অধ্যায়ে আহমদ ইবনে ইসহাক এর হাদীস আলী ইবনে মদীনী হইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন সনদটি বিশুদ্ধ।

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, চার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঝগড়া করিবে অতঃপর রাবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে জরীর বলেন মা'মার....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে হাদীসটির সমর্থনে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا পাঠ কর। মা'মার (র) আবদুল্লাহ ইবনে তাউস হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ ইয়ালা (রা) বলেন, আবূ খায়সামা (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তিকে

উপস্থিত করা হইবে (১) ছোট শিশু (২) নির্বোধ বোকা (৩) যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। (৪) নিষ্ক্রিয় বৃদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর সহিত বিতর্ক করিবে। তখন আল্লাহ দোযখকে বলিবেন, তুমি প্রকাশিত হও, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি আমার বান্দাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিতাম এবং আজ আমি তোমাদের নিকট রাসূলের ভূমিকা পালন করিব। তোমরা এই দোযখের মধ্যে প্রবেশ কর, তখন হতভাগ্য ব্যক্তি বলিবে হে আমার প্রভু! আমরা তো এই আগুন হইতে পলায়ন করিতে চাই আর আমরা ইহাতেই প্রবেশ করিব? আর যাহারা সৌভাগ্যের অধিকারী তাহারা নির্দেশ মাত্রই উহাতে প্রবেশ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হুকুম অমান্যকারী লোকদিগকে বলিবেন, তোমরাই আমার রাসূলগণকে অধিক অস্বীকার করিতে। অতঃপর তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং হুকুম পালনকারী লোক সকল বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাফিয আবূ বকর বায্যার ইউসুফ ইবনে মূসা হইতে তিনি জরীর ইবনে আব্দুল হামীদ হইতে স্বীয় সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

আবূ দাউদ তয়ালেসী বলেন রবী ইয়াযীদ ইবনে আবান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ হামযা! মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন। তিনি বলিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তাহারা তো কোন গুনাহ করে নাই যাহার কারণে তাহার দোযখে প্রবেশ করিবে আর কোন নেক কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

চতুর্থ হাদীস হযরত বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, কাসিম ইবনে আবূ শায়বাহ (রা....তিনি হযরত বরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে মুসলমানদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ اٰبَاۤءِ هُمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ اٰبَاۤءِ هُمْ তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা তো কোন আমল করে নাই। তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন.। ওমর ইবন যর ইয়াযীদ ইবন উমাইয়্যাহ তিনি জনৈক রাবী হইতে তিনি হযরত বরা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস হযরত সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী....সাওবান (রা) হইতে

বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে জাহেলী যুগের লোকেরা তাহাদের গুনাহর বোঝা পিঠে বহন করিয়া আসিবে অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহারা বলিবে হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করেন নাই আর আপনার কোন নির্দেশও আমাদের নিকট আসে নাই। যদি আপনার নির্দেশ আমাদের নিকট আসিত তবে আমরা আপনার অনুগত হইতাম। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বলিবেন, আচ্ছা এখন যদি আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দেই তার কি তোমরা উহা পালন করিবে? তাহারা বলিবে হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিবেন তোমরা জাহান্নামের দিকে চলিতে থাক এবং উহাতে প্রবেশ কর। তাহারা চলিতে থাকিবে। চলিতে চলিতে যখন তাহারা জাহান্নামের উত্তাপ ও শব্দ শুনিতে পাইবে তখন তাহারা ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা অপদস্ত লাঞ্ছিত হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তাহারা প্রথমবারই প্রবেশ করিত তবে তাহারা উহাকে শীতল ও আরামদায়ক পাইত। বায্যার বলেন, অত্র হাদীসের মতন অত্র সূত্রে প্রসিদ্ধ নহে। আইয়ূব (র) হইতে আব্বাদ (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই আর আব্বাদ হইতেও রায়হান ইবনে সায়ীদ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। আমি বলি, ইবনে হিববান ইহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন ও নাসায়ী (র) বলেন রায়হান ইবন সায়ীদের (র) রেওয়ায়েত গ্রহণ করিতে অসুবিধার কিছু নাই। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ তিনি হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। আবূ হাতিম বলেন, অসুবিধার কিছু নাই। তাহার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তবে উহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না।

ষষ্ঠ হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ ইবনে সা'দ ইবনে মালেক ইবনে ছিনান খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া যুহলী বলেন, সায়ীদ ইবনে সুলায়মান আব্দ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী নির্বোধ ও শিশু সন্তান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। অতঃপর ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী বলিবে আমার নিকট তো আল্লাহর কোন কিতাব আসে নাই। নির্বোধ বলিবে, আমাকে তো এমন জ্ঞান দান করেন নাই যাহা দ্বারা আমি ভাল-মন্দ বুঝিতে পারি। শিশু সন্তান বলিবে, আমি যৌবনে উপনিত হই নাই। অতঃপর তাহাদের সম্মুখে আগুন প্রজ্বলিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে আগুন সরাইয়া দাও। অতঃপর যাহারা পরবর্তীকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৎকাজ করিবে বলিয়া

আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা তো আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিবে আর যাহারা পরবর্তীকালে সৎকাজ করিবে না বলিয়া আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা এই নির্দেশ পালন করিতে বিরত থাকিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আমার সরাসরি নির্দেশই পালন কর নাই আর আমার রাসূলগণের আনুগত্য কি তোমরা করিতে? বায্যার (র) মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হাইয়াজ কূফী হইতে তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা হইতে তিনি ফুযাইল ইবনে মারযূক হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ হইতে আতীয়্যাহ ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি জানা যায় নাই। হাদীসের শেষে তিনি বর্ণনা করেন, "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন তোমরা আমারই হুকুম অমান্য করিয়াছ আর আমাকে না দেখিয়া আমার রাসূলগণের আদেশ তোমরা কি পালন করিতে?

সপ্তম হাদীস হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত

হিশাম ইবনে আম্মার ও মুহাম্মদ ইবনে মুবারক সূরী....হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সা) বলেন কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, (১) নির্বোধ (২) ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও (৩) যৌবনে উপমিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী বাচ্চা। নির্বোধ ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি আমাকে জ্ঞান দান করিতেন যেমন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও বাচ্চাকালে মৃত্যুবরণকারী ও অনুরূপ অভিযোগ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন আমি এখন তোমাদিগকে একটি হুকুম করিব। তোমরা উহা পালন করিবে কি? তাহারা বলিবে, হাঁ তখন তিনি বলিবেন, যাও, তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। তাহারা যখন দোযখের নিকটবর্তী হইবে তখন তাহারা উহার স্ফুলিংগ দেখিয়া ধারণা করিবে, ইহা আল্লাহর গোটা মাখলূককে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। অতএব তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে পুনরায় নির্দেশ দান করিবেন, তখনো তাহারা দোযখের দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ বলিবেন, তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আমার জানা ছিল। আমার জ্ঞানানুসারেই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সে অনুযায়ী তোমাদের পণিনাম হইবে। এই কথা বলিয়া জাহান্নামকে তিনি বলিবেন—"তাহাদিগকে জড়াইয়া ধর। অতঃপর তৎক্ষণাৎ জাহান্নাম তাহাদিগকে ধরিয়া বসিবে।"

অষ্টম হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা)-এর রেওয়ায়েতের পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা)

হইতে সন্নেবেশিত রূপে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সকল বাচ্চাই ইসলাম গ্রহণের যৌগ্যতাসহ ভূমিষ্ট হয়। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানাইয়া ফেলে। যেমন ছাগলের বাচ্চা পূর্ণাংগ হইয়া ভূমিষ্ট হয় তোমরা কি উহার কান কাটা দেখিতে পাও? অথচ ভূমিষ্ট হইবার পর উহার কান কাটা দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বাচ্চাকালেই যে মৃত্যুবরণ করে, বলুনতো তাহারা অবস্থা কি হইবে? তিনি বলিলেন জীবিত থাকিলে পরবর্তীকালে তাহারা কি করিত আল্লাহ তাহা খুব ভালই জানেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মূসা ইবনে দাউদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন "হযরত ইবরাহীম (আ) বেহেশতের মধ্যে মুসলমানদের ছোট বাচ্চাদের দেখাশুনা করিবেন। মূসা ইবনে দাউদ তাহার রেওয়ায়েত কালে "যতটুকু আমি জানি" বলিয়া সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত তিনি ইয়ায ইবনে মুহাম্মদ হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে তিনি আল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন। আমি আমার বান্দাদিগকে তাওহীদ পন্থি করিয়া এবং শিরক হইতে পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, আমি আমার বান্দাদিগকে মুসলমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

নবম হাদীস হযরত সামূরাহ (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ বকর বরকানী তাহার "আলমুস্তাখরাজ আলাল বুখারী" নামক গ্রন্থে আওফ আল–আ'রাবী হইতে তিনি আবূ রজা আল উতারেদী হইতে তিনি সামূরা (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, সমস্ত বাচ্চাই ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ ভূমিষ্ট হয়। তখন কিছু লোক জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের সন্তানরাও কি? তিনি বলিলেন "মুশরিকদের সন্তানরাও" তরবানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র)....সামূরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুশরিকদের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, তাহারা বেহেশতবাসীদের খাদেম হইবে।

দশম হাদীস হযরত খনছা (রা)-এর চাচা হইতে বর্ণিত

ইমাম আহমদ বলেন, রওহ (র) খনছা বিনতে মু'আবিয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! বেহেশতে প্রবেশ করিবে কে? তিনি বলিলেন নবী–শহীদ বাচ্চা। এবং জীবিত দাফনকৃত কন্যা সন্তান বেহেশতবাসী হইবে। উলামাকে কিরামের কেহ কেহ এই হাদীসের কারণে মুশরিকদের বাচ্চা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন নাই। আরার কেহ কেহ বলেন তাহারা বেহেশবাসী। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত সামূরা ইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) একবার সপ্নযোগে বেহেশতের একটি গাছের তলায় অবস্থানরত এক বৃদ্ধের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিলেন তাহার চতুর্দিকে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন হযরত ইবরাহীম (আ) আর ঐ সকল ছোট ছেলে-মেয়ে হইল মুসলমান ও মুশরিকদের সন্তান। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন মুশরিকদের সন্তানও বেহেশতে ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, মুশরিকদের সন্তানও ছিল। অপর পক্ষে কোন কোন উলামায়ে কিয়াম মুশরিকদের সন্তান দোযখী হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন هُمْ مَعَ اٰبَاۤئِهِمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আবার কেহ কেহ বলেন কিয়ামত দিবসে তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। যাহারা হুকুমের অনুকরণ করিবে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার পূর্ব জ্ঞানের প্রকাশ করিবেন এবং তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যাহারা অমান্য করিবে তাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের সম্পর্কেও আল্লাহর পূর্ববর্তী ইলমের প্রকাশ ঘটিবে। এই মতানুসারে বিভিন্ন দলীলসমূহের মধ্যে একটা মিমাংসা হইয়া যায়। আর এই মতের পক্ষেও একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যাহার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইস্মাঈল আল আশারী এই মতকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকীও কিতাবুল ই'তেকাদ নামক গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য মুহাক্কিক উলামা মুহাদ্দিসীনও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শায়খ আবূ উমর ইবনে আব্দুল বার পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করিয়া বলেন, এই সম্পর্কিত হাদীস শক্তিশালী নহে এবং দলীল হিসাবেও ইহা পেশ করা যায় না। আর উলামায়ে কিরাম ইহা অস্বীকার করেন, কারণ পরকাল হইল বিনিময় দানের স্থান উহা পরীক্ষা ও আমলের স্থান নহে। অতএব ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে যে ঐসকল লোককে আগুনে প্রবেশ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। অথচ উহা তাহাদের শক্তির বাহিরে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নির্দেশ দান করেন না যাহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

জবাব

ইবনে আব্দুল বার যে মত প্রকাশ করিয়াছে উহার জবাব হইল, পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল হাদীস যয়ীফ নহে বরং কোন কোন হাদীস সহীহ। বহু আয়েম্মায়ে কিরাম ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। আর কোন কোন হাদীস হাসান। আর কোনটি দুর্বল ও যয়ীফ, যাহা সহীহ ও হাসান দ্বারা শক্তিশালী হয়। আর যখন একই বিষয়ের একাধিক মুত্তাসিল হাদীস যাহার একটি অপরটি সমর্থন করে তখন উহা নিঃসন্দেহে দলীল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। ইবনে আব্দুল বার এর দ্বিতীয় মতের জবাব হইল পরকাল নিঃসন্দেহে বিনিময় দানের স্থান। কিন্তু বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশরের ময়দানে পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া উহার বিপরীত নহে। শায়খ আবুল

হাসান আশ'আরী বাচ্চাদের পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া বিষয়টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ। যেই দিন পায়ের গোছা খোলা হইবে এবং তাহাদিকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের রেওয়ায়েত ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, মু'মিনগণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সম্মুখে সিজদাবনত হইবে আর মুনাফিকরা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না বরং তাহাদের পিট তক্তার ন্যায় সোজা হইয়া থাকিবে। যখনই তাহারা সিজদা করিতে ইচ্ছা করিবে তখন সে উল্টাভাবে পিঠের উপর পড়িয়া যাইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা সেই ব্যক্তির ঘটনাও জানা যায় যে সর্বশেষে দোযখ হইতে বাহির হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইবেন এবং দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন যে সে পুনরায় তাঁহার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা করিবে না। কিন্তু বার বার সে ওয়াদ ভংগ করিবে এবং বার বার আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইলে আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! তুমি এত ওয়াদা ভংগকারী হইলে কিরূপে? অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার এর বক্তব্য, "আল্লাহ তা'আলা আগুনে প্রবেশ করিবার জন্য কিভাবে নির্দেশ দিবেন? অথচ ইহা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত? ইহার জবাব হইল, ইহা কোন হাদীস সহীহ হইবার পরিপন্থি নহে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা পুল সিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করিবার নির্দেশ দিবেন। ইহা জাহান্নামের উপর অবস্থিত একটি সেতু যাহা তরবারী অপেক্ষা ধারালু চুল অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। আর মু'মিনগণ তাহাদের আমলনামানুসারে উহার উপর দিয়া অতিক্রম করিতে থাকিবে। কেহ তো বিদ্যুত গতিতে কেহ হাওয়া বেগে কেহ উত্তম ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত কেহ উঠের গতিতে কেহ দৌড়াইয়া, কেহ হাঁটিয়া উহা অতিক্রম করিবে। আবার কেহ হামাগুড়ি দিয়া যাইবে। আবার কেহ যখম হইয়া জাহান্নামে উপুড় হইয়া পড়িবে। এই সব কিছুই তখন সংঘটিত হইবে। এবং আগুনে প্রবেশ করিবার হুকুমে ইহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে বরং ইহাই অধিক কঠিন।

হাদীস শরীফ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে দাজ্জালের অবির্ভাবকালে তাহার সহিত বেহেশত ও দোযখ থাকিবে। আর সেই সময় যেই মুমিন তাহার সহিত জীবিত থাকিবে শরীয়ত তাহাকে সেই বস্তু পান করিতে নির্দেশ দিয়াছে যাহাকে আগুন বলিয়া মনে করিবে। কারণ বস্তুতঃ উহা তাহার পক্ষে শীতল ও আরামদায়ক হইবে। পরীক্ষার ঘটনাও ঠিক অনুরূপ। ইহা ব্যতিত আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহারা যেন পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করে। অতএব তাহারা একে অন্যকে হত্যা করিয়াছেন। এবং একই দিন সকালে সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মেঘের অন্ধকারে পিতা পুত্র ভাই ভাইকে হত্যা করিয়াছিল। গোবৎস পূজা করিবার জন্য ইহা ছিল তাহাদের শাস্তি। বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর এই নির্দেশও তো ছিল বড়ই কঠিন। এবং ইহা হাদীসে উল্লেখিত বিষয় হইতে কোন প্রকার কম নহে।

উল্লেখিত আলোচনা শেষে জানা উচিৎ যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে কি না এই সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রহিয়াছে। (১) প্রথম তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যাহারা এই মত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) এর হাদীস পেশ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সপ্নযোগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত মুসলমান ও মুশরিকদের বাচ্চাদিগকে বেহেশতে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা ব্যতিত ইমাম আহমদ হযরত খানছরি মাধ্যমে তাহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ। সকল বাচ্চাই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায়, তবে পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস অধিক খাস। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাহার সম্পর্কে জানেন যে, সে জীবিত থাকিলে আল্লাহর হুকুম পালন করিত আল্লাহ তাহার রূহকে আলমে বরযাখে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত রাখিয়াছেন আর মুসলমানদের সন্তানগণকেও তাহার সহিত রাখিয়াছেন। আর মুশরিকদের যে সকল সন্তানদের সম্পর্কে তিনি জানিতেন যে, তাহারা জীবিত থাকিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করিত তাহাদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত কিয়ামত দিবসে তাহারা জাহান্নামী হইবে। পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের এই মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা এইমত পোষণ করেন যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের কেহ কেহ বলেন তাহারা স্বাধীনভাবে বেহেশতে বসবাস করিবে। অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন, তাহারা বেহেশতবাসীদের সেবক হইবে। আবূ দাউদ তয়ালেসী গ্রন্থে আলী ইবনে যায়েদ হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য হাদীসটি যয়ীফ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(২) মুশরিকদের মৃত সন্তান তাহাদের পিতাদের সহিত দোযখে থাকিবে। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেন। ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা....আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক আগন্তুক হযরত আয়েশা (রা) কে মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন هُمْ تَبَعٌ لِاٰبَاءِ هُمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের অধিনস্থ তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল ছাড়াই তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। তিনি বলিলেন اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ জীবিত থাকিলে তাহারা কি আমল করিত আল্লাহ তা'আলা উহা ভালই জানেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) মুহাম্মদ ইবনে হরব (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মু'মিনদের বাচ্চাদের

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ اٰبَاۤءِهِمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের অধিনস্থ হইয়া তাহাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মুশরিকদের বাচ্চারা? তখনো তিনি বলিলেন তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন আমল ছাড়াই? তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি আমল করিত তাহা আল্লাহ ভালই জানেন। ইমাম আহমদ (র) অকী....আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে দোযখের মধ্যে তাহাদের চিৎকার তোমাকে শুনাইতে পারি।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবূ শায়বাহ হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) জাহেলী যুগে মৃত তাহার দুইটি সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, هُمَا فِى النَّارِ তাহারা দুইজনই দোযখবাসী। হযরত আলী (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহার মুখমন্ডলে মলিনতা দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন لَوْ رَاَيْتَ مَكَانَهُمَا لَاَبْغَضْتَهُمَا যদি তুমি তাহাদের স্থান দেখিতে তবে তুমি নিজেই তাহাদিগকে অপছন্দ করিতে। হযরত খাদীজা বলিলেন, আঁপনার উরসের আমার যে সন্তান মারা গিয়াছে সে? তিনি বলিলেন, মুমিন ও তাহাদের সন্তানগণ বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিক ও তাহাদের সন্তানরা দোযখবাসী হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহাদের সন্তানগণ ঈমানের সহিত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের সহিত তাহাদের সন্তানগণকে আমি মিলাইয়া দিব। হাদীসটির সূত্র গরীব। ইহার সনদে রাবী মুহাম্মদ ইবনে উসমান মজহুল এবং তাহার শায়েখ যাযান হযরত আলী (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইবনে আবূ যায়েদা তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি শা'বী হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, জীবিত দাফনকারীণী জীবিত দাফন কৃতা দোযখে প্রবেশ করিবে। অতঃপর ইমাম শা'বী বলেন, আলকামাহ আবূ ওয়ায়েল হইতে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। মুহাদ্দিসীনে কিরামের একটি দল আবূ দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ হইতে তিনি শা'বী ইতে তিনি আলকামাহ হইতে তিনি সালামাহ ইবনে কয়েস আশজায়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি এবং আমার ভাই একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, "আমার আম্মা জাহেলী যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি আতিথেয়তা করিতেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিতেন, কিন্তু তিনি আমার এক

ছোট বোনকে জাহেলী যুগে জীবিত দাফন করিয়াছেন তখন তিনি বলিলেন, জীবিত দাফনকারীণী ও জীবিত দাফনকৃত উভয় দোযখবাসী অবশ্য যদি জীবিত দাফনকারীণী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে দোযখ হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসের সনদটি হাসান

(৩) তৃতীয় মত হইল মুশরিকদের মৃত বাচ্চাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ দলীল হিসাবে পেশ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, জা'ফর (র) ইবনে আবূ আয়াস সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইরে তিনি বলিলেন, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ তাহারা কি আমল করিত তাহা আল্লাহ ভাল জানেন। অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী (সা) কে মুশরিকদের মৃত সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি কাজ করিত আল্লাহ তাহা ভালই জানেন।

কোন কোন উলমায়ে কিরাম এই মতও পোষণ করে যে তাহারা আ'রাফবাসী হইবে। এই মতের ফলাফলও ইহাই যে তাহারা বেহেশতবাসী হইবে। কারণ আ'রাফ কোন স্থায়ী বাসস্থান নহে। যাহারা আ'রাফে বাস করিবে অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সূরা আ'রাফে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মনে রাখা উচিৎ উলামায়ে কিরাম যে মতবিরোধ করিয়াছেন তাহা কেবল মুশরিকদের বাচ্চাদের ব্যাপারে। মুসলমানদের বাচ্চাদের সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই। কাজী আবূ ইয়ালা হাম্বলী ইমাম আহমদ (র) হইতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এই ব্যাপারে কোন মত বিরোধী নাই। ইহাই প্রসিদ্ধ এবং আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। তবে শায়েখ আবূ উমর ইবনে আব্দুল বার কোন কোন উলামা হইতে নকল করেন যে তাহারা মুসলমানদের বাচ্চাদের সম্পর্কে নিশ্চিত কোন ধারণা পোষণা করেন না। তাহারা বলেন তাহাদের ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আবূ ওমর বলেন ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের একটি দল এই মত পোষণ করেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ইবনুল মুবারক ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ে ও অন্যান্য উলমায়ে কিরাম উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রা) তাঁহার মুওয়াত্তা গ্রন্থের "কদর" অধ্যায়ে যে সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা দ্বারাও এমন কিছু অনুমান করা যায়। যেমন মুসলমানদের বাচ্চারাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাহার অধিকাংশ শিষ্যদের মতও ইহাই, তবে তাহার নিজের কোন স্পষ্ট বক্তব্য এই সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তাহার পরবর্তীকালের শিষ্যদের অধিকাংশের মত হইল, মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিকদের বাচ্চাদের ফয়সালা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইবনে আব্দুল বার-এর বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। তাহার বক্তব্যই গরীব।

আবূ আব্দুল্লাহ কুরতবী 'কিতাবুত্তাযকিরাহ' গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ এই বিষয়ে এই সকল উলামায়ে কিরাম হযরত আয়েশা বিনতে তালহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা বিনতে তালহা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত নবী করীম (সা)কে একটি আনসারী শিশুর জানাযার জন্য ডাকা হইল। তখন আমি বলিলাম বাচ্চাটির বড়ই খোশনসীব সে তো বেহেশতেরই একটি পাখী। সে কোন খারাপ.কাজ করেন নাই আর না কোন খারাপ কাজ করিবার যুগে উপনিত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! অথবা অন্য কিছু আল্লাহ তা'আলা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার জন্য বিশেষ কিছু মানুষ তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা বাপের উরসে ছিল। আর তিনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার কিছু অধিবাসী তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা তাদের বাপের উরসে ছিল। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আহমদ আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই উল্লেখিত বিষয়টির গুরুত্ব এমন যে অধিক বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ ব্যতিত প্রমানিত হয় না। অথচ, শরীয়তের সঠিক জ্ঞান শূণ্য অনেকই এই সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কারণে উলামায়ে কিরামের একটি জামা'আত এই বিষয়ে কোন আলোচনা করাই পছন্দ করেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই মত পোষণ করেন। ইবনে হাব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে জরীর ইবন হাসেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আবূ রাজা আল উতারেদীকে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের কাজ-কর্ম ঠিক ঠিক মত চলিতে থাকিবে যাবৎ না তাহারা তকদীর ও বাচ্চাদের বিষয় লইয়া কোন আলোচনায় লিপ্ত হইবে। ইবনে হাম্বান বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্যে মুশরিকদের বাচ্চা বুঝান হইয়াছে আবূ বকর বায্যায ও জরীর ইবনে হাসেমের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন আবূ রাজা এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একটি জামা'আত হাদীসটি মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٦) وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ۝

১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করিতে আদেশ করি। কিন্তু উহারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সংঘত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

তাফসীর ঃ اَمَرْنَا শব্দটির মধ্যে প্রসিদ্ধ কিরাত হইল তাশদীদ ছাড়া পড়া। তবে ইহার অর্থ কি এই সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ রহিয়াছে কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, "আমি তাহাদের বিত্তবানদিগকে নির্দেশ দান করিয়াছি অতএব তাহারা অপকর্ম করিয়াছে।" এখানে নির্দেশ দ্বারা তাকদীরী নির্দেশ বুঝান হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কোন অপকর্মের জন্য নির্দেশ দান করেন না। ইহার অর্থ হইল তাহারা নিজেরাই বাধ্য হইয়া অপকর্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আমি তাহাদিগকে সৎকাজের নির্দেশ দিয়াছি কিন্তু তাহারা অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে কাজেই তাহারা শাস্তির যোগ্য হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইরও এই তাফসীর করিয়াছেন। ইবনে জরীর বলেন, আয়াতের তাফসীর ইহাও হইতে পারে, আমি তাহাদিগকে আমীর করিয়াছি তবে এই তাফসীর اَمَّرْنَا মীমকে তাশদীদসহ পড়িয়াই করা সম্ভব। আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সেই স্থানের অসৎ স্বভাবের লোকদিগকে আমি ক্ষমতা দান করি যাহারা সেখানে অপকর্ম করে ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا আর প্রত্যেক জনপদে বড় বড় অপরাধি নিযুক্ত করিয়াছি। আবুল আলিয়াহ মুজাহিদ রবী ইবন আনাস অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا এর তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আমি সেই অহংকারী বিত্তবানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি। ইকরিমাহ, হাসান, যাহ্হাক, কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) যুহরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ ইবনে উবাদাহ....সুওয়াইদ ইবনে হুরাইরাহ হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, উত্তম মাল হইল অধিক বাচ্চা দানকারী পশু কিংবা খেজুর গাছে পরিপূর্ণ পথ। ইমাম আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম কিতাবুল গরীব গ্রন্থে বলেন اَلْمَابُوْرَةُ অর্থ অধিক বংশ বৃদ্ধিকারীণী। আর اَلسِّكَّةُ অর্থ খেজুর গাছে পরিপূর্ণ পথ। اَلْمَابُوْرَةُ - اَلتَّابِيْرُ শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন اَلْمَابُوْرَةُ প্রয়োগটি সংগতিপূর্ণ। مَازُوْرَاتٌ غَيْرَمَاجُوْرَاتٍ পাপওয়ালী নারীসমূহ বিনিময় প্রাপ্তা নহে। এর ন্যায় একটি শব্দের সংগতিপূর্ণ অন্য শব্দ ব্যবহার করা। এই হিসাবে বলা হইয়াছে।

(١٧) وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○

১৭. নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাহার বান্দাদিগের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদিগকে সতর্ক করিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ)-এর পরে যে সকল সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন অতএব তোমরাও যদি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার কর তবে তোমাদের ধ্বংসও নিশ্চিত। আয়াতটি ইহাও প্রমাণ করে যে হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে যে কয়টি যুগ 'করণ' অতীত হইয়াছে তাহারা সকলেই মুসলমান ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হযরত আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি করণ ছিল। আয়াতের মর্ম হইল হে কুরাইশ দল! তোমরা তো সেই সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত নহে। অথচ, তোমরা সর্বোত্তম রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছ অতএব তোমাদের শাস্তিও সর্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। قوله كَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا الخ। অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভালমন্দ সকল আমল ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত আছেন তোমাদের কোন গোপন কাজই তাহার নিকট গোপন নহে বরং প্রকাশ্য ও গোপন সবই তাহার নিকট সমান।

(١٨) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

(١٩) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

১৮. কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীভূত অবস্থায়।

১৯. যাহারা মু'মিন হইয়া পরলোক কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে কেহ দুনিয়া ও দুনিয়ার নিয়ামত কামনা করে সে সব কিছু লাভ করিতে পারিবে না। বরং আল্লাহ যাহার জন্য যতটুকু

ইচ্ছা করিবেন কেবল সে ততটুকুই লাভ করিবে। অন্যান্য যে সকল আয়াতে এই কথার উল্লেখ নাই সে সকল আয়াতেও ইহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন কেবল তাহাকেই তাহার ইচ্ছানুরূপ ততটুকুই দান করিবেন। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ আমি তাহাকে নগদ দান করি যতটা চাই এবং যাহার জন্য ইচ্ছা করি। অতঃপর আমি তাহার জন্য পরকালে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। يَصْلُهَا যেখানে সে প্রবেশ করিবে এবং জাহান্নাম তাহাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া লইবে مَذْمُومًا সে তাহার অপকর্মের কারণে লাঞ্ছিত হইবে কেননা সে চিরস্থায়ী জীবনের উপর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দান করিয়াছে। مَدْحُورًا ধিকৃত লাঞ্ছিত। ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন, হুসাইন (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّادَارَلَهُ وَمَالُ مَّنْ لَّامَالَ لَهُ الخ দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যাহার কোন ঘর নাই আর সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ যাহার কোন ধন-সম্পদ নাই আর উহা কেবল সেই ব্যক্তি জমা করে যাহার জ্ঞান নাই وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ আর যে ব্যক্তি আখিরাত ও উহার নিয়ামতসমূহ কামনা করে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিয়া উহার জন্য প্রচেষ্টা করে وَهُوَ مُؤْمِنٌ তাহার অন্তর পরকালের সওয়াব ও শাস্তিকে বিশ্বাস করে فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا তাহাদের প্রচেষ্টাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে।

(٢٠) كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ○

(٢١) اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝٢١

২০. তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে আর তাহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

২১. লক্ষ্য কর আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয় মর্যাদায় মহত্ত্বর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা কেবল দুনিয়া কামনা করে এবং যাহারা পরকাল কামনা করে উভয় দলকে আমি স্ব-স্ব অবস্থায় বৃদ্ধি করিতে থাকি مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের দানের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। তিনি এমন হাকিম যিনি কোন প্রকার যুলুম করেন না অতএব সৎ ও নেককার লোককে তিনি

সৌভাগ্যের অধিকারী করেন এবং অসৎকে তিনি বঞ্চিত করেন। তাহার হুকুম কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না এবং তিনি যাহাকে দান করিতে চাহেন উহাতে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং তাহার ইচ্ছাকে কেহ পরিবর্তন করিতেও পারে না। এই কারণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا আপনার প্রতিপালকের দানকে কেহ বাধা প্রদান করিতে সক্ষম নহে। কাতাদাহ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا এর তাফসীর করেন, "আপনার প্রতিপালকের দান হ্রাস করা যায় না।" হাসান বলেন, "আপনার প্রতিপালকের দানকে বাধা দেওয়া যায় না"। অতঃপর ইরশাদ করেন اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ দেখুন, আমি দুনিয়ায় একদলকে অপর দলের উপর কিভাবে মর্যাদা দান করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ ধনী কেহ দরিদ্র কেহ মধ্যম। কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিত আবার কেহ মধ্যম। কেহ শিশুকালেই মৃত্যুবরণ করে। কেহ বৃদ্ধকালে মৃত্যুবরণ করে আবার কেহ মধ্য বয়সে মারা যায়। وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلاً অর্থাৎ পরকালে তাহাদের পারস্পরিক পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্য অপেক্ষা বেশী। কারণ তাহাদের একদল তো জাহান্নামের অতল গহ্বরে অবস্থান করিবে। শিকল ও গলার বেড়ীতে আবদ্ধ হইবে। অপরপক্ষে আর একদল বেহেশতের সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে এবং উচ্চমর্যাদা লাভ করিবে। যেমনি বেহেশতবাসীগণের পারস্পারিক মর্যাদারও তারতম্য থাকিবে। তেমনি জাহান্নামীদের মধ্যেও পারস্পরিক তারতম্য থাকিবে। বেহেশতবাসীদের মর্যাদার মধ্যে যমীন ও আসমানের পার্থক্য হইবে বেহেশতের মধ্যে এই ধরনের একটি স্তর রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত اِنَّ اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى لَيَرَوْنَ اَهْلَ عَلِّيِّيْنَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوَاكِبَ الْغَابِرَ فِىْ اُفُقِ السَّمَاءِ। বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা অধিষ্ঠিত লোকেরা ইল্লিয়্যীনবাসীদিগকে ঠিক তদ্রূপ দেখিবে যেমন তোমরা ঊর্ধ্বগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্র পুঞ্জ দেখিতে পাও। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلاً নিশ্চয় পরকাল মর্তবা ও ফযীলতসমূহের দিক থেকে শ্রেষ্টতম। তরবানী গ্রন্থে বর্ণিত যাযান হযরত সালমান (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন مَا مِنْ عَبْدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَّرْتَفِعَ فِى الدُّنْيَا دَرَجَةً فَارْتَفَعَ اِلَّا وَضَعَهُ فِى الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ مِنْهَا। যে কোন বান্দা দুনিয়ায় কোন মর্যাদা লাভ করিতে ইচ্ছা করে অতঃপর সে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় আল্লাহ তাহাকে পরকালে অধিক বড় মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিবেন অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلاً

(٢٢) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝

২২. আর আল্লাহর সহিত অপর কোন ইলাহ স্থির করিও না করিলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হইয়া পড়িবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তোমরা যাহারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য স্থির করিও না فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلاً তাহা হইলে আল্লাহর সহিত শরীক করিবার কারণে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হইয়া পড়িবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে যিনি তোমার প্রতিপালক তিনি তোমার সাহায্য করিবেন না। তিনি তোমাকে তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিবেন যাহার তুমি উপসনা কর। অথচ, সে কোন লাভ-ক্ষতি কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না। কারণ লাভ ক্ষতি উভয়ের এক মাত্র মালিক হইলেন আল্লাহ তা'আলা যাহার কোন শরীক নাই। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহমদ যুবাইরী....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন

مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَرْسَلَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا اَجَلاً وَاِمَّا غِنًى عَاجِلاً

যে ব্যক্তি অভাবী হইয়াছে অতঃপর সে অভাবকে মানুষের নিকট পেশ করিয়াছে তাহার অভাব নিবারণ হইবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহরটি নিকট পেশ করে। আল্লাহ তাহাকে হয় সত্বর না হয় কিছু বিলম্বে ধন দান করেন। ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী বশীর ইবনে সুলায়মান হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

(٢٣) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

(٢٤) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

২৩. তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদিগের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে উহাদিগকে 'উফ্' বলিও না এবং উহাদিগকে ধমক দিও না। তাহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা।

২৪. মমতাবশে তাহাদিগের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। اَلْقَضَاءُ শব্দটি এখানে 'নির্দেশ দেয়া' এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন, قضا শব্দটি وصى এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উবাই ইবনে কা'ব ইবনে মসউদ ও যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম এখানে وَوَصّٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْهُ اِلاَّ اِيَّاهُ পড়েন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের নির্দেশের সহিত পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারেরও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অতএব তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا তোমার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ আমার শোকর কর এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। قوله وَاِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ যদি তোমার নিকট তাহাদের একজন কিংবা তাহারা উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাহাদিগকে উফ্ও বলিও না। অর্থাৎ তাহাদিগকে কোন অশোভনীয় কথা বলিও না এমনকি অশোভনীয় কথার নিম্নতম কথা উফ্ শব্দটিও বলিওনা। وَلاَتَنْهَرْهُمَا আর তাহাদের প্রতি তোমরা এমন কোন আচারণও করিও না যাহা তাহারা খারাপ মনে করেন। আতা ইবনে আবূ বরাহ وَلاَتَنْهَرْهُمَا এর তাফসীর করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি বে-আদবীর সহিত যেন তোমার হাত সম্প্রসারিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সহিত অন্যায় কথাবার্তা ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করিয়া তাহাদের সহিত সদাচরণ করিতে ও নম্র ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا আর তাহাদের সহিত তুমি আদব-সম্মান ও নম্রতার সহিত কথা বলিবে وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ অর্থাৎ তাহাদের সম্মুখে তুমি স্বীয় কর্মকান্ডে ও আচরণে নম্রতা বজায় রাখিবে قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا আর তাহাদের বার্ধক্যকালে ও মৃত্যুকালে এই দু'আ কর হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি আপনি ঠিক তদ্রূপ অনুগ্রহ করুন যেমন তাহারা আমাকে আমার শৈশবকালে স্নেহ মমতার সাথে লালন পালন করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন مَاكَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের জন্য উচিৎ নহে।

মাতাপিতার প্রতি সদাচারণ করিবার তাকীদ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) ও অন্যান্য রাবী হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, একবার

হযরত নবী করীম (সা) মিম্বরে আরোহণ করিলেন অতঃপর তিনবার 'আমীন' বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের উপর আপনি 'আমীন' বলিলেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক, যাহার নিকট আপনার নাম লওয়া হয় অথচ, সে আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিল না। আপনি বলুন, 'আমীন' অতঃপর আমি আমীন বলিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক যে ব্যক্তির জীবনে রমযান সমাগত হইয়াছে আবার উহা চলিয়াও গিয়াছে অথচ, সে তাহার গুনাহ ক্ষমা করাইতে পারে নাই। আপনি বলুন, আমীন। অতঃপর আমি বলিলাম আমীন। তাহার পর তিনি আবারও বলিলেন, সেই লাঞ্ছিত হউক যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা উভয়কে কিংবা তাহাদের মধ্যে একজনকে পাইয়াছে কিন্তু সে তাহাদের সেবা করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিল না। আপনি বলুন আমীন, আমি বলিলাম আমীন।

ইমাম আহমদ বলেন, হুসাইম (র)....মালেক ইবনে হারেস (রা) হইতে তিনি তাহার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতামাতার কোন এতিম সন্তানকে লালন পালন করিল শেষ পর্যন্ত সে তাহার থেকে বে-নিয়ায হইয়া গেল, তাহার জন্য নিশ্চিতভাবে বেহেশত ওয়াজিব হইল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দিল সে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিল। তাহার এক একটি অংগ প্রতংগের বিনিময়ে আযাদকারীর এক একটি অংগ প্রত্যংগ মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন শু'বা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন আমি আলী ইবনে যায়েদকে বলিতে শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেন। অবশ্য এই হাদীসে عَنْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ (তাহাদের এক ব্যক্তির নিকট হইতে) এর স্থলে عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ قَوْمِهٖ يُقَالُ لَهٗ مَالِكٌ اَوْ اِبْنِ مَالِكٍ (তাহার স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে যাহাকে মালিক কিংবা ইবনে মালিক বলা হয়) বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত, যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা কিংবা তাহাদের কোন একজনকে পাইল অথবা সে দোযখে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে দূরে রাখিবেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফান....তিনি মালেক ইবনে আম্‌র কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়, সে উহার বিনিময়ে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যংগের বিনিময়ে তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যংগ মুক্তি লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতার মধ্য হইতে কোন একজনকে পাইল

অথচ, সে তাহার সেবা করিয়া ক্ষমা লাভ করিল না আল্লাহ্ তাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতা-মাতার সন্তানকে লালন পালন করিল, যাবৎ না তাহাকে আল্লাহ বে-নিয়ায করিল, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া গেল।

ইমাম আহমদ বলেন, হাজ্জাজ ও মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর....আবূ মালেক কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতাকে কিংবা তাহাদের একজন পাইল অতঃপর দোযখে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন এবং তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। আবূ দাউদ তয়ালেসী হাদীসটি শু'বা হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইহাতে অতিরিক্ত বিবরণ আছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রিবয়ী ইবনে ইবরাহীম (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি ধ্বংস হউক যাহার নিকট আমার নাম লওয়া হইল অথচ, সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিল না। সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার জীবনে রমযান সমাগত হইল এবং চলিয়াও গেল অথচ, সে তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া লইল না। আর সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার নিকট তাহার পিতামাতা বৃদ্ধ হইল অথচ, তাহাদের সেবা যত্ন করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিল না। রিবয়ী তাহার বর্ণনায় বলেন অথবা "তাহাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হইল"। ইহাও রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ইমাম তিরমিযী আহমদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে তিনি রিবয়ী ইবনে ইবরাহীম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

আরেকটি হাদীস ঃ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র)....আবূ আছীল মালিক ইবনে রবী'আ সায়েদী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসাছিলাম এমন সময় এক আনসারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর কি তাহাদের সহিত কোন সদাচারণ করিতে পারি? তিনি বলিলেন হাঁ, চারটি আচরণ এমন আছে যাহা তাহাদের মৃত্যুর পরও করিতে পার। (১) তাহাদের জানাযার নামায পড়া (২) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) তাহাদের ওয়াদা পূর্ণ করা (৪) তাহাদের বন্ধু বান্ধবীদের সম্মান করা ও কেবল তাহাদের সম্পর্কের কারণে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। ইহা হইল সেই সদাচারণ যাহা পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত করিতে পার। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান ইবনে গছীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহা (র)…. মু'আবিয়া ইবনে জাহেমাহ সুলামী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জাহেমাহ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি এবং আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছি, তখন তিনি বলিলেন, তোমার কি আম্মা আছেন! তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন তবে তুমি তাহার সেবায়ই নিয়োজিত থাক। লোকটি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে একই জবাব দান করিলেন। নাসায়ী ও ইবনে মাজা ইবনে জুরাইজ হইতে হাদীসটি এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন, খলফ ইবন অলীদ….মিকদাম ইবন মাদিকারিব (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন । আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচরণ করিবার আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। অতঃপর উহার নিকটবর্তী আত্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। ইবনে মাজাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আইয়াশ হইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ….বলেন ইউনুন (র)….ইয়ারবূ গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা) এর খিদমতে আগমন করিলাম তখন তাঁহাকে মানুষের সহিত কথা বলিতে শুনিলাম তিনি বলিতেছিলেন দানকারীর হাত উঁচু। তুমি তোমার মায়ের সহিত তোমার বাপের সহিত তোমার ভগ্নির সহিত তোমার ভাইয়ের সহিত সদ্ব্যবহার কর অতঃপর যে তোমার নিকটবর্তী অতঃপর যে তোমার নিকটবর্তী তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর।

আরেকটি হাদীস

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুসতামির আরুকী (র)….সুলায়মান ইবনে বুরায়দাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি তাওয়াফ কালে তাহার মাকে কাঁধে উঠাইয়া তাওয়াফ করিতেছিল অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল আমি কি তাহার হক আদায় করিতে পারিয়াছি? তিনি বলিলেন, না সামান্যতমও নহে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্যার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমি বলি হাসান ইবনে আবূ জা'ফর রাবী দুর্বল।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(٢٥) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ٥

২৫. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হইলে যাহারা সতত আল্লাহ অভিমুখী তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, উপরোল্লেখিত আয়াত এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে অনিচ্ছা বশতঃ হঠাৎ তাহার পিতা-মাতা সম্পর্কে এমন অন্যায় কথা বলিয়াছে যাহাকে যে অন্যায় মনে করে নাই অন্য রেওয়াতে আছে যে সে উক্ত কথা দ্বারা কেবল সৎ উদ্দেশ্যই করিয়াছিল। তাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মনের কথা খুব ভালই জানেন যদি তোমরা সৎ হও হবে فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا তওবাকারীদের জন্য তিনি ক্ষমাকারী। হযরত কাতাদাহ বলেন اَوَّابِيْنَ হইল সেই সমস্ত মুছল্লী লোক যাহারা তাহাদের পিতামাতার অনুগত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা হইল, সেই সফল লোক, যাহারা তাসবীহ পড়িতে থাকে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন,যাহারা মাগরিব ও ইশার মাঝে নফল সালাত আদায় করেন তাহারা হইল اَوَّابُوْنَ কেহ কেহ বলেন, যাহারা চাস্তের সালাত আদায় করেন। ইমাম শু'বা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেব হইতে فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা গুনাহ করিয়া তওবা করে আবারও গুনাহ করিয়া তওবা করে আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে। আব্দুর রায্যাক সাওরী ও মা'মার হইতে তাহারা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি ইবনুল মুসাইয়্যের হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

লাইস ও ইবনে জরীর (র) ইবনুল মুসাইয়্যেব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আতা ইবনে ইয়াসার, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদ বলেন اَوَّابِيْنَ হইল সেই সকল লোক যাহারা কল্যাণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। মুজাহিদ উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, اَوَّابٌ হইল সেই ব্যক্তি যে নির্জনে তাহার গুনাহ স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। এবং মুজাহিদ (র) এই মতের সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন। আবদুর রায্যাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ আমর ইবনে দীনার হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا সম্পর্কে বলেন আমরা সেই ব্যক্তিকে আওয়াব ও হাফিয বিবেচনা করিতাম যে এই দু'আ করিত اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَصَبْتُ فِىْ مَجْلِسِىْ هٰذَا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি এই মজলিসে যে গুনাহ করিয়াছি উহা আপনি ক্ষমা করিয়া দিন। ইবনে

জরীর (র) বলেন, উত্তম তাফসীর হইল আওয়াব সেই ব্যক্তি যে গুনাহ হইতে তওবা করিয়া আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এবং আল্লাহ যাহা অপছন্দ করেন উহা পরিত্যাগ করিয়া সেই কাজের প্রতি আগ্রহী হয় যাহা আল্লাহ পছন্দ করেন। ইহাই সঠিক তাফসীর। কারণ أَوَّابٌ শব্দটি أَوْبٌ হইতে নির্গত হইয়াছে। উহার অর্থ হইল প্রত্যাবর্তন করা। বলা হইয়া থাকে اب فلان। অমুক প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ। অবশ্যই আমাদের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন তিনি বলিতেন آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ আমরা হইলাম প্রত্যাবর্তনকারীই, তাওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

(٢٦) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ○

(٢٧) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ○

(٢٨) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾

২৬. আর আত্মীয়স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

২৭. যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

২৮. এবং যদি উহাদিগ হইতে তোমার মুখ ফিরাইতে-ই হয় যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় থাক তখন উহাদিগের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়ার পর তাহারই সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে স্বীয় মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে যে আত্মীয় অধিক নিকটবর্তী তাহার সহিতও সদ্ব্যবাহর করিবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ যে ব্যক্তি স্বীয় রিযিক ও হায়াত বৃদ্ধির কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করে। হাফিয আবূ বকর বায্যার বলেন, আব্বাদ ইবনে ইয়াকূব (র)....হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত যখন وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ফাতেমা (রা)কে ডাকিয়া ফাদাক এর জমী

দান করিলেন। বায্যার (র) বলেন, ফুযাইল ইবনে মারযূক হইতে আবূ ইয়াহ্ইয়া তায়মী ও হুমাইদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবুল জাওযা ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তবে হাদীসটির মর্ম বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি বড় কঠিন কারণ, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে, অথচ, ফাদাক বিজয় হইয়াছে খায়বরের সময় সপ্তম হিজরী সনে। অতএব উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং হয় হাদীসটি মুনকার কিংবা ইহা শিয়াদের মন গড়া বানানো হাদীস وَاللّٰهُ اَعْلَمُ মিসকীন ও মুসাফিরদের সম্পর্কে সূরা বারাআতে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে অতএব পুনরায় আর উহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। قوله وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا আল্লাহ তা'আলা প্রথম ব্যয় করিবার নির্দেশ দান করিয়া পরে অপব্যয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ কৃপণ হওয়াও উচিৎ নহে আর অপব্যয় করাও ঠিক নহে বরং মধ্য পন্থাবলম্বন করা উচিৎ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفِقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন ব্যয় করেন তখন তাহারা না সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করে আর না একেবারেই হাত গুটাইয়া লয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ের নিন্দা করিয়া বলেন اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই অর্থাৎ তাহারা শয়তানের সাদৃশ্য। হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, اَلتَّبْذِيْرُ অর্থ, "অন্যায়ভাবে ব্যয় করা" হযরত ইবনে আব্বাসও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, মুজাহিদ বলেন, যদি কোন মানুষ হক পথে তাহার সমস্ত মালও ব্যয় করে তবুও তাহাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক মুদ (সামান্য) পরিমাণ মালও ব্যয় করে তবুও সে অপব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কাতাদাহ বলেন, اَلتَّبْذِيْرُ বলা হয়, আল্লাহর নাফরমানী অন্যায় ও ফাসাদের কাজে খরচ করা।

ইমাম আহমদ বলেন হাশিম ইবনে কাসিম (র)....হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা বনী তাইম গোত্রীয় একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি একজন সম্পদশালী লোক পরিবার বড় ও শহরবাসী ; আপনি বলুন আমি কি করিব ও কিভাবে উহা খরচ করিব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমার মালের যাকাত আদায় করিবে ইহা দ্বারা তুমি পবিত্র হইয়া যাইবে আর তোমার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ভিক্ষুকের হক আদায় করিবে এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনের হক আদায় করিবে। তখন লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি আরো সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে বলুন। তখন তিনি বলিলেন তোমার আত্মীয়-স্বজনের মিসকীনের ও মুসাফিরের হক আদায় করিবে এবং কোন অপব্যয় করিবে না। তখন সে বলিল ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। ইয়া রাসূলাল্লাহ

যখন আপনার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিয়া দিব তবে কি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের নিকট দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিলাম তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, যখন তুমি আমার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিবে তখন তুমি মুক্ত হইবে এবং তোমার জন্য সওয়াব নির্ধারিত হইবে। আর যে ব্যক্তি উহা পরিবর্তন করিবে, সে হইবে গুনাহগার। إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অপব্যয়কারীরা বোকামী, আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণে শয়তানের ভাই। এজনেই ইরশাদ হইয়াছে وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا আর শয়তান তাহার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ। কারণ সে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে নাই বরং সে তাহার হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে ও নাফরমানী করিয়াছে। قوله وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ আর যদি আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানের প্রত্যাশায় তাহাদের হইতে বিমুখ হন অর্থাৎ যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন এবং সেই সকল লোক যাহাদিগকে আমি দান করিতে আদেশ করিয়াছি তাহারা আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করে এবং তাহাদিগকে দান করিবার জন্য আপনার নিকট কিছুই না থাকার কারণে আপনি বিমুখ হন। فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا তবে আপনি তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলুন। অর্থাৎ তাহাদের নিকট এই ওয়াদা করুন যে, যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে রিযিক আসিবে তখন ইনশাআল্লাহ তোমাদিগকে দান করিব। মুজাহিদ, ইকারিমা সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন।

(২৯) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۝

(৩০) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

২৯. তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে।

৩০. তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন; তিনি তাঁহার বান্দাদিগের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জীবন ধারায় মধ্যপথ অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং অপব্যয় হইতে নিষেধ করিয়া কৃপণতার নিন্দা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ অর্থাৎ এমন কৃপণও হইবেন না যে কাহাকেও কিছু দান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ আল্লাহর হাত আবদ্ধ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহকেও কৃপণ বলিয়া

অভিযুক্ত করিয়াছে (নাউযুবিল্লাহ) وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ ব্যয় করিবার বেলায় একেবারেই মুক্তহস্তও হইবেন না আপনার শক্তি সামর্থ অপেক্ষা অধিক দান করিবেন না তাহা হইলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইয়া বসিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ যদি আপনি কৃপণতা করেন তবে মানুষ আপনার নিন্দা করিবে ও তিরস্কার করিবে যেমন প্রসিদ্ধ কবি যুহাইর বলেন

مَنْ كَانَ ذَامَالٍ فَيَخْلُ بِمَا لَهُ + عَلَى قَوْمِهِ يَسْتَغْنَ عَنْهُ وَلَدَيْهِمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধন সম্পদের অধিকারী হইয়া কৃপণতা করে তবে মানুষ তাহার নিকট হইতে বে-নিয়ায হইয়া যায় এবং তাহার নিন্দা করিতে শুরু করে। আর যখন আপনি আপনার সামর্থ আপেক্ষা অধিক খরচ করিবেন তখন আপনি নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন এবং সেই সোয়ারীর ন্যায় অবস্থা হইবে যে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অক্ষম হইয়া বসিয়া পড়ে। সূরা মূলক এর মধ্যে حَسِيْرٌ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ চোখ তুলিয়া দেখুন, কোথাও কোন ক্রটি নযরে পড়ে নাকি! অতঃপর আবার চক্ষু উঠাইয়া দেখুন ইহা ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন দোষ-ক্রুটি খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (র), হাসান, কাতাদাহ, ইবনে জুরাইজ, ইবনে যায়েদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে কৃপণতা ও অপব্যয়ের নিন্দা করা হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আবূ যিনাদ আ'রাজ হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের উপমা হইল সেই দুই ব্যক্তির ন্যায় যাহারা দুইটি লোহার পোশাক পরিধান করিয়াছে এবং পোশাক দুইটি বুক হইতে গলা পর্যন্ত তাহাকে জড়াইয়া আছে। দানশীল ব্যক্তি যতই ব্যয় করে তাহার লোহার পোশাকের কড়াগুলি ঢিল হইয়া পড়ে তাহার পোশাক প্রশস্ত হইয়া পড়ে এমনকি পোশাকটি তাহার হাতের আঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত পৌছিয়া যায় আর তাহার পায়ের চিহ্নও মিটাইয়া দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে তখন লোহার প্রতিটি কড়া যথাস্থানে গাড়িয়া বসে এবং তাহার পোশাক সংকুচিত হইয়া পড়ে সে যতই উহা প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করে সে তাহার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। বুখারী শরীফের যাকাৎ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হিশাম ইবনে উরওয়াহ (রা)....আসমা বিনতে আবূ বকর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এদিক ঐদিক সকল দিকেই ব্যয় কর। জমা করিও না তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা আটকাইয়া রাখিবেন। তোমরা ব্যয় করা বন্ধ করিও না তাহা হইলে আল্লাহও বন্ধ

করিয়া দিবেন। অপর এক বর্ণনায় তুমি মাল গণনা করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও গণনা করিয়া আটকাইয়া রাখিবেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুর রাযযাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, "আপনি ব্যয় করিতে থাকুন আপনাকেও দান করা হইবে।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ মিযরাদ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "প্রত্যেক দিন সকালে দুইজন ফিরিশ্তা আসমান হইতে অবতীর্ণ হন। তাহাদের একজন এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! দানশীল ব্যক্তিকে বিনিময় দান করুন আর অপরজন এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে আপনি ধ্বংস করিয়া দিন। ইমাম মুসলিম কুতায়বাহ (র)....আবূ হুরায়রা (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, সদাকা দ্বারা মাল ক্ষতি হয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দানশীলে সম্মান বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নম্রতাবলম্বন করে আল্লাহ তাহাকে বুলন্দ করেন। আবূ কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, লোভ হইতে তোমরা বাঁচিয়া থাক, ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে প্রথম কৃপণতার জন্য হুকুম করিয়াছে ফলে তাহারা কৃপণতা করিয়াছে অতঃপর ইহা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করিবার হুকুম করিয়াছে ফলে তাহারা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অতঃপর ইহা তাহাদিগকে ফিসক-ফুজুর ও পাপাচার করিবার নির্দেশ দিয়াছে, তাহারা তাহাও করিয়াছে। ইমাম বায়হাকী সা'দান ইবনে নস্‌র হইতে তিনি আবূ মু'আবীয়াহ হইতে তিনি আ'মাশ হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখনই কেহ্ সদকা করে তখন সত্তরটি শয়তানের চোয়ালের হাড় ভাংগিয়া যায়।

ইমাম আহমদ বলেন আবূ উবায়দা হাদ্দাদ (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যয় করিতে মধ্যপথ অবলম্বন করে সে দরিদ্র হয় না। قوله إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ আপনার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা, রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা, তিনিই উহা প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন স্বীয় মাখলূকের বেলায় যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। যাহাকে ইচ্ছা ধনী করেন, যাহাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেন। কারণ ইহাতেই হিকমত রহিয়াছে। إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا তিনি তাহার বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন ও দেখিতেছেন কে ধনী হইবার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হইবার যোগ্য। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

إِنَّ مِنْ عِبَادِي لِمَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ

আমার কোন কোন বান্দা এমন আছে যে কেবল দরিদ্রতাই তাহার জন্য উচিৎ যদি আমি তাহাকে ধনী করিয়া দেই তবে তাহার দ্বীন নষ্ট হইয়া যাইতে। পক্ষান্তরে আমার কোন কোন বান্দা এমনও আছে যাহার পক্ষে কেবল যে ধনী হওয়াই তাহার জন্য উচিৎ যদি তাহাকে আমি দরিদ্র করিয়া দেই তবে তাহার দ্বীন নষ্ট হইয়া যাইতে। কোন কোন মানুষের পক্ষে ধন আল্লাহর পক্ষ হইতে ঢিল দেওয়া মাত্র। আবার কাহারও পক্ষে দরিদ্র হইল শাস্তি। "আল-ইয়াযু বিল্লাহ"।

(٣١) وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ○

৩১. তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিত রিয্ক দিয়া থাক। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পিতামাতা তাহাদের সন্তানের প্রতি যতটুকু অনুগ্রহশীল হয় তাহার চাইতে অধিক অনুগ্রহশীল হন আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি। কারণ তিনি সন্তান হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। একদিকে তিনি সন্তানকে মীরাসের মাল দান করিতে হুকুম দিয়াছেন অপর দিকে তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে মীরাসের মাল দান করা হইত না বরং অনেকে কন্যা সন্তানকে পরিবারিক ব্যয় ভার বহনের ভয়েও হত্যা করিয়া ফেলিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দুইটি জঘন্য কাজ হইতেই নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ তোমরা ভবিষ্যতে দারিদ্রের ভয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে হত্যা করিও না তাহাদের রিযিকের দায়িত্ব আমারই। نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ আমিই তাহাদিগকে রিযিক দান করিব আর তোমাদিগকেও। আয়াতের মধ্যে সন্তানকে রিযিকদানের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়া উহার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সূরা 'আন'আম' এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে وَلَاتَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ দারিদ্রের কারণে তোমরা স্বীয় সন্তানদিগকে হত্যা করিও না। نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ আমি তোমাদিগকে রিযিক দান করিব আর তাহাদিকেও। إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا অবশ্যই তাহাদের হত্যা করা বড়ই গুনাহর কাজ। কেহ কেহ خَطَاءً পড়িয়া থাকেন উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন গুনাহ সর্বাধিক বড়, তিনি বলিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি

বলিলেন, তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার অন্নে শরীক হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।

(৩২) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ○

৩২. অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে ব্যভিচারের সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ করিয়াছেন। وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না উহা মস্তবড় গুনাহ وَسَآءَ سَبِيلًا এবং উহা জঘন্য পথ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) ....আবূ উমামাহ হইতে বর্ণিত একবার এক যুবক নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ব্যভিচার করিবার অনুমতি দান করুন, ইহা শুনিয়া লোকেরা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, চুপ কর চুপ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল, তাহাকে বসিতে বলিলেন, সে বসিল। তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা তুমি কি ইহা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? সে বলিল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হউক। ইহা আমি আমার মায়ের জন্য পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য কোন লোকও ইহা তাহাদের মায়ের জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার কন্যার জন্য কি ইহা পছন্দ কর? সে বলিল আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হউক। আমার কন্যার জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য লোকও ইহা পছন্দ করে না। তখন আবার রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার ভগ্নির জন্য কি পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন আপনার প্রতি উৎসর্গ আমি ইহাও পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন, অন্য লোকও ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ফুফুর জন্য কি তুমি ইহা পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন, আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, আমার ফুফুর জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, অন্য লোকও তোমার ন্যায় পছন্দ করে না। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলতো দেখি, তোমার খালার জন্য কি তুমি পছন্দ কর যে সে ব্যভিচার করুক। সে বলিল না, আমি ইহাও পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন অন্যান্য লোকও তাহাদের খালাদের জন্য ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাত তাহার উপর রাখিয়া এই দু'আ করিলেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ

وَاَحْصَنْ فَرْجَهُ হে আল্লাহ! আপনি তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন, তাহার অন্তর পবিত্র করিয়া দিন ও তাহার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করুন। রাবী বলেন, তাহার পর সেই যুবক কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না।

ইবনে আবুদদুন্‌য়া বলেন, আম্মার ইবনে নসর (র) ....হায়সাম ইবনে মালেক তা-ই (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) তিনি বলেন ঃ

مَامِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا فِىْ رِحْمٍ لَايَحِلُّ لَهٗ

শিরকের পরে ইহার চাই অধিক বড় গুনাহ আর নাই যে কেহ তাহার বীর্য এমন কাহার গর্ভে নিক্ষেপ করে যাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে।

(٣٣) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا○

৩৩. আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেই।

তাফসীর ঃ কোন মানুষকে শরয়ী হক ব্যতিত হত্যা করিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান এই সাক্ষ্য দান করে যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল তাহাকে হত্যা করা জায়েয নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে তাহার বিনিময়ে, যে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে হত্যা করা জায়েয। অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত لِزَوَالُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ اَهْوَنُ مِنْ قَتَلَ مُسْلِمٍ কোন মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ। قوله وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ الخ আর যে ব্যক্তি মযলুম হইয়া নিহত হইয়াছে আমি তাহার উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। সেই ইচ্ছা করিলে হত্যাকারীকে হত্যা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে রক্তপণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে আর ইচ্ছা করিলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াত দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে হযরত মু'আবীয়াহ (র) সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করিবেন। কারণ তিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা) এর অলী ও উত্তরাধিকারী। আর হযরত উসমান (র) চরমভাবে মযলূম হইয়া

শহীদ হইয়াছিলেন। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আলী (রা) হইতে হযরত উমসান (র) এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবার দাবী করিতেছিলেন যাহাতে কেসাস লইতে পারেন। কারণ তিনি উমুবী ছিলেন। অপর দিকে হযরত আলী (রা) তাহার পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারটি বিলম্বিত করিতে চাহিতেছিলেন। এবং তিনি হযরত মু'আবীয়াহ (র)-এর নিকট শাম প্রদেশকে তাহার কাছে হস্তান্তর করিবার দাবী করিতেছিলেন। এবং হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবেন না। এবং শাম প্রদেশকেও তিনি হস্তান্তর করিবেন না। সুতরাং তিনি এবং শাম প্রদেশের অধিবাসীরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেন। তাহাদের পারস্পারিক বিরোধ দীর্ঘ হইল অবশেষে হযরত মু'আবীয়াহ (র) শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত দ্বারা হযরত মু'আবীয়া (রা)-এর এই শাসন ক্ষমতা লাভ করাই প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা একটি আশ্বার্যজনক বিষয়। ইমাম তারবানী তাহার মু'জাম গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্দুল বাকী....তিনি যাহদাম আল জারয়ী হইতে বর্ণিত একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রাত্রীকালিন কথাবার্তা শুনিতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি কথা শুনাইব যাহা না তেমন গোপন কথা আর না প্রকাশ্য। হযরত উসমান (রা)-এর সহিত যাহা করা হইয়াছিল তখন হযরত আলী (রা) কে পরামর্শ দিলাম যে আপনি নির্জনতা অবলম্বন করুন। আল্লাহর কসম, যদি আপনি গুহার মধ্যেও লুকাইয়া থাকেন, তবে আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইবে কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তোমরা শুনিয়া রাখ আল্লাহর কসম, হযরত মু'আবীয়াহ অবশ্যই তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবেন, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ যাহাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে আমি ক্ষমতা দান করি অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। শুনিয়া রাখ এই কুরাইশীগণ তো তোমাদিগকে পারস্য ও রূমীদের পদ্ধতিতে চলিবার জন্য উত্তেজিত করিবে। শুনিয়া রাখ নাসারা ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজকরা তোমাদের মুকাবিলায় দন্ডায়মান হইবে সে দিনে যাহারা ন্যায় ও সত্যকে মযবুত করিয়া ধরিবে সে মুক্তি লাভ করিবে আর যাহারা উহা ত্যাগ করিবে তাহারা পূর্ববর্তী সেই সকল লোকদের ন্যায় হইবে যাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর পরিতাপের বিষয়, তোমরাও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা ন্যায় ও সত্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে قوله فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ অর্থাৎ অলীও নিহত ব্যক্তির

উত্তরাধিকারী যেন হত্যাকারীকে হত্যা করিবার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। অর্থাৎ হত্যাকারীর নাক কান ইত্যাদি অংগ কর্তন না করে কিংবা প্রকৃতপক্ষে যে হত্যাকারী নহে তাহাকে যেন হত্যা না করে।

(٣٤) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ص وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

(٣٥) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

৩৪. ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইওনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

৩৫. মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম পরিণামে উৎকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ তোমরা সদুপায় ছাড়া এতীমের মালের কাছেও যাইবে না অর্থাৎ অশুভ নিয়তে তাহাদের মাল কোন প্রকার ব্যয় করিবে না।

وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

অর্থাৎ তোমরা এতীমদের মাল অপব্যয় হিসাবে এবং তাহাদের যৌবনে উপনিত হইবার পূর্বেই সাবাড় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করিবে না। যাহার লালন পালনে কোন এতিম রহিয়াছে যদি সে নিজে সম্পদশালী হয় তবে তাহার পক্ষে এতিমদের মাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিৎ আর যদি সে দরিদ্র মুখাপেক্ষী হয় তবে তাহার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খাইবার অনুমতি রহিয়াছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ যর (রা) কে বলিলেন, হে আবূ যর। আমি তো তোমাকে দুর্বল দেখিতেছি, আমি তোমার জন্য তাহাই পছন্দ করি যাহা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান, তুমি দুইজন মানুষের উপরও আমীর হইও না আর কোন এতিমের মালের দায়িত্বভারও গ্রহণ করিও না।

قوله وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ তোমরা তোমাদের পারস্পারিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর এবং লেনদেনের ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছ উহাও পূর্ণ কর। উভয় বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ। আর তোমরা যখন মাপিবে

তখন পূর্ণ মাপিবে, কম করিবে না এবং মানুষকে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দান করিবে وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ আর সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করিবে। قِسْطَاسِ শব্দটি قِرْطَاسِ এর ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ দাড়িপাল্লা ওজন করিবার বস্তু। মুজাহিদ (র) বলেন, রূমী ভাষায় قِسْطَاسِ অর্থ, ইনসাফ করা اَلْمُسْتَقِيْمُ যাহার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নাই আর নড়াচড়াও নাই। ذٰلِكَ خَيْرٌ ইহাই তোমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের জন্য উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَاَحْسَنُ تَاوِيْلاً পরিণতির দিক থেকেও উত্তম এবং শুভ। সায়ীদ হযরত কাতাদাহ হইতে ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَاوِيْلاً তাফসীর প্রসংগে বলেন خَيْرٌ ثَوَابًا وَاَحْسَنُ عَاقِبَةً অর্থাৎ সওয়াবের দিক হইতে মঙ্গলজনক ও পরিণতির দিক হইতে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা দুইটি বস্তুর অধিকারী হইয়াছ, যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দাড়িপাল্লা ও মাপিবার পাত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন হারাম কাজ করিতে সক্ষম অতঃপর সে কেবল আল্লাহর ভয়ে উহা ত্যাগ করে তবে আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায়-ই উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তাহাকে দান করেন।

(٣٦) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ○

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না, কর্ণ চক্ষু হৃদয় উহাদিগের প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

তাফসীর ঃ আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে لَا تَقْفُ এর অর্থ لَا تَقُلْ বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কিছু বলিওনা। আওফী বলেন, ইহার অর্থ হইল না জানিয়া না শুনিয়া কাহারও সম্পর্কে কোন দোষ বর্ণনা করিও না এবং অপবাদ করিও না। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, কাহারও সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল না দেখিয়া না শুনিয়া এবং না জানিয়া তুমি এই কথা বলিও না যে "আমি দেখিয়াছি আমি শুনিয়াছি ও আমি জানিয়াছি।" কারণ আল্লাহ তা'আলা এই সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন। সারকথা হইল, সঠিকভাবে না জানিয়া ও না শুনিয়া কেবল ধারণা করিয়া কিছু বলিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ তোমরা অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ কোন কোন ধারণা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ তোমরা ধারণা করা হইতে বাচিয়া থাক, কারণ ধারণা হইল সর্বাধিক বড় মিথ্যা কথা। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত

بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوْا "মানুষের ধারণা করে" কোন ব্যক্তির এই কথা বড়ই জঘন্য। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, সর্বাধিক জঘন্য অপবাধ হইল, যে বস্তু চক্ষু দ্বারা দেখে নাই অথচ বলিল যে দুই চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছে। অপর এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত "যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে কিয়ামতে দিবসে তাহাকে দুইটি যব একটিকে অপরটির সহিত বাধিবার জন্য শাস্তি দান করা হইবে যাহা সে বাধিতে সক্ষম হইবে না। كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا আর এই সকল কান চক্ষু ও অন্তরসমূহ সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে প্রশ্ন করা হইবে যে এই সকল শক্তি দ্বারা বান্দা কি কাজ করিয়াছে? আয়াতে تِلْكَ স্থলে أُولَٰئِكَ ব্যবহার করা শুধু হইয়াছে যেমন কবির কবিতায় এই ব্যবহার হইয়াছে

ذُمَّ الْمَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوٰى + وَالْعَيْشَ بَعْدَ أُولَٰئِكَ الْاَتَامِ

উক্ত কবিতায় تلك الاتام এর স্থলে اولئك ব্যবহার করা হইয়াছে।

(٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○

(٣٨) كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ○

৩৭. ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হইতে পারিবে না।

৩৮. এই সমস্তের মধ্যে যে গুলি মন্দ কাজ সেই গুলি তোমার প্রতিপালকের নিকটি ঘৃণ্য।

তাফসীর ঃ আলাহ্ তা'আলা দম্ভের সহিত চালচলন নিষেধ করিয়া বলেন وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا আপনি অহংকারীদের ন্যায় বুক টান করিয়া দম্ভের সহিত চলিবেন না। اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ আপনি কখনও যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবেন না।

قوله وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا অর্থাৎ তোমার আত্মগর্ব ও অহংকারের মাধ্যমে পাহাড় সমান উচু হইতে পারিবে না বরং কোন কোন্ সময় এই রূপ অহংকারীকে তাহার কামনা বাসনার উল্টা শাস্তিও দান করা হয়। যেমন সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত, পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি তাহার কাধে দুইটি চাদর ঝুলাইয়া অহংকার ও দর্পের সহিত চলিতেছিল হঠাৎ তাহাকে যমীনে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে নীচের দিকে যাইতে থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারূন সম্পর্কেও সংবাদ দিয়াছেন যে, সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত তাহার দলবলসহ বাহির হইলে আল্লাহ্ তাহাকে তাহার বাড়ীঘরসহ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাকে বুলন্দ করিয়াছেন সে নিজের ধারণায় ছোট হইলেও মানুষের নিকট সে বড়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাহাকে খাট করিয়া দেন সে নিজের ধারণায় বড় হইলেও মানুষের নিকট সে তুচ্ছ। এমনকি সে তাহাদের নিকট কুকুর ও শূকরের অপেক্ষাও অধিক তুচ্ছ বিবেচিত হয়।

আবূ বকর ইবনে আবুদদুন্‌য়া তাহার "আল খামূল ওয়া তাওয়াযূ" গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কাসীর (র)....আবূ বকর হুযলী হইতে বর্ণিত যে একবার আমরা হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় ইবনুল আহয়াম খলীফা মানসূর-এর নিকট যাইতেছিল। সে রেশমের একটি জুব্বা পরিধান করিয়াছিল। পায়ের গোছার উপর উহা দুই ভাজে সেলাই করা ছিল। এবং নীচ হইতে তাহার কুবাও দেখা যাইতেছিল। সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত চলিতেছিল এমন সময় হযরত হাসান বসরী (র) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন উফ, উফ, নাক উঁচু করিয়া কাঁধ ঝুলাইয়া মুখমন্ডল ফুলাইয়া নিজের দিকে অহংকার ভরে তাকাইয়া কিভাবে এই আহমক চলিতেছে, অর্থাৎ সে বোকা সে নিজের অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করে। সে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিয়া না শোকর করে, না উহার কোন আলোচনা করে না উহার মধ্যে আল্লাহর যে হক রহিয়াছে তাহা আদায় করে আর না আল্লাহর হুকম পালন করে। আল্লাহর শপথ যে পাগলের ন্যায় অস্থীর হইয়া নিজেকে চালাইয়াছে। তাহার প্রতি অংগ প্রত্যংগে আল্লাহর নিয়ামত রহিয়াছে অথচ, শয়তান তাহার প্রতি অভিশাপ দান করে। ইবনুল আহয়াম হযরত হাসান (র)-এর এই কথা শুনিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং তাহার দরবারে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই বরং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুনিতে পাও নাই اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً তুমি দর্পের সহিত যমিনে হাটিও না। তুমি না যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে আর না পাহাড় সমান উঁচু হইতে পারিবে। প্রসিদ্ধ আবেদ বুখতরী একবার হযরত আলী (রা) এর বংশের এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেখিয়া বলিলেন, হে ব্যক্তি! যাহার কারণে তুমি সম্মান লাভ করিয়াছ তিনি এইভাবে চলিতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি তখনই ঐরূপ চলা বর্জন করিল। একবার হযরত ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেখিয়া বলিলেন, শয়তানের কিছু ভাই আছে তাহার এইরূপই হইয়া থাকে। খালেদ ইবনে মা'দান বলেন, তোমরা দর্পের সহিত চলা হইতে বিরত থাক। কারণ, মানুষের হাত তাহার অন্যান্য অংগ সমূহের একটি। ইবনে আবুদ্‌দুনয়া রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবুদ্‌দুন্‌য়া বলেন খল্‌ফ ইবনে

হিশাম বায্‌যার (র) মুহসিন (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমার উম্মত অহংকার ও দর্পের সহিত চলিবে এবং পারস্য ও রূমের অধিবাসীরা তাহাদের খেদমত করিবে তখন একে অপরের উপর প্রভাবিত করিবেন।

قوله كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا আয়াতে অপর এক কিরাআতে سَيِّئَةً পড়া হয়। অর্থাৎ গোনাহের কাজ ঐ কিরা'আত অনুসারে অর্থ হইল لَاتَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ হইতে এই পর্যন্ত যেই সকল কাজ হইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি তাহা সকলই গুনাহর কাজ এবং উহা আল্লাহর নিকট অতি অপছন্দনীয়। উহার কারণে তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আর যেই কিরা'আতে سَيِّئَةً ইযাফতসহ পড়া হয় সেই কিরা'আত অনুসারে অর্থ হইল وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا হইতে এই পর্যন্ত যে সকল হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে উহার মধ্যে যে সকল অন্যায় কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। ইমাম ইবনে জরীর (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

(٣٩) ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝

৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ স্থির করিও না, করিলে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই সকল উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়াছি এবং যেই সকল জঘন্য কাজ হইতে আমি নিষেধ করিয়াছি তাহা হইল আপনার নিকট নাযিলকৃত অন্যান্য অহীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে আপনি ইহার হুকুম করিবেন এই জন্যই আপনার নিকট নাযিল করা হইয়াছে وَلَاتَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ الخ আর আপনি আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ স্থির করিবেন না তাহা হইলে নিন্দিত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবেন। আপনি নিজেও নিজেকে ধিক্কার দিবেন, আল্লাহও ধিক্কার দিবেন আর সকল মাখলূকও ধিক্কার দিবে। مَدْحُوْرًا অর্থ সকল কল্যাণ হইতে দূরীভূত। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ বলেন مَدْحُوْرًا অর্থ مَطْرُوْدًا অর্থাৎ বহিষ্কৃত। প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত আয়াতসমূহে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করা হইয়াছে কিন্তু তাহাকে সম্বোধন করিয়া সকল উম্মতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মা'সূম ও নিষ্পাপ ছিলেন।

(٤٠) اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۟

৪০. তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চিয় ভয়ানক কথা বলিয়া থাক!

তাফসীর ঃ যে সকল অভিশপ্ত মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে, একদিকে তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে নারী স্থির করিয়াছে আবার তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলিয়াও দাবী করিয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাদের উপাসনাও করে তাহারা ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে এই তিনটি ভুলই করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ আচ্ছা তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিয়াছেন وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا আর তোমাদের ধারণা অনুসারে তিনি নিজের জন্য কি ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যা সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছে? অতঃপর অধিক কঠোর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাদ করেন اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلاً عَظِيْمًا "নিশ্চয়ই তোমরা বড়ই গুরুতর কথাবার্তা বলিতেছ" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করিয়াছ অথচ তোমরা নিজেদের জন্য উহা পছন্দ কর না বরং অনেক সময় তাহাদিগকে জীবিত হত্যাও করিয়া থাক। ইহা বড়ই অন্যায় বিতরণ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

আর তাহারা এই কথা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন অবশ্যই তোমারা বড়ই জঘন্য কথা বলিয়াছ সম্ভবতঃ তোমাদের এই কথায় আসমান ফাঁটিয়া যাওয়ার এবং যমীন বিদীর্ন হওয়ার আর পাহাড় পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। কারণ তাহারা রহমানের জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে। অথচ রহমানের জন্য সন্তান গ্রহণ করা সমীচীন নহে আসমান ও যমীনের সকলেই তাহার নিকট দাস হইয়া হাযির হইবে। তিনি তাহাদিগকে ভালভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের সকলেই কিয়ামত দিবসে এক একজন করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবে (মারিয়াম -৮৯ - ৯৫)।

(٤١) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

৪১. এই কুরআনে বহু বিষয় আমি বার বার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদিগের বিমুখতায় বৃদ্ধি পায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ আমি এই কুরআনে সর্বপ্রকার অয়ীদ দণ্ডাদেশ এই জন্য বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা উহার দলীল প্রমাণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং উহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া শিরক ও যুলুম এবং অপবাদ হইতে বিরত থাকে। وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا কিন্তু যামিলদের পক্ষে হক ও সত্য হইতে কেবল বিমুখ হওয়া এবং উহা হইতে দূরে সরিয়া পড়া ব্যতীত ইহা দ্বারা অন্য কোন উপকার হয় না।

(٤٢) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝

(٤٣) سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৪২. বল উহাদিগের কথামত যদি তাহার সহিত আরও ইলাহ থাকিত তবে তাহারা আরশ অধিপতিরদ্বন্দ্বিতা উপায় অন্বেষণ করিত।

৪৩. তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্লাহ সহিত অন্যকে শরীক স্থির করিয়া তাহাদের উপাসনা করে এবং তাহারা ধারণা করে যে তাহাদের উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইবে বস্তুতঃ তাঁহার যদি কোন শরীক থাকিত, যাহার উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইত এবং তাহারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিতে সক্ষম হইত তবে তাহারাই আল্লাহর ইবাদত করিত এবং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু বাস্তবে ইহা সম্পর্ণ ভিত্তিহীন। অতএব তোমরা কেবল আল্লাহর-ই ইবাদত কর। আল্লাহ নৈকট্য লাভ করিতে অন্যের উপাসনাকে মাধ্যম করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ উহা পছন্দ করেন না। বরং তিনি উহাকে অপছন্দ ও অস্বীকার করেন এবং সমস্ত রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কিরামের

মাধ্যমে উহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ করেন سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ ঐ সকল সীমাঅতিক্রমকারী যালিম মুশরিকরা যে ধারণা করে যে আল্লাহর সহিত অন্য শরীক আছে, উহা হইতে আল্লাহ পবিত্র عُلُوًّا كَبِيرًا তিনি উহা হইতে বহু উর্ধ্বে। তিনি এক অদ্বিতীয় এবং বে-নিয়ায। তিনি না কাহাকে জন্ম দিয়াছেন আর না কেহ হইতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আর না কেহ তাহার সমকক্ষ আছে:

(٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নাই যাহা স্বপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু উহাদিগের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না। তিনি সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহর তা'আলা ইরশাদ করেন, সপ্ত আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু সৃষ্ট আছে সকল বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা তাহার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে এবং মুশরিকরা যে ধারণা পোষণ করে আল্লাহ সত্তা উহা হইতে বহু উর্ধ্বে বলিয়া ঘোষণা করে। এবং কেবল মাত্র তিনিই প্রতিপালক তিনিই উপাস্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ + تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

"প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাহার তাওহীদেরই সাক্ষ্য বহন করে।" যেমন ইরশাদ হইয়াছে

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا

তাহারা যে পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে ইহার কারণে আসমানসমূহ ফাটিয়া যাইবার এবং যমীন বিদীর্ণ হইবার এবং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আবুল কাসেম তাবরানী (র) বলেন, আলী ইবনে আব্দুল আযীয (র)....আবদুর রহমান ইবনে ফুরত (রা) হইতে বর্ণিত যে, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) কে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করান হইয়াছিল সেই রাত্রে তিনি মাকামে ইবরাহীম ও যমযম কূপের মাঝে ছিলেন। হযরত জিবরীল তাহার ডাইন দিকে এবং হযরত মীকাইল তাহার বাম দিকে ছিলেন, অতঃপর তাহাকে সপ্ত আসমান পর্যন্ত উড়াইয়া

লইয়া যাওয়া হইল। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন উর্ধ্ব আকাশসমূহে আরো বহু তাসবীহসমূহের মধ্যে এই তাসবীহও আমি শুনিতে পাইলাম।

سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى مَنْ ذِى الْمَهَابَةِ مُشْفِقَاتٍ الَّذِىْ الْعُلُوْ بِمَا عَلَى
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

বুলন্দ আসমানসমূহ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তাহারা ভীতিপূর্ণ মহান আল্লাহ হইতে ভীত সন্ত্রস্ত; মহান মহিমাময় আল্লাহ বড়ই পবিত্র তিনি বড়ই মহান وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তুই প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু হে মানব জাতি! তোমরা তাহাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুঝিতে সক্ষম নহে। কারণ তাহাদের ভাষা ও তোমাদের ভাষা এক নহে। ইহাতে সকল প্রাণী, গাছপালা ও জড় পদার্থ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বরাবর। ইহা দুইটি মতের বিশুদ্ধ মত। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খাদ্য আহার করিবার সময় উহার তাসবীহ শুনিতে পাই। হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু কংকর হাতে উঠাইলে তিনি মৌমাছির শব্দের ন্যায় তাহার তাসবীহ শুনিতে পাইলেন। হযরত আবূ বকর হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর হাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুসনাদ গ্রন্থসমূহে এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ।

ইমাম আহমদ বলেন হাসান (র)....আনাস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যাহারা তাহাদের দন্ডায়মান সোয়ারীসমূহের উপর অবস্থান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এই সকল সোয়ারীর উপর নিরাপদে আরোহণ কর এবং নিরাপদেই ত্যাগ কর। আর পথে ও বাজারে মানুষের সহিত কথা বলিবার জন্য তোমরা উহাদিগকে কুরসী (চেয়ার) বানাইও না। জানিয়া রাখ, বহু সোয়ারী তাহার আরোহী অপেক্ষা উত্তম এবং আরোহী অপেক্ষা সে অধিক আল্লাহর যিকির করে। সুনানে নাসায়ী গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাংগ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তিনি বলেন, "ব্যাংগের ডাক হইল আল্লাহর যিকির" কাতাদাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণনা করেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইল কালেমায়ে ইখলাস তাহা বলিবার পরই কোন লোকের নেক কাজ আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়া থাকে। আল্‌হামদু লিল্লাহ 'শোকর' করিবার কালেমা যে ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলিল না সে আল্লাহর শোকর করিল না। যখন কেহ আল্লাহু আকবার বলিল তখন আসমান ও যমীনের শূন্যস্থান ভরিয়া গেল। আর সোবহানাল্লাহ কালেমাটি সমস্ত মাখলূকের সালাতের কালিমা আল্লাহ তা'আলা তাহার সকল মাখলূককেই সালাত ও তাসবীহ

করার জন্য সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যখন কেহ লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা অনুগত হইয়াছে এবং আমার উপর নিজ সত্তাকে ন্যস্ত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইবনে ওহ্‌ব (র).... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট এক বেদুঈন আসিল, তাহার গায়ে একটি তয়ালেসী জুব্বাহ ছিল যাহা রেশমদ্বারা ডুরা সিলাই ছিল অথবা বলেন রেশমের খুন্ডি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমাদের এই সাথী রাখালদের সন্তানদিগকে উঁচু করা এবং সরদারদের সন্তানদিগকে নীচু করা ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান হইলেন এবং তাহার জুব্বা টানিয়া বলিলেন, তোমার উপর কোন নির্বোধ প্রাণীর পোশাক তো দেখিতেছি না? অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যখন হযরত নূহ (আ) এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইল তখন তিনি তাহার দুই পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে অসিয়ত হিসাবে দুইটি নির্দেশ দান করিতেছি এবং দুইটি নিষেধ করিতেছি। তোমাদিগকে আমি শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। আর তোমাদিগকে যে দুইটি নির্দেশ করিতেছি তাহার প্রথমটি হইল তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অজীফা করিতে থাকিবে। কারণ আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং শুধু এই কালেমাকে এক পাল্লায় রাখা হয় তবুও এই কালেমার ওজন ভারী হইবে। শুন যদি আসমান ও যমীন উভয়কে একত্রিত করিয়া একটি হলকা প্রস্তুত করা হয় এবং উহার উপর এই কালেমা রাখা হয় তবে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আর আমার দ্বিতীয় হুকুম হইল তোমরা সোবহানাল্লাহ অবিহামদিহী পড়িতে থাকিবে। ইহা হইল প্রত্যেক বস্তুর সালাত এবং ইহা দ্বারা প্রত্যেককে রিযিক দান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) সুলায়মান ইবনে হারব (র) মুসআব ইবনে যুহাইর (র) এর সূত্রে হাদীসটি অধিক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি একাই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)....হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "হযরত নূহ (আ) তাঁহার পুত্রকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের নিকট উহা বলিব না? তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি সোবহানাল্লাহ পড়িতে থাকিবে। ইহা সমস্ত মাখলূকের সালাত সমস্ত মাখলূকের তাসবী এবং ইহা দ্বারা সকলকে রিযিক দান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ সকল বস্তুই আল্লাহর প্রশংসার

সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। হাদীসটির সনদ দুর্বল। আওফী নামক রাবী অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে দুর্বল। হযরত ইকরিমাহ (রা) وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, স্তম্ভও পবিত্রা ঘোষণা করে গাছপালাও পবিত্রতা ঘোষণা করে। পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণের কেহ কেহ বলেন, দরজার কড়মড় শব্দ এবং পানির ফড়ফড় শব্দও তাহাদের তাসবীহ। সুফিয়ান সাওরী (র) মনসূর হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন, আহারের বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে উহা তাসবীহ করে। অর্থাৎ জীব-জন্তু ও গাছপালা। কাতাদাহ হাসান ও যাহ্হাক অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ (র)....জরীর আবুল খাত্তাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা ইয়াযীদ রককাশীর সহিত আহার করিতেছিলাম তাহার সহিত হাসান বসরী (র)ও ছিলেন খাবার খাঞ্চা আনা হইলে ইয়াযীদ রককাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সায়ীদ। এই খাঞ্চাও কি তাসবীহ করে? তিনি বলিলেন এক সময় করিত। الخوان। অর্থ লাকড়ীর খাঞ্চা হযরত হাসান এর বক্তব্যের অর্থ হইল লাকড়ীটি যখন আর্দ্র ছিল তখন তো তাসবীহ করিত কিন্তু উহা কাটার পর যখন শুষ্ক হইয়াছে তখন উহার তাসবীহও বন্ধ হইয়াছে। তাহার এই বক্তব্যের পক্ষে যে দলীল পেশ করা হয় তাহা হইল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) দুইটি কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে বলিলেন, এই দুইটি কবরের অধিবাসীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে এবং শাস্তি কোন কঠিন কাজ ত্যাগ করিবার কারণে নহে। এক ব্যক্তি তো পেশাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না এবং অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল লইয়া সমান দুই ভাগ করিলেন এবং উহার একটি একটি উভয় কবরে গাড়িয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যতক্ষণ উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে সম্ভবতঃ তাহাদের শাস্তি হালকা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। অত্র হাদীসের উপর যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) "যতক্ষণ না উহা শুষ্ক হইবে" এই কথা এই কারণে বলিয়াছেন, যে যতক্ষণ উহা সবুজ থাকিবে তাসবীহ করিতে থাকিবে কিন্তু শুষ্ক হইয়া গেলে উহার তাসবীহ বন্ধ হইয়া যাইবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا তিনি অবশ্যই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাকারী। যে ব্যক্তি তাহার নাফরমানী করে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হন না রবং তাহাকে অবকাশ দান করেন কিন্তু অবকাশ দানের পরও যখন সে তাহার কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকে তখন তিনি বড়ই কঠোর শাস্তি দান করেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে

বর্ণিত إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى الظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করেন অবশেষে যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তার তিনি ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ আপনার প্রতিপালক যখন কোন যালিম জনবসতীকে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এই রূপই কঠিন হইয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ অনেক যালিন জন- বসতীকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি। وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ বহু জনপদের যালিম অধিবাসীকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। যে সকল লোক কুফর ও নাফরমানী হইতে তওবা করে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তওবা কবূল করেন এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে কিংবা তাহার নিজ সত্তার প্রতি যুলুম করে অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাইবে। সূরা ফাতির এর শেষ ভাগে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا - وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীনকে সামলাইয়া রাখিয়াছেন যেন উহা নড়চড়া করিতে না পারে কিন্তু যদি উহা নড়াচড়া করে তবে তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, যে উহা শামলাইয়া রাখিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল। ------ যদি আল্লাহ মানুষকে পাকড়াও করিতেন তবে যমীনে কোন প্রাণীকেই তিনি ছাড়িতেন না কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন (ফাতির-৪১,৪৫)।

(٤٥) وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۟ۙ

(٤٦) وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۟

৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দিই।

৪৬. আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; তোমার প্রতিপালক এক যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃতি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) যখন আপনি মুশরিকদের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করেন তখন আমি আপনার ও তাহাদের মাঝে একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা করিয়া দেই। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র) বলেন ইহাই হইল তাহাদের অন্তরসমূহে সৃষ্ট পর্দা যাহার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করিয়াছেন,

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ আর তাহারা বলে, আমাদের অন্তরসমূহ পর্দার মধ্যে আবৃত। অতএব আপনি যেই বস্তুর প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনা আর আমাদের কর্ণ কুহরে বোঝা রহিয়াছে এবং আপনার ও আমাদের মাঝে পর্দা রহিয়াছে। حِجَابًا مَسْتُوْرًا অর্থ আবরণকারী পর্দা مَسْتُوْرٌ কর্মবাচক বিশেষ্যটি এখানে سَاتِرٌ কর্তৃবাচক বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন فَيُمُوْنٌ শব্দ يَأْمَنُ এর অর্থে مَشْئُوْمٌ শব্দ شَاتِمٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, مَسْتُوْرًا শব্দটি ইস্‌মে মাফউল (কর্ম বাচক পদ) এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ مَسْتُوْرًا عَنِ الْاَبْصَارِ এমন পর্দা যাহা চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও উহা মুশরিকদের ও হেদায়াতের মাঝে পর্দার ভূমিকা পালন করিতেছে। ইবনে জরীর এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী বলেন, আবূ মূসা হেবড়ী.... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ অবতীর্ণ হইল তখন উম্মে জামীল চিৎকার করিতে করিতে একটি ধারালু পাথর হাতে লইয়া এই বলিতে বলিতে আসিল এই নিন্দিত লোকটির কথা আমরা মানি না। তাহার দ্বীনকে আমরা স্বীকার করি না। তাহার নির্দেশকে পালন করি না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বসাছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও তাহার পার্শ্বে ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আসিতেছে আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এই স্ত্রীলোকটি আপনাকে দেখিয়া ফেলিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সে কখনো আমাকে দেখিতে পারিবে না। এবং তিনি তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি আসিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর পার্শে দাঁড়াইয়া গেল এবং সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিতে পাইল না। হযরত আবূ বকর (রা)-কে সে জিজ্ঞাসা করিল, জানিতে পারিলাম, তোমার সাথী লোকটি নাকি আমাকে

গালি দেয়। তিনি বলিলেন, এই কা'বা গৃহের রবের কসম, তিনি তোমাকে গালি দেন নাই। তখন সে ফিরিয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "সমস্ত কুরাইশরা জানে যে, আমি তাহাদের সরদারের কন্যা"।

قوله وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً আর আমি তাহাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা রাখিয়া দিয়াছি। اَكِنَّةً শব্দটি كِمْتَانٍ এর বহুবচন অর্থ, যে বস্তু অন্তরকে ঢাকিয়া দেয়। اَنْ يَّفْقَهُوْهُ যেন তাহারা কুরআন বুঝিতে না পারে وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا আর তাহাদের কর্ণকুহরে এমন বোঝা রহিয়াছে যাহা তাহাদিকে সত্য শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিতে বাধা প্রদান করে। وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ আর যখন আপনি আপনার কুরআন পাঠ কালে আল্লাহর একাত্ববাদ ঘোষণা করেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا তখন তাহারা ঘৃণা ভরে পিছনের দিকে চলিয়া যায়। نفور শব্দটি نافر এর বহুবচন যেমন قُعُوْدٌ শব্দটি قَاعِدٌ এর বহু বচন। অবশ্যই ইহা মাসদারও হইতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর যখন কেবল এক আল্লাহর যিকির করা হয় তখন যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয় (যুমার-৪৫)। হযরত কাতাদাহ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন মুসলমানগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন তখন মুশরিকরা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের উপর উহা ভারী হইয়া যায়। আর ইবলীস ও তাহার সাংগ পাংগরা ইহাতে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি উহাকে বাস্তবায়ন ও বুলন্দ করিবেন আর মর্যাদা দান করিবেন এবং উহাকে বিস্তৃত করিবেন। ইহা এমন এক বাণী, যে ব্যক্তি ইহার সাহায্যে ঝগড়া করে যে বিজয়ী হয় আর যে ব্যক্তি ইহার দ্বারা লড়াই করে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই দ্বীপের অধিবাসীরা ইহাকে জানে যে ইহা কত মর্যাদাশীল। অথচ, বহু লোক এমনও আছে যাহারা যুগ যুগান্তর পর্যন্ত ইহাকে চিনিবেও না এবং ইহাকে স্বীকারও করিবে না।

আরেকটি মত,

ইবনে জবীর (র) বর্ণনা করেন, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ যারকা....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহর যিকির শুনিয়া যাহারা পলায়ন করে তাহারা হইল শয়তান। রেওয়ায়েতটি গরীব। তবে ইহা সত্য যে যখন আযান দেওয়া হয় কিংবা আল্লাহর যিকির করা হয় তখন শয়তান পলায়ন করে।

(٤٧) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○

(٤٨) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ○

৪৭. যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি, গোপনে আলোচনা কালে যালিমরা বলে তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।

৪৮. উহারা তোমার কি উপমা দেয়! উহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

তাফসীর ঃ কুরাইশ কাফির সরদাররা চুপচুপি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া যে পরামর্শ করিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে যে মন্তব্য করিত যে তাহাকে কেহ হয়ত যাদু করিয়াছে ফলে সে এই ধরনের উল্টা পাল্টা কথা বলিতেছে। مَسْحُوْرٌ শব্দটি প্রচলিত অর্থে যাদুকৃত ব্যক্তি অথবা سَبْحَرٌ অর্থ আহার করা হইতে নির্গত হইয়াছে এই সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ তোমরা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ যে পানাহারের মুখাপেক্ষি। কবির কবিতার মধ্যেও سَحْرٌ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

فَإِنْ تَسْئَلَا إِلَيْنَا فِيْمَ نَحْنُ فَإِنَّنَا + عَصَافِيْرُ مِنْ هٰذَا الْأَنَامِ الْمُسَحَّرِ

আল্লামা ইবনে জরীরও এই ব্যাখ্যা সঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ رَجُلًا مَسْحُوْرًا বলিয়া কাফিরদের উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কোন যাদুর প্রভাব পড়িয়াছে এইকথা বুঝান। তাহাদের কেহ কেহ বলে, তিনি কবি, কেহ বলে, তিনি কাহেন ও জ্যোতিষী আবার কেহ কেহ তাহাকে পাগল ও যাদুকরও বলিতে ছাড়ে নাই। এই কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا। দেখুন তো তাহারা আপনার জন্য কি কি উপমা বর্ণনা করিয়াছে অতঃপর তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সত্য পথ পাইবার ক্ষমতাই হারাইয়া বসিতেছে।

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক তাহার সীরাত গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব আবূ জেহেল ইবনে হিশাম ও আখ্নাস ইবনে শরীক একবার রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায পড়িবার সময় তাহার নিকট গমন করিল, তাহাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিবার ইচ্ছায় চুপে চুপে পৃথক পৃথক স্থানে বসিল। তাহাদের কেহই অন্যের সম্পর্কে জানিত না। এইভাবে তাহারা ফজর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরাআন পাঠ শুনিতে লাগিল। এবং ফজর হইলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু পথে তাহাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহারা একজন অপরজনকে এই ঘটনার জন্য তিরস্কার করিল। এবং প্রত্যেকেই অপরকে বলিল পুনরায় যেন এইরূপ ঘটনা আর না ঘটে। যদি তোমাদের কোন আহমক তোমাদিগকে দেখিয়া ফেলে তবে মুহাম্মদ (সা) এর ভক্ত হইয়া যাইবে। এই বলিয়া তাহার চলিয়া গেল কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে পুনরায় তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিতে আসিল এবং প্রত্যেকেই চুপেচুপে স্ব-স্ব-স্থানে বসিয়া সারারাত্র

তাঁহার কুরআন পাঠ শুনিতে লাগিল। ভোর হইলে তাহারা ফিরিয়া গেল কিন্তু এবারও পথেই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সেই দিনও তাহারা পূর্বের ন্যায় একে অন্যকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় আর এইরূপ না করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তৃতীয় রাত্রেও তাহারা পূর্বের ন্যায় স্ব-স্ব-স্থানে বসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বসিয়া গেল। তাহারা সারারাত্র কুরআন শ্রবণ করিবার পর যখন ফিরিয়া যাইতেছিল তখনও তাহাদের পারস্পারিক সাক্ষাৎ ঘটিল। এবং পূর্বের ন্যায় একে অপরকে তিরস্কার করিল পুনরায় আর এইরূপ না করিবার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। ভোর হইলে আখনাস তাহার লাঠি লইয়া বাহির হইল সর্বপ্রথম আবূ সুফিয়ান ইবনে হাবর এর বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ হানযালাহ। মুহাম্মদ (সা) এর নিকট হইতে তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ উহা সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি, বল? আবূ সুফিয়ান বলিল, হে আবূ সা'লাবাহ। আল্লাহর কসম, যাহা কিছু শুনিয়াছি উহার কিছু তো এমন, যাহার অর্থ ও মর্ম একটি বুঝিয়াছি এবং কিছু এমনও আছে যাহার অর্থ আমি বুঝিতে ব্যর্থ। আখনাস বলিল, আল্লাহর কসম আমার মতও ইহাই। অতঃপর আখনাস বাহির হইয়া আবূ জেহেলের নিকট গেল এবং তাহার নিকটও একই প্রশ্ন করিল। উত্তরে আবূ জেহেল বলিল, আমরাও বনু আব্দে মনাফ সরদারী ও মর্যাদা লাভের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছি। তাহারা অন্যকে অন্ন দান করিলে আমরাও অন্ন দান করিয়াছি। তাহারা অন্যকে সোয়ারী দান করিলে আমরাও তাহা করিয়াছি। তাহারা অন্যকে পুরস্কৃত করিলে আমরাও তাহাদের পিছনে থাকি নাই। এইভাবে আমরা সকল ব্যাপারে তাহাদের সমান সমান রহিয়াছি। প্রতিযোগিতায় তাহারা বিজয়ী হইতে পারে নাই। এখন তাহারা বলিতেছে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, যাহার নিকট আসমান হইতে অহী অবতীর্ণ হয়, আচ্ছা বল, ইহা আমরা কি ভাবে লাভ করিব? আল্লাহর কসম তাহার প্রতি আমরা কখনো ঈমান আনিব না। আর তাহাকে সত্য বলিয়াও জানিব না। রাবী বলেন, অতঃপর আখনাস উঠিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(٤٩) وَقَالُوٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ خَلۡقًا جَدِيۡدًا ○

(٥٠) قُلۡ كُوۡنُوۡا حِجَارَةً اَوۡ حَدِيۡدًا ○

(٥١) اَوۡ خَلۡقًا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِىۡ صُدُوۡرِكُمۡ ۚ فَسَيَقُوۡلُوۡنَ مَنۡ يُّعِيۡدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىۡ فَطَرَكُمۡ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنۡغِضُوۡنَ اِلَيۡكَ رُءُوۡسَهُمۡ وَيَقُوۡلُوۡنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلۡ عَسٰٓى اَنۡ يَّكُوۡنَ قَرِيۡبًا ○

(٥٢) يَوۡمَ يَدۡعُوۡكُمۡ فَتَسۡتَجِيۡبُوۡنَ بِحَمۡدِهٖ وَتَظُنُّوۡنَ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا ○

৪৯. উহারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?

৫০. বল, তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ।

৫১. অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন; তাহারা বলিবে কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন।' অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে উহা কবে? বল হইবে সম্ভবত শীঘ্রই।

৫২. যেদিন তিনি তোমদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে সকল কাফিররা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে তাহারা উহা সম্পর্কে অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন করে ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا যখন আমরা হাড্ডি ও মাটিতে রূপান্তরিত হইব। মুজাহিদ বলেন رُفَاتًا এর অর্থ মাটি এবং আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বলেন এর অর্থ ধুলিবালী।

اَنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا। তখন আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হইয়া পুনরায় উত্থিত হইব? অর্থাৎ যখন আমরা পচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব আমাদের কথা আর কখনও উল্লেখও করা হইবে না এমতাস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া উত্থিত করা হইবে? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

তাহারা বলে আমাদিগকে কি আবার পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা হইবে? যখন আমরা পচা-গলা হাড়ে পরিণত হইব। ইহা তো বড়ই ক্ষতির ব্যাপার হইবে। সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হইয়াছে وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ আর সে আমার জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছে এবং সে তাহার নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া বসিয়াছে। আর সে বলে; এই পচা-গলা হাড়গুলিকে পুনরায় আবার কে সৃষ্টি করিতে পারিবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের জবাব দানের জন্য নির্দেশ করিলেন قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ তোমরা পাথর হইয়া যাও কিংবা লৌহা হইয়া যাও অথবা তোমরা যাহাকে আরো অধিক কঠিন মনে কর তাহাই হইয়া যাও তবুও সেই আল্লাহ-ই তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। ইবনে ইসহাক ইবনে আবূ নজীহ হইতে তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, অধিক কঠিন বস্তু হইল মৃত্যু। ইবনে ওমর (র) হইতে আতীয়্যাহ এই আয়াতের তাফসীর করেন,

وَلَوْ كُنْتُمْ مَوْتَى لَاَحْيَيْنٰكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা মৃত হইয়া যাও আমিই তোমাদিগকে জীবিত করিব। সায়ীদ ইবনে জবাইর, আবূ সালেহ, হাসান, কাতাদাহ ও যাহ্হাক এবং অন্যান্য উলামা অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। অর্থাৎ যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে তোমরা মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইয়াছ যাহা জীবনের বিপরীত তবুও আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তোমাদিগকে জীবিত করিবেন তাঁহার ইচ্ছাকে ঠেকাইতে পারে এমন কেহ নাই।

এই ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে জরীর (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে সুন্দর ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশত ও দোযখের মাঝে দন্ডায়মান করা হইবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারা বলিবে হাঁ, অতঃপর দোযখবাসীকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারাও বলিবে হাঁ, অতঃপর উহাকে বেহেশত ও দোযখের মাঝে যবাই করা হইবে। বেহেশতবাসীকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কখনও মৃত্যু হইবে না দোযখবাসীকেও বলা হইবে, হে দোযখবাসীরা। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কোন দিন মৃত্যু হইবে না। মুজাহিদ. اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ইহা দ্বারা আসমান, যমীন ও পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এক রেওয়াতে রহিয়াছে, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হইয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন। ইমাম যুহরী হইতে ইমাম মালেক (র)-এর বর্ণিত এক তাফসীরে রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহারা তখন বলিবে, সর্বাধিক কঠিন বস্তু মৃত্যু। قوله فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا তাহারা বলিবে, যদি আমরা পাথর কিংবা লোহা অথবা অন্য কোন কঠিন বস্তু হইয়া যাই তবে পুনরায় কে আমাদিগকে উত্থিত করিবে? قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ আপনি বলিয়া দিন, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার এমনাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তোমরা কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছ সেই মহান সত্তাই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তোমরা যে কোন অবস্থায়ই হও না কেন, তিনি তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠাইতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন هُوَالَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَاَهْوَنُ عَلَيْهِ তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। قوله فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ হযরত কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "মুশরিক কাফিররা বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে মাথা ঝুলাইতে থাকিত। আরবী ভাষাবিদদের নিকট প্রচলিত اَنْغَاضٌ অর্থ উঁচু হইতে নীচে কিংবা নীচ হইতে উপরের দিকে মাথা হেলান। উঠের বাচ্চাকে نَغَضٌ বলা হয় কারণ, উহা তাহার চলাকালে দ্রুত চলে ও মাথা হেলায়। কবি বলেন نَغَضَتْ مِنْ هَرَمٍ اِسْنَانُهَا বার্ধক্যের কারণে তাহার দাঁত পড়িয়াছে।

قوله وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هُوَ আর তাহারা বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে উহা সংঘটিত হইবে? যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের এই ওয়াদা কবে পালিত হইবে? উহার সঠিক সময় নির্দিষ্ট কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ইরশাদ হইয়াছে وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا আর যাহারা বে-ঈমান তাহারাই শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আরো ইরশাদ হইয়াছে قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا আপনি বলিয়া দিন সম্ভতঃ উহা অতি নিকটবর্তী। অতএব তোমরা উহাকে ভয় কর, নিশ্চিতভাবে উহা তোমাদের উপর পতিত হইবে। যাহা নিশ্চিতভাবে আসিবে উহাকে আসিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লও। আল্লাহর ইরাশাদ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ যেই দিন তোমাদের পতিপালক তোমাদিগকে ডাকিবেন اِذْ دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ مُخْرَجُوْنَ অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে তিনি যমীন হইতে বাহির হইবার জন্য ডাকিবেন, তখন তোমরা সাথে সাথেই বাহির হইয়া পড়িবে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমার কাজ তো চক্ষুর পলকের ন্যায়। মুহূর্তেই সম্পন্ন হইয়া যায় اِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ يَّقُوْلَ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ যখন কোন বস্তুর অস্তিত্বাধীনের জন্য আমি ইচ্ছা করি তখন উহাকে হইয়া যা বলিলেই উহা হইয়া যায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ তাহা হইবে একটি ধমক এবং হঠাৎ তাহারা যমীন হইতে বাহির হইয়া ময়দানে সমবেত হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه যেই দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন সেই দিন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার হুকুম পালন করিবে ও তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিবে। আলী ইবনে আবূ তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه এর অর্থ করিয়াছেন يَوْمَ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِاَمْرِه অর্থাৎ তোমরা তাহার নির্দেশ পালন করিবে। ইবনে জুরাইজও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন কাতাদাহ (র) আল্লাহর পরিচিতি ও আদেশ পালন অর্থ নিয়াছেন। কেহ কেহ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه এর তাফসীর করিয়াছেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার জন্য সকল প্রশংসা। হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমার প্রতি বিশ্বাস রাখিবে এবং মুখে স্বীকার করিবে, কবরে সে কোন সংকটের সম্মুখীন হইবে না। এই কালেমায় বিশ্বাসী লোকদিগকে যেন আমি তাহাদের কবর হইতে মাথার মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে উঠিতে দেখিতেছি। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, তাহারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাদের চিন্তা ভাবনা দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন।" বলিতে বলিতে উঠিতেছে। সূরা ফাতির এর মধ্যে ইহার ব্যাখ্যা আসিতেছে। وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً আর

তোমরা যেইদিন কবর হইতে উঠিবে সেইদিন ধারণা করিবে যে দুনিয়ায় অতি অল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا الاَّعَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا যেই দিন তাহারা কিয়ামত দিবস দেখিবে সেই দিন তাহারা ধারণা করিবে, যেন তাহারা দুনিয়াতে এক বিকাল কিংবা এক সকাল অবস্থান করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِوَنَحْشُرُالْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّعَشْرًا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُوْنَ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ يَوْمًا

যেইদিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে আর অপরাধীদিগকে আমি সেই দিনে কিয়ামতের ময়দানে হাঁকাইয়া একত্রিত করিব এবং তাহাদের চক্ষু হইবে তখন নীলবর্ণ তাহারা চুপে চুপে বলিবে, "তোমরা মাত্র দশ দিনই দুনিয়ায় অবস্থান করিয়াছ।" তাহারা যাহা কিছু বলিবে আমরা উহা খুব ভালই জানি। তাহাদের মধ্যে যে অধিক জ্ঞানী সে বলিবে, তোমরা একদিনই সেখানে অবস্থান করিয়াছিলে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ يَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা কসম খাইয়া বলিবে, "তাহারা এক ঘন্টার বেশী তথায় অবস্থান করে নাই।" আরো ইরশাদ হইয়াছে,

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ

قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ইরশাদ হইবে তোমরা বৎসরের হিসাব মুতাবিক দুনিয়ায় কত দিন ছিলে? তাহারা বলিবে, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ ছিলাম। যাহারা হিসাব নিকাশ জানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করুন। তিনি বলিবেন, তোমরা সেখানে খুব অল্পদিনই ছিলে যদি তোমরা জানিতে পারিতে।

(৫৩) وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

৫৩. আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানী দেয়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল ও তাহার বান্দাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা যেন তাঁহার মুমিন বান্দাগণের সহিত তাহাদের পারস্পারিক আলাপ আলোচনায় উত্তম ও ভাল কথা বলে। যদি তাহারা এইরূপ না করে তবে শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবে এবং তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ও দাংগার সৃষ্টি হইবে। শয়তান

তখন হইতেই হযরত আদম ও মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু হইয়া আছে যখন সে হযরত আদম (আ) কে সিজদা করিতে বিরত ছিল। এই কারণেই কোন মুসলমান অপর ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহাস্ত্র দ্বারা ইশারা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে যেন শয়তান তাহার হাত হইতে কাড়িয়া তাহাকে আঘাত না করিয়া বসে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্যাক (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাহার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কারণ সে ইহা জানে না সম্ভবতঃ শয়তান তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইবে এবং তাহাকে আঘাত করিয়া বসিবে এবং দোযখের গর্তে পতিত হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুর রায্যাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....বনী সুলাইত গোত্রীয় এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিলাম তখন তিনি একদল লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُ لُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সে না তো তাহাকে যুলুম করিতে পারে আর না তাহাকে অসহায় ছাড়িয়া দিতে পারে। তাকওয়া হইল এখানে। এই কথা বলিয়া তিনি তাহার বুকের দিকে স্বীয় হাত দ্বার ইংগিত করিলেন। যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করে অতঃপর তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বিচ্ছেদের কথা বর্ণনা করে, সে হইল মন্দ সে হইল মন্দ, সে হইল মন্দ।

(٥٤) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۖ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۖ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

(٥٥) وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

৫৪. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে ভালভাবেই জানেন ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দেন, আমি তোমাকে উহাদিগের অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

৫৫. যাহারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি; দাউদে আমি যাবূর দিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি তোমাদের প্রতিপালক ইহা খুব ভাল জানেন যে তোমাদের মধ্যে কে হেদায়াত পাইবার উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নহে। اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তাহার আনুগত্যের তাওফীক করিয়া তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন আর তাহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করিবেন। وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً আর আমি তো আপনাকে তাহাদের উপর কার্যবিধায়ক করিয়া প্রেরণ করি নাই বরং আপনাকে কেবল তাহাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি আপনার অনুগত হইবে যে বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে আপনার অনুগত হইবে না সে প্রবেশ করিবে দোযখে। رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ আর আপনার প্রতিপালক আসমান ও যমীনে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন যে কে কোন স্তরের অনুগত ও নাফরমান। لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ অবশ্যই আমি কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ এই সকল রাসূলগণের মধ্যে আমি একজনকে অপর জনের উপর মর্যদা দান করিয়াছি। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছেন যাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন। আবার কাহাকেও অনেক মর্যাদা দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত لاَتُفَضِّلُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ তোমরা নবীগণের মধ্যে একজন অন্যজনের অপেক্ষা অধিক মর্যদাশীল মনে করিও না। অত্র হাদীস এবং উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্র হাদীসের মর্ম হইল "তোমরা কোন দলীল প্রমাণ ব্যতিত শুধু নিজেদের ইচ্ছা মত ও গোত্রীয় টানে বশীভূত হইয়া কাহাকেও ফযীলত দান করিও না। অবশ্য কাহারও পক্ষে দলীল কায়েম হইলে তাহার অনুসরণ করা জরুরী। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই যে রাসূলুগণ আম্বিয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদা শীল। আবার রাসূলগণের মধ্যে যাহারা 'উলুল আযম'। তাহাদের মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক। সূরা আহযাব ও সূরা শুরা এর দুই আয়াতে ৫ জন এই উলুল আযম (মহতি দৃঢ়তার অধিকার রাসূল)-এর উল্লেখ করা হইয়াছেই সূরা আহযাব এ ইরশাদ হইয়াছে

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

আর যখন নবীগণ হইতে তাহাদের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আপনার, নূহ, ইবরাহীম মূসা ও ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) হইতেও শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সূরা শুরায় ইরশাদ হইয়াছে

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ

اِبْرٰهِيْمَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا

তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা শরীয়ত হিসাবে সেই দ্বীনকে নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার নির্দেশ তিনি হযরত নূহকে করিয়াছিলেন আর যাহা আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (আ)কেও যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম, যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। হযরত মুহাম্মদ (সা) যে রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম হইতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই। তাঁহার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা অতঃপর হযরত মূসা ও হযরত ঈসাকে (আ)-এর মর্যাদা। বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ অন্যস্থানে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا আর দাউদ (আ) কে আমি যবূর গ্রন্থ দান করিয়াছি এই আয়াত দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী বলেন, ইসহাক ইবনে নসর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবূর গ্রন্থ পাঠ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহার সোয়ারীতে জিন লাগাবার জন্য নির্দেশ দিতেন অপর দিকে যবূর পড়িতে শুরু করিতেন এবং জিন লাগানো শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা পাঠ করিয়া অবসর হইতেন।

(٥٦) قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

(٥٧) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۭ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ্ মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর; করিলে দেখিবে তোমাদিগের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদিগের নাই।

৫৭. উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারাইতো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাহাদিগের মধ্যে কে কত নিকটতর হইতে পারে, তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও তাহার শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন, যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের উপাসনা করে اُدْعُوا الَّذِيْنَ

زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যেই সকল মূর্তি ও শরীকদিগকে উপাস্য মনে কর তাহাদিগকে ডাক ও তাহাদের প্রতি নিবিষ্ট হও। কিন্তু তাহারা لَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا না তো তোমাদের কষ্ট সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সক্ষম আর না তাহারা উহা সরাইয়া অন্যকে কষ্টে ফেলিতে ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতা কেবল এক আল্লাহ তা'আলারই আছে। আওফী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুশরিকরা বলিত, আমরা ফিরিশ্তা, হযরত ঈসা ও হযরত উযাইর (আ)-এর ইবাদত করি। আর তাহারাই হইলেন সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা খুঁজেন।

ইমাম বুখারী (র) সুলায়মান ইবনে মিহ্রান আ'মাস (র) أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পূর্বে জ্বিন জাতি হইতে কিছু লোকের উপসনা করা হইত কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে সেই সকল জ্বিন সম্পর্কেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে কিছু মানুষ কিছু জ্বিনদের উপাসনা করিত কিন্তু পরবর্তীকালে সেই উপাস্য জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করে অথচ উপাসক মানুষ স্বীয় ধর্মের উপরই অটল হইয়া থাকিল। কাতাদাহ (র) মা'বদ ইবনে আব্দুল্লাহ রুম্মানী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাহ ইবনে মাসউদ হইতে তিনি ইবনে মাসউদ হইতে أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ এর শানে নযূল সম্পর্কে বলেন আরবের একটি দল কিছু জ্বিনের উপাসনা করিত কিন্তু জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করিল অথচ তাহাদের উপাসকরা তাহাদের ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখিল না। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রহিয়াছে এক প্রকার ফিরিশ্তা যাহাদিগকে জ্বিন বলা হইত পূর্বে তাহাদের উপাসনা করা হইত। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

সুদ্দী আবূ সালেহ হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ প্রসংগে বর্ণনা করেন, যাহাদের ইবাদত করা হইত অথচ তাঁহারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তালাশ করিতেন তাহারা হইলেন হযরত ঈসা ও তাঁহার আম্মা এবং হযরত উযাইর (আ) মুগীরা। ইবরাহীম হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা হইলেন হযরত ঈসা উযাইর এবং চন্দ্র ও সূর্য। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা হইলেন, হযরত ঈসা, উযাইর (আ) ও ফিরিশ্তাগণ। আল্লামা ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে মাসউদ (র)-এর মতকে গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ এর يَبْتَغُوْنَ মুযারে (مُضَارِعْ) মাযী নহে অতএব হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশ্তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। তিনি বলেন, অসীলা, অর্থ নৈকট্য

যেমন কাতাদাহ বলিয়াছেন। قوله ويرجون رحمته و يخافون عذابه তাহারা আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাহার শাস্তিকে ভয় করে। কারণ আশা ও ভয় উভয়ের সমষ্টি ছাড়া ইবাদত পূর্ণ হয় না। ভয়ের কারণে মানুষ অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকে এবং আশা দ্বারা অধিক পরিমাণ নেক কাজ করে। اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। অতএব উহাকে ভয় করা উচিৎ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

(৫৮) وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৫৮. এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখিত বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন যে কিয়ামতের পূর্বে সমস্ত জনপদ ধ্বংস হইয়া যাইবে কিংবা হত্যা বা অন্য বিপদে পতিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর ইহার কারণ হইল, তাহাদের গুনাহ ও পাপাচার। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ আমি তাহাদের প্রতি অবিচার করি নাই বরং তাহারাই তাহাদের সত্তার উপর যুলুম করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের কৃতকর্মের পরিণাম ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে। وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ বহু জনপদ তাহাদের প্রতিপালকের ও রাসূলের নির্দেশকে অমান্য করিয়াছে ফলে তাহারা তাহার ফল ভোগ করিয়াছে।

(৫৯) وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ○

৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

তাফসীর ঃ সুলাইদ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হইতে তিনি আইয়ূব হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলিল, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনিতো বলেন, আপনার পূর্বেও অনেক আম্বিয়া আগমন করিয়াছিলেন,

তাহাদের কাহারও জন্য বায়ু অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেহ এমনও ছিলেন যে তিনি মৃতকে জীবিত করিতেন, আপনাকে বিশ্বাস করা ও আপনার প্রতি ঈমান আনাই যদি আপনার কাম্য হয় তবে আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন তবে আমি তাহাদের কাম্য পূর্ণ করিয়া দিব কিন্তু ইহার পর তাহারা ঈমান না আনিলে তাহাদিকে শাস্তি দিব। তখন আর কোন কথা চলিবে না। আর যদি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দান করা পছন্দ করেন তবে আমি তাহাদিগকে অবকাশ দান করিব। তখন তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রতিপালক। আপনি তাহাদিগকে অবকাশ দান করুন। কাতাদাহ ইবনে জুরাইজ এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য এবং তাহাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বতসমূহকে সরাইয়া দিতে আবেদন জানাইল যেন তাহারা তথায় ক্ষেত খামার করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলা হইল যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন, তবে তাহাদিগকে আমি অবকাশ দিব। আর যদি পছন্দ করেন যে আমি তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করি তাহাও করিব কিন্তু যদি তাহারা ইহার পরও কুফর করে তবে তাহারাও ঠিক তদ্রূপ ধ্বংস হইয়া যাইবে যেমন তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে তাহারা ধ্বংস হইয়া থাক। বরং আপনি তাহাদিগকে অবকাশ দান করুন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

ইমাম নাসায়ী ইবন জরীর (র) অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশরা নবী করীম (সা) কে বলিল, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন, তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই তোমরা ঈমান আনিবে? তাহারা বলিল হাঁ, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিলেন। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম করিয়াছেন আর তিনি বলিয়াছেন যদি আপনি চাহেন তবে সাফা পাহাড় তাহাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করা হইবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফর করিবে, তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দান করিব যাহা বিশ্বের কাহাকেও করি নাই আর যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন যে আমি তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত

করিয়া দেই তবে তাহাই করিব। তখন তিনি বলিলেন, প্রথমটি নহে বরং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হউক ইহা আমি কামনা করি।

হাফিয আবূ ইয়ালা তাহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আলী আনসারী (র)....হযরত যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ কুবাইশ পাহাড়ের উপর গিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, হে আব্দে মানাফের বংশধর লোকেরা! আমি তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি। চিৎকার শুনিয়া কুরাইশরা তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং সতর্ক করিলেন। তখন তাহারা বলিল, তুমি তো বলিতেছ যে, তুমি নবী এবং তোমার নিকট অহী প্রেরিত হয়। সুলায়মান (আ) এর জন্য বায়ু ও পর্বত অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হযরত মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্র অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হরত ঈসা (আ) মৃতুকে জীবিত করিতে পারিতেন। অতএব তুমিও আল্লাহর নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন এবং এখানে নহরসমূহ প্রবাহিত করেন। আমরা যেন ক্ষেত্র খামার করিতে পারি। এবং খাদ্য দ্রব্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি। অথবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃতদিগকে জীবিত করিয়া দেন এবং আমরা যেন তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারি আর তাহারাও যেন আমাদের সহিত কথা বলিতে পারে। কিংবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্লাহ তা'আলা তোমার নীচের পাথরকে স্বর্ণে পরিণত করেন। আমরা উহা হইতে কাটিয়া লইব এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরের কষ্ট হইতে আমরা রক্ষা পাইব। তুমিও তো পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় নবী হওয়ার দাবী করিতেছ।

রাবী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুর্দিকে দন্ডায়মান ছিলাম এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অহীর অবতরণ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন তোমরা যাহার দরখাস্ত করিয়াছ আল্লাহ উহা আমাকে দান করিয়াছেন, আর আমি ইচ্ছা করিলে উহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কিন্তু তিনি আমাকে এই ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার দিয়াছেন, যে তোমরা রহমতে প্রবেশ করিবে এবং ঈমান আনিবে কিংবা তোমরা যাহা নিজেদের জন্য পছন্দ করিয়াছ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে উহার উপর ন্যাস্ত করিয়া দিবেন ফলে তোমরা রহমত হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইবে। অতঃপর আমি রহমতের দ্বারকে মনোনিত করিয়াছি যেন তোমরা ঈমান গ্রহণ করিতে পার। আল্লাহ তা'আলা ইহাও জানাইয়াছেন, যদি তিনি তোমাদের কাম্য পূর্ণ করেন অতঃপর তোমরা কুফর কর তবে তোমাদিগকে এমন শাস্তি দিবেন যাহা বিশ্বের কাহাকেও দেন নাই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ নিদর্শনসমূহ প্রেরণ

করিতে কেবল ইহাই বাধা যে, পূর্ববর্তীরা ইহা যেমন অস্বীকার করিয়াছে অনুরূপভাবে ইহারও অস্বীকার করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى الخ যদি কুরআন এমন হইত যে ইহা দ্বারা পাহাড়সমূহ চলমান হইত কিংবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইত কিংবা ইহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা যাইত.....অর্থাৎ ঐ মুশরিকদের ইচ্ছা মত নিদর্শনসমূহ যদি অবতীর্ণও করিতে চাহিতাম তবে আমার পক্ষে উহা কঠিন নহে। কিন্তু ব্যাপার হইল, তাহারা যদি উহার পরও ঈমান না আনে তবে তাহাদের শাস্তি হইবে সর্বাধিক কঠিন।

এই ধরনের নিদর্শন অবতীর্ণ হইবার পরও ঈমান না আনিলে শাস্তি অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না যেমন পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বেলায় আল্লাহর এই বিধানই প্রবর্তিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদাহ এর মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন

قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ مَائِدَةً فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ

আমি তোমার নিকট মায়েদা অবতীর্ণ করিব অতঃপর উহার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফর করিবে তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দিব যাহা বিশ্বের কাহাকে দেই নাই।

সামূদ জাতি যখন হযরত সালেহ (আ) কে পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিবার জন্য বলিল তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ইচ্ছানুসারে পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরও যখন তাহারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবাধ্য রহিল এবং উষ্ট্রীকে যখম করিয়া মারিয়া ফেলিল, তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে খুব সুখ ভোগ করিতে থাক উহার পর তোমাদের প্রতি আমার নিশ্চিত শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইহাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই। ইরশাদ হইয়াছে وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا আমি সামূদ জাতিকে এমন নিদর্শন দান করিয়াছিলাম যাহা আমার তাওহীদের এবং আমার রাসূলের সত্যবাদীতার প্রমাণ ছিল কিন্তু তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। উষ্ট্রীকে পানি পান করিতে বাধা দিয়াছিল এবং উহাকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ তাহাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে শক্ত হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

قوله وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا - হযরত কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার নিদর্শনের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া আসে। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর সময়ে একবার কুফা নগরীতে ভূমিকম্প হইল, তখন তিনি

কুফার জনসাধারণকে বলিলেন হে লোক সকল! আল্লাহর ইচ্ছা যে তোমরা সকলে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হও। অতএব অনতিবিলম্বে তোমরা সকলেই তাহার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া যাও। অনুরূপভাবে আরো বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে কয়েকবার মদীনায় ভূমিকম্প হইল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা নিশ্চয় কোন বিদ'আত কাজ করিয়াছ, দেখ যদি পুনরায় এমন কিছু হয় তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিব। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুইটি নিদর্শন, এবং উহাদের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণে হয় না আর কাহার জন্মের কারণেও নহে বরং উহাদের দ্বারা তাহার বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যখন তোমরা উহা দেখিতে পাইবে তখনই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আল্লাহর যিকির এবং দু'আ ও ইস্তেগফারে লিপ্ত হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে উম্মতে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, তিনি তাহার কোন বান্দা কিংবা ব্যক্তিকে ব্যভিচার করিতে দেখিবার ব্যাপারে তিনি অপেক্ষা অধিক গয়রত ওয়ালা আর কেহ নাই। হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত! যদি তোমরা উহা জানিতে যাহা আমি জানি তবে তোমরা হাসিতে কম, আর কাঁদিতে অধিক।

(٦٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ○

৬০. স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু ইহা উহাদিগের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) কে তাবলীগ ও প্রচার কার্যের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই সম্পর্কেও অবগত করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানুষ হইতে হিফাযত করিয়াছেন কারণ তিনি তাহাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তাহারা সকলেই তাহার করতলগত ও অধিনস্থ। মুজাহিদ (র) উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, হাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি আপনাকে তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ। অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত

তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে দৃশ্য দেখান হইয়াছিল উহা জাগ্রতাবস্থায় স্বচক্ষে দেখান হইয়াছিল وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। আহমদ, আব্দুর রায্যাক (র) ও অন্যান্য রাবীগণ সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর হাসান, মাসরূক, ইবরাহীম, কাতাদাহ আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ আরো অনেকে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা মি'রাজের রাতের ঘটনাকেই বুঝাইয়াছেন। সূরার শুরুতে মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে পূর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে মি'রাজের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কিছু লোক দ্বীন ত্যাগ করিয়াছিল যাহারা পূর্বে মু'মিন ও সত্যধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কারণ, ঘটনাটি এতই বিস্ময়কর যে তাহাদের জ্ঞান দ্বারা উহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই অথচ, অন্যান্য মু'মিন উহাকে নিশ্চয়তার সাথেই বিশ্বাস করিয়াছিল। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে اِلَّا فِتْنَةً। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্যই উক্ত ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন। اَلشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ। অভিশপ্ত গাছ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি বেহেশত ও দোযখ দেখিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি যাক্কূম গাছও দেখিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে এমনকি হতভাগ্য আবূ জেহেল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্রূপ স্বরে বলিয়াছিল, "খেজুর ও মাখন লইয়া আস।" অতঃপর সে খেজুর হইতে কিছু এবং মাখন হইতে কিছু খাইতে লাগিল এবং বলিল, আরে, তোমরা খেজুর ও মাখন মিশ্রিত করিয়া লও ইহাই হইল যাক্কূম ইহা ব্যতিত অন্য কিছু আমরা জানি না। ইবনে আব্বাস (রা) মাসরূক, আবূ মালেক, হাসান বসরী এবং আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং যে সকল মুফাস্সিরগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা 'লাইলাতুল ইস্রা' বুঝিয়াছেন। তাহারা সকলেই وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ। দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বনূ উমাইয়াহ গোত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা দুর্বল মন্তব্য।

ইবনে জরীর (র) ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ (র).... সাহল ইবনে সাদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক গোত্রের লোককে মিম্বরের উপর বাঁদরের ন্যায় নাচিতে দেখিলেন। উহাতে তাহার কষ্ট হইল অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনও তাহাকে হাসিতে দেখা যায় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَاءَ الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ অবশ্য সূত্রটি অত্যধিক দুর্বল। কেননা মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালা রাবী বর্জিত, তাহার শায়েখও সম্পূর্ণ দুর্বল। ইবনে জরীর (র) এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দৃশ্য দ্বারা শবে মিরাজের দৃশ্য বুঝাইয়াছেন। এবং অভিশপ্ত গাছ দ্বারা

যাক্কূম গাছই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন মুফাস্সিরগণের ঐক্যবদ্ধ মত হইল আয়াতটিতে মি'রাজের দৃশ্য যাক্কূম গাছের কথা বলা হইয়াছে وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا আর আমি কাফিরদিগকে আযাব ও শাস্তি দ্বারা ভয় দান করি কিন্তু ইহা কুফর ও গুমরাহীর মধ্যে গুরুতর ঢিল দেওয়া ছাড়া তাহাদের কিছুই বৃদ্ধি করে না।

(٦١) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۚ

(٦٢) قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ؗ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৬১. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাদিগকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে বলিয়াছিল, আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

৬২. সে বলিয়াছিল 'বলুন, উহাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিলেন, কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে কর্তৃত্তাধীন করিয়া ফেলিব।

তাফসীর ঃ হযরত আদম (আ) ও তাহার সন্তানদের প্রতি হতভাগ্য ইবলীস যে শত্রুতা পোষণ করিত উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাগণকে হযরত আদম (আ)কে সিজদা করিতে হুকুম দিলে তাহারা সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলীস অহংকার ও গর্বভরে, সিজদা করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। তুচ্ছ করিয়া সে বলিয়া উঠিল اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا যাহাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করিব? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ আমি তো তাহার তুলনায় উত্তম, আমাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন আগুন দ্বারা আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহর ধৈর্য দেখিয়া আরো অধিক ধৃষ্টতার সহিত বলিল قال اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ الخ দেখুন তো, এই যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন, তবে আমি অল্প সংখ্যক ব্যতিত তাহার সন্তানদের সকলকেই সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিব। আলী ইবনে আবূ তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কিছু সংখ্যক ব্যতিত অধিকাংশের উপর আমি প্রভুত্ব কায়েম করিব। মুজাহিদ

বলেন তাহাদিগকে আমি ঘিরিয়া লইব। ইবনে যায়েদ বলেন আমি তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া দিব। অর্থাৎ আপনি যদি আমাকে অবকাশ দান করেন, তবে অল্প সংখ্যক ব্যতিত তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া দিব। উভয় তাফসীরের মর্ম প্রায় একই।

(٦٣) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ○

(٦٤) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ○

(٦٥) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ○

৬৩. আল্লাহ বলিলেন, যাও তাহাদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে জাহান্নামই তোমাদিগের সকলের শাস্তি-পূর্ণ শাস্তি।

৬৪. তোমার আহ্বানে উহাদিগের মধ্যে যাহাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদিগের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

৬৫. আমার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালক-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ ইবলীস যখন আল্লাহর নিকট অবকাশ প্রার্থনা করিল তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন যাও, আমি তোমাকে অবকাশ দান করিলাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করা হইল (সোয়াদ-৮০-৮১)। অতঃপর তিনি ইবলীস ও আদম সন্তান হইতে যাহারা তাহার অনুসারী তাহাদিগকে ধমক দান করিয়া ইরশাদ করেন قَالَ اذْهَبْ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوْرًا যাও, যে-ই তোমার অনুসরণ করিবে তোমাদের সকলের অপকর্মের বিনিময় হইবে জাহান্নাম এবং উহা পরিপূর্ণ বিনিময়। কাতাদাহ বলেন, জাহান্নাম শাস্তি হিসাবে পরিপূর্ণ হইবে। উহা হইতে কম করা হইবে না قوله وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে পার তোমার শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত কর। কেহ কেহ বলেন صَوْتُ দ্বারা গান বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, গান ও খোলাধুলা উভয়ই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এই গানবাদ্য ও খেলাধুলা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তুমি তাহাকে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন صوت দ্বারা এমন সকল লোকের শব্দ বুঝান হইয়াছে যে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি আহ্বান করে। قوله وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ অর্থাৎ হে ইবলীস, তুমি তোমার অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ কর। رِجْلٌ শব্দটি رَاجِلٌ এর বহু বচন, যেমন ركب ও صَحْبٌ শব্দদ্বয় رَاكِبٌ ও صَاحِبٌ এর বহুবচন। অর্থাৎ তুমি তোমার যাবতীয় শক্তি সামর্থ লইয়া আমার বান্দাদের উপর আক্রমণ কর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا আপনি কি জানেন না যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদিগকে প্রেরণ করি যাহারা তাহাদিগকে গুনাহ ও পাপাচারের প্রতি উৎসাহিত করে ও সেইদিকেই টানিয়া লইয়া যায় (মারিয়াম-৮৩)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করিবার জন্য সোয়ারির উপর আরোহণ করিয়া কিংবা পায়ে হাটিয়া প্রচেষ্টা করে তাহারা পদাতিক বাহিনী ও অশ্বরোহী সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ বলেন, মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্য হইতে ইবলীসের কিছু অশ্বরোহীও পদাতিক সেনাদল আছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহার অনুসরণ করে। আরবের লোকেরা বলেন اَجْلَبَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ অমুক অমুকের উপর চিৎকার করিয়াছে। ঘোড়া দৌড়ে প্রতিযোগিতাকালে চিৎকার করিয়া ঘোড়া হাকাইতে যে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন উহার জন্য তিনি جَلَبٌ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। قوله وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ আর তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে তুমি শরীক হইয়া যাও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, গুনাহর কাজে শয়তানের তাহাদের মাল ব্যয় করিতে নির্দেশ প্রদান। আতা (র) বলেন, ইহার অর্থ সুদ। হাসান (র) বলেন ইহার অর্থ হইল, অন্যায় পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ অর্জন করা এবং হারাম কাজে উহা ব্যয় করা। কাতাদাহ অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "ধন-সম্পদে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল হালাল জীব-জন্তুকে কাফিরদের ইচ্ছা মত হারাম করা । যেমন بَحِيْرَةٍ ও سَائِبَةٍ ইত্যাদি একাদিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল। যাহ্হাক ও কাতাদাও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন "উল্লেখিত সবকয়টি ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ইহাই সর্বাধিক উত্তম মত।

قوله وَالْاَوْلَادِ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল ব্যাভিচার করা যাহার দ্বারা হারাম সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র)

হইতে বর্ণনা করেন, শৈশবকালেই অন্যায়ভাবে সন্তানকে জীবিত দাফন করা কিংবা অন্য কোন উপায়ে হত্যা করা। কাতাদাহ (র) হযরত হাসান বসরী (র) হইতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হওয়া এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের স্বীয় সন্তানদিগকে ইয়াহূদী খৃস্টান ও অগ্নিপূজক করিয়া দেওয়া। এবং স্বীয় মালের একাংশ শয়তানের জন্য নির্ধারিণ করা। কাতাদাও (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ সালেহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, স্বীয় সন্তানদের নাম, আব্দুল হারেস আব্দে শামস ইত্যাদি নামকরণ করা। ইবনে জরীর (র) বলেন, সর্বাধিক উত্তম ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহর অপছন্দীয় নাম দ্বারা সন্তানের নামকরণ করা কিংবা বাতেল ধর্মে সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাস্থায় দাফন করা কিংবা ব্যভিচার করিয়া হারাম সন্তান জন্ম দান করা সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ মধ্যে কোন একটিকে খাসভাবে উল্লেখ্য করেন নাই। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল, যে কোন উপায়ে উহাতে শয়তানের প্রবেশ করা ও উহার সাহায্য লাভ করা। যে কোন কাজের মধ্যে কিংবা যে কোন কাজের সাহায্যে আল্লাহর নাফরমানী করা কিংবা যে কোন কাজের মধ্যে কিংবা যে কোন কাজের সাহায্যে শয়তানের অনুসরণ করাকে শয়তানের শরীক বলা যাইবে। ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (র) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

اِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاَحَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحَالَتْ لَهُمْ

অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদিগকে সকল বাতিল মতবাদ হইতে পৃথক করিয়া তাওহীদ পন্থি সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু শয়তানের দল তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং যাহা আমি তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছি তাহারা উহা হারাম করিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত সংগমকালে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا এই দোয়া পাঠ করে তবে যদি তাহার ভাগ্যে সন্তান নির্ধারিত থাকে তবে শয়তান কোন দিন তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

قوله وَعِدْهُمْ مَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّاغُرُوْرًا "আর তুমি তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তো ছলনা ছাড়া কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না"। কিয়ামত সত্য প্রকাশ পাইবে তখন শয়তান বলিবে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ সংবাদ দিয়াছেন اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ আল্লাহ তা'আলা তো সত্য প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া উহার খেলাফ করিয়াছি।

قوله اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ আমার সঠিক বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা চলিবে না। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই বাণী দ্বারা তাঁহার মুমিন বান্দাগণকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যাপারে সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়াছেন। وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا অর্থাৎ সাহায্যকারী ও সংরক্ষণকারী হিসাবে আপনার প্রতিপালকই আপনার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমদ (র) কুতায়বাহ (র)....আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِى شَيْطَانَهُ كَمَا يَنْضِى اَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِى السَّفَرِ মুমিন ব্যক্তি তাহার শয়তানের উপর ঠিক তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করে যেমন সফরকালে তোমাদের কেহ তাহার সোয়ারীর উপর ক্ষমতা লাভ করে।

(٦٦) رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

৬৬. তোমাদিগের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদিগের প্রতি পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনিই তাহার অনুগ্রহে সমুদ্রে নৌযানসমূহকে তাহাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন যেন তাহারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে বাণিজ্যিক সফর করিয়া আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পারে।

(٦٧) وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

৬৭. সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতিত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন মানুষ কোন কষ্টে পতিত হয় তখন সে বড়ই সকাতর হইয়া নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ। যখন তোমরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্থ হও তখন কেবল তাহাকেই ডাকিতে থাক এবং তোমাদের অন্যান্য সকল উপাস্য তোমাদের অন্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যেমন ইকরিমাহ ইবনে আবূ জেহেলের এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে পলায়ন

করিতেছিলেন তখন তিনি সুদূর আবেসিনীয়া পৌঁছবার জন্য একটি সামুদ্রিক নৌযানে আরোহণ করিলেন, ভীষণ তুফান আরম্ভ হইল। আরোহীদের সকলে পরস্পর বলিতে লাগিল আজ একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিলে তোমাদের কোন লাভ হইবে না। তখন হযরত ইকরিমাহ মনে মনে বলিলেন, হে আল্লাহ! যদি সমুদ্রে অন্য কোন উপাস্যের উপাসনা উপকারী না হয় তবে স্থলেও উপকারী হইবে না। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ওয়াদা করিতেছি, যদি এইবার আপনি আমাকে মুক্তি দান করেন তবে আমি অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) নিকট গমন করিব এবং তাহার হাতে আমি বায়'আত গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাহাকে অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান হিসাবে পাইব। তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রের বিপদ হইতে রক্ষা পাইল এবং তীরে উঠিল। অতঃপর হযরত ইকরিমাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গমন করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং উত্তম মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে রক্ষা করেন, তোমরা বিমুখ হইয়া পড় এবং সমুদ্রের তুফানে আল্লাহর যে তাওহীদ লাভ করিয়াছিলে উহা তোমরা ভুলিয়া যাও। এবং একমাত্র তাহাকে ডাকিতে ভুলিয়া যাও। وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا আর মানুষ বড়ই না-শোকর ও অকৃতজ্ঞ। সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে ভুলিয়া যায়। অবশ্য আল্লাহ যাহাকে হিফাযত করেন সে কৃতজ্ঞ হয় ও শোকর করে।

(٦٨) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۙ

৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথায়ও ভূগর্ভস্থ করিবেন না? অথবা তোমাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না। তখন তোমরা তোমাদিগের কোন কার্যবিধায়ক পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা ধারণা করিয়াছ যে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি হইতে পলায়ন করিয়া স্থলভাগের কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভূগর্ভস্থ ধসিয়া যাওয়া হইতে তোমরা নিরাপদে থাকিবে কিংবা প্রস্তর বর্ষণ হইতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করিবে? মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু লূত (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর প্রস্তর বর্ষণ করি নাই তাহাদিগকে আমি স্বীয় অনুগ্রহে রাত্রের শেষ প্রহরে বাঁচাইয়া লইয়াছিলাম। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ আর আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ অথবা أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ তোমরা সেই সত্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান যে তিনি তোমাদিগকে ভূগর্ভস্থ করিবেন না আর তখন তো উহা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। কিংবা তোমরা কি সেই সত্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান যে তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিবেন না। তখন তোমরা জানিতে পারিবে যে আমার সতর্কবাণী কি রূপ হইয়াছিল, قوله ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন কার্যবিধায়ক পাইবে না, যে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

(٦٩) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً أُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝

৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফরির বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফরী করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে সেই সকল লোক! যাহারা সমুদ্র সফরে আমার তাওহীদ স্বীকার করিয়াছ এবং নিরাপদে কূলে পৌঁছাইয়া পুনরায় বিমুখ হইয়াছ তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে পুনরায় সমুদ্র সফরে লইয়া যাইবেন না এবং নৌযান বিধ্বংসকারী প্রবল ঘূর্ণিঝড় তোমাদের উপর পাঠাইবেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন قَاصِفٌ এমন প্রবল ঝড়কে বলা হয়, যাহা নৌযান ধ্বংস করিয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। قوله فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ অতঃপর তিনি তোমাদের কুফর ও আল্লাহ হইতে বিমুখ হইবার কারণে তোমাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিবেন ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا تَبِيْعًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, تَبِيْعًا অর্থ সাহায্যকারী। মুজাহিদ (র) বলেন সাহায্যকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন সাহায্যকারী পাইবে না যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। হযরত কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল আমি এমন কাহাকেও ভয় করি না যে পরে আমার এই কাজে কোন অভিযোগ করিতে পারে।

(٧٠) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۟

৭০. আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাতিকে তাহার অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং তাহার দৈহিক আকৃতি ও আংগিক গঠন সর্বাধিক উত্তম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ আমি মানুষকে সর্বাধিক উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন–মানুষ দুই পায়ের উপর চলিতে পারে দুই হাত দ্বারা আহার করে। অথচ অন্যান্য জীবজন্তু চার পায়ে চলে এবং মুখের দ্বারা আহার করে। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষু কর্ণ ও অন্তর দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে ভাল মন্দের পার্থক্য করিতে পারে ও উপকৃত হইতে পারে। পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে কোনটি উপকারী আর কোনটি অপকারী সে সম্পর্কে বিবেচনা করিতে ও স্থির করিতে পারে। وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আর আমি তাহাদিগকে স্থলে ও জলে বাহন দান করিয়াছি। স্থলে উট ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহন হিসাবে দান করিয়াছি এবং সমুদ্রে ও জলে ছোট বড় নানা নৌযান দান করিয়াছি وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ আর তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি অর্থাৎ জমির ফসল গাছের ফল জীবজন্তুর দুধ ও গোস্ত এবং সর্বপ্রকার সুস্বাদু রুচিসম্পন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং ইহা ব্যতিত চমৎকার আকর্ষণীয় দৃশ্যসমূহ নানা প্রকার রং বেরংয়ের পোশাকসমূহ আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি। ইহার কিছু তো তাহারা স্বদেশে প্রস্তুত করে এবং কিছু বিদেশ হইতে আমদানী করে।

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ فَمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا আর আমি অন্যান্য সকল জীব-জন্তু ও সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। এই আয়াত দ্বারা ফিরিশ্তাগণের উপরও মানব জাতির মর্যাদা প্রমাণিত করা হইয়াছে। আব্দুর রায্যাক (র) বলেন মা'মার (র) যায়েদ ইবনে আসলাম (র) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ফিরিশ্তাগণ বলে হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা সে উপকৃত হয় অথচ, আমাদিগকে উহা দান করেন নাই। অতএব আমাদিগকে আপনি আখেরাত দান করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম সেই ব্যক্তির নেক সন্তানকে যাহাকে আমার স্বীয় হাতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মত করিব না যাহাদিগকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। হাদীসটি এই সূত্রে মুরসাল। অবশ্য অন্য এক

সূত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল রূপেও বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাসেম তবরানী (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সদাকাহ বাগদাদী (র) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন তাহারা সেখানে পানাহার করে এবং পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে আর আমরা আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি অথচ, আমরা না পানাহার করি আর না খেলাধুলা করি। আপনি যেমন তাহাদের জন্য দুনিয়া দান করিয়াছেন তদ্রূপ আমাদিগকে আখিরাত দান করুন। তখন তিনি বলিলেন আমি যাহাকে আমার কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সন্তানদিগকে সেই সকল সৃষ্টের ন্যায় করিব না যাহাকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আসাকির (র) মুহাম্মদ ইন আইয়ূব (র)....আনাস ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকেও সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ, তাহারা পানাহার করে পোশাক পরিধান করে, বিবাহ সাদী করে সোয়ারীতে আরোহণ করে, নিদ্রা যায় ও আরাম করে। অথচ, আপনি ঐ সকল সুখ শান্তির কিছুই আমাদিগকে দান করেন নাই আপনার নিকট আমাদের আবেদন তাহাদিগকে আপনি দুনিয়া দান করেন আর আমাদিগকে দান করেন আখিরাত। তখন তিনি বলিলেন যাহাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার সৃষ্ট রূহ তাহার মধ্যে ফুঁকাইয়াছি তাহাকে সেই ব্যক্তির মত আমি করিব না যাহাকে "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। তবরানী (র) বলেন, আব্দান ইবনে আহমদ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট আদম সন্তান অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল অন্য কেহ হইবে না জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরিশ্তাগণও না? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্তাগণও নয়। তাহারা তো চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। হাদীসটি নিঃসন্দেহে গরীব।

(٧١) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

(٧٢) وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৭১. স্মরণ কর সেই দিনকে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদিগের নেতাসহ আহ্বান করিব। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে তাহাদিগের আমল নামা দেওয়া হইবে,

তাহারা তাহাদিগের আমল নামা পাঠ করিবে এবং তাহাদিগের উপর সামান্য পরিমাণ যুলুম করা হইবে না।

৭২. আর যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে আখিরাতে অন্ধ এবং অধিকতর পথ ভ্রষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি সেইদিন প্রত্যেক দলকে তাহাদের নেতাসহ হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন। দলের নেতা দ্বারা কি উদ্দেশ্য এই সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ মত পার্থক্য করিয়াছেন মুজাহিদ (র) বলেন, নেতা দ্বারা নবীকে বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ প্রত্যেক উম্মতের জন্য রাসূল আছেন, যখন তিনি তাহাদের নিকট আগমন করিবেন তখন তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত বিচারকার্য সম্পন্ন করা হইবে। পরবর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, মুহাদ্দিসগণের পক্ষে ইহাই সম্মানের বিষয় যে তাহাদের নেতা হইবেন নবী করীম (সা)। ইবনে যায়েদ (র) বলেন "কিতাব" দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবীর প্রতি অবতারিত গ্রন্থ বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে আবূ নাজীহ (র)-এর মাধ্যমে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন اِمَامٌ দ্বারা নবীর উপর অবতারিত গ্রন্থও উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহা উদ্দেশ্য হইতে পারে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, "যেইদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাহাদের আমলনামাসহ আহ্বান করিব। আবুল আলিয়াহ হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, এই মত হইল সর্বাধিক উত্তম মত। ইরশাদ হইয়াছে وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ আমি প্রত্যেক বস্তু কিতাবে মুবীন অর্থাৎ আমলনামায় সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ আর আমলনামা রাখা হইবে তখন আপনি অপরাধীদিগকে উহার মধ্যস্থ বিষয়ের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিতে পাইবেন।

আলোচ্য আয়াতে ইমাম দ্বারা সেই সকল নেতাও উদ্দেশ্য হইতে পারে, প্রত্যেক দল ও জাতি যাহাদের অনুসরণ করিত। ঈমানদার লোক আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ করিত অতএব তাহাদের ইমাম আম্বিয়ায়ে কিরাম। আর যাহারা কাফির তাহারা তাহাদের নেতা ও সরদারদের অনুসরণ করিত। যেমন, ইরশাদ হইয়াছে وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ আর তাহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম তাহারা দোযখের দিকে মানুষকে আহ্বান করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে বলা হইবে, প্রত্যেক দল যেন তাহারই অনুসরণ করে যাহারা তাহার পূজা করিত। অতএব যাহারা তাগুতের পূজা করিত তাহারা তাহারই অনুসরণ করিবে। আল্লাহ তা'আলা

আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ আর কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক উম্মতকে আপনি উপুড়াবস্থায় দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেককেই তাহাদের আমল নামার দিকে আহ্বান করা হইবে। আজতো তোমাদের কর্মফলই তোমাদিগকে দান করা হইবে। ইহা হইল আমার লিখিত কিতাব যাহা সত্যকে প্রকাশ করিবে। তোমরা যে কর্ম করিতে তাহাই আমরা লিপিবদ্ধ করিতাম। প্রকাশ থাকে আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীরের বিরোধী নহে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বিচার করিবেন তখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তথায় উপস্থিত করা হইবে। কারণ, প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাহাদের নবী তাহাদের আমলের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ। আর যমীন তাহার প্রতিপালকের নূরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের সম্মুখে আমলনামা রাখিয়া দেওয়া হইবে আর নবী ও শহীদগণকে সেখানে উপস্থিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا "তখন কি অবস্থা হইবে, যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে তাহাদের সকলের উপর সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব"।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে إِمَامٌ দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দান করা হইবে তাহারা খুশীতে উহা পাঠ করিতে থাকিবে। কারণ তাহাদের আমলনামার মধ্যে নেক আমল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা নিজেরা পাঠ করিবে এবং অন্যকেও পাঠ করিতে দিবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ যাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে সে খুশিতে অন্যকেও বলিবে তোমরা আমার আমল নামা পড়িয়া দেখ।

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا আর তাহাদিগকে সামান্যতম যুলুমও করা হইবে না। فَتِيلَ বলা হয় খেজুর বীচির মধ্যবর্তী পাতলা বস্তু যাহা সূতার ন্যায় থাকে। হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) এই বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়ামুর ও মুহাম্মদ ইবনে উসমান (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাহার ডান হাতে তাহার আমলনামা দেওয়া হইবে তাহার শরীর বৃদ্ধি করা হইবে তাহার মুখমন্ডল উজ্জ্বল হইবে এবং তাহার মাথায় উজ্জ্বল মুকুট পরিধান করান হইবে। অতঃপর সে তাহার সাথীদের নিকট আসিলে

তাহারা তাহাকে দেখিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আমাদিগকেও ইহা দান করুন এবং আমাদিগকে ইহাতে বরকত দান করুন। অতঃপর সে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রত্যেকেই এই মর্যাদা লাভ করিবে। আর কাফির ব্যক্তি তাহার মুখমন্ডল মলিন হইবে, তাহার শরীর বৃদ্ধি করা হইবে এবং তাহার সাথীরা তাহাকে দেখিয়া বলিবে আমরা এই ব্যক্তি এবং তাহার অনিষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এইরূপ করিবেন না তখন সে তাহাদের নিকট আগমন করিবে তাহারা বলিবে হে আল্লাহ তাহাকে দূরে সাড়িতে দিন। সে বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করুন, তোমাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা হইবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্যার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। قوله ومَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى মুজাহিদ কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র) বলেন, যেই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহ হইতে অন্ধ হইয়া থাকিবে সে পরকালেও অন্ধ হইয়া থাকিবে وَاَضَلُّ سَبِيْلاً এবং দুনিয়া অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট হইবে।

(৭৩) وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ○

(৭৪) وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ○

(৭৫) اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ○

৭৩. আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্খলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে উহার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদিগের প্রতি প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে;

৭৫. তাহা হইলে অবশ্য তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাইতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি তাঁহার রাসূল (সা)কে দুষ্ট কাফের ফাজেরদের দুষ্টামী ও ষড়যন্ত্র হইতে সঠিক পথে সুদৃঢ় রাখেন ও রক্ষা করেন। তিনিই তাঁহার সাহায্যকর্তা ও রক্ষাকর্তা তিনিই তাঁহাকে সাফল্যদাতা। তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনিই তাহার দ্বীনকে বিজয়ী করিবেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সকল জনবসতীকে উহা সম্প্রসারিত করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত সেই মহান রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম।

(٧٦) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ○

(٧٧) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ○

৭৬. উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য; তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেথায় অল্পকাল টিকিয়া থাকিত।

৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, যখন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদীনা ত্যাগ করিয়া শাম দেশে যাইবার পরামর্শ দিয়াছিল। কারণ শাম দেশই হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের আবাস ভূমি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই মতটি দুর্বল। কারণ আয়াত মদনী নহে, মক্কী। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি তাবূক নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই মতের উপরও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

ইমাম বায়হাকী (র)....আব্দুর রহমান ইবন গনাম, (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার কিছু ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্যই নবী হন তবে হাশরের ময়দান ও আম্বিয়ায়ে কিরামের আবাসভূমি শাস দেশে হিজরত করুন। তাহাদের বক্তব্যকে তিনি মানিয়া লইলেন, যখন তিনি তাবূক যুদ্ধে রওনা হইলেন তখন তাঁহার শাম দেশে গমন করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন তিনি তাবূক পৌঁছলেন, তখন সূরায়ে বনী ইসরাঈল-এর এই আয়াত وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ....تَحْوِيلًا অবতীর্ণ হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিবার নির্দেশ দিলেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহাও বলিলেন, মদীনায়-ই আপনার জীবন এবং সেইখানেই আপনার মৃত্যু ঘটিবে অবশ্য সূত্রটির সমালোচনা করা হইয়াছে। বরং ইহা বিশুদ্ধ নহে।

কারণ, নবী করীম (সা) ইয়াহূদীদের বলার কারণে তাবূক যুদ্ধ করিতে যান নাই বরং তিনি আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ হে ঈমানদারগণ। তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সহিত যুদ্ধ কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

তোমরা সেই সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাহার রাসূল যাহা কিছু হারাম ঘোষণা করিয়াছেন উহা তাহারা হারাম মনে করে না। আর তাহারা সত্য দ্বীনকে ধারণও করে না। তাহারা হইল আহলে কিতাব। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাক যাবৎ না তাহারা অধিনস্ত হইয়া জিযিয়া প্রদান করে.।

ইহা ব্যতিত রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধ সেই সকল সাহাবায়ে কিরামের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করিয়াছিলেন যাহাদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। যদি রেওয়ায়েতেটি সত্য হয় তবে অলীদ ইবনে মুসলিম (র)....আবূ উমামাহ হইতে যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহাকে উল্লেখিত রেওয়ায়েতর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। আবূ উমামাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কুরআন মাজীদ তিন স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে, মক্কা, মদীনা ও শামদেশে। অলীদ বলেন 'শাম' দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস বুঝান হইয়াছে। কিন্তু 'শাম' দ্বারা তাবূক উদ্দেশ্য করা অলীদের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেশ ত্যাগ করাইতে চাহিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। যদি তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের ইচ্ছামত বাহির করিয়া দিত, তবে তাহারাও বেশী দিন মক্কায় টিকিতে পারিত না। ঘটনা ঠিক তদ্রূপই ঘটিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর যখন তাহাদের নির্যাতন চরমে উঠিল এবং তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় গমন করিলেন, তাহার মাত্র দশ বৎসর পরই আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফিরদিগকে বদরে একত্রিত করিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের উপর বিজয়ী করিলেন তাহাদের নেতাদিগকে হত্যা করা হইল এবং সন্তানদিগকে গ্রেফতার করা হইল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا الاية অর্থাৎ যাহারা আমার রসূলগণকে নির্যাতন করিয়াছেন তাহাদিগকে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে ইহা আমার চিরাচরিত নিয়ম যে তাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। যদি রাসূলুল্লাহ (সা) রহমতের নবী না হইতেন, এই দুনিয়ায়ই তাহাদের উপর এমন ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ হইত যাহা পূর্বে কোন জাতির উপর অবতীর্ণ হয় নাই। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ তাহাদের মধ্যে আপনি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না।

(৭৮) اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○

(৭৯) وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

৭৮. সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা) কে ফরয সালাতসমূহকে উহার সঠিক সময়ে কায়েম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ। ইবনে মাসউদ (র) মুজাহিদ ও ইবনে যায়েদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আপনি সূর্যাস্ত যাইবার পূর্বে সালাত কায়েম করুন। হুশাইম, মুগীরা, শা'বী, ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বলেন دُلُوْكِ الشَّمْسِ। অর্থ, সূর্য ঢলিয়া যাওয়া। নাফে ইবনে ওমর (র) হইতেও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) তাঁহার তাফসীরে ইমাম যুহরী এর সূত্রে ইবনে উমর (র) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বারঝা আসলামীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (র) ও মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। হাসান, যাহ্হাক, আবু জা'ফর বাকের ও কাতাদাহ (র) এইমত প্রকাশ করিয়াছেন ইবনে জরীরের মতে ইহা উত্তম তাফসীর।

এই মতের পক্ষে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয় তাহা হইল ইবনে হুমাইদ (র)....হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এবং তিনি যে কয়জন সাহাবীকে ইচ্ছা করিলেন তাহাদিগকে দাও'আত করিলাম। তাহারা আমার নিকট আহার করিলেন অতঃপর সূর্য ঢলিয়া গেলে বাহির হইয়া গেলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) ও বাহির হইলেন এবং বলিলেন, اُخْرُجْ يَآاَبَابَكْرٍ فَهٰذَا حِيْنَ دُلُكَتِ الشَّمْسُ হে আবূ বকর আপনি বাহির হইয়া পড়ুন। হযরত জাবের বলেন, ইহা সেই সময় যখন বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

ইবনে জরীর হাদীসটি সাহ্ল ইবনে বাককার (র)....জাবের (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উল্লেখিত তাফসীর অনুসারে সালাতের পাঁচ ওয়াক্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত دُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ। সূর্য ঢলিয়া যাওয়ার পর হইতে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত

জোহর আসর মাগরিব ও ইশা এর সালাত প্রমাণিত হয় এবং وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ দ্বারা ফজরের সালাত প্রমাণিত।

সালাতের ওয়াক্তসমূহের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত فِعْلِى ও قَوْلِى হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত ও প্রমাণিত। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরিয়া পরবর্তী মুসলমানগণ পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে উহা শিখিয়া ও গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। (আলহামদুলিল্লাহ) اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আ'মাশ, ইবরাহীম, ইবনে মাসউদ, (র) হইতে এবং আবূ সালেহ আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফজরের সালাত কালে দিন ও রাত্রের ফিরিশ্‌তাগণ হাযির হয়। ইমাম বুখারী বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন فَضْلَ صَلٰوةِ الْجَمِيْعِ عَلٰى صَلٰوةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِى الصَّلٰوةِ الْفَجْرِ। এক ব্যক্তির সালাতের ওপর জামা'আতের সালাতের ফযীলত পঁচিশগুণ বেশী এবং দিন ও রাতের ফিরিশ্‌তাগণ ফজরের সালাতের সময় উপস্থিত হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (র) বলেন, এই ক্ষেত্রে যদি ইচ্ছা হয় তবে পড় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ الْقُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا। আর ফজরের সালাতও পড় নিশ্চয় ফজরের সালাত ফিরিশ্‌তাগণের উপস্থিতির সময়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আছবাত (র)....ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে এবং আ'মাস (র) আবূ সালেহ, আবূ হুরায়রা নবী করীম (সা) হইতে وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ الْقُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا। এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন, ফজরের সালাত কালে দিন ও রাত্রের ফিরিশ্‌তাগণ হাযির হয়। তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা (র) উবাইদ ইবনে আছবাত তাহার পিতা সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন উক্ত সূত্রটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মালেকের সূত্রে আবুয যিনাদ আ'রাজ ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলেন, দিনও রাত্রের ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের নিকট এক দলের পর এক দল আসিতে থাকে এবং তাহারা ফজর ও আসরের সালাতকালে একত্রিত হয়। যাহারা রাত্রিকালে তোমাদের নিকট অবস্থান করিয়াছিল তাহারা উপরে আরোহণ করিলে আল্লাহ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছ অথচ, তিনি খুব জানেন। তখন তাহারা বলেন আমরা যখন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিলাম তখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আর যখন আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি তখনও তাহারা সালাত পড়িতেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) বলেন, ফজরের সালাত কালে দুইদল প্রহরী নিযুক্ত থাকেন অতঃপর এক দল উপরে আরোহণ করে এবং অপর দল থাকিয়া

যায়। ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর করিয়াছেন।

এইক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) বলেন লায়স ইবনে সা'দ (র) আবূদ দারদা সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব! কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে যে আমাকে ডাকিবে এবং আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। এইভাবে তিনি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করিতে থাকেন। এই জন্যই তিনি বলেন اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ফজরের এই সময় আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। কেবল ইবনে জরীর এই হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়া সুনানে আবূ দাউদ শরীফেও তাহার এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

قوله وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অন্যান্য ফরযের পর তাহাজ্জুদ সালাতের নিদের্শ দিয়াছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ফরয সালাত বাদে সর্বাধিক উত্তম সালাত কোনটি? তিনি বলিলেন তাহাজ্জুদের সালাত। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ফরযসমূহের পর তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাজ্জুদের সালাত হইল ঐ সালাত যাহা রাত্রির নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়া হয়। আলকামাহ, আসওয়াদ, ইবরাহীম নখয়ী, এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন এবং আরবী ভাষায় এই অর্থই পরিচিত। বহু হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতেন। হযরত ইবনে আব্বাস, আয়েশা (রা) আরো অনেক সাহাবী হইতে অনুরূপ বর্ণিত। আপন স্থানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ হাসান বসরী (র) বলেন, তাহাজ্জুদের সালাত হইল ইশার সালাত বাদ যে সালাত পড়া হয়। তবে তাহার এই বক্তব্যের অর্থও পৃথক কিছু নহে। অর্থাৎ এশার সালাত বাদে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যে সালাত পড়া হয় উহাই তাহাজ্জুদের সালাত।

উলামায়ে কিরাম نَافِلَةً لَّكَ এর অর্থ কি এই সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, "তাহাজ্জুদের সালাত কেবল আপনার জন্যই ওয়াজিব।" অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য তাহাজ্জুদ ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। উম্মতের জন্য নহে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) এর দুই মতের একটি ইহাই। ইবনে জরীরও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাহাজ্জুদের সালাত, কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

জন্য ফরয করা হইয়াছে। কারণ, তাহার পূর্বে ও পরবর্তী সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং উম্মতের নফল সালাত দ্বারা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

قوله عَسٰى اَن يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا অর্থাৎ আমি যে নির্দেশ আপনাকে দান করিয়াছি। উহা আপনি পালন করুন, তাহা হইলে আপনাকে আমি সেই মাক্কামে মাহমূদ ও প্রশংসিত স্থানে দন্ডায়মান করিব যখন সমস্ত মখলূক আপনার ও তাহাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করিবে। ইবনে জরীর (র) বলেন মাক্কামে মাহমূদ হইল সেই স্থান যেখানে কেয়ামত দিবসে দন্ডায়মান হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের জন্য সুপারিশ করিবেন। যেন তাহারা কিয়ামতের ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মত ইহাই।

ইবনে বাশশার (র)....হুযায়ফাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোককে এক বিশাল সমতল ময়দানে একত্রিত করা করা হইবে। এবং আহ্বায়কের ডাকই সকলে শুনিতে পারিবে এবং চোখের সৃষ্টি অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাইবে। সকলেই নগ্নপদ ও নগ্নশরীর হইবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেহই কথা বলিতে পারিবে না। আল্লাহ ডাকিবেন, হে মুহাম্মদ! তিনি বলিবেন লাব্বায়ক হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত! যাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতে আপনার প্রতি কোন দোষ সম্বন্ধিত নহে। পথ প্রাপ্ত কেবল সে-ই যাহাকে আপনি হেদায়াত দান করিয়াছেন। আপনার গোলাম আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনার সাহায্যে সে টিকিয়া আছে। আপনার সম্মুখে সে অবনত। আপনার আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থল নাই। আপনি বরকতময় ও মর্যাদার অধিকারী। হে পবিত্র ঘরের প্রভু আপনি মহা পবিত্র। এই হইল সেই মাক্কামে মাহমূদ যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ করিয়াছেন। অতঃপর ইবনে জরীর বুন্দার হইতে, তিনি গুনদার হইতে, তিনি শু'বা হইতে তিনি আবূ ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আব্দুর রাজ্জাক (র) মা'মার সূত্রে এবং সাওরী (র) আবূ ইসহাক (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (র) বলেন এই মাক্কামে মাহমূদ-ই হইল সুপারিশের স্থান। ইবনে নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-ই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যমীন হইতে বাহির হইবেন এবং তিনিই সর্ব প্রথম সুপারিশ করিবেন। عَسٰى اَن يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا এর মধ্যে যে মাক্কামে মাহমূদ এর উল্লেখ করা হইয়াছে উলামায়ে কিরাম উহা দ্বারা এই সুপারিশের স্থানকেই বুঝিতেন।

কিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এমন অনেকগুলি মর্যাদা হইবে যাহার মধ্যে অন্য কেহ শরীক হইবে না। সর্ব প্রথম তিনিই যমীন হইতে বাহির হইবেন। তিনি সোয়ার হইয়া হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার একটি পতাকা হইবে যাহার

নীচে হযরত আদম (আ) হইতে সকলেই সমবেত হইবে। তাঁহার একটি হাউজ হইবে সেখানে সর্বাধিক বেশী লোক পানি পান করিতে যাইবে। তিনি বড় শাফা'আতের অধিকারী হইবেন। আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের মধ্যে বিচার কার্যের জন্য আগমন করিবেন তখন এই সুপারিশ চলিবে। এই সুপারিশের জন্য লোক সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ) এর নিকট যাইবে অতঃপর হযরত নূহ (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত মূসা ও হযরত ঈসা এর নিকট যাইবে কিন্তু প্রত্যেকেই বলিবে আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অবশেষে তাহারা হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নিকট আসিবে তিনি বলিবেন أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا হাঁ, আমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত আমি এই কাজের জন্য প্রস্তত। আমরা ইনশাআল্লাহ্ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সকল লোকের সুপারিশ করিবেন যাহাদের সম্পর্কে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবার হুকুম হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের সর্বপ্রথম ফয়সালা করা হইবে এবং সর্বপ্রথম তিনিই তাহার উম্মতকে পুলসিরাতও অতিক্রম করাইবেন। তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশ করিবেন। যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

সিংগা সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত, সমস্ত মুমিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে তিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবেন এবং তাঁহার উম্মতই অন্যান্য উম্মতের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে কিছু লোক উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে যাহারা স্বীয় আমল দ্বারা সেই মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি বেহেশতের "অসীলা" নামক সর্বোচ্চস্তরের অধিকারী। সেই স্তর কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস। অন্য কাহারও পক্ষে উহা শোভনীয়ও নহে। আল্লাহ তা'আলা যখন পাপীদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন, তখন ফিরিশতা, নবীগণ, মু'মিনগণ সকলেই সুপারিশ করিবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে কত লোকের জন্য সুপারিশ করিবেন উহার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতিত কেহ জানে না। আর তাঁহার ন্যায় আর কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষমও নহে। কিতাবুস্‌সিরাত নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ এখন আমরা মাক্বামে মাহমূদ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করিব। আর আল্লাহ-ই এই বিষয়ে সাহায্যকারী।

ইমাম বুখারী বলেন ইসমাঈল ইবনে আবান (রা)....ও ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ হাটুর উপর মাথা রাখিয়া নীচু হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক উম্মত তাহাদের নবীর অনুসরণ করিবে এবং তাহারা বলিবে, হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন। অবশেষে তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে। ইহাই হইল সেইদিন যেই দিনে আল্লাহ

তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মাক্বামে মাহমূদ নামক স্থানে প্রেরণ করিবেন। হামযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ তাহার পিতা হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাকাম....আবদুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সূর্য এতই নিকটবর্তী হইবে যে উহার ফলে ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌঁছবে তাহারা এই অবস্থায়ই হযরত আদম (আ) এর নিকট সুপারিশের জন্য ফরিয়াদ করিবে। তিনি বলিবেন, আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ) এর নিকট যাইবে তিনিও একই উত্তর করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং তিনি সুপারিশ করিবেন এমন কি তিনি বেহেশতের দরজার একটি হলফা ধরিবেন সেই দিন আল্লাহ তাহাকে মাক্বামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন। ইমাম বুখারী (র) যাকাত অধ্যায়ে ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছন, সেই দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মাক্বামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন। হাশর মাঠের সকল লোক তাহার প্রশংসা করিবে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইবনে আইয়াশ (র)....জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি আযান শ্রবণকালে এই

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ

দু'আ পড়িবে কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য আমার সুপারিশ অনুষ্ঠিত হইবে।

এই হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহা উল্লেখ করেন নাই।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন আবূ আমের আযদী....হযরত উবাই ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আমি সকল আম্বিআয়ে কিরামের ইমাম হইব তাহাদের খতীব ও সুপারিশের অধিকারী হইব। তবে ইহাতে গর্ব করি না। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ আমির আব্দুল মালেক আকদী এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম ইবনে মাজাহ, আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আকীল এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কুরআন মজীদ সাত নিয়মে পড়া সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন, এবং তৃতীয় দু'আ আমি সেই দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি যেই দিন সমস্ত মখলূখ আমার কাছে আসিবে এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ) ও।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন যে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মু'মিন একত্রিত হইবে এবং তাহাদের সকলের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করা হইবে, যে যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করি তবে তিনি সুপারিশ করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করিবেন। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে হে আদম (আ) আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ফিরিশ্তাগণ দ্বারা আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন। আর সকল বস্তুর নাম ও গুণাবলী শিক্ষাদান করিয়াছেন অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন যেন তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তিদান করেন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। তিনি স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করিবেন। এবং স্বীয় পালনকর্তা হইতে লজ্জা অনুভব করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাও জগতবাসীর জন্য তাহাকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিবে কিন্তু তিনি বলিবেন, আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে তিনি তাঁহার সেই প্রার্থনার ভুলকে স্মরণ করিবেন যে সম্পর্কে তাহার জানা ছিল না। এবং একারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা বোধ করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। যিনি আল্লাহর খলীল ও একনিষ্ট বন্ধু। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নহি। বরং তোমরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাও। তাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। তিনি তাহার সেই হত্যার কথা স্মরণ করিবেন যাহা তিনি কোন হত্যার বিনিময় ছাড়াই করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা অনুভব করিবেন। এবং তিনি বলিবেন, বরং তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহর বান্দা, তাহার রাসূল তাঁহার কলেমা ও তাঁহার রূহ। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিবে। কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। বরং তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন কর, আল্লাহ তা'আলা যাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি দন্ডায়মান হইব এবং মুসলমানদের দুইটি সারির মধ্য দিয়া চলিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার পালনকর্তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিব। যখনই আমার পালনকর্তাকে

দেখিব তাহার সম্মুখে অবনত হইব। অতঃপর তিনি আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা ঐ অবস্থায়ই থাকিতে দিবেন। অনন্তর আমাকে বলা হইবে হে মুহাম্মদ! মাথা উঁচু করুন, বলুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হইবে সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। প্রার্থনা করুন দান করা হইবে। অতঃপর আমি মাথা উত্তোলন করিব। অতঃপর তাহার প্রশংসা করিতে শুরু করিব। যাহা আল্লাহ-ই তখন আমাকে শিক্ষা দান করিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব। তখন আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং আমি সুপারিশ করিয়া সেই নির্দিষ্ট সংখ্যককে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। অতঃপর পুনরায় আমি আল্লাহর সম্মুখে এবং আমার প্রতিপালককে দেখিয়াই তাহার সম্মুখে অবনত হইব। তিনি আমাকে ঐ অবস্থায় যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিবেন। অতঃপর আমাকে বলা হইবে, হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উত্তোলন করুন, আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে আপনি প্রার্থনা করুন দান করা হইবে। সুপারিশ করুন, কবূল করা হইবে। অতঃপর আমি মাথা উত্তোলন করিব এবং যে প্রশংসা তিনি আমাকে শিক্ষা দান করিবেন উহা দ্বারা আমি তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব কিন্তু উহার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। আমি সেই নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুপারিশ করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। তৃতীয় বার আমি আবার আল্লাহর দরবারে হাযির হইব এবং তাহাকে দেখিয়াই সিজদায় মাথা নত করিব। তিনি আমাকে ঐ অবস্থায় যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিবেন। এক সময় তিনি আমাকে বলিবেন হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন আপনি বলুন আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে। আপনি সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হইবে। আমি মাথা উত্তোলন করিব এবং তাহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অতঃপর সুপারিশ করিব কিন্তু সুপারিশের জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করা হইবে। এবং সেই সীমা পরিমাণ সুপারিশ করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। অতঃপর চতুর্থবার পুনরায় আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিব, হে আমার প্রতিপালক! কেবল তাহারাই অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহাদিগকে কুরআন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (র) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর দোযখ হইতে সেই সকল লোক বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ রহিয়াছে। অতঃপর সেই সকল লোক বাহির করা হইবে যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ আছে। অতঃপর সেই সকল লোককে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ কোন কল্যাণ রহিয়াছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সায়ীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম আহমদ (র) ও আনাস, (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের পুলসিরাত অতিক্রম করিবার দৃশ্য দেখিবার জন্য দন্ডায়মান হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিব এমন সময় হযরত ঈসা (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিবেন, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম আপনার নিকট কিছু আবেদন করিবার জন্য আসিয়াছেন। কিংবা আপনার নিকট একত্রিত হইয়াছেন। (রাবীর সন্দেহ) তাহারা আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেছেন, তিনি যেন সমস্ত উম্মতকে যেখানে তাহার স্থান পৃথক করিয়া দেন। তাহারা বড়ই অস্থির বড়ই পেরেশান। সমস্ত মানুষ লাগাম পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া আছে। মু'মিনের পক্ষে তো উহা সর্দির ন্যায়, কিন্তু কাফিরের পক্ষে উহা মৃত্যুর ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিবেন আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি। অতঃপর নবী করীম (সা) আরশের নীচে গমন করিবেন এবং তথায় তিনি এমন সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী হইবেন যে কোন ফিরিশ্‌তা কিংবা রাসূল তদ্রূপ সম্মানের অধিকারী হন নাই। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) কে আল্লাহ বলিবেন, তুমি মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন করিয়া বল, আপনি আপনার মাথা উত্তোলন করুন প্রার্থনা করুন আপনাকে দান করা হইবে, সুপারিশ করুন সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। এবং আমার উম্মতের প্রত্যেক নিরানব্বই জনের মধ্যের একজনকে সুপারিশ করিয়া বাহির করিবার ক্ষমতা দান করা হইবে। কিন্তু বারংবার আল্লাহর নিকট আবেদন করিতে থাকিব এমনকি আমাকে তিনি বলিবেন, হে মুহাম্মদ যেই ব্যক্তি একদিনের জন্য হইলে ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং এই কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে দাখিল করুন।

হযরত বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)....বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি একবার হযরত মু'আবিয়াহ (রা)-এর দরবারে প্রবেশ করিলেন তখন এক ব্যক্তি কথা বলিতেছিল, বুরাইদাহ (র) বলিলেন, হে মু'আবিয়াহ আপনি কি আমাকে কথা বলিতে অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন হযরত বুরাইদাহও অনুরূপ কথা বলিবেন যেমন অপরজন বলিয়াছিল তখন হযরত বুরাইদাহ বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি আমি ভূ-পৃষ্ঠে যত গাছপালা ও প্রস্তর আছে উহার পরিমাণ সংখ্যক লোকের সুপারিশ করিব। অতঃপর হযরত বুরাইদাহ বলিলেন, হে মু'আবিয়াহ আপনি তো সুপারিশের আশা পোষণ করেন আর হযরত আলী (রা) কি করেন না?

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার মুলায়কার দুই পুত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিল এবং তাহারা বলিল,

আমাদের আম্মা স্বামীকে সম্মান করেন এবং সন্তানকে স্নেহ করেন রাবী বলেন অতিথীর কথাও তাহারা উল্লেখ করিল তবে জাহেলী যুগে তিনি জীবিত দাফনও করিয়াছেন, তাহার পরিণাম কি হইবে? তিনি বলিলেন, তোমাদের আম্মা দোযখবাসী। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাদের মুখমন্ডল বিবর্ণ ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন তাহাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের আম্মার সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলিবেন, তখন তিনি বলিলেন, আমার আম্মাও তোমাদের আম্মার সহিত। এক মুনাফিক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ইহাতে তাহাদের আম্মার কি উপকার হইবে? তখন একজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অত্যাধিক বেশী প্রশ্ন করিত, জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা কি তাহার সম্পর্কে আপনার নিকট কোন ওয়াদা করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ বুঝিতে পারিলেন, সে কিছু শুনিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন আল্লাহ কি ইচ্ছা করিয়াছেন তা আমি জানি না আর না আমাকে এই বিষয়ে কোন আশা প্রদান করিয়াছেন। তবে কিয়ামত দিবসে আমি মাক্বামে মাহমূদ নামক স্থানে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হইব। তখন অনসারী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল মাক্বামে মাহমূদ কি? তিনি বলিলেন, যখন তোমরা উলংগ খালী পা খতনা করা ছাড়াবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) কে পোশাক পরিধান করান হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আমার খলীলকে পোশাক পরিধান করাও। তখন দুইটি সাদা চাদর আনা হইবে এবং তাহাকে পরিধান করান হইবে। অতঃপর তাহাকে আরশের সম্মুখে বসান হইবে। অতঃপর আমার পোশাক আনা হইবে আমি উহা পরিধান করিয়া উহার ডান পার্শ্বে এমন এক স্থানে দন্ডায়মান হইব যেখানে অন্য কেহ দন্ডায়মান হইতে পারিবে না। এবং এই ব্যাপারে আমার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ইচ্ছা করিবে। এবং কাওসার হইতে হাউজ পর্যন্ত তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। তখন মুনাফিক লোকটি বলিল, পানি প্রবাহিত হইবার জন্য তো মাটি ও কংকর জরুরী। তিনি বলিলেন, উহার মাটি মিশক এবং উহার কংকর হইল মুক্তা। মুনাফিক বলিল, আমি তো এইরূপ কথা কোন দিন শুনি নাই। আচ্ছা, পানির কিনারায় গাছপালাও তো হইয়া থাকে। তখন আনসারী বলিল, হে আল্লাহর রাসূল সেইখানে গাছ পালাও কি হইবে? তিনি বলিলেন, স্বর্ণের শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট গাছপালা হইবে। মুনাফিক বলিল, এইরূপ কথা তো আমি কোনদিন শুনি নাই। আচ্ছা, গাছ হইলে তো উহার পাতা ও ফলও হইয়া থাকে। আনসারী জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল গাছপালার কি পাতা ও ফল হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হাঁ, উহাতে অতি মূল্যবান জওহার হইবে। উহার পানি হইবে দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা। মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। যেই ব্যক্তি উহার এক ঢোক পান করিবে সে আর কখন পিপাসিত হইবে না। আর যেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে সে আর কখনও পিপাসা নিবারণ করিতে পারিবে না।

আবূ দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালমাহ ইবনে সুহাইল তাহার পিতা হইতে তিনি আবুয-যা'রা হইতে তিনিও আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দান করিবেন, হযরত রূহুল কুদ্স জিবরীলও দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত মূসা কিংবা হযরত ঈসা (আ) দন্ডামান হইবেন। আবুয-যা'রা বলেন, আমার এই কথা মনে নাই যে আমার উস্তাদ আব্দুল্লাহ কোন কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর দন্ডায়মানকারী চতুর্থ ব্যক্তি তোমাদের নবী হইবেন। তখন তিনি এত বেশী সুপারিশ করিবেন যাহা আর কেই করিতে পারিবে না। এবং সেই স্থান হইল মাক্বামে মাহমূদ। যাহার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে করিয়াছে عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

হযরত কা'ব ইবন মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)....কা'ব ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত লোক হাশরের মাঠে একত্রিত হইবে তখন আমি এবং আমার উম্মত একটি টিলার উপর থাকিব। আর আমার প্রতিপালক আমাকে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। অতঃপর আমাকে বলিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন এবং আল্লাহর যাহা ইচ্ছা আমি বলিতে থাকিব আর ঐ স্থানই হইবে মাক্বামে মাহমূদ।

হযরত আবুদ্দরদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)....আবূদ্দরদা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার অনুমতি দান করা হইবে এবং সর্ব প্রথম আমকেই মাথা উত্তোলন করিবার অনুমতি দান করা হইবে। অতঃপর আমার সম্মুখের সর্ববস্তু আমি দেখিব। অন্যান্য উম্মতসমূহের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মত চিনিয়া লইব। আমার পশ্চাতে ও সম্মুখভাগে আমারি উম্মতের একদল থাকিবে। ডানে এবং বামেও থাকিবে। এবং সকলকে আমি চিনিব। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল অন্যান্য উম্মতের মধ্য হইতে আপনি আপনার উম্মতকে চিনিবেন কিরূপে? তিনি বলিলেন, অজুর কারণে তাহাদের মুখমন্ডল ও অংগসমূহ উজ্জ্বল থাকিবে। তোমরা ব্যতিত এইরূপ অন্য কেহ হইবে না। ইহা ছাড়া এইভাবেও আমি তাহাদিগকে চিনিব যে, তাহাদের ডান হাতে আমল নামা থাকিবে এবং তাহাদের সম্মুখভাগে তাহাদের সন্তানরা ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র).... আবূ হুরায়য়া (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু গোস্ত আনা হইল। যেহেতু তিনি হাতের গোস্ত পছন্দ করিতেন সুতরাং তাঁহাকে একটি হাত পেশ করা হইল। তিনি উহা হইতে খাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন কিয়ামত দিবসে আমি সমস্ত লোকের সরদার হইব। তোমরা কি জান ইহার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক এক সমতল ময়দানে একত্রিত করিবেন আহ্বানকারী তাহাদের সকলকে তাহার আহ্বান শুনাইবে। চক্ষু তাহাদের সকলকে দেখিতে পারিবে। সূর্য নিকটবর্তী হইবে। সমস্ত লোক অত্যধিক চিন্তিত ও অস্থির হইয়া পড়িবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, তোমরা কি দেখিতেছে না যে তোমরা কি বিপদে লিপ্ত হইয়াছ? চল আমরা কাহাকে খুঁজিয়া বাহির করি যিনি আমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন। তখন একজন অপরজনকে বলিবে, হযরত আদম (আ)-এর নিকট বলা উচিৎ। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে আদম (আ) আপনি মানব জাতির আদী পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তার সৃষ্ট রূহ হইতে আপনার মধ্যে ফুঁকিয়াছেন। আপনাকে সিজদা করিবার জন্য ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আপনাকে সিজদা করিয়াছে। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখিতেছেন না আমরা কি বিপদে আছি? তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন, আল্লাহ তা'আলা আজকের মত এত অধিক ক্রোধান্বিত কখনও হন নাই আর কখনও হইবেনও না। তিনি আমাকে গাছ হইতে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই ব্যাপারে আমার পক্ষ হইতে ভুল হইয়াছে। আজ আমি তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির। তোমরা নূহ (আ)-এর নিকট গমন কর। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে নূহ (আ) ভূপৃষ্ঠে আপনিই সর্বপ্রথম রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শোকরগুযার ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে ঘোষণা দিয়াছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে বিপদগ্রস্থ উহা কি আপনি দেখিতেছেন না? হযরত নূহ (আ) বলিবেন, আল্লাহ তা'আলা আজ এতই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল যাহা আমার কওমের বিরুদ্ধে আমি প্রয়োগ করিয়াছি আজতো কেবল আমার নিজের চিন্তায়-ই অস্থির। তোমরা বরং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে আপনি আল্লাহ্র বিশিষ্ট নবী

আপনাকে তিনি দুনিয়ায় স্বীয় খলীল ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে ভীষণ বিপদে লিপ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না? তিনিও বলিবেন আজ আমার প্রতিপালক এত অধিক রাগান্বিত হইয়াছেন পূর্বে তিনি কখনও এইরূপ হন নাই এবং পরেও এইরূপ হইবে না। অতঃপর তিনি তাহার অসত্য কথা বলার উল্লেখ করিলেন, আজ তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা বরং অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা মূসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁহার রিসালাতের জন্য মনোনিত করিয়াছেন এবং আপনার সহিতই তিনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কঠিন বিপদে লিপ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না। তখন হযরত মূসা বলিবেন, আমার প্রতিপালক আজ এতই রাগান্বিত হইয়াছেন যে তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ রাগান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি যাহাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আজ তো আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাঁহাকে বলিবে হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার কালেমা যাহা তিনি হযরত মরিয়াম (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রূহ। শৈশবকালে দোলনায়ই আপনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের কঠিন বিপদ দেখিতেছেন না? তিনি বলিবেন, আজ তো আল্লাহ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হন নাই। আর পরেও কখনও হইবেন না। অবশ্য তিনি তাহার কোন গুনাহর কথা উল্লেখ করিবেন না। আজ তো আমি নিজের চিন্তায়-ই অস্থির। তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ভুল ইত্যাদি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কঠিন বিপদের মধ্যে লিপ্ত, তাহা আপনি দেখিতেছেন না? অতঃপর আমি দন্ডায়মান হইব এবং আরশের নীচে আসিব এবং আমার প্রতিপালকের সম্মুখে আমি সিজদায় অবনত হইব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে হামদ ও প্রশংসার এমন সকল শব্দ ঢালিয়া দিবেন যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য ঢালেন নাই। অতঃপর বলা হইবে হে মুহম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দান করা হইবে। সুপারিশ করুন আপনার

সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর আমি আমার মাথা উঠাইব এবং বলিব, হে আল্লাহ আমার উম্মত! হে আল্লাহ! আমার উম্মত! তখন বলা হইবে, হে মুহম্মদ! আপনার উম্মত হইতে এমন সকল লোককে বেহেশতের ডান দরজা দিয়া বেহেশতে দাখিল করুন যাহাদের কোন হিসাব নিকাশ লওয়া হয় নাই। অবশ্য তাহারা অন্যান্য দরজা দিয়াও প্রবেশ করিতে পারিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে মুহম্মদ (সা)-এর প্রাণ, বেহেশতের দুই চৌখাটের মাঝে এতই প্রশস্ততা রহিয়াছে যেমন, মক্কা ও হিজর-এর মাঝে কিংবা মক্কা ও বুস্‌রা এর মাঝে প্রশস্ততা রহিয়াছে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হাকাম ইবনে মূসা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে আমি মানব সন্তানের সরদার হইব কবর হইতে আমি সর্ব প্রথম উঠিব এবং আমি সর্ব প্রথম সুপারিশ করিব এবং আমার সুপারিশ-ই সর্ব প্রথম কবূল করা হইবে। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ কুরাইব (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে وَعَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, ইহা হইল শাফা'আতের মাকাম। ইমাম আহমদ (র) ....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) وَعَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন هُوَالْمَقَامُ الَّذِيْ اَشْفَعُ لِاُمَّتِيْ উহা হইল সেই স্থান যেখানে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করিব। আব্দুর রায্‌যাক (রা)....আলী ইবনে হুসাইন হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া বিস্তৃত করবেন তাহার পরও কেবল উহাতে মানুষের দুইটি পাও রাখিবার স্থান হইবে। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হইবে। হযরত জিবরাইল আল্লাহ তা'আলার ডান দিকে অবস্থান করিবেন। তিনি ইহার পূর্বে আল্লাহকে কখনোও দেখেন নাই। অতঃপর আমি বলব, প্রভু হে! জিবরীল আমাকে বলিয়াছেন, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন। আল্লাহ বলিবেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাগণ যমীনের বিভিন্ন স্থানে আপনার ইবাদত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,ইহাই হইল মাক্বামে মাহমুদ। হাদীসটি মুরসাল।

(٨٠) وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ○

(٨١) وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

৮০. বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সহিত এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সহিত এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।

৮১. এবং বল সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে ; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

তাফসীরঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, জরীর (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ছিলেন অতঃপর তাহাকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! আপনি সত্য ও সুন্দররূপে আমাকে প্রবেশ করিতে দিন এবং সত্য ও সুন্দররূপে আমাকে বাহির করিয়া এবং আপনার দরবার হইতে আমাকে শক্তি ও সাহায্য দান করুন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। হাসান বসরী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মক্কার কাফিররা যখন এই পরামর্শ করিতেছিল যে তাহারা কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা করিবে, না তাহাকে দেশান্তরিত করিবে না তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে? তখন আল্লাহ মক্কাবাসীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইবার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ এই আয়াতে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ দ্বারা মদীনায় প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে এবং وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ দ্বারা পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইবার কথা বলা হইয়াছে। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল মৃত্যু। এবং وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ অর্থ মৃত্যু পর পুনর্জীবন। ইহা ছাড়াও অনেক তাফসীর করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তাফসীর অধিক বিশুদ্ধ এবং ইবনে জরীরের মতও ইহাই।

وَّاجْعَلْ لِّىْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا হাসান বসরী (র) এই আয়াতের তাফসীর করেন আল্লাহ তা'আলা পারস্য সাম্রাজ্য ও উহার ইজ্জত সম্মান রূমান সাম্রাজ্য ও ইহার ইজ্জত সম্মান রাসূলুল্লাহ (সা) কে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাসিল করা ব্যতিত দ্বীনের প্রচার ও উহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য দু'আ করিয়াছেন। যেন তিনি আল্লাহর কিতাব প্রচার দ্বীনের বিধান ও ফরযসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। যদি ইহা না হইত তবে একে অন্যের প্রতি লুণ্ঠন করিত এবং শক্তিশালী দুর্বলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। মুজাহিদ বলেন, سُلْطَانًا نَّصِيْرًا এর অর্থ হইল সৃষ্ট

দলীল। আল্লামা ইবনে জরীর (র) কাতাদাহ ও হাসান (র) এর তাফসীরকে পছন্দ করিয়াছেন এবং ইহাই প্রাধান্যের অধিকারী। কারণ হক ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন যেন হক বিরোধীদিগকে দমন করিয়া রাখা যায়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا اِلَى قَوْلِهِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার অনুগ্রহ হিসাবে লৌহ অবতীর্ণ করিবার ক্ষমতা উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَايَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা অনেক অন্যায় কাজ বন্ধ করিয়া দেন যাহা শুধু কুরআন দ্বারা বন্ধ হয় না. অর্থাৎ অনেক লোক এমন আছে যাহারা শুধু কুরআনের ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ দানের দ্বারা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে বিরত থাকে না। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারী শাস্তির ভয়ে তাহারা অন্যায় ও অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ "আপনি বলিয়া দিন হক সমাগত হইয়াছে ও বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে" আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতের মধ্যে কুরাইশ কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন কারণ তাহাদের নিকট কুরআন ঈমান এবং সঠিক ইলম আসিয়াছিল যাহার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছে কিন্তু বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে বাতিলের কোন স্থায়িত্ব নাই। ইরশাদ হইয়াছে بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ الخ আমি সত্য দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানী অতঃপর উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা) বলেন হুমায়দী (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি লাকড়ী দ্বারা উহাতে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

جَاءَ الْحَقُّ يُبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيْدُ সত্য সমাগত হইয়াছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে। সত্য আসিয়াছে এবং বাতিল না আসিতে পারে আর না প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। ইমাম বুখারী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না হইতে ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা (রা) বলেন যুহাইর (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহিত মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলাম তখন বায়তুল্লাহর চতুরপার্শ্বে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল যাহার পূজা করা হইত। রাসূলুল্লাহ (সা) উহা উপুড় করিয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিলে তাহাই করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(٨٢) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ○

৮২. আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মু'মিনদিগের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ মহাজ্ঞানী মহাপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে হযরত মুহম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতারিত গ্রন্থ যাহাকে কোন ভাবেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা মুমীনদের জন্য শেফা ও রহমত। মানব মনে যে সকল সন্দেহ নিফাক, শিরক ও বক্রতা রহিয়াছে আল কুরআন উহা দূরীভূত করিয়া দেয়। ইহা তাহাদের জন্য রহমতও বটে। ঈমান হিকমত ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ ও উহার তলব এই আল কুরআন দ্বারাই হাসিল হয়। যেই ব্যক্তি আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে ইহার বিধানের অনুসরণ করিবে কেবল তাহার জন্যই শেফা ও রহমত লইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি ইহাকে অস্বীকার করিবে কুরআন শ্রবণ দ্বারা তাহার কোনই লাভ হইবে না। সে বরং আরো অধিক দূরে সরিয়া পড়িবে এবং তাহার কুফর আরো অধিক বৃদ্ধি পাইবে। ইহা কুরআনের কোন ত্রুটির কারণে নহে বরং সেই কাফিরের নিজের দোষের কারণে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

আপনি বলিয়া দিন, ইহা মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও শেফা আর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের কর্ণকুহরে রহিয়াছে বোঝা এবং চক্ষু অন্ধ আর তাহাদিগকে বহু দূর হইতেই ডাকা হইয়া থাকে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করে, ইহা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। যাহারা মুমিন ইহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহারা উৎফুল্লও হয় বটে। আর যাহাদের অন্ততের রোগ রহিয়াছে তাহাদের পংকিলতা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেয় আর কাফির হইয়াই তাহারা মৃত্যু বরণ করে। এই বিষয়ে বহু সংখ্যক আয়াত রহিয়াছে। কাতাদাহ (র) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এর

তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুমিন ব্যক্তি যখন কুরআন 'শ্রবণ করে তখন সে উহা দ্বারা উপকৃত হয় ও উহা সংরক্ষণ করে। وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا যাহারা যালিম যাহারা কাফির তাহারা না তো ইহা দ্বারা উপকৃত হয় আর না ইহা সংরক্ষণ করে। আল্লাহ তা'আলা কেবল মু'মিনদের জন্য শেফা ও রহমত বানাইয়াছেন।

(٨٣) وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ○

(٨٤) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ○

৮৩. আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

৮৪. বল প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃত অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।

তাফসীর ঃ মানুষের মধ্যে যে চারিত্রিক দুর্বলতা রহিয়াছে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যখন নিয়ামত দান করেন, ধন-সম্পদ সুস্থতা রিযিক বিজয় ও সাহায্য এবং অন্যান্য সুখ শান্তি লাভ করে তখন সে আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে ও অহংকার করিয়া আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ الخ যখন আমি তাহার কষ্ট দূর করিয়া দেই এবং সেই কষ্ট যখন চলিয়া যায় তখন মনে হয় কখনও যেন কোন কষ্টের সম্মুখীন হইয়া আমাকে ডাকেই নাই। ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বিপদ হইতে মুক্তি দিয়া স্থলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তখন তোমরা তাহার তাওহীদ ও আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়াছ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ

আর যদি আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাইয়া পরে উহা কাড়িয়া লই তবে সে বড়ই নিরাশ ও অকৃজ্ঞ হইয়া পড়ে আর যদি কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলিতে থাকে সমস্ত কষ্ট ক্লেশই তো দূর হইয়া গিয়াছে সে তখন বড়ই উৎফুল্ল ও

গর্বান্বিত হয়। কিন্তু যাহারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা এবং বড় ধরনের বিনিময়।

قوله قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন شَاكِلَةٌ অর্থ রীতি-নীতি মুজাহিদ (রা) বলেন, ইহার অর্থ স্বভাব। কাতাদা (রা) বলেন ইহার অর্থ হইল নিয়ত। ইবনে যায়েদ (র) বলেন ইহার অর্থ দ্বীন। অবশ্য সব কয়টি মত প্রায় কাছাকাছি।

আয়াতটি দ্বারা মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে: وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اِعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ যাহারা ঈমান আনে না তাহাদিগকে আপনি বলিয়া দিন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করিতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাহার রাসূলের যদি অনুগত্য স্বীকার না কর তবে তোমরা যে যাহা করিতেছ করিতে থাক। পরে সময় মত তোমরা ইহার পরিণতি কি হইবে তাহা জানিতে পারিবে। কে ভাল কাজ করিতেছে কে মন্দ করিতেছে উহা কিয়ামত দিবসেই সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে। এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا তোমরা সকলেই স্বীয় রীতি অনুযায়ী কাজ করিতে থাক তোমাদের প্রতিপালকই খুব ভালই জানেন যে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে কে অধিক সঠিক পথে পরিচালিত। অতঃপর তিনি প্রত্যেককেই তাহার আমলের বিনিময় দান করিবেন।

(৮৫) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৮৫. তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী....আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মদীনার ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এক খানা খেজুর ডালের ছড়ি ছিল। চলিতে চলিতে তিনি ইয়াহূদীদের এক দল লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তাহারা পরস্পর একে অন্যকে বলিল, তোমরা তাহার নিকট রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেহ কেহ বলিল, তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বলিল, হে মুহম্মদ! রূহ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) ছড়ির উপর ভর দিয়াই থাকিলেন। রাবী বলেন, আমি ধারণা করিলাম এখন তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا তাহারা রূহ সম্পর্কে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছে, আপনি বলিয়া দিন রূহ হইল আল্লাহর নির্দেশ। আর এই বিষয়ে

তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা একে অপরকে বলিল, আমরা তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। আ'মাশ হইতে অত্র সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী অত্র আয়াতের তাফসীরকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহিত এক ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। তিনি তখন একটি ছড়ির উপর ভর দিয়েছিলেন। এমন সময় একদল ইয়াহূদী যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহারা দেখিয়া একে অপরকে বলিতে লাগিল, তাহাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, কেহ বলিল, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তোমাদের লাভ কি? কেহ বলিল, প্রশ্ন করিবার পর এমন যেন না হয় যে তিনি এমন কিছু পেশ করিয়া বসেন যাহা তোমরা পছন্দ করো না। অবশেষে তাহারা বলিল, আচ্ছা তোমরা রূহ সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রশ্নের কোন জওয়ার দিলেন না। রাবী হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। আমি আপন স্থানে রহিলাম। অহী অবতীর্ণ হইবার পর তিনি বলিলেন وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ। আয়াতের পূর্ব পর মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা মদীনায় অবতীর্ণ এবং মদীনায় ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জওয়াবে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। অথচ সূরাটি মক্কী সূরা। এই প্রশ্নের এই জবাব দান করা হয় যে পবিত্র মক্কা শরীফে পূর্বে যেমন ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল পরে মদীনা শরীফে অনুরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিংবা এই জবাব হইবে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিবে। আর সেই আয়াত হইল وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ আয়াতটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার দলীল হইল ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। ইমাম আহমদ (র) বলেন কুতায়বাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার কুরাইশরা ইয়াহূহীদের নিকট বলিল, তোমরা আমাদিগকে কোন কঠিন প্রশ্ন বলিয়া দাও আমরা তাহাকে সেই প্রশ্ন করিব। তাহারা বলিল, তোমরা তাঁহাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে রূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে অবতীর্ণ হইল ঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

অত্র আয়াত নাযিল হইবার পর ইয়াহূদীরা বলিল, আমাদিগকে অনেক জ্ঞান দান করা হইয়াছে আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে আর যাহাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে অনেক কল্যাণ দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, তখন এই

আয়াত অবতীর্ণ হইল, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ الخ আপনি বলিয়াদিন যদি সমুদ্রের পানি কালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং উহার দ্বারা আল্লাহর বাণীসমূহ লেখা আরম্ভ হয় তবুও তাহার বাণী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেই কালি শেষ হইয়া যাইবে। ইবনে রবীর (র) ও ইকারিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আহলে কিতাবরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ অবতীর্ণ হইল। তখন তাহারা বলিল আপনি তো বলেন, আমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে অথচ, আমাদিগকে তাওরাতের জ্ঞান দান করা হইয়াছে আর তাওরাত হইল হিকমত وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا আর যাহাকে হিকমত দান করা হইয়াছে তাহাকে তো বহু কল্যাণ দান করা হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ যদি যমীনের সকল গাছ কলম হয় আর সকল সমুদ্র কালি হয় এবং সমুদ্র আরো সাত সমুদ্রে পরিণত হয় তবু আল্লাহর বাণী শেষ হইবে না। অবশ্য ইহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তোমাদিগকে তাওরাতের যে জ্ঞান করা হইয়াছে যদি উহা তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দান করিতে পারে তবে নিঃসন্দেহে উহা অনেক কল্যাণ কিন্তু তবুও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় উহা কম। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) তাঁহার জনৈক সাথী হইতে তিনি আতা ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মক্কা মুকার্‌রামায় وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الاَّ قَلِيْلاً অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন নবী করীম (সা) মদীনায় হিজরত করিলেন, তখন ইয়াহূদী আলেমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুহাম্মদ, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়াছে যে আপনি নাকি বলেন ঃ

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ الاَّ قَلِيْلاً "তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে ইহা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি। আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন না আপনার কওমকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন? তিনি বলিলেন উভয়কেই উদ্দেশ্য করিয়াছি তখন তাহারা বলিল, আপনি তো বলেন, আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে এবং উহাতে সর্ব প্রকার বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ বলিলেন هِيَ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ قَلِيْلٌ وَقَدْ اٰتَاكُمُ اللّٰهُ مَاانْ عَمِلْتُمْ بِهِ انْتَفَعْتُمْ উহা আল্লাহর জ্ঞানের অতি অল্প। অবশ্য আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন যদি তোমরা উহার উপর আমল করিতে তবে উপকৃত হইতে। আল্লাহ তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

মুফাস্‌সিরগণ আয়াতে উল্লেখিত রূহ দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে এই বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন (১) রূহ দ্বারা মানব জাতির রূহ। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, একবার ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদিগকে রূহ সম্পর্কে বলুন শরীরে যে রূহ বিদ্যমান উহাকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে? রূহ তো আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত। যেহেতু এই বিষয়ে কোন অহী অবতীর্ণ হইয়াছিল না অতএব তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন। এবং বলিলেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাদিগকে ইহার সংবাদ দিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ইহা লইয়া কে আসিয়াছেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর দরবার হইতে ইহা লইয়া আসিয়াছেন তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম যে আমাদের শত্রু সে-ই আপনার নিকট ইহা লইয়া আসিয়াছে তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর দরবার হইতে ইহা লইয়া আসয়িাছেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ আপনি বলিয়া দিন যেই ব্যক্তি হযরত জিবরীল (আ) এর শত্রু সে আল্লাহর শত্রু। কারণ তিনি তো আল্লাহর নির্দেশেই আপনার অন্তরে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা তাহার সম্মুখস্থ কিতাবকে সত্যায়িত করে।

কেহ কেহ বলেন, রূহ দ্বারা হযরত জিবরীল (আ) কে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র) ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, রূহ দ্বারা এক বিরাট ফিরিশ্‌তাকে বুঝান হইয়াছে যিনি সকল মখলূকের সমান। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রূহ দ্বারা ফিরিশ্‌তা বুঝান হইয়াছে।

তবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উরস মিসরী (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলার এমন একজন ফিরিশ্‌তা আছেন যদি তাহাকে সমস্ত আসমান যমীন এক লুকমায় গিলিয়া ফেলিতে বলা হয় তবে তিনি তাহাই করিবেন। তাহার তাসবীহ হইল سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ হাদীসটি গরীব বরং মুনকার।

আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র) বলেন....হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন তিনি وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রূহ এমন একজন ফিরিশ্‌তা যাহার সত্তর হাজার মুখমণ্ডল আছে, প্রত্যেকে মুখমন্ডলে সত্তর হাজার জিহ্বা প্রত্যেক জিহ্বা দ্বারা সত্তর হাজার ভাষা বলিতে পারেন। প্রত্যেক ভাষা দ্বারা তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রত্যেক তাসবীহ দ্বারা এক একজন ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করেন হাদীসটি গরীব ও বিস্ময়কর।

والله اعلم আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, হযরত আলী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রূহ এমন একজন ফিরিশ্‌তা যাহার এক লক্ষ মাথা এবং প্রত্যেক মাথায় একলক্ষ চেহারা এবং প্রত্যেক চেহারায় এক লক্ষ মুখ এবং প্রত্যেক মুখে এক লক্ষ জিহ্বা আর প্রত্যেক জিহ্বায় এক লক্ষ ভাষা বলিতে সক্ষম এবং প্রত্যেক ভাষা দ্বারা তিনি তাসবীহ করিতে থাকেন। সুহায়লী (র) বলেন, কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন রূহ দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের এমন একটি দল বুঝান হইয়াছে যাহাদের চেহারা মানুষের চেহারার মত। কেহ কেহ বলেন, রূহ ফিরিশ্‌তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে বলা হয় যাহারা অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে বলা হয় যাহারা অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পায় কিন্তু অন্যান্য ফিরিশ্‌তা তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। যেমন মানুষ ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পায় না অথচ, মানুষকে তাহারা দেখিতে পায় قوله قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ আপনি বলিয়া দিন রূহ আমার আদেশ অর্থাৎ রূহ এমন এক বস্তু যাহা কেবল আল্লাহ জানেন। তোমরা কেহই জাননা। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে। সুহায়লী বলেন, কোন কোন তাফসীরকারের মতে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম দিকে তাহাদের প্রশ্নের কোন জবাব এই কারণে দেন নাই যে তাহারা বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিল।

সুহায়লী বলেন, مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ অর্থ مِنْ شَرْعِه অর্থাৎ রূহ সম্পর্কে কাহারও পক্ষে চিন্তা ভাবনা করিয়া জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে বরং উহা কেবল শরীয়তের মাধ্যমেই জানা সম্ভব অতএব শরীয়তের পথ অবলম্বন কর। তবে তাহার এই ব্যাখ্যা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

অতঃপর সুহায়লী এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন যে, রূহ কি নফস, না অন্য কিছু? এবং ইহাও প্রমাণিত যে রূহ বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু যাহা শরীরে ঠিক তদ্রূপ ছড়াইয়া থাকে যেমন গাছের মধ্যে পানি ছড়াইয়া থাকে। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফিরিশ্‌তা মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে যে রূহ ফুঁকিয়া দেন উহা শরীরের সহিত মিলিত হইয়াই নফস হইয়া যায়। এবং ভাল-মন্দ গুণাবলী অর্জন করিয়া, নফসে মুতমাইন্নাহ হইয়া যায় না হয় নফসে আম্মারাহ হয়। তিনি বলেন, যেমন পানি হইল গাছের জীবন, কিন্তু এই পানিই বিভিন্ন গাছের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ নাম অর্জন করে। যখন আঙ্গুরের সহিত মিলিত হয় এবং উহা হইতে চিপড়াইয়া বাহির করা হয় তখন আর উহাকে পানি বলা হয় না। বরং আঙ্গুরের রস কিংবা মদ বলা হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে রূহ ও মানুষের সহিত মিলিত হইবার পর উহাকে রূহ বলা হয় না বরং উহাকে বলা হয় নফস। রূহ বলা হইলেও রূপক অর্থে বলা হয়। যেমন আঙ্গুরের রসকে রূপক অর্থে পানি বলা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে শরীরের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে রূহও রূপক অর্থে নফস বলা যাইতে পারে না।

সার কথা হউল, রূহ হইল নফস এর মূলধাতু আর শরীরের সহিত রূহ এর মিলন ঘটলে উহাকে নফস বলা হয়। অতএব এক হিসাবে রূহকে নফস বলা যাইতে পারে কিন্তু সর্বদিক হইতে রূহকে নফস বলা যায় না। মতটি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ রূপটি এর হাকীকত সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বহু কিতাবও রচনা করিয়াছেন কিন্তু হাফিয ইবনে মান্দাহ (র) এই বিষয়ে কিতাবুর রূহ নামক সর্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছন।

(٨٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًاۙ

(٨٧) اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا

(٨٨) قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

(٨٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

৮৬. ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

৮৭. ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপলকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁহার মহা অনুগ্রহ।

৮৮. বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তাহরা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।

৮৯. আমি মানুষের জন্য এই কুরআন বিভিন্ন উপমা বিষদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা)-এর প্রতিত মহান কুরআন অবতীর্ণ করিয়া যে বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাহারই উল্লেখ

করিয়াছেন। তিনি তাহার প্রতি এমন মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাকে কোন প্রকারেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, শেষ যুগে শাম দেশ হইতে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হইবে তখন কোন মানুষের কুরআনে কোন আয়াত থাকিবে না আর কোন হাফিযদের অন্তরেও উহা অবশিষ্ট থাকিবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করিয়াছেন, যে এই কুরআন এতই মহান ও বুলন্দ মর্যাদাশীল যে যদি সকল মানব-দানব ইহার ন্যায় গ্রন্থ পেশ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইয়াও ইহার ন্যায় গ্রন্থ পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ ইহা হইল আল্লাহর কালাম কোন মাখলূকের কালাম নহে। আর মাখলূকের কালাম কখনও খালেক ও সৃষ্টিকর্তার কালামের সমতুল্য হইতে পারে না। ইবনে ইসহাক (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যে রকম কালাম পেশ করিয়াছেন আমরাও অনুরূপ কালাম পেশ করিব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বক্তব্যের সমালোচনা করা যায় কারণ, সূরাটি মক্কী এবং সূরাটির মধ্যে কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অথচ ইয়াহূদীরা তো একত্রিত হইয়াছিল মদীনায় اَللّٰهُ اَعْلَمُ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ আমি মানুষের জন্য দলীল প্রমাণ পেশ করিয়াছি এবং তাহাদের সম্মুখে সত্যকে স্পষ্ট করিয়াছি এবং বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়কে বুঝাইয়াছি তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অধিকাংশ লোক হককে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্যকে রদ করিয়াছে।

(৯০) وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۙ

(৯১) اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۙ

(৯২) اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۙ

(৯৩) اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۠

৯০. এবং উহারা বলে, কখনই তোমাতে ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে।

৯১. অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নালা।

৯২. অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করিয়া আমাদিগের উপর ফেলিবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণকে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে।

৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না যতক্ষণ তুমি আমাদিগের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক আমি তো হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত যে বরীআহর দুই পুত্র উতবাহ ও শায়বাহ, আবূ সুফিয়ান, বনু আব্দুদদার-এর এক ব্যক্তি আবূল বুখতরী, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আসাদ, যাম'আহ ইবনে আসওয়াদ, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়াহ, উমাইয়া ইবনে খলফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাইহ ও মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ তাহারা কা'বা গৃহের নিকট সূর্যাস্তের পর একত্রিত হইল। তাহারা একে অপরকে বলিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে ডাকিয়া আন এবং তাহার সহিত আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যেন পরে তাহার আর কোন ওযর না থাকে অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই বলিয়া সংবাদ দিল যে, আপনার কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সংবাদ পাইয়া দ্রুত তাহাদের নিকট আসিলেন। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা সত্যকে বুঝিতে পরিয়াছে। তিনি তাহাদের হেদায়তের প্রতি বড় আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহাদের হেদায়াত গ্রহণই ছিল তাঁহার নিকট বড়ই প্রিয়। অতএব তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহাম্মদ (সা) আমরা আপনাকে শুধু ওযর পেশ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আল্লাহর কসম, আপনি আপনার কওমের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা আরবের অন্য কোন লোক সম্পর্কে ইহা জানিনা যে. কোন বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। আপনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে গালি দিয়াছেন। আমাদের ধর্মকে মন্দ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। আমাদের জ্ঞানী লোকদিগকে বোকা বলেন। আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেন ও আমাদের মধ্যে বিভেধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি আমাদের ও আপনার মাঝে সর্ব প্রকার বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আপনি এই মতবাদ ধন-সম্পদ লাভের

জন্য পেশ করিয়া থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়া দিতেছি ফলে আপনিই হইতেন সর্বাধিক ধন-সম্পদশালী। আর যদি আপনি নেতৃত্ব ও সরদারী লাভের উদ্দেশ্যে ইহা পেশ করিয়া থাকেন। তবে আমরা তাহাও আপনার জন্য পেশ করিতেছি। আর যদি আপনি সাম্রাজ্য লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন। তবে আপনাকে আমরা আমাদের বাদশাহ মানিয়া লইতেছি। আর যদি কোন জ্বিনের প্রভাবে আপনার মস্তিষ্কে বিক্রিতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা উহার চিকিৎসার জন্য প্রাণ খুলিয়া অর্থ খরচ করিব যাবত না আপনি সুস্থ হন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ আমার মধ্যে উহার কিছুই নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমাকে তিনি তোমাদিগকে সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের প্রেরিত বিষয়াদী তোমাদের নিকট পৌছাইয়াছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করিয়াছি। আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি যদি তোমরা উহা কবূল কর তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের অংশিদার হইবে। আর যদি তোমরা উহা রদ করিয়া দাও তবে আমি সবুর করিব এমন কি আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহম্মদ! আমরা যাহা আপনার নিকট পেশ করিয়াছি যদি আপনি উহা গ্রহণ না করেন তবে আপনি তো জানেন আমাদের শহর সর্বাধিক সংকীর্ণ শহর আমরা সর্বাধিক দরিদ্র আর আমরাই সর্বাধিক কঠিন জীবন যাপন করি। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের এই পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন যাহা আমাদের শহর সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি যেন আমাদের শহরকে সুবিস্তৃত করিয়া দেন আর তিনি যেন শাম ও ইরাকের নহরসমূহের ন্যায় আমাদের এই দেশের নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দেন। আর আপনি এই প্রার্থনাও করিবেন, তিনি যেন আমাদের পুরুষদিগকে জীবিত করিয়া দেন এবং তাহাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি একজন অতিসত্যবাদী লোক ছিলেন, আমরা তাহার নিকট আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব যে আপনি সত্য কি মিথ্যা? আমরা আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছি যদি আপনি উহা পূর্ণ করেন আর তাহারা আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করে তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে মানিয়া লইব এবং আল্লাহর নিকট আপনার যে মর্যাদা রহিয়াছে উহা বুঝিব। আর ইহাও বুঝিব যে তিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আমি তো ইহার জন্য প্রেরিত হই নাই। আল্লাহ তা'আলা যেই বস্তুসহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি উহা

তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতের অংশীদার হইবে আর যদি উহা তোমরা রদ করিয়া দাও তবে আমি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় সবুর করিতে থাকিব। এমন কি তিনি তোমাদের ও আমার মাঝে ফয়সালা করিবেন। তখন তাহারা বলিল আচ্ছা যদি আপনি ইহাতেও সম্মত না হন তবে আপনি রাসূল হইলে আপনার জানা আছে যে আমরা সংকুচ ভূমিতে বসবাস করিতেছি আমাদের ন্যায় অভাবী ও নিম্নজীবনের আর কেউ নাই তাই আপনি প্রার্থনা করুন যাহাতে পাহাড়সমূহ দূরে সড়াইয়া দেন আমাদের দেশ প্রশস্ত হয়, শাম ও ইরাকের ন্যায় নদীবহুল প্রবাহিত হয়। এবং পূর্বের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয় বিশেষ করিয়া কুছাই ইবনে কেলাব জীবিত হয় সে সত্যকথা বলিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব আপনি যাহা বলেন তাহা কি সত্য না বাতেল। আমরা যাহা বলিয়াছি যদি তাহা করেন এবং তাহারা আপনাকে সত্যায়িত করে আমরাও আপনাকে সত্য বিশ্বাস করিব এবং আপনার জন্য বিশেষ মর্যাদা হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন আমি এই জন্য প্রেরিত হই নাই আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে যে দীন নিয়া প্রেরিত হইয়াছি তাকে তোমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যদি তাহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের অংশ থাকিবে। আর যদি তাকে রদ করিয়া দাও আমি ধৈর্যধারণ করিব। এবং তোমাদের ও আমার মাঝে ফয়সালা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। তাহারা বলিল যদি আপনি আমাদের এই কথা না মানেন তাহা হইলে আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন তিনি যেন একজন ফিরিশ্‌তা পাঠাইয়া দেন যিনি আপনাকে সত্যায়িত করিবেন এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিবেন এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট ইহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি যেন আপনাকে বাগানসমূহ দান করেন এবং স্বর্ণ ও চাঁদীর বালাখানা ও অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেন এবং আপনাকে তিনি জীবিকা উপার্জনের ঝামেলা হইতে বে-নিয়ায করিয়া দেন। আমরা যেমন জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা করি আপনাকেও তদ্রূপ জীবিকা উপার্জনের জন্য বাজারসমূহে ছুটাছুটি করিতে দেখি। তাহা হইলেই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত মর্যাদাকে আমরা মানিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন উত্তর করিলেন, আমি ইহা করিব না, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ইহার প্রার্থনাও করিব না। আমি তোমাদের প্রতি ইহার জন্য প্রেরিতও হই নাই। আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি তোমরা আমার পেশকৃত দীন গ্রহণ কর তবে তো দুনিয়া ও আখিরাতের অংশীদার হইবে আর যদি উহা প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি সবুর করিতে থাকিব যাবত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। তাহারা বলিল, আচ্ছা আপনি বলিয়া থাকেন আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন অতএব আপনি আল্লাহকে বলিয়া আমাদের উপর

আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলুন। মনে রাখিবেন, যদি আমাদের এই কথা পালন না করেন তবে আমরা কখনও আপনার প্রতি ঈমান আনিব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "ইহা আল্লাহর এখতিয়ারের বিষয় তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন"। তখন তাহারা বলিল হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু কি ইহা জানিতেন যে, আমরা আপনার সহিত বৈঠক করিব এবং যেই সকল প্রশ্ন আমরা আপনার নিকট করিয়াছি ঐ সকল প্রশ্ন করিব আর যেই সকল বস্তুর আমরা প্রার্থনা করিয়াছি উহা প্রার্থনা কবির। অতএব উচিৎ তো ছিল যে তিনি পূর্ব হইতে আপনাকে এই বিষয়ে অবগত করিতেন, এবং আপনার জবাব কি হওয়া উচিৎ তাহাও তিনি বলিয়া দিতেন আর আপনার কথা অস্বীকার করিলে তিনি আমাদের সহিত কি করিবেন তাহাও তিনি বলিয়া দিতেন। তবে শুনিয়া রাখুন আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই কথা পৌছিয়াছে যে, 'ইয়ামামাহ' এর অধিবাসী 'রহমান' নামক এক ব্যক্তি আপনাকে শিক্ষা দান করে। আল্লাহর কসম, আমরা 'রহমান'কে বিশ্বাস করিব না। আপনার নিকট আজ আমরা শেষ কথা বলিয়া গেলাম। আল্লাহর কসম, আপনাকে এই অবস্থায় স্বাধীন ছাড়িব না যাবত না আপনাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিব কিংবা আপনি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

তাহাদের একজন বলিল, আমরা ফিরিশ্‌তাদের পূজা করি আর তাহারা হইলেন, আল্লাহর কন্যা। কেহ বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না। যাবৎ না আল্লাহ ফিরিশ্‌তাগণকে দলে দলে আমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন। তাহারা এই সকল কথা বলিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে মুগীরাহ উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম তোমার নিকট যাহা কিছু পেশ করিয়াছে তুমি উহা অস্বীকার করিয়াছ এবং তাহারা আল্লাহর নিকট তোমার যে কি মর্যাদা তাহা জানিবার জন্য কিছু প্রার্থনা করিয়াছে তুমি তাহাও অস্বীকার করিয়াছ এবং সর্বশেষ তুমি আযাব ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর, তাহা অবতীর্ণ করিবার জন্য তাহারা বলিয়াছে তুমি তাহাও অস্বীকার করিয়াছ। তবে শুনিয়া রাখ, আমি তোমার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনিব না যাবত না আসমানে একটি সিঁড়ি লাগাইয়া উহাতে আরোহণ করিবে আর আমি তোমার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে থাকিব এবং একখানা খোলা কিতাব সাথে করিয়া আনিবে এবং তোমার সহিত চার জন ফিরিশ্‌তা আসিয়া তোমার কথার সাক্ষ্য দান করিবে। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, সম্ভবত তাহার কওম তাঁহাকে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিবে কিন্তু যখন তাহাদের এই সকল অবাঞ্ছিত কথা শুনিলেন, তখন তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া ঘরে ফিরিলেন। যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ বাক্কায়ী ইবনে ইসহাক (র) হইতে তিনি জনৈক আলেম হইতে তিনি সায়ীদ ইবন জুবাইর ও ইকরিমাহ (র) হইতে তাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরাইশ কাফিররা যে মজলিস অনুষ্ঠিত করিয়াছিল যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মজলিস অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ইহা বুঝিতেন যে তাহারা বাস্তবিক হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে এই মজলিস অনুষ্ঠান করিয়াছে তবে অহাদের প্রার্থনা কবূল করা হইত কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানিতেন যে তাহাদের এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে শুধু কুফর ও বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নহে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলা হইল, যদি আপনি চান তবে তাহাদের সকল দরখাস্ত মঞ্জুর করিব। কিন্তু জানিয়া রাখুন যদি ইহার পর তাহারা কুফর করে তবে তাহাদিগকে এমন কঠিন শাস্তি দান করিব, যাহা পূর্বে কাহাকেও দান করি নাই। আর যদি আপনি চান তবে তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, بَلْ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ এবং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন। এই সম্পর্কে وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ الخ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস ও যুবাইর ইবন আওয়াম (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا - اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا - تَبَارَكَ الَّذِىْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا

তাহারা বলে এই রাসূলের কি হইল? সে আহার করে আর বাজারে চলাফিরা করে তাহার নিকট ফিরিশ্‌তা কেন অবতীর্ণ হয় না? যে তাহার সহিত ভীতি প্রদর্শন করিবে কিংবা তাহাকে ধন-ভান্ডার দান করে কিংবা তাহার বাগ বাগিচা যাহা হইতে সে খাইবে। আর যালেমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করিতেছ। দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিয়াছে ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না । সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্ছা করিলে আপনার জন্য তাহাদের প্রার্থিত বাগান অপেক্ষা উত্তম বাগানসমূহ আপনাকে দান করিতেন যাহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইত আর আপনাকে তিনি অট্টালিকা ও বালাখানাও দান করিতেন কিন্তু তাহাদের এই সকল প্রার্থনার উদ্দেশ্য হেদায়েত গ্রহণ নহে বরং মূল কারণ হইল তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং বিদ্রূপ করিয়াই এসকল প্রার্থনা করে আর যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য আমি আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি (ফোরকান-৭-১১)।

قوله حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا অর্থাৎ আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না যাবৎ না ভূপৃষ্ঠ হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করেন। কুরাইশ কাফিররা হিজাযের উপর দিয়া নহর প্রবাহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল মহান শক্তিমান আল্লাহর পক্ষে ইহা কোন কঠিন কাজ নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের যাবতীয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন তাহারা কোন অবস্থাতেই হেদায়েত গ্রহণ করিত না। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যাহাদের প্রতি শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা সর্ব প্রকার নিদর্শন আসিলেও ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে (ইউনুস-৯৬-৯৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا-

আর যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করি আর মৃত জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলে আর গায়েবের সকল বস্তু যদি তাহাদের সম্মুখে খোলাখুলি জমা করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না।

قوله اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ الخ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তো বলেন কিয়ামত দিবসে আসমান ফাটিয়া যাইবে । উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এই কথা যদি সত্য হয় তবে আজই আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া আসমান ফাটাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেখান তবেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। যেমন তাহারা এই প্রার্থনা করিয়াছিল।

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ فَاَمْطِرْ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

হে আল্লাহ! যদি এই সব কিছু আপনার পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করুন। হযরত শু'আইব (আ)-এর কওমও তাহার নিকট অনুরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল। اَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্য হন তবে আসমানের টুকরা আমাদের উপর ভাঙ্গিয়া ফেলুন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিলেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হইলেন, রহমতের নবী তিনি হইলেন তওবার নবী, যাহাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি আল্লাহর নিকট তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন হইতে পারে তাহাদের বংশ হইতে এমন কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে শিরক করিবে না। আর বাস্তবে ঘটিয়াছেও তাহাই। কারণ উপরে যাহাদের উল্লেখ করা

হইয়াছে পরবর্তীকালে তাহাদের অনেকেই উত্তম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এমন কি আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উদ্ভট কথা বলিয়াছিল পরবর্তীকালে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং সরলন্তকরণে আল্লাহর দরবারে তওবা করিয়াছিল।

قوله أَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ কিংবা আপনার জন্য স্বর্ণের গৃহ হইবে। মুজাহিদ (র) ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন زُخْرُفٍ অর্থ স্বর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিরাতে أَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذَهَبٍ রহিয়াছে।

أَوْتَرْقٰى فِى السَّمَاءِ কিংবা আপনি সিঁড়ির সাহায্যে আসমানে আরোহণ করিবেন আর আমরা আপনার প্রতি দেখিতে থাকিব وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا الخ আর আপনার আরোহণের প্রতি আমরা বিশ্বাস করিব না যাবৎ না আপনি আমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিবেন যাহা আমরা নিজেরাই পাঠ করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে। قوله قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًارَّسُوْلاً আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক মহাপবিত্র তাহার সম্মুখে কাহার কোন অধিকার চলে না তিনি তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন আর ইচ্ছা না করিলে মঞ্জুর করিবে না। আর আমি তো কেবল একজন রাসূল মাত্র। আমার দায়িত্ব হইল কেবল আমার প্রতিপালকের রিসালত পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর তোমাদের হীত ও মঙ্গল কামনা করা আর আমি দায়িত্ব পালন করিয়াছি। আর তোমরা যে প্রার্থনা করিয়াছ আমি উহা আল্লাহর সোর্পদ করিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইবনে ইসহাক (রা)....আবূ উমামাহ (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন যে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিলেন তিনি আমার জন্য বাত্‌হায়ে মক্কাকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিবেন আমি বলিলাম, হে আমার প্রতিপালক আমার ইহার প্রয়োজন নাই, বরং আমি এক দিন তৃপ্তি সহকারে আহার করিব এবং একদিন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব কিংবা এমনই কিছু তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব আপনার নিকট কাকুতি মিনতি করিব আর যখন তৃপ্ত হইব আপনার প্রশংসা করিব ও শোকর করিব। ইমাম তিরমিযী যুহদ অধ্যায়ে সুওয়াইদ ইবনে নসর এর সূত্রে সে হযরত ইবনুল মুবারক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান এবং আলী ইবনে ইয়াযীদ দুর্বল।

(٩٤) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

(٩٥) قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

৯৪. যখন উহা দিগের নিকট আসে পথ-নির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদিগের এই উক্তি, আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

৯৫. বল, ফিরিশ্তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে ফিরিশতাই উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا অর্থাৎ অধিকাংশ লোককে ঈমান আনিতে এবং রাসূলগণের অনুকরণ করিতে কেবল মানুষকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করার প্রতি তাহাদের বিস্ময়ই বাধা প্রদান করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ মানুষের জন্য কি ইহা বিস্ময়ের কারণ যে আমি তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের কাছে অহী প্রেরণ করিয়াছি আপনি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করুন এবং মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান করুন; তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সত্য মর্যাদা রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا তাহাদের অস্বীকৃতি কেবল এই কারণে যে তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণসহ তাহাদের রাসূলগণ আগমন করেন অতঃপর তাহারা বলে মানুষ-ই কি আমাদিগকে হেদায়েত দান করিবে। ফিরআউন ও তাহার সরদাররা বলিয়াছিল اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عابدون আমরা কি এমন দুইজন মানুষের প্রতি ঈমান আনিব যাহারা আমাদের মত মানুষ উপরন্ত তাহাদের কওম আমাদেরই অনুগত। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মতও তাহাদের রাসূলগণকে বলিয়াছে ঃ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ - তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম হইতে বিরত রাখাই তোমাদের কাম্য। কাজেই তোমরা কোন প্রকাশ্য দলীল আমাদের নিকট পেশ কর। এই সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে তিনি মানুষের মধ্য হইতেই রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন

যেন তাহার সহিত আলাপ করিয়া সহজেই যাবতীয় বস্তু বুঝিতে পারে। যদি তিনি কোন ফিরিশ্‌তাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা তাহার সহিত মুখামুখী হইয়া কথাবার্তা বলিতেও পারিত না আর কোন বিষয় বুঝিতেও সক্ষম হইত না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন। لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ ও হইসান করিয়াছেন যে তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (আলে ইমরান-১৬৪)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ.

যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন আর সেই বিষয় শিক্ষাদান করেন যাহা তোমরা জানিতে না। অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। এবং তোমরা আমার শোকর কর, না শোকরী করিও না (বাক্বারা-১৫১-১৫২) এখানেও তিনি ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰۤئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ আপনি বলিয়া দিন, যদি পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তারা স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করিত যেমন তোমরা কর তবে لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا অবশ্যই আমি তাহাদের প্রতি আসমান হইতে ফিরিশ্‌তাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিতাম। কিন্তু যেহেতু তোমরা মানুষ অতএব তোমাদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়া মানুষকেই রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

(٩٦) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ○

৯৬. বল, আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন যে তিনি যেন বলেন, আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি আল্লাহ উহা ভালরূপেই জানেন অতএব আমার ও তোমাদের মাঝে তিনিই সাক্ষী। আল্লাহ সম্বন্ধে যদি আমি কোন মিথ্যা কথা বলিতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে কঠিন শাস্তি দান করিতেন। যেমন

ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ যদি তিনি সামান্য মিথ্যা আমার সম্বন্ধে বলিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে ডান হাতে পাকড়াও করিতাম অতঃপর আমি তাহার শ্বাসনালী কাটিয়া ফেলিতাম।

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا নিশ্চয়ই তিনি তাহার বান্দাদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন যে কে তাহাদের মধ্যে পুরস্কার অনুগ্রহ ও হেদায়েত পাইবার যোগ্য এবং কে গুমরাহী ও পথ ভ্রষ্টতা ও বদবখতীর যোগ্য।

(৯৭) وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝

৯৭.আল্লাহ যাহাদিগকে পথনির্দেশ করেন তাহারা তো পথ প্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদিগের অভিভাবক পাইবে না, কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদিগের মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করিয়া। উহাদিগের আবাস স্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখন উহাদিগের জন্য অগ্নি শিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনিই তাহার মাখলূকের মধ্যে যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন কেবল মাত্র তাহারই হুকুম চলে। তিনি যাহাকে হেদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারে না। আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহার এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই যে তাহাকে হেদায়েত দান করিতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مُّرْشِدًا আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দান করেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর যাহাকে তিনি গুমরাহ করেন তাহাদের জন্য আপনি কোন পথ প্রদর্শক পাইবেন না। وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ আর আমি তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় একত্রিত করিব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইবনে নুমাইর (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! মানুষের মুখের উপর খাড়া করাইয়া কিভাবে তাহাদিগকে একত্রিত করা হইবে? তখন তিনি বলিলেন, যেই মহান সত্তা মানুষকে দুই পায়ের উপর ভর দিয়া হাটাইতেছেন তিনি তাহাদিগকে মুখের উপর ভর দিয়া হাটাইতে সক্ষম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ও তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীস দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অলীদ ইবন জমী কুরাইশী....হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ যর (রা) দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন হে, বন্ধু গিফার! তোমরা বল, কিন্তু কসম খাইও না। কারণ, চরম সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সমস্ত মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হইবে, একদল আরোহণকারী পানাহারকারী ও পরিধানকারী হইবে। একদল পায়ে হাটিয়া ও দৌড়াইয়া চলিবে আর একদল তাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ তাহাদের মুখমন্ডলের উপর টানিয়া লইয়া যাইবে এবং দোযখে একত্রিত করিবে। তখন এক ব্যক্তি বলিবে দুইদলকে তো আমরা বুঝিতে পারিয়াছি কিন্তু যাহারা পায়ে হাটিবে ও দৌড়াইবে তাহারা কাহারা? তখন তিনি বলিলেন, বাহনকারী পশুর উপর বিপদ আসিবে এমনকি এক ব্যক্তি তাহার একটি শ্যামলিময় ও সুফল বাগানের বিনিময়ে একটি উষ্ট্রী খরীদ করিতে চাহিবে কিন্তু তাহাও সে পাইবে না। عُمْيًا অর্থ অন্ধ بُكْمًا অর্থ বোবা صُمًّا অর্থ বধির। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার শিকার হইবে। যেমন তাহারা দুনিয়ায় সত্য বলিতে বোবা ছিল, সত্য শ্রবণে বধির ছিল এবং সত্য দর্শনে অন্ধ ছিল। তাহাদের এই পাপের অনুরূপ শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। অথচ, দর্শন শ্রবণ ইত্যাদির প্রয়োজন কিয়ামতে সর্বাধিক বেশী হইবে। مَأْوَاهُمْ অর্থ, আশ্রয় স্থল ও বাসস্থান। كُلَّمَا خَبَتْ ইবনে আব্বাস (রা) ইহার অর্থ বলেন যখন জাহান্নাম নীরব হইয়া যাইবে। মুজাহিদ বলেন, যখনই জাহান্নাম নির্বাপিত হইবে। زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا তাহাদের জন্য আগুনের ফুলকী উহার উত্তেজনা ও আংগার বৃদ্ধি করিয়া দিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا তোমরা স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করিতে থাকিব।

(৯৮) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا○

(৯৯) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا○

৯৮. ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?

৯৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না যে আল্লাহ্ যিনি আকাম মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদিগের

জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি সীমালংঘনকারীগণ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অন্ধ অবস্থায় বোবা অবস্থায় ও বধির অবস্থায় উত্থিত করিবার যে শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে তাহার কারণ হইল যে, তাহারা আমাদের দলীল প্রমাণসমূহ অস্বীকার করিয়াছে এবং পুনর্জীবন তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছে وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا আর তাহারা এই কথাও বলে যে যখন আমরা শুধু হাড্ডি হইয়া যাইব ও পচিয়া গলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াা যাইব إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হইয়া উত্থিত হইব? অর্থাৎ আমরা যখন পচিয়া গলিয়া ধ্বংস হইয়া যাইব মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইব তাহার পরও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হইয়া উত্থিত হইব? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার এত শক্তি, এত ক্ষমতা তাহার পক্ষে পুনরায় তাহাদের সৃষ্টি করা অধিক সহজ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ মানুষ সৃষ্টি করিবার তুলনায় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা অধিক কঠিন ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর পক্ষে তো আসমান যমীন সৃষ্টি করাও কঠিন নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

তাহারা কি চিন্তা করে নাই যে যেই সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি মৃতদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

যেই মহান সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? নিশ্চয় সক্ষম তিনি তো বড়ই সৃষ্টিকর্তা মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সেই বস্তুকে 'হইয়া যাও' হুকুম করেন অমনি উহা হইয়া যায়।

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

তাহারা কি দেখেন নাই যে সেই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে

তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার ঠিক তদ্রূপ সৃষ্টি করিবেন যেমন তিনি প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি রিয়াছিলেন।

قوله وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لاَرَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কবর হইতে উত্থিত করিবার জন্য ও তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্বাচিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সময়টি অতিবাহিত হওয়া জরুরী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَانُؤَخِرَهُ اِلَّا لاجَلِ مَّعْدُوْدًا আমি একটি নির্দিষ্ট সময়টি পর্যন্ত উহা বিলম্বিত করিব। قوله فَاَبَى الظَّالِمُوْنَ اِلاَّ كُفُوْرًا অতঃপর যালিম লোকেরা দলীল-প্রমাণ কায়েম হইবার পরও তাহাদের গুমরাহী ও অহংকারকে পরিত্যাগ করে নাই।

(١٠٠) قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۟

১০০. বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে, তবুও 'ব্যয় হইয়া যাইবে' এই আশঙ্কায় তোমরা উহা ধরিয়া রাখিতে; মানুষতো অতিশয় কৃপণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি বলিয়া দিন, হে মানুষ! যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইতে তবে উহা খরচ হইয়া যাওয়ার আশংকায় খরচ করিতে বিরত থাকিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন "দারিদ্রের ভয়ে তোমরা উহা খরচ করিতে না।" অথচ, আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার কখনোও শেষ হয় না। তবে খরচ করিতে বিরত থাকিবার মূল কারণ হইল তোমাদের স্বভাবের মধ্যে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা রহিয়াছে এবং এই স্বভাবগত সংকীর্ণতার কারণে যাহা খরচ করিলে শেষ হয় উহা খরচ করিতে তোমরা বিরত থাকিতে। وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন قَتُوْرٌ অর্থ বখীল কৃপণ। ইরশাদ হইয়াছে اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَايُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا তাহারা কি সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিকারী হইয়াছে তাহা হইলে তো তাহারা মানুষকে একটি কড়িও দান করিবে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতির স্বভাবগত দোষের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহাকে তাওফীক দান করেন সে তাহার এই স্বভাবের উপর বিজয়ী হয়। কৃপণতা ও অস্থিরতা মানুষের জন্মগত স্বভাব। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ মানব জাতিকে বড়ই ভীত সৃষ্টি করা হইয়াছে যখন তাহাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে অস্থির হইয়া পড়ে আর যখন কোন মাল দৌলত লাভ করে তখন

সে কৃপণতা করে কিন্তু যাহারা নামাযী তাহারা ইহা হইতে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত

يَدُ اللّٰهِ مَلاَئِ لاَيَغْضِيْهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَغُضَّ مَافِى يَمِيْنِهِ

আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ দিবা রাত্রির অজস্র ব্যয় উহাকে হ্রাস করে না। তোমরা কি দেখনা যে যখন হইতে আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি ব্যয় করিতেছেন কিন্তু তাহার ধন-ভান্ডার হইতে কিছুই কমিয়া যায় না।

(١٠١) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۝

(١٠٢) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۝

(١٠٣) فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۝

(١٠٤) وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۝

১০১. তুমি বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি মূসা (আ) কে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল, ফির'আউন তাহাকে বলিয়াছিল, হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

১০২. মূসা বলিয়াছিল তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন— প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফির'আউন! আমি তো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।

১০৩. অতঃপর ফির'আউন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফির'আউন ও তাহার সংগিগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

১০৪. ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদিগের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত মূসা (আ)কে নয়টি মু'জিযা দিয়া ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার নবুওয়তের পক্ষে দলীল ছিল। আর তাহা হইল— ১. লাঠি যাহা সাপ হইয়া যাইত। ২. হাতের শুভ্রতা ৩. বনী ইসরাঈলের পারাপারের জন্য নদীর রাস্তা হইয়া যাওয়া ৪. তুফান ৫. পঙ্গপাল ৬. উকুন ৭. ব্যাংগ ৮. রক্তের শাস্তি যাহা প্রত্যেক পাত্রে দেখা দিত ৯. দুর্ভিক্ষ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহা বলিয়াছেন। মুহম্মদ ইবন কা'ব বলেন, মু'জিযা কয়টি হইল, ১. হাতের শুভ্রতা ২. লাঠি সূরা আ'রাফে উল্লেখিত পাঁচটি। মাল মিটিয়া যাওয়া ও পাথর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরামাহ শা'বী ও কাতাদাহ (র) হইতে আরো বর্ণিত নয়টি মু'জিযা হইল ১. হাতের শুভ্রতা ২. লাঠি ৩. ফলমূল কমিয়া যাওয়া ৪. তুফান ৫. পঙ্গপাল ৬. উকুন ৭. ব্যাংগ ৮. রক্ত ও ৯. দুর্ভিক্ষ। এই নয়টি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য। হাসান বসরী (র)-এর মতে দুর্ভিক্ষ ও বাগানের ফল ফলাদী হ্রাস পাওয়া একই বস্তু। তাঁহার মতে নবম মু'জিযা হইল যাদুকরদের সমস্ত সাপকে হযরত মূসা (আ)-এর লাঠির গিলিয়া ফেলা।

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ অতঃপর তাহারা অহংকারে মাতিয়া উঠিল আর তাহারা ছিল-ই অপরাধী গোষ্ঠী। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর প্রত্যক্ষ নয়টি মু'জিযা দেয়া সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিল। তাহাদের অন্তর যদিও উহা বিশ্বাস করিয়াছিল কিন্তু যুলুম ও বাড়াবাড়ি করিয়া তাহারা মুখে অস্বীকার-ই করিতে থাকিল। অনুরূপভাবে কুরাইশ কাফিররা যেই সকল মু'জিযা ও নিদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহারা বলিতেছে যাবৎ না আপনি এই ভুপৃষ্ঠ হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করিবেন আমরা ঈমান আনিব না। তাহাদের এই ধরনের আরো যেই সকল আবদার রহিয়াছে যদি আমি উহা পূর্ণও করিয়া দেই তবুও তাহারা ফিরআউন ও তাহার কওমের ন্যায় ঈমান আনিবে না। ফিরআউন হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে সকল মু'জিয়া দেখান সত্ত্বেও বলিয়াছিল إِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا হে মূসা! (আ) আমি তো তোমাকে একজন যাদুগ্রস্ত লোক মনে করি কেহ কেহ বলেন, مَسْحُوْرٌ অর্থ سَاحِرٌ অর্থাৎ যাদুকর। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ উপরে যেই সকল নিদর্শনসমূহ ইমামগণ উল্লেখ করিয়াছেন আলোচ্য আয়াতে উহাই উদ্দেশ্য। আর নিম্নের আয়াতের মধ্যে تِسْعَ اٰيٰتٍ দ্বারা এই নয়টি মু'জিয়া-ই বুঝান হইয়ছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى لَاتَخَفْ.....اِلٰى قَوْلِه فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ .....اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ-

আত্র আয়াত দুটির মধ্যে লাঠি ও হাতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়টি সূরা আ'রাফের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই নয়টি ছাড়াও

হযরত মূসা (আ) কে আরো অনেক মু'জিযা দান করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করিয়া পানি বাহির করা মেঘের দ্বারা ছায়া দান। মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করা আরো অনেক মু'জিযা যাহা মিসর ত্যাগ করিবার পর দান করা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মাত্র নয়টি মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ফির'আউন ও তাহার কওম এই নয়টি মু'জিযা দেখিতে পাইয়াছিল। অতএব উহাই তাহাদের উপর দলীল হিসাবে কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহাকে অস্বীকার করিয়াছিল ও কুফর করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) আহমদ বলেন, ইয়াযীদ....সাফওয়ান ইবনে আস্সাল মুরাদী, হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী তাহার সাথীকে বলিল, চল, আমরা এই নবীর নিকট গিয়া وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ এর মধ্যে উল্লেখিত নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি? তখন তাহার সাথী বলিল, তুমি তাহাকে নবী বলিও না, কারণ, যদি তিনি ইহা শুনিতে পারেন যে তুমি তাহাকে নবী বলিয়াছি তবে তাহার চার চক্ষু হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল, ১. তোমরা আল্লাহর সহিত শরীক করিবে না। (২) চুরি করিবে না। ৩. ব্যভিচার করিবে না ৪. অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না। ৫. যাদু করিবে না ৬. সুদ খাইবে না। ৭. কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বাদশাহর নিকট লইয়া যাইবে না ৮. কোন পূত-পবিত্র লোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিবে না। অথবা তিনি বলিয়াছেন জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না। শু'বা সন্দেহ করিয়াছেন। হে ইয়াহূদী গোষ্ঠী বিশেষ করিয়া তোমরা সপ্তাহের দিনে অর্থাৎ শনিবারের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিবে না।" অতঃপর তাহারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের ও পায়ের চুমু খাইলেন। এবং বলিল আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি নবী। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তবে আমার অনুসরণ করিতে তোমাদের বাধা কিসের? তাহারা বলিল, যেহেতু হযরত দাউদ (আ) দু'আ করিয়াছিলেন, যে সর্বদা তাহার বংশধরের মধ্যে নবী থাকিবেন। আর এখন যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি তবে ইয়াহূদীরা আমাদিগকে হত্যা করিবে আমরা আশংকা করিতেছি। ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (রা)ও তাহার তাফসীরে শু'বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটির বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যপরটি জটিল। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহর স্মরণ শক্তি দুর্বল। এবং মুহাদ্দিসগণ তাহার সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাওরাতে উল্লেখিত দশটি আহকামকে তিনি নয়টি আয়াত (নিদর্শন) মনে করিয়া

বলিয়াছেন কিন্তু ফির'আউনের উপর দলীর কায়েম করিবার সহিত এই আহকামের কোন সম্পর্ক নাই। والله اعلم আর এই কারণে হযরত মূসা (আ) ফির'আউনকে বলিয়াছিলেন لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلاءِ الاَّرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ بَصَائِرَ তুমি অবশ্যই এই কথা জান যে আসমান ও যমীনের প্রতিপালকই এই নিদর্শনসমূহ আমার সত্যতার উপর দলীয় হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। وَاِنِّى لاَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا আর হে ফির'আউন! আমিতো তোমাকে ধ্বংস প্রাপ্ত মনে করি। তুমি পরাজিত হইবে। কবির কবিতায় مَثْبُوْرًا শব্দটি ধ্বংসের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

اِذَا جَارِىَ الشَّيْطَانِ فِى سِنَنِ الْغَىِّ + وَمَنْ مَّالِ مَيْلِهِ مَثْبُوْرُ

لَقَدْ عَلِمْتَ এর تا কে কেহ কেহ পেশসহ পড়িয়াছেন। হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। কিন্তু تا কে যবরসহ পড়াটা অধিকাংশ কারীদের মত। এবং عَلِمْتَ দ্বারা ফির'আউনকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَمَّاجَاءَتْهُمْ اٰيَاتُنَامُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَجَحَدُوْا بِهَاوَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

যখন তাহাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে আসিল তাহারা বলিল ইহা তো প্রকাশ্য যাদু। আর তাহারা উহা যুলুম ও অহংকার ভরে অস্বীকার করিল অথচ, তাহাদের অন্তর উহা বিশ্বাস করিয়াছিল। এই সকল দলীল দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, নয়টি আয়াত দ্বারা নয়টি মু'জিযাই উদ্দেশ্য। আর তাহা হইল— লাঠি, হাতের শুভ্রতা, দুর্ভিক্ষ, বাগানের ফলফলাদী হ্রাস পাওয়া, তুফান, পংগপাল, উকুন, ব্যাংগ ও রক্ত। এই কয়টি বস্তুই এমন ছিল যাহাকে ফির'আউন ও তাহার কওমের উপর হযরত মূসা (আ)-এর সত্যতা ও আল্লাহর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। তবে تِسْعَ اٰيَاتٍ এর যে ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হাদীসে করা হইয়াছে উহা আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাহ-এর পক্ষ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ, তাহার বর্ণিত কিছু মুনকার হাদীসও আছে। সম্ভবতঃ উক্ত দুই ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত মূসার এর প্রতি অবতারিত দশটি আহকাম সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই দশটি আহকামই তাহাদিগকে শুনাইয়া ছিলেন। কিন্তু রাবী تِسْعَ اٰيَاتٍ (নয়টি নিদর্শন) ও আহকামের মধ্যে পার্থক করিতে সক্ষম হন নাই অতএব তিনি দশ আহকামকেই تِسْعَ اٰيَاتٍ হিসাবে পেশ করিয়াছেন। قوله فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ হইতে উৎখাত করিয়া দিবে ও বিতাড়িত করিয়া দিবে

فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ

অতঃপর আমি তাহাকেও তাহার সঙ্গীদিগকে সকলকেই পানিতে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। এবং উহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর। অত্র আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ রহিয়াছে। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং হিজরতের পূর্বেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনা ঘটিয়াছেও তদ্রূপ। মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ তাহারা তো আপনাকে এই ভূখন্ড হইতে উৎখাত করিবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল যেন তাহারা আপনাকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কার অধিকারী করিলেন এবং তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি মক্কা বাসীদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া অধিক ধৈর্য ও অনুগ্রহের পরিচয় দান করিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা দুর্বল বনী ইসরাঈলকেও মাশরিক মাগরিব ও ফির'আউনের সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার ধন-সম্পদ ও বাগানসমূহ ও যাবতীয় ধন-ভান্ডারের মালিক করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَذٰلِكَ اَوْرَثْنَاهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অনুরূপ ভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে উহার মালিক করিয়াছিলাম। এখানে ইরশাদ হইয়াছে।

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا আর তাহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই দেশেই বসবাস কর। অতঃপর যখন আখিরাতের ওয়াদা আসিবে তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত করিব। অর্থাৎ তোমাদিগকে ও তোমাদের শত্রুদিগকে সকলকেই একত্রিত করিব। ইবনে আব্বাস (র) মুজাহিদ কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) বলেন, لَفِيْفًا শব্দটি جَمِيْعًا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের শত্রুরা সলরকে একত্রিত করিব।

(١٠٥) وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۘ

(١٠٦) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۘ

১০৫. আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

১০৬. আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খন্ড খন্ডভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে, এবং আমি উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন এই কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে কেবল সত্যই নিহিত রহিয়াছে যেমন ইরশাদ হইয়াছে لَكِنَّ اللّٰهَ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُوْنَ কিন্তু আল্লাহ তো নিজেই উহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করেন যাহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে। তিনি উহা স্বীয় জ্ঞানেই অবতীর্ণ করিয়াছেন আর ফিরিশ্তাগণও সাক্ষ্য দান করেন। ইহার মধ্যে বিদ্যমান সকল আহকাম, আদেশ নিষেধ তাহার পক্ষ হইতেই অবতারিত। وَبِالْحَقِّ نَزَلَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) এই কুরআন সংরক্ষিত ও হিফাযত সহকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অবতীর্ণ হয় নাই। ইহাতে অন্য কিছু বৃদ্ধিও করা হয় নাই। আর ইহা হইতে কিছু কমও করা হয় নাই। ইহা বড়ই আমানতদার শক্তিশালী ফিরিশ্তা আনপার নিকট পৌঁছাইয়াছে। উর্ধ্বজগতে যিনি মহামান্য। وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا যেই সকল মু'মিন আপনার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য আপনাকে সুসংবাদতারূপে এবং কাফিরদের জন্য আপনাকে ভীতি প্রদর্শনরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

قوله وَقُرْاٰنًا فَرَّقْنَاهُ – فَرَّقْنَاهُ-এর ر কে তাশদীদ ছাড়া পড়া হইলে ইহার অর্থ হইবে, এই কুরআনকে লওহে মাহফু হইতে প্রথম আসমানের বায়তুল ইজ্জতে আমি একবারই অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর তেইশ বৎসরের দীর্ঘকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে হযরত ইকরিমাহ (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন فَرَّقْنَاهُ এর ر কে তাশদীদসহও পড়া হইয়া থাকে। তখন অর্থ হইবে, এই কুরআনকে এক এক আয়াত করিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ আমি অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ যেন আপনি ধীরে ধীরে মানুষকে পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন এবং তাহাদের নিকট পৌঁছাইতে পারেন وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا এবং ইহা অল্প অল্প করিয়াই অবতীর্ণ করিয়াছি

(১০৭) قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ

(১০৮) وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

(১০৯) وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩

Contents

১০৭. বল, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে।

১০৮. এবং বল, আমাদিগের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।

১০৯. এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যেই সকল লোক এই কুরআনকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আপনি বলিয়া দিন آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا তোমরা চাহে ঈমান আন কিংবা না আন তাহাতে কিছু আসে যায় না বাস্তবে উহা মহাসত্য পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ এই কুরআনের পূর্বে যেই সকল আল্লাহর নেক বান্দাগণকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং তাহারা উহাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন না করিয়াই উহার প্রতি আমল করিয়াছে إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا যখন তাহাদের নিকট এই কিতাব তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। অর্থাৎ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তা'আলা যে তাহার অনুগ্রহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য করিয়াছেন এই কারণে তাঁহারা তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদায় অবণত হয়। أَذْقَانٌ শব্দটি ذَقَنٌ এর বহু বচন অর্থ চেহারার নিম্নভাগ।

يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

আল্লাহর মহাক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তিনি যে তাহার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মুখে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেরণ সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে তিনি তাহার খেলাফ করিবেন না। ইহার জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক মহা পবিত্র এবং তাহার কৃতওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ আর তাহারা আল্লাহ সামনে ক্রন্দনরতাবস্থায় তাহার রাসূল ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا আর তাহাদের বিনয় ও কাকুতি মিনতি আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ আর যাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাহাদের হেদায়াত ও তাকওয়া আরো অধিক বৃদ্ধি পায়।

(١١٠) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝

(١١١) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

১১০. বল, তোমরা "আল্লাহ্! নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার। সালাতে স্বর উচ্চ করিওনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্য পথ অবলম্বন কর।

১১১. বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্লাহর 'রহমান' নামকে অস্বীকার করে।

اُدْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

তোমরা চাও আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান বলিয়া ডাক এই দুই নামে কোন পার্থক্য নাই অতএব যেই নামে ডাক ডাকিতে পার। আল্লাহর তো এই দুই নাম ছাড়াও আরো অনেক নাম রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ....لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তিনি সেই মহান আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বস্তুকে জানেন তিনি রহমান তিনি রহীম .... তাহার অনেক সুন্দর নাম রহিয়াছে। আসমানসমূহ ও যমীনের সকল বস্তু তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করে।

মকহুল (র) বর্ণনা করেন, এক মুশরিক নবী করীম (সা) কে তাহার সিজদাকালে বলিতে শুনিল يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ তখন সে বলিল, তিনি তো বলিয়া থাকেন যেন তিনি কেবল এক মাবুদকে ডাকে অথচ, এখন তিনি দুইজনকে ডাকিতেছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) উভয় রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র)....ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় লুকাইয়া থাকিতেন তখন এই আয়াত وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহার সাহাবীগণকে লইয়া সালাত পড়িতেন তখন উচ্চস্বরে পড়িতেন। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরআনকে এবং যিনি উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে সকলকে গালি দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে বলিলেন لَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ আপনি উচ্চস্বরে কিরাত পড়িবেন না তাহা হইলে মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরআনকে গালি দিবে। وَلَاتُخَافِتْ بِهَا আর আপনি এত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না যে আপনার সাহাবীগণও শ্রবণ করিতে না পারে। وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا এবং মধ্য পথ অবলম্বন করুন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ বিশর জা'ফর ইবনে আয়াস হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করিলেন তখন এই সমস্যা দূর হইল এখন তিনি যেমন ইচ্ছা পড়িতে পারিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, দাউদ ইবনে হুসাইন (র) ইকরিমাহ হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়িতেন তখন মুশরিকরা দূরে সরিয়া যাইত এবং কুরআন শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিত। কেহ শ্রবণ করিতে চাইলে তাহাদের ভয়ে চুরি করিয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু যখন সে বুঝিত মুশরিকরা জানিয়া ফেলিয়াছে তখন সে চলিয়া যাইত। কিন্তু যদি তিনি নিম্নস্বরে কিরাত পড়িতেন তবে তাহার সাহাবীগণ যাহারা তাহার কিরাত শ্রবণ করিতে আগ্রহী তাহারা উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا আপনি অতি উচ্চস্বরেও পড়িবেন না। আর একেবারে এত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না যেন তাহারা চুপি চুপি চুরি করিয়া শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে ব্যর্থ হয়। وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করুন। হযরত ইকরিমাহ, হাসান বসরী কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি সালাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র)....মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে হযরত আবূ বকর (র) যখন সালাত পড়িতেন তখন অতি চুপে সালাত পড়িতেন অপর পক্ষে হযরত ওমর (রা) যখন পড়িতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে পড়িতেন। হযরত আবূ বকর (রা কে জিজ্ঞাসা করা

হইল আপনি এত নিম্নস্বরে সালাত পড়েন কেন? তিনি বলিলেন আমি তো আমার প্রতিপালকের সহিত কথা বলি। আর তিনি তো আমার সকল প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত। তখন তাহাকে বলা হইল, আপনি ভালই করেন। হযরত ওমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেন উচ্চস্বরে পড়েন। তিনি বলিলেন, আমি শয়তানকে বিতাড়িত করি আর ঘুমন্তকে জাগ্রত করি তখন তাহাকেও বলা হইল আপনিও খুব ভাল করেন। অতঃপর যখন وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا অবতীর্ণ হইল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) কে বলা হইল আপনি আপনার স্বর কিছুটা বুলন্দ করুন এবং হযরত ওমর (রা) কে বলা হইল আপনি আপনার স্বর কিছুটা নীচু করুন। আশ'আস হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আলোচ্য আয়াতটি দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাওরী ও মালেক হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে আয়াতটি দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর আবূ ইয়ায মাকহুল ও উরওয়াহ ইবনে যুবাইরও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাওরী (র) ইবনে আইয়াশ আমেরী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ হইতে বর্ণনা করেন বনু তামীম গোত্রের একজন গ্রাম্য ব্যক্তি যখনই সালাত হইতে সালাম করিত তখনই সে বলিত اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي اِبْلًا وَوَلَدًا হে আল্লাহ। আপনি আমাকে উট ও সন্তান দান করুন। তখন অবতীর্ণ হইল وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ ছায়েব (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে আলোচ্য আয়াতটি তাশাহহুদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হাফস ইবনে গিয়াস (র) মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا এর অর্থ হইল, মানুষকে দেখাইবার জন্য পড়িবেনা আর মানুসের ভয়ে উহা পরিত্যাগও করিও না। সাওরী (র) মানসূরের সূত্রে হাসান বসরী (র) হইতে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যখন উচ্চস্বরে পড় তখন তো ভাল করিয়া পড় আর চুপে চুপে পড়িবার সময় খারাপ করিয়া পড় তোমরা এমন করিবে না। আব্দুর রায্যাক মা'মারের সূত্রে হাসান (র) হইতে এবং হিশাম (র) আওফের সূত্রে হাসান হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সায়ীদ, কাতাদাহ (র) এর সূত্রেও হাসান (র) হইতে একই তাফসীর পেশ করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আহলে কিতাবরা চুপে চুপে পড়িত কিন্তু হঠাৎ একজন উচ্চস্বরে পড়িয়া উঠিত এবং তাহার সহিত সকলেই চিৎকার করিয়া পড়িতে শুরু

করিত। উল্লেখিত আয়াতে মুসলমানগণকে এইরূপ করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। তবে কিভাবে পড়িতে হইবে? সেই নিয়ম হযরত জিবরীল (আ) বলিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে হইবে।

قوله وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا আপনি বলুন সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি কোন সন্তান স্থির করেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তার জন্য উত্তম নামসমূহ স্থির করিয়া উক্ত আয়াতের মধ্য যাবতীয় দোষ হইতে স্বীয় সত্তাকে মুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এবং ইরশাদ করিয়া وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ আপনি বলুন সকল প্রশংসা কেবল সেই সত্তার জন্য যিনি নিজের জন্য কোন সন্তান স্থির করেন নাই আর তাহার সাম্রাজ্যে তাঁহার কোন শরীকও নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তিনি বে-নিয়ায ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই আর তিনি নিজেও জন্মগ্রহণ করেন নাই আর তাহার কোন সমকক্ষও নাই। وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ অর্থাৎ তিনি হীন ও মুখাপেক্ষী নহেন অতএব তাঁহার কোন সাহায্যকারী উজীর ও পরমার্শ দাতারও প্রয়োজন নাই। তিনিই যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যাবতীয় বস্তুর ব্যবস্থাপনা করেন, যাবতীয় বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাহার কোন শরীক নাই। মুজাহিদ বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ এর অর্থ হইল, আল্লাহ স্বীয় প্রয়োজনে কাহার সহিত বন্ধুত্ব করেন না আর না কাহার ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا অর্থাৎ এই যালিমরা যেই কথা বলে তাহা হইতে আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করুন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনূস (র) ইবনে ওহব হইতে তিনি আবূ সখ্‌র হইতে তিনি কুরাযী হইতে বর্ণিত তিনি وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা বলিত, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। আরব বেদুইনরা বলিত لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ হে আল্লাহ আমি হাযির আপনার কোন শরীক নাই কিন্তু এমন শরীক আছে যাহার মালিক আপনিই এবং তাহার কর্তৃত্বাধীন বস্তুর মালিকও আপনিই। সাবী ও অগ্নিপূজকরা বলিত, যদি আল্লাহর সাহায্যকারী না হইত তবে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করিতে সক্ষম হইতেন না। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, বিশর (র).... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) তাঁহার পরিবারভুক্ত ছোট বড় সকল লোকজনকে এই আয়াত শিক্ষা

দিতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا অপর এক হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতকে আয়াতুল ইজ্জ নামকরণ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, যেই ঘরে এই আয়াত পাঠ করা হয় উহাতে না তো চুরি সংঘটিত হয় আর না অন্য কোন বিপদ আসে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, বিশর ইবনে সায়হান বিসরী (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাঁহার হাত আমার হাতের মধ্যে কিংবা আমার হাত তাঁহার হাতের মধ্যে ছিল এই অবস্থায় তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট আগমন করিলেন. যে ছিল অতি করুনাবস্থায়। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন তোমার এই অবস্থা কেন? লোকটি বলিল, রোগ ও কষ্ট এই দুইটি বস্তু আমাকে এই অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে তখন, তিনি বলিলেন, তোমাকে কি কিছু এমন কালেমা শিক্ষা দিব না যাহা তোমার রোগ ও কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিবে। সে বলিল, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! বদর ও ওহোদ যুদ্ধে আপনার সহিত শরীক হওয়ায়ও আমার এত খুশী হইত না যত খুশী আমার ইহাতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হাসি দিয়া বলিলেন, তুমি বদর ও ওহোদে শরীক মহান ব্যক্তিদের সেই মর্যদা পাইবে কোথা হইতে? তাহাদের মুকাবিলায় তুমি তো একজন শূন্য হস্ত ফকীর। রাবী বলেন তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকেই উহা শিক্ষা দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি বল,

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন করিলেন তখন আমার অবস্থা অনেক সুন্দর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা। তোমার এই কি অবস্থা? আমি বলিলাম, যেই কালেমা আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি উহা সদা পাঠ করিয়াছিলাম। যাহার ফলে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মতন মুনকার। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সূরা আল্-কাহাফ

মক্কী ১১০ আয়াত, ১২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা কাহাফ-এর ফযীলত বিশেষত উহার শেষ দশ আয়াতের ফযীলতের বর্ণনা এবং এই সূরাটি যে দজ্জালের ফিৎনা হইতে সংরক্ষণকারী উহার আলোচনা ঃ

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (র)....বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল এবং তাহার বাড়িতে একটি পশু তখন ছুটাছুটি করিতেছিল। লোকটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইল যে সামিয়ানার ন্যায় মেঘমালা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উহার আলোচনা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি পাঠ করিতে থাক উহা হইল সে-ই 'সকীনাহ' যাহা কুরআন পাঠকালে অবতীর্ণ হয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে শু'বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর। যেমন সূরা বাক্বারার তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....হযরত আবূ দারদা হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও তিরমিযী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর বর্ণনায় রহিয়াছে مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পাঠ করিবে....। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন।

অপর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র)....আবূ দারদা হইতে বণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন

তবে তাহার বর্ণনা এই রূপ مَنْ قَرَأَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِّنَ الْكَهْفِ যেই ব্যক্তি কাহাফের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে।

অপর হাদীস

ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা....সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرِ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَاِنَّهُ عِصْمَةٌ لَّهُ مِنَ الدَّجَّالِ যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে উহা তাহাকে দজ্জালের ফিতনা হইতে রক্ষা করিবে। সালেম (র) সম্ভবতঃ সাওবান ও কাতাদাহ (র) উভয় হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন (র)....মু'আয ইবনে আনাস জুহানী হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করিবে উহা তাহার পক্ষে মাথা হইতে পাও পর্যন্ত নূর হইবে আর যেই ব্যক্তি পূর্ণ পাঠ করিবে সে যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর ইবনে মারদুয়াইহ (র) তাহার তাফসীরে একটি গরীব সনদে....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার পায়ের নীচ হইতে আসমান পর্যন্ত নূর বুলন্দ হইবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য উজ্জ্বল হইবে আর দুই জুম'আর মাঝের তাহার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিন্ত নহে। ইহাকে মওকূফ বলাই অধিক উত্তম।

ইমাম সায়ীদ ইবনে মনসূর (রা) তাঁহার সুনান গ্রন্থে....হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে, তাহার নিকট হইতে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল হইবে। ইমাম সাওরী (র) আবূ হাশেম (র) হইতে অত্র সূত্রে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে মুআম্মাল (র).... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার জন্য দুই জুম'আ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল করা হইবে। অতঃপর হাকিম (র) বলেন হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ। তবে ইমাম মুসলিম ও বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। আবূ বকর বায়হাকী (র) হাকেম (র) হইতে তাহার সুনাম গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বায়হাকী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর শু'বার (র)-এর সূত্রে আবূ হাশেম হইতে তাহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফটি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে তেমন পাঠ করিবে, কিয়ামত দিবসে উহা তাহার জন্য নূর হইবে।

হাফিয জিয়া মাকদেছী (র) তাহার মুখতার 'গ্রন্থে' আব্দুল্লাহ ইবনে মুস'আব (র).... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। যদি দজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তাহার বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইবে।

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○

(٢) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ○

(٣) مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ○

(٤) وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ○

(٥) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ○

১. প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি বক্রতা রাখেন নাই;

২. ইহাকে করিয়াছেন সু-প্রতিষ্ঠিত তাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য এবং মু'মিনগণ যাহারা সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে এই সু-সংবাদ দিবার জন্য যে, তাহাদিগের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।

৩. যাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী,

৪. এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,

৫. এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পিতৃ-পুরুষদিগেরও ছিল না। উহাদিগের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

তাফসীর ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেন। তিনি সর্বাস্থায় প্রশংসিত। শুরুতে ও শেষে তাহার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। এই কারণে তিনি তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁহার মহান কিতাব অবতীর্ণ করিবার জন্য স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ এই পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর যত নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হইল এই আল-কিতাব। এই কিতাব-ই তাহাদিগকে যাবতীয় অন্ধকার হইতে আলোর দিকে টানিয়া আসিয়াছে। এই কিতাবকে

তিনি সরল সঠিক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতে কোন প্রকার বক্রতা নাই। স্পষ্ট সরল সহজ পথের দিক দর্শন করে। কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং মুমিন দিগকে সুসংবাদ দান করে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ সরল সঠিক করিয়া নাযিল করিয়াছেন যেন দুনিয়া ও আখিরাতের ভীষণ বিপদ হইতে সেই সকল লোককে ভীতি প্রদর্শন করিতে পারে যাহারা উহার বিরোধিতা করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। مِنْ لَّدُنْهُ বিপদ ও শাস্তি হইল সেই আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি এত ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন যাহা অন্য কেহ দিতে পারে না। আর তাঁহার ন্যায় বন্ধন ও কেহ দিতে পারে না। وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ যাহারা সৎকর্ম করিয়া তাহাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে তাহাদিগকে এই কুরআন দ্বারা এই সুসংবাদ দান করিবেন। اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। مَاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا আল্লাহর সেই প্রতিদান অর্থাৎ বেহেশতে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাহারা আল্লাহর এই প্রতিদান হইতে কোন দিন বিচ্ছিন্ন হইবে না।

قوله وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا -যাহারা এই কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা হইল আরবের মুশরিক যাহারা বলে, আমরা ফিরিশতাদের পূজা করি তাহারা আল্লাহর কন্যা। مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ তাহারা এই যে কথাটি রচনা করিয়াছে এই সম্পর্কে তাহাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই وَلَاٰبَاۤئِهِمْ আর তাহাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোন সঠিক জ্ঞান নাই। كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ এর كَلِمَةً শব্দটি তামীয (تَمِيْزٌ) হইয়া مَنْصُوْب (মানসূব) হইয়াছে। ইবারত এইরূপ ছিল كَبُرَتْ كَلِمَتُهُمْ هٰذِهٖ কেহ কেহ বলেন ইহা تَعَجُّبٌ ও বিস্ময়সূচক একটি বাক্য আসলে এইরূপ ছিল اَعْظِمْ بِكَلِمَتِهِمْ كَلِمَةً। যেমন বলা হইয়া থাকে اَكْرِمْ بِزَيْدٍ رَجُلًا কোন কোন বিসরী উলামা এই মত পোষণ করেন। كَبُرَتْ كَلِمَةً অর্থ, তাহাদের কথা বড়ই গুরুতর যেমন বলা হইয়া থাকে كَبُرَتْ شَانُكَ ও اَعْظَمُ قَوْلُكَ তোমাদের কথা বড়ই গুরুতর তোমার অবস্থা বড়ই গুরুতর। كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের মুখ হইতে এই গুরুতর কথা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই বাহির হয়। তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اَنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا তাহারা তো কেবল মিথ্যা কথা-ই বলিয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, মিসরের একজন শায়েখ যিনি চল্লিশ বৎসরের অধিককাল আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, তিনি ইকারিমাহ (র) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একবার কুরাইশরা নযর ইবনে হারিস ও উকবাহ ইবনে আবূ মুআইতকে

মদীনার ইয়াহূদী আলেমদের নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিল, যে, তোমরা তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় দান করিয়া তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত কি? তাহারা আহলে কিতাব। আম্বিয়া কিরামদের যে জ্ঞান তাহাদের আছে তাহা আমাদের নাই। অতঃপর তাহারা দুইজন মদীনায় আগমন করিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরিচয় দান করিয়া ইয়াহূদী আলিমদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত জানিতে চাহিল। ইয়াহূদী আলিমদিগকে সম্বন্ধ করিয়া তাহারা বলিল আপনারা তাওরাত গ্রন্থের অধিকারী, আপনাদের নিকট আমরা আমাদের এই লোকটি সম্পর্কে জানিতে আসিয়াছি। রাবী বলেন, ইয়াহূদী আলিমরা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা তাঁহাকে তিনটি প্রশ্ন করিবে, যদি তিনি উহার জবাব দান করিতে পারেন তবে বুঝিবে যে তিনি সত্যই নবী। আর জবাব দান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করিবে। অতঃপর তোমরা তাহার সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত ইচ্ছা, গ্রহণ করিবে। ১. তোমরা তাহার নিকট প্রাচীনকালের সেই যুবকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর ২. তাহার নিকট সেই মহান পর্যটক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যিনি মাশরিক-মাগরিব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৩. রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে উহার হাকীকত কি? যদি তিনি এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হন তবে, অবশ্যই নবী। অতএব তোমরা তাহার অনুসরণ কর আর যদি ইহার জবাব দানে ব্যর্থ হয় তবে সে মিথ্যাবাদী। অতএব তোমরা তাহার সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর নযর ও উকবাহ কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে কুরাইশ গোষ্ঠী! আমরা তোমাদের ও মুহম্মদ (সা)-এর মাঝে বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছি। ইয়াহূদী আলিমগণ তাঁহার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করিতে বলিয়াছেন এবং মুহম্মদ (সা) উহার কি জবাব দান করে উহাও তাহাদিগকে জানাইতে বলিয়াছে। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, আমি আগামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলেন, ফলে পনের দিন অতীত হইবার পরও তাঁহার নিকট কোন অহী অবতীর্ণ হইল না আর হযরত জিবরীল (আ)ও আসিলেন না। এমন কি মক্কাবাসীরা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, আরে দেখ, মুহম্মদ (সা) আমাদের নিকট এক দিনের ওয়াদা করিয়াছে। আজ পনের দিন অতীত হইয়া গেল অথচ সে আমাদের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না। নবী করীম (সা) অত্যধিক চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সূরা কাহাফ লইয়া আগমন করিলেন। ইহার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা)-কে ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ধমক দেওয়া হইয়াছে। যেই সকল যুবকরা দেশ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, পর্যটকের ঘটনা

উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রূহ সম্পর্কে তাহাদের যে প্রশ্ন ছিল উহারও জবাব দান করা হইয়াছে।

(٦) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

(٧) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

(٨) وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

৬. উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে সম্ভবত ঃ উহাদিগের পিছনে ঘুরিয়া তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে।

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেইগুলিতে শোভা করিয়াছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে উহাদিগের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

৮. উহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব।

তাফসীর ঃ যেহেতু মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিতেছিল না বরং তাহারা ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া যাইতেছিল এই কারণে তিনি বড়ই অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতেছিলেন, অতএব উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছে فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ তাহাদের উপর দুঃখ করিয়া যেন আপনি স্বীয় সত্তাকে নিপাত না করিয়া দেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ আপনি তাহাদের উপর চিন্তিত হইবেন না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ তাহারা যে ঈমান আনিতেছে না এই কারণে সম্ভবতঃ আপনি আপনার সত্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا তাহারা যদি এই কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সম্ভবতঃ আপনি তাহাদের পশ্চাতে স্বীয় সত্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিয়া আপনি নিজেকে নিপাত করিবেন না। কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহাদের উপর চিন্তা ও গোস্সা করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিবেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহাদের উপর বিচলিত হইয়া আপনার সত্তাকে ধ্বংস করিবেন না। উভয় তাফসীরের মর্ম কাছাকাছি। সারকথা

হইল, আপনার উপর তাবলীগ ও রিসালাতের যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে আপনি উহা পালন করিয়া যান। যেই ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করিবে সে তাহার নিজেরই উপকার করিবে আর সে উহা গ্রহণ করিবে না সে নিজেরই ক্ষতি ইহাতে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি অনর্থক চিন্তা করিয়া নিজের ক্ষতি করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি এই পৃথিবীকে ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে শোভনীয় করিয়াছেন কিন্তু ইহার শোভাও স্থায়ী নহে। এই পৃথিবী কেবল পরীক্ষার স্থান ইহা চিরকালের স্থান নহে। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا এই পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহাকে আমি পৃথিবীর জন্য শোভা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে উহা আমি যাচাই করিতে পারি।

কাতাদাহ (র) আবূ নযরাহ (র) হইতে তিনি আবূ সায়ীদ (রা) হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী হইল সুমিষ্ট সবুজ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ইহার উপর আবাদ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দেখিবেন তোমরা কেমন আমল কর। অতঃপর তোমরা দুনিয়া ও নারী হইতে সতর্ক থাকিবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই ফিৎনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল উহা নারীদের সম্পর্কেই ছিল। অতঃপর দুনিয়া যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, ইহা চিরস্থায়ী নহে এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا অর্থাৎ আমি এই সুসজ্জিত পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া দিব এবং যাহা কিছু উহার উপর রহিয়াছে উহা বিলুপ্ত করিয়া দিব এবং এই যমীনকে সম্পূর্ণরূপে গাছ-পালা শূন্য সমতল ভূমিতে পরিণত করিব। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, صَعِيْدًا جُرُزًا অর্থ, শূন্য যমীন। কাতাদাহ (র) বলেন, صَعِيْدًا বলা হয় এমন যমীনকে যেখানে কোন গাছপালা থাকে না। ইবনে যায়েদ (র) বলেন صَعِيْدًا এমন যমীনকে বলা হয় সেখানে কোন কিছুই থাকে না। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ

তাহারা কি দেখে না যে, আমি অনাবাদ শূন্য যমীনের দিকে পানি লইয়া যাই অতঃপর উহা হইতে ফসল উৎপাদন করি যাহাদের পশু এবং তাহারা নিজেরাও খায়। তাহারা কি কিছুই দেখে না? মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) اِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যমীনের উপর যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

অতএব মুশরিক ও কাফিরদের পক্ষ হইতে যে অবাঞ্ছিত কথা আপনি শ্রবণ করিতেছেন এবং যে অবাঞ্ছিত কাজ আপনি দেখিতেছেন উহার কারণে আপনি কোন দুঃখ করিবেন না আর কোন অনুতাপও করিবে না।

(٩) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝

(١٠) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

(١١) فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

(١٢) ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدًا ۝

৯. তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদিগের জন্য আমাদিগের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

১১. অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম।

১২. পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুইদলের মধ্যে কোনটি উহাদিগের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথম 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিবার পর উহার বিস্তারিত বর্ণনা দান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি কি ধারণা করিয়াছেন যে, গুহা ও গর্তবাসীদের ঘটনা আমাদের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ছিল? অর্থাৎ আমার কুদরত ও ক্ষমতায় ইহাতে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কিছুই নাই। আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজন দিবা রাত্রের পরিবর্তন চন্দ্র -সূর্য ও নক্ষত্র সমূহকে সেবা দানকরণ ইত্যাদি আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শন এবং তিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম। কোন কিছুই আঞ্জাম দিতে তিনি অক্ষম নহেন। আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর নহে। ইবনে জুরাইজ (র) হযরত মুজাহিদ (র) হইতে أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا -এর অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা

করিয়াছেন। তিনি ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা আরো অধিক বিস্ময়কর আমার নিদর্শন রহিয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইল, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনাকে ইলম, ও কিতাব দান করা হইয়াছে উহা আসহাবে কাহাফ ও গর্তবাসীদের ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমার বান্দাদের উপর যেই সকল দলীল-প্রমাণ সমূহ প্রকাশ করিয়াছি উহা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। اَلْكَهْفِ অর্থ পাহাড়ের গুহা এই পাহাড়ের গুহায় যুবকরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। اَلرَّقِيْمِ কি, এই সম্পর্কে আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইহা হইল 'আয়লাহ'-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। আতীয়্যাহ ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন اَلْكَهْفِ বলা হয় উপত্যকার গুহাকে এবং اَلرَّقِيْمِ হইল একটি উপত্যকার নাম। মুজাহিদ (র) বলেন اَلرَّقِيْمِ হইল উপত্যকার একটি অট্টালিকার নাম। কেহ কেহ বলেন, ইহা হইল সেই উপত্যকা যেখানে যুবকদের গুহা বিদ্যমান ছিল।

আব্দুর রাযযাক (র) বলেন, সাওরী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَلرَّقِيْمِ প্রসঙ্গে বলেন, ইহা হইল একটি গ্রাম। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাকীম হইল সেই পাহাড় যেখানে যুবকদের গুহা ছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন সেই পাহাড়ের নাম হইল 'বান্ধলুস'। ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, শু'আইব জব্বায়ী বলেন, যে পাহাড়ে গুহাটি অবস্থিত ছিল উহার নাম হইল বান্ধলুস এবং গুহাটির নাম 'হায়যাম' আর তাহাদের কুকুরটির নাম হইল 'হুমরান'। আব্দুর রাযযাক (র) বলেন, ইসরাঈল....(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের জ্ঞান লাভ করিয়াছি কিন্তু حَنَانًا - اَوَّاهٌ ও اَلرَّقِيْمِ শব্দগুলির অর্থ আমার জানা নাই। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমর ইবনে দীনার (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا اَدْرِىْ مَا الرَّقِيْمِ রাকীম কি উহা আমার জানা নাই। ইহা কি কোন কিতাব না কোন অট্টালিকা?

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাকীম হইল কিতাব। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, রাকীম হইল, পাথরের একটি তক্তা, যাহাতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা লিখিয়া উহার দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাকীম হইল লিখিত কিতাব। অতঃপর তিনি ইহার সমর্থনে পড়িলেন كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ আয়াত দ্বারা ইহাই

প্রকাশ। ইবনে জরীর (র)-ও এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন। তিনি বলেন, رَقِيْم শব্দটি فَعِيْل ছন্দে مَرْقُوْم এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন قَتِيْل শব্দটি مَقْتُوْل এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে جَرِيْح অর্থ مَجْرُوْح وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল যুবকদের সংবাদ দান করিয়াছেন যাহারা স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে তাহাদের কওম হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভাবে তাহারা লুকাইয়া তাহাদের কওমের নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যখন উক্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তখন আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হইতে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের কওম হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখুন। وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا এবং আমাদের জন্য আমাদের এই কাজের পরিণাম ভাল করুন। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا অর্থাৎ আমাদের জন্য আপনি যেই সিদ্ধান্তই স্থির করিবেন উহার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। মুসনাদ গ্রন্থে বুসর বিন আরতাত (র) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি এই দু'আ করিতেন,

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

হে আল্লাহ! সকল কাজেই আমাদের পরিণাম শুভ এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

قوله فَضَرَبْنَا عَلَى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا তাহারা যখন গুহায় প্রবেশ করিল তখন আমি তাহাদের উপর নিদ্রা ঢালিয়া দিলাম। ফলে তাহারা বহু বৎসরকাল নিদ্রিত থাকিল। ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিলাম এবং তাহাদের একজন কিছু দিরহাম লইয়া খাবার ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا অতঃপর আমি তাহাদিগকে জাগ্রত করিলাম যে আমি ইহা প্রকাশ্যভাবে জানিতে পারি যে, তাহাদের সম্বন্ধে দুইটি বিরোধী দলের মধ্যে কোন দলটি তাহাদের অবস্থানকালের সংখ্যা অধিক সংরক্ষণকারী। اَمَدًا শব্দটির অর্থ সংখ্যা। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ غَايَةً অর্থাৎ শেষ প্রান্তর। যেমন কবির কবিতায় এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। سَبَقَ الْجَوَادِ اِذَا اسْتَوْلٰى عَلَى الْاَمَدِ এর মধ্যে اَمَدًا শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(١٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝

(١٤) وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ۝

(١٥) هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ۚ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

(١٦) وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝

১৩. আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি। উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং আমি উহাদিগের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম।

১৪. এবং আমি উহাদিগের চিত্তদৃঢ় করিয়া দিলাম; উহারা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিল, আমাদিগের প্রতিপালক আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করিব না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে;

১৫. আমাদিগেরই এই স্বজাতিগণ, তাহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে।, ইহারা এই সমস্ত ইলাহ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাহা অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

তাফসীর ঃ এখান হইতে আল্লাহ তাআলা প্রাচীন যুগের সেই যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করিতে শুরু করিয়াছেন যাহারা তাহাদের কওমের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া গুহায় আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহারা কিছু যুবক ছিল যাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা বৃদ্ধ ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাহারা অহংকার করিয়াছে এবং বাতিল ধর্মেই অবিচল রহিয়াছে। কুরাইশদের অধিকাংশ বৃদ্ধ লোকও তাহাদের বাতিল ধর্মের প্রতি দৃঢ় ছিল। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ ছিল যুবক শ্রেণী। 'আসহাবে কাহাফ' সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা যুবক ছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, এই যুবকদের কানে কানবালা ছিল। আল্লাহ তাহাদের অন্তরে সত্যের বাতি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিল। তাঁহার একত্ববাদকে স্বীকার করিল। এবং আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই এই ঘোষণা করিল। وَزِدْنَاهُمْ هُدًى আর আমি তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত দ্বারা বহু আয়েম্মায়ে কিরাম যেমন ইমান বুখারী (র) ও অন্যান্য ইমামগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَزِدْنَاهُمْ هُدًى এবং তাহাদের হেদায়েতকে আমি বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।

আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ যাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছে আল্লাহ তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে তাকওয়া দান করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে অতঃপর আল্লাহ তাঁহাদের ঈমানকে অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আরো ইরশাদ ইহয়াছে لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ যেন তাহাদের ঈমানের সহিত অধিক ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন আরো অনেক আয়াত আছে যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়। বর্ণিত আছে যে ঐ সকল যুবকরা হযরত ঈসা (আ) এর ধর্মাবলম্বী ছিল। فَاللّٰهُ اَعْلَمُ কিন্তু নাসারা ধর্মের পূর্বেই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ইহাই অধিক প্রকাশ্য। কারণ, তাহারা যদি নাসারা ধর্মাবলম্বী হইত তবে ইয়াহূদী আলিমগণ না তো তাহাদের ঘটনা এত আগ্রহের সহিত জানিত আর না অন্যকে জানিবার জন্য বলিত। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে কুরাইশরা দুইজন লোককে মদীনার ইয়াহূদী আলেমদের নিকট এমন কিছু বিষয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল যাহার সাহায্যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা যুবকদের ঘটনা, যুলকারনাইনের ঘটনা এবং রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার জন্য বলিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত যে, এই সকল বিষয় ইয়াহূদীদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। যাহা নাসারা ধর্মের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ইরশাদ করেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের কওম ও জাতির বিরোধিতা করিবার পর ধৈর্য

ধারণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছিলাম এবং স্বদেশে তাহারা যে সুখ শান্তির জীবন যাপন করিয়াছিল উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিবার ধৈর্যও দান করিয়াছিলাম। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু তাফসীরকার এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সকল যুবক রূমের রাজবংশীয় ছিল। একবার ঈদ উদযাপনের জন্য তাহাদের কওমের সহিত তাহারা বাহিরে গেল। তখন তাহাদের এই প্রথা ছিল যে, তাহারা বৎসরে একবার ঈদ উদযাপনের জন্য সকলে একত্রিত হইত মূর্তি ও তাগুতের পূজা করিত এবং তাহাদের নামে পশু জবাই করিত। তাহাদের একজন যালিম বাদশাহ ছিল। তাহার নাম ছিল 'দাকিয়ানূস' মানুষকে সে এই কাজের জন্য হুকুম করিত ও উৎসাহিত করিত। যখন ঈদ উদযাপনের জন্য লোকজন একত্রিত হইতে লাগিল তখন ঐ সকল যুবকও তাহাদের কওসের সহিত বাহির হইল এবং তাহাদের কওম যে মূর্তি পূজা করিল ও মূর্তির নামে পশু জবাই করিল উহা তাহারা খুব লক্ষ্য করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং মনে মনে তাহারা বুঝিল যে, যেই সকল কাজ তাহাদের কওম করিতেছে ইহা কেবল আল্লাহর জন্যই সাজে আল্লাহর ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ইহা উচিত নহে যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর ঐ যুবকদের প্রত্যেকেই তাহার কওম হইতে পৃথক হইয়া গেল এবং এক একজন করিয়া একটি গাছের নীচে বসিয়া গেল কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাদের একজন অপরজনকে চিনিত না। ঈমানের যে নূর তাহাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়াছিল উহাই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) তালীকরূপে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ بِجُنْدَةٍ فَمَا تَعَارِفُ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَاتَنَاكِرُ مِنْهَا اِخْتَلَفَ রূহসমূহ একটি সংঘবদ্ধ লশকর– আলমে আরওয়াহে যাহাদের সহিত পারস্পরিক পরিচিতি ছিল। দুনিয়ায়ও তাহাদের সহিত পারস্পরিক মিলন ঘটে ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। এবং সেখানে যাহারা অপরিচিত ছিল তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে 'সুহাইল' এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে اَلْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ অর্থাৎ জাতীয়তা মিলনের কারণ।

সারকথা হইল, যুবকদের প্রত্যেকেই ভয়ে তাহার সাথী হইতে স্বীয় মনভাব গোপন করিয়া রাখিল। কারণ তাহাদের কেহ কাহাকে জানিত না যে, সে ও তাহার মতই একজন অবশেষে তাহাদের একজন বলিল, হে ভাই সকল! তোমাদিগকে তোমাদের জাতি হইতে বিশেষ কোন কারণে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। অতএব প্রত্যেকেই যেন তাহার কারণটি প্রকাশ করে। তখন একজন বলিল, আল্লাহর কসম আমি আমার কওম ও জাতিকে যেই কর্মকান্ডে লিপ্ত দেখিয়াছি উহাকে আমি বাতিল ও অন্যায় মনে করি।

কেবল মাত্র সেই মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা উচিত যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা উচিত নহে। অন্য আর একজন বলিল, আল্লাহর কসম আমিও এই একই কারণে আমার কওম হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছি। এই ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওম হইতে পৃথক হইয়া এখানে একত্রিত হইবার একই কারণ প্রকাশ করিল। অতএব তাহারা ভাই-বন্ধুতে পরিণত হইল এবং আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য একটি ইবাদতগাহ তৈয়ার করিল। কিন্তু তাহাদের কওম তাহাদের এই মন-মানসিকতা সম্পর্কে অবগত হইয়া বাদশাহর নিকট তাহাদের অবস্থা জানাইল। বাদশাহ তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা সত্য সত্যই সবকিছু বলিল এবং দৃঢ়চিত্তে তাহাকেও তাওহীদের দাওয়াত দিল। আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا

আর তাহারা যখন উঠিয়া গেল তখন আমি তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহারা বলিল আমাদের প্রতিপালক আসমান যমীনের প্রতিপালক তাহাকে ছাড়িয়া কখনও আমরা অন্যকে ডাকিব না। لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا যদি আমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে ডাকি তবে ইহা হইবে মহা-অপরাধ ও আল্লাহর প্রতি মহা-অপবাদ। هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ তাহারা বাদশাহকে বলিল, আমাদের এই জাতি আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্য স্থির করিয়াছে। তাহারা তাহাদের সত্যতার উপর কেন স্পষ্ট দলীল পেশ করেন না। فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا অতএব যেই ব্যক্তি আল্লার উপর মিথ্যা অপবাদ করে তাহার চাইতে অধিক যালিম আর কে ? অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বক্তব্যে মিথ্যাবাদী? বর্ণিত আছে যখন তাহারা বাদশাকে তাওহীদের দাওয়াত দিল তখন বাদশাহ তাহাদের দাওয়াত অস্বীকার করিল এবং তাহাদিগকে কঠোর ধমক দিল। আর তাহাদের পোশাক খুলিয়া জনসম্মুখে উপস্থিত করিবার হুকুম করিল যেন তাহারা তাহাদের এই নতুন ধর্ম হইতে বিরত থাকে। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। এই নতুন ধর্মের উপর তাহাদের অন্তর মযবুত হইল এবং এই সময় তাহারা পলায়ন করিবার দৃঢ় মনস্থ করিল। বিপদ ও ফিৎনার সময় স্বীয় ঈমান রক্ষার্থে এইরূপ পলায়ন করা শরীয়তে জায়েয আছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত নিকটবর্তী সময়ে মানুষের উত্তম মাল ভেড়া-ছাগল হইবে। সেই উহা লইয়া কোন পাহাড়ের গুহায় কিংবা তৃণভূমিতে পলায়ন করিয়া ফিৎনা হইতে স্বীয় দ্বীনের হিফাযত করিবে। এইরূপ অবস্থায় জনপদ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জীবন-যাপন করা জায়েয আছে। অন্য অবস্থায় জায়েয নহে। কারণ নির্জনতায় জামা'আত ও জুম'আ ত্যাগ করিতে হয়।

যুবকগণ যখন দেশ ত্যাগ করিবার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করিল তখন আল্লাহও তাহাদের এই পদক্ষেপ পছন্দ করিলেন। এবং তাহাদিগকে বলিলেন,

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَأْوٗا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔

"তোমরা যখন তাহাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিয়াছ তখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাও এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাহার রহমত ছড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের কওম হইতে তোমাদিগকে গোপন করিয়া রাখিবেন। আর তোমাদের কাজকে তিনি সহজ করিয়া দিবেন (সূরা কাহাফ–১৬)।"

অতঃপর তাহারা পলায়ন করিয়া গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদের কওম ও বাদশাহ তাহাদিগকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোন উপায়েই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইল না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সংবাদ গোপন করিয়া রাখিলেন। যেমনটি ঘটিয়াছিল তখন, যখন নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) গারে সাওরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুরাইশ কাফিররা তাহাদিকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। অথচ, তাহারা ঐ স্থান দিয়াই অতিক্রম করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহ স্বীয় কুদরতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-কে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পারে নাই। এই কারণে হযরত নবী করীম (সা) যখন আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্যে অস্থিরতা বুঝিতে পাইলেন হযরত আবূ.বকর (রা) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি তাহাদের কেহ পায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদিকে দেখিয়া ফেলিবে। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا হে আবূ বকর। সেই দুইজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যাহাদের তৃতীয় জন হইলেন আল্লাহ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

যদি তোমরা তাহার সাহায্য না কর তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না আল্লাহ তো তাহাকে তখন সাহায্য করিয়াছেন যখন কাফিররা তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল। যখন তিনি গুহার মধ্যে দুইজনের দ্বিতীয়জন ছিলেন, যখন তিনি তাঁহার সংগীকে বলিলেন, তুমি চিন্তিত হইও না, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর সকীনা ও শান্তি অবতীর্ণ করিলেন। এবং তিনি এমন সকল লশকর দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাওনা আর

তিনি কাফিরদের কালিমাকে নীচু করিয়াছেন এবং আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করিয়াছেন আর আল্লাহ হইলেন বিজয়ী ও সুকৌশলী। 'গারে সাওরের' এই ঘটনা 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ও অধিক বড়। কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত যুবকদের কওম ও বাদশাহ খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদিগকে পাইয়াছিল এবং গুহার দরজার নিকট গিয়া বলিয়াছিল, আমরা তো ইহার অধিক শাস্তি তাহাদিগকে দিতে চাইতে ছিলাম না। যে শাস্তি তাহারা নিজেরাই তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছে। অতঃপর বাদশাহ গুহার মুখে একটি পাথর দ্বারা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিল যেন তাহারা সেইখানেই মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাহাই করা হইল। তবে এই বক্তব্যটি নিশ্চিত নহে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহাদের উপর সকালে বিকালে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

(١٧) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝

১৭. তুমি দেখিতে পাইতে উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত,সূর্য উদয়কালে উহাদিগের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাহাকে সংপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিবাবক পাইবে না।

তাফসীর ঃ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গুহার দ্বার বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়কালে যখন উহার আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন উহার ছায়া ডাইন দিকে ঝুকিয়া পড়ে যেমন ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (রা) বলিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, সূর্য যখন বুলন্দ হয় তখন উহার বুলন্দ হওয়ার সাথে সাথে উহার ছায়া পাইতে থাকে এমন কি এই ধরনের স্থানে সূর্য হেলিবার সময় উহার একটু ছায়াও থাকে না এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বাম দিকের দরজা দিয়ে সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করে। প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তির ডান বামের কথা বলা হইতেছে যে গুহার পূর্ব দিকে অবস্থান করিবে । এই বিষয়টি বুঝা সেই ব্যক্তির পক্ষে সহজ যে ইলমে হাইয়াত عِلْمُ هَيْئَةٌ সম্পর্কে এবং সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি স্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল,

যদি গুহার দরজাটি পূর্ব দিকে হইত তবে সূর্যাস্তকালে উহার মধ্যে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করিতো না আর যদি পশ্চিম দিকে উহার দরজা হইত তবে সূর্যোদয়কালে আলো উহাতে প্রবেশ করিত না। আর উহার ছায়া ডান ও বাম দিকে ঝুকিয়াও পড়িত না। পশ্চিম দিকে দরজা থাকিলে সূর্য হেলিবার পূর্বে উহাতে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এবং সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত উহার আলো গুহার মধ্যেই থকিত। অতএব আমরা গুহার দরজার অবস্থান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি উহাই সঠিক। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলনে, تَقْرِضُهُمْ অর্থ تَتْرُكُهُمْ

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু গুহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তাহা তিনি বলেন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন ফায়দা নাই এবং শরীয়তেরও কোন উদ্দেশ্য উহাতে নিহিত নাই। কিন্তু তবুও কোন কোন মুফাস্‌সির উহা নির্ণয়ের জন্য কষ্ট করিয়াছন। এই বিষয়ে তাহারা অধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, গুহাটি 'আয়লাহ' শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, গুহা 'নীনওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, রূমে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, 'বালকা' নামক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই উহার সঠিক স্থান সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অবশ্য উহার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভে কোন দ্বীনী ফায়দা থাকিলে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে আমাদিগকে অবগত করিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন কোন বিষয় ছাড়িয়া দেই নাই যাহা তোমাদিগকে বেহেশতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। কিন্তু আমি উহার সবকিছুই তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা গুহাটির অবস্থা তো وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ الخ। বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন কিন্তু উহার স্থানটি সম্পর্কে আমাদিকে অবগত করেন নাই وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ আর সেই যুবকগণ গুহার একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করিয়াছে। যেখানে সূর্যের আলো পৌছায় না। তাহাদের নিকট সূর্যের আলো পৌছলে তাহাদের শরীর ও পোশাক জ্বলিয়া যাইত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহা বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ ইহা হইল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে এই গুহায় পৌছাইয়াছেন যেখানে তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং সেখানে নিয়মিত আলো বায়ু প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَالْمُهْتَدُ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলাই সেই যুবকদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের কওমকে

নহে। কারণ আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দান করেন কেবল সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে কেহই হেদায়েত দান করিতে পারে না।

(١٨) وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

১৮. তুমি মনে করিতে, উহারা জাগ্রত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম দক্ষিণে ও বামে এবং উহাদিগের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহা দ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদিগের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িতে;

তাফসীর ঃ কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন যুবকদের কর্ণকুহরে নিদ্রার সিল মারিয়াছিলেন, তখন তাহাদের চক্ষু উন্মুক্ত থাকিল। যেন তাহাদের শরীর পচিয়া না যায়। এই জন্য আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ আপনি তাহাদিগকে জাগ্রত ধারণা করেন, অথচ, তাহারা নির্মিত। ব্যঘ্র সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সে যখন নিদ্রা যায় তখন তাহার এক চক্ষু খোলা থাকে আর এক চক্ষু বন্ধ থাকে। পুনরায় বন্ধ চক্ষু খুলিয়া যায় এবং খোলা চক্ষু বন্ধ হইয়া যায় যেমন কবি বলেন,

يَنَامُ بِاِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِى + بِاُخْرَى الرَّزَايَا فَهُوَ يَقْظَانُ نَائِمُ

قوله وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ আর আমি তাহাদিগকে ডান দিকে ও বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামা বলেন, তাহারা বৎসরে দুইবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিত। হযরত ইবনে আববাস (রা) বলেন, যদি তাহারা পার্শ্ব পরিবর্তন না করিত তবে তাহাদিগকে মাটি খাইয়া ফেলিত। وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ আর তাহাদের কুকুরটি তাহার সম্মুখের দুই পা গুহার দ্বারে প্রসারিত করিয়া রাখে। হযরত ইবেন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ اَلْوَصِيْدِ অর্থ আঙ্গিনা, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, اَلْوَصْدِ অর্থ দরজা সায়ীদ (র) বলেন, ইহার অর্থ মাটি। কিন্তু অধিক সঠিক হইল আঙ্গিনার দরজা। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ উহার দরজা তাহাদের উপর বন্ধ থাকিবে। اَصِيْدٌ ও وَصِيْدٌ উভয় প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের কুকুরটি তাহাদিগকে পাহারা দিতেছিল। ইহা কুকুরের অভ্যাস যে সে দরজার পার্শ্বে বসিয়া

থাকে যেন বসিয়া বসিয়া সে পাহারা দেয়। তবে তাহাদের কুকুরটি দরজার বাহিরে দরজার নিকট এইরূপ বসিয়াছিল। দরজার ভিতরে নহে। কারণ, ফিরিশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর থাকে। এক সহীহ রওয়ায়েতে ইহা বর্ণিত। অপর এক হাসান হাদীসে বর্ণিত যেই ঘরে কোন ছবি, নাপাক ব্যক্তি (জুনুবী) ও কাফির থাকে. সেখানেও ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আল্লাহর সেই পাক বান্দাগণের সংসর্গের বরকত ঐ কুকুরটিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ফলে তাহাদের সহিত কুকুরটিও নিদ্রা গিয়াছিল। আর আজও তাদের আলোচনার সহিত কুকুরটির আলোচনাও হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কুকুরটি একটি শিকারী কুকুর ছিল, কেহ বলেন, কুকুরটি ছিল বাদশার এক বাবুর্চির, যে যুবকদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল এবং তাহার কুকুরটিও তাহার সফর সাথী হইয়াছিল اَللّٰهُ اَعْلَمُ।

হাম্মাম ইবনে অলীদ দামেশকী'র জীবনী আলোচনায় হাফিয ইবনে আসাকির (র) বলেন, সদাকাই ইবনে আমর (র) হাসান বসরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুম্বার নাম ছিল জরীর, হযরত সুলায়মান (আ)-এর 'হুদহুদ'-এর নাম ছিল 'উনফুয', 'আসহাবে কাহাফ'-এর কুকুরের নাম ছিল ক্বিতমীর এবং বনী ইসরাঈল যেই বাছুরটির পূজা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল ইয়াহ্‌সূত। হযরত আদম (আ) হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং হযরত হাওয়া (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জিদ্দায়। ইবলীস দাস্তবীদাদ নামক স্থানে এবং সাপটি ইস্পেহানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শু'আইব জুবায়ী হইতে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কুকুরটির নাম 'হুমরান' উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য উলামায়ে কিরাম কুকুরটির বর্ণ যে কি ছিল সেই সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহার আলোচনায় সেই সকল মতের উপর কোন দলীলও নাই দলীল শূন্য এই ধরনের আলাচনা নিষিদ্ধও বটে।

قوله وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

যদি আপনি তাহাদের উপর উঁকি মারিয়া দেখিতেন তবে পশ্চাতের দিকে পলায়ন করিবেন এবং ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এতই ভীতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিলে সে ভীত ও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদিগের নিকটবর্তী হইতে সাহস করিত না আর স্পর্শ করিতেও সাহস পাই না এমন কি আল্লাহর নির্দিষ্টকাল এইভাবেই সমাপ্ত হইলে এবং তাহাদের নিদ্রার সমাপ্তি ঘটিল। ইহাতে আল্লাহর হিকমত দলীল প্রমাণ ও রহমত নিহিত রহিয়াছে।

(١٩) وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ○

(٢٠) اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

১৯. এবং এই ভাবে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উহাদিগের একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ' কেহ কেহ বলিল এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। কেহ কেহ বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদিগের প্রতিপালকই ভাল জানেন।' এখন তোমাদিগের একজনকে তোমাদিগের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া আসে তোমাদিগের জন্য সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদিগের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।

২০. উহারা যদি তোমাদিগের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদিগের ধর্মে ফিরিয়া লইবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যেমন আমি ঐ যুবকদিগকে স্বীয় কুদরতে নিদ্রিত করিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তীতাবস্থায় তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়াছি এবং তিন শত নয় বৎসর পরও তাহাদের শরীর, শরীরের চামড়া ও চুলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। তার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়াই তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল كَمْ لَبِثْتُمْ তোমরা কতকাল নিদ্রিত রহিয়াছ? قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ তারা বলিল, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ। তাহারা দিনের প্রথমভাগে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং দিনের শেষভাগে জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাহাদের ধারণা হইল বাস্তব এমনতো নহে অতএব চিন্তা ভাবনা করিয়া তাহারা বলিল, رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অতঃপর তখন তাহাদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে প্রয়োজন ছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ তোমাদের এই মুদ্রাসহ একজনকে প্রেরণ কর। যুবকগণ যখন তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল তখন তাহারা প্রয়োজনবোধে কিছু দিরহামও সঙ্গে লইয়াছিল। উহার

কিছু দান করিবার পর তাহাদের নিকট কিছু অবশিষ্ট ছিল। এই জন্য তাহারা বলিয়াছিল فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ তোমরা এই দিরহামসহ তোমাদের একজনকে ঐ শহরে প্রেরণ কর যেই শহর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিয়াছ। المدينة এর প্রথমে الف لام টি عهد এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا সে যেন লক্ষ্য করিয়া দেখে, কোন খাদ্য অধিক পবিত্র। اَزْكٰى-অর্থ পবিত্র। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হইত তবে কাহাকেও তিনি পবিত্র করিতেন না। আরো এরশাদ হইয়াছে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অবশ্যই সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যে পবিত্র হইয়াছে। زَكٰوةٌ শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কারণ যাকাত মালকে পবিত্র করে। কেহ কেহ বলেন, اَزْكٰى অর্থ اَكْثَرُ -অধিক, যেমন বলা হইয়া থাকে زَكَى الزَّرْعُ ফসল অধিক হইয়াছে। কবির নিম্নের পংক্তিতে زَكٰوةٌ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

فَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَاَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ + وَلِلسَّبْعِ اَزْكٰى مِنْ ثَلَاثٍ وَاَطْيَبُ

কিন্তু প্রথম অর্থ-ই এখানে বিশুদ্ধ। কারণ যুবকদের উদ্দেশ্য অধিক খাদ্য অন্বেষণ করা ছিল না। বরং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল হালাল ও উত্তম খাদ্য অন্বেষণ করা। চাই তাহা কম হউক কিংবা বেশি। وَلْيَتَلَطَّفْ আর সে যেন গমনাগমনে ও ক্রয়ে নম্রতাবলম্বন করে এবং যথাসম্ভব নিজের ব্যাপারটি গোপন রাখে। وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্পর্কে অবহিত না করে اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ যদি তাহারা তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ অথবা তাহাদের ধর্মে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইবে। অর্থ বাদশাহ 'দাকিয়ানূস'-এর সাংগ-পাংগরা যদি তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তাহারা নানা প্রকার শাস্তি দ্বারা তোমাদিগকে তাহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিবে কিংবা তোমাদের মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। যদি তোমরা তাহাদের ধর্মে প্রবেশ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذًا اَبَدًا

(٢١) وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ○

২১. এবং এইভাবে আমি মানুষকে উহাদিগের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই।

যথা তাহারা তাহাদিগের কর্তব্য বিষয় নিজদিগের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিল তখন অনেকে বলিল,.উহাদিগের উপর সৌধ নির্মাণ কর। উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগের বিষয় ভাল জানেন। তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদিগের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, আমর তো নিশ্চয়ই তাহাদিগের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ এমনি ভাবে আমি তাহাদের সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিলাম لِيَعْلَمُوْا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيْهِ। যেন তাহারা জানিয়া লয় যে আল্লাহর ওয়াদা মহা সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হইবে ইহাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন সেই যুগে লোকেরা কিয়ামত সংঘটিত হইবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিত। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, সেই যুগের একদল লোক বলিত রূহসমূহকে তো পুনরুত্থিত করা হইবে কিন্তু শরীরকে পুনর্জীবিত করা হইবে না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফকে পুনর্জীবিত করিয়া শরীরের পুনর্জীবন লাভের উপর দলীল কায়েম করিয়াছেন। উলামায়ে কিরাম আরো উল্লেখ করিয়াছেন, যুবকদের একজন যখন তাহাদের আহার্য ক্রয় কবিরার জন্য শহরে যাইবার ইচ্ছায় বাহির হইল, তখন সব কিছুই তাহার নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সে শহরে প্রবেশ করিল। শহরটির না ছিল দাকমূস। সে তো ধারণা করিতেছিল আমরা এখানে অল্পকাল আগমন করিয়াছি অথচ, মানুষ পরিবর্তীত হইয়াছিল শতাব্দীর পর শতাব্দীর অতিত হইয়াছিল। শহর ও জনবসতীর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যেমন কবি বলেন ঃ

اَمَّا الدِّيَارُ فَاِنَّهَا كَدِيَارِهِمْ + وَاَرٰى رِجَالَ الْحَيِّ غَيْرُ رِجَالِهِ

অর্থাৎ শহরগুলিতো তাহাদের শহরের ন্যায়ই মনে হয় অথচ, গোত্রের লাক সকলকে তো অন্য লোক দেখিতেছি।

খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য যেই লোকটি শহরে গিয়াছিলাম, সে শহরের কোন চিহ্নই চিনিতেছিল না এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ কোন লোককেই সে চিনিতেছিল না। সে মনে মনে বিচলিত ও অস্থির হইতেছিল এবং ভাবিতেছিল, সম্ভবতঃ আমি পাগল হইয়াছি, সম্ভবতঃ আমি স্বপ্নে দেখিতেছি। আবার ভাবিতেছিল, আল্লাহর কসম, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য ও জাগ্রত। আমি গতকাল্য বিকালে এই শহরেই ছিলাম অথচ, শহর তো তখন এইরূপ ছিল না। অতঃপর সে মনে মনে বলিল, এই শহর হইতে যত তাড়াতাড়ি বাহির হওয়া যায় ততই উত্তম। অতঃপর সে খাদ্য ক্রয়ের জন্য এক দোকানে গেল। এবং দোকানদারকে তাহার মুদ্রাটি দিয়া খাদ্যদ্রব্য চাহিল। দোকানদার তাহার মুদ্রা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার প্রতিবাসীকে দেখাইল এইভাবে একে অপরকে

দেখাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বলিল সম্ভবতঃ লোকটি কোন পুরাতন ধন পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এই মুদ্রা কোথায় পাইয়াছে সম্ভবতঃ সে কোন পুরাতন ধন পাইয়াছেন। সে কোথায় বাস করে। ইত্যাদি তখন সে বলিল, আমি এ শহরের অধিবাসী গতকল্য বিকালেই সে এই শহরেই ছিল এই শহরের বাদশাহ দাকিয়ানূস। তাহার এই জবাব শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল। তখন তাহারা তাহাকে শহরের বাদশাহর নিকট লইয়া গেল। বাদশাহ তাহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে লোকটি তাহার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিল বাদশাহ তাহার জবাব শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার সহিত বাদশাহ ও অন্যান্য সকলে গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা যখন গুহার নিকটবর্তী হইল তখন লোকটি বলিল, আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন আমি প্রথমে গিয়া আমার সঙ্গীদের অবস্থা জানিয়া লই। সে গুহায় প্রবেশ করিল, কিন্তু গুহায় প্রবেশ করিতেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পুনরায় গোপন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা জানিতেও পারিল যে সে কিভাবে গুহায় প্রবেশ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বাদশাহ ও তাহার লোকজন গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, যুবকদের সহিত আলাপও করিয়াছি। বাদশাহ তাহাদিগকে সালাম করিয়াছিল এবং তাহাদের গলায় গলা লাগাইয়া ছিল। বাদশাহ মুসলমান ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'বন্দসীস'। যুবকরা তাহার সহিত কথা বলিয়া খুশী ও আনন্দিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা সালাম করিয়া স্বীয় শয়নস্থলে চলিয়া গেল। এবং আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে মৃত্যুদান করিলেন। فَاللّٰهُ اَعْلَمُ কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাবীব ইবনে মাসলামাহ (র) এর সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রূমের একটি গুহার নিকট দিয়া অতিক্রম কালে কিছু হাড্ডি দেখিতে পাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বলিল, এই হাড্ডিগুলি 'আসহাবে কাহাফ'-এর হাড্ডি। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন তাহাদের হাড্ডি তো তিনশত বৎসর কালের অধিক পূর্বে পচিয়া গিয়াছে। রেওয়াতটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ অর্থাৎ যেমন আমি তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়াছিলাম এবং সুস্থ ও অপরিবর্তিতাবস্থায় জাগ্রত করিয়াছিলাম অনুরূপভাবে আমি সেই যুগের লোকদিগকে তাহাদের সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম। لِيَعْلَمُوْا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيْهَا اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ যেন তাহারা জানিতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হইবে উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যখন তাহারা পরস্পর একে অন্যের সহিত এই ব্যাপারে বিরোধ করিতেছিল। কেহ তো কিয়ামতকে বিশ্বাস করিত এবং কেহ উহাকে অস্বীকার করিত। আল্লাহ তা'আলা 'আসহাব

কাহাফ'-কে জাগ্রত করিয়া অস্বীকারকারীদের উপর দলীল কায়েম করিয়াছিলেন। فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ তখন তাহারা বলিল গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দাও। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا তাহাদের ব্যাপারে যাহাদের প্রাধান্য ছিল তাহারা বলিল, আমরা তো উহার পার্শে একটি মসজিদ নির্মাণ করিব। ইবনে জরীর (র) বলেন, এই দুই দলের লোকের একদল ছিল মুসলামান এবং অপরদল ছিল মুশরিক فَاللّٰهُ أَعْلَمُ তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে যাহারা এই কথা বলিয়াছিল তাহারা কলেমায় বিশ্বাসী ছিল তবে তাহাদের এই কথা প্রশংসিত না নিন্দিত সে কথা ভিন্ন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। لَعِنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخِذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِ هِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدًا আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি অভিশাপ অবতীর্ণ করুন কারণ তাহারা তাহাদের আম্বিয়া ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি তাহার খিলাফতকালে যখন ইরাকে হযরত দানিয়াল (আ)-এর কবর পাইলেন, তখন তিনি উহা মানুষের দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার নির্দেশ দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন যে উহার নিকট যেই কাগজ খন্ডে কোন যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ রহিয়াছে উহাও দাফন করিয়া দেওয়া হউক।

(٢٢) سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝

২২. কেহ কেহ বলিবে, উহারা ছিল তিন জন উহাদিগের চতুর্থটি ছিল উহারাদিগের কুকুর এবং কেহ কেহ বলে, উহারা ছিল পাঁচ জন, উহাদিগের ষষ্ঠ ছিল উহাদিগের কুকুর, অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আবার কেহ কেহ বলে, উহারা ছিল সাত জন, উহাদিগের অষ্টমটি ছিল উহাদিগের কুকুর, বল আমার প্রতিপালকই উহাদিগের সংখ্যা ভাল জানেন; উহাদিগের সংখ্যা অল্প কয়েক জন্যই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদিগের বিষয়ে বিতর্ক করিয়া এবং উহাদিগের কাহাকেও উহাদিগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

তাফসীর ঃ 'আসহাবে কাহাফ'-এর সংখ্যা সম্পর্কে মত পার্থক্য রহিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহার সংবাদ দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তিনটি মতের উল্লেখ করিয়া

প্রথম দুইটি মতকে ‘অনুমান করিয়া বলে’ দ্বারা দুর্বল করিয়াছেন যেমন দূর হইতে কেহ কোন অপরিচিতি স্থানে পাথর নিক্ষেপ করিলে উহা লাগিতেও পারে আর নাও লাগিতে পারে এবং লাগিলেও উহাকে ইচ্ছাপূর্বক লাগান বলা যাইবে না। অতঃপর আল্লাহ তৃতীয় মত উল্লেখ করিয়া নীরব রহিয়াছেন। আর তাহা হইল وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত এবং তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর। অতএব বুঝা গেল, এইমতই সঠিক قوله قُلْ رَّبِّىْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রতিপালকই তাহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ বাণী দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতিই সম্বন্ধিত করা উচিৎ। যেই বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নাই এবং উহা জানিবার কোন উপায়ও নাই সেইক্ষেত্রে অনর্থক অনুমান করিয়া কিছু বলা অপেক্ষা এই কথা বলাই উচিৎ যে ইহার সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আল্লাহ যদি কোন বিষয়ে অবহিত করেন, তবে আমরা তাহাই বলিব নচেৎ নীরব থাকিব। وَمَا يَعْلَمُهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ আর তাহাদের সঠিক সংখ্যা বহু কম লোকই জানে।

কাতাদা (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, আমি সেই অল্প সংখ্যক লোকদেরই একজন যাহারা যুবকদের সঠিক সখ্যা জানে বলিয়া আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন। যুবকদের সঠিক সংখ্যা ছিল সাত। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে বাশ্‌শার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَمَا يَعْلَمُهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন আমি সেই অল্প সংখ্যক লোকদের একজন, যাহারা 'আসহাবে কাহাফ' এর সঠিক সংখ্যা জানে না। তাহারা ছিল সাতজন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে ‘আসহাবে কাহাফ’-এর সংখ্যা ছিল সাত। পূর্বে আমরা এই বিষয়ে যা উল্লেখ করিয়াছি ইহা তাহারই অনুরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘আসহাবে কাহাফ’-এর কেহ কেহ অতি অল্প বয়সের ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা দিবারাত আল্লার ইবাদতে লিপ্ত থাকিত এবং আল্লার দরবারে ক্রন্দন করিত ও তাহার কাছে ফরিয়াদ করিত। তাহারা আটজন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল তাহার নাম ছিল “মাক্‌সালসীনা” সে-ই বাদশার সহিত কথা বলিয়াছিল। এবং তাহাকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়াছিল। অন্যান্যদের নাম, ইয়ামলীখা, মরতুনিস, কাসতূনিস, বীরূনিস, দানীমূস, বাতবূনিস ও কালূশ। এই রেওয়ায়েতে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত হইল হযরত ইবনে আববাস (র) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়েত এবং সে রেওয়ায়েত অনুসারে ‘আসহাবে কাহাফ’-এর সংখ্যা হইল সাত। আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রকাশ। শু'আইব জুবায়ী হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের কুকুরের নাম ছিল, হুমরান। অবশ্য

'আসহাবে' কাহাফ-এর উল্লেখিত নাম ও তাহাদের কুকুরের নাম সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলিয়া মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে চিন্তার কারণ রহিয়াছে। কারণ ইহার অধিকাংশ হইল আহলে কিতাব হইতে বর্ণিত وَاللّٰهُ اَعْلَمُ - فَلَاتُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا তাহাদের ব্যাপারে আপনি সাধারণ আলোচনা ব্যতিত কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে না। কারণ ইহাতে তেমন কোন ফায়দা নাই। لَاتَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا আর তাহাদের সম্পর্কে কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসাও করিবেন না। কারণ, তাহারা অনুমান ব্যতিত সঠিক কিছুই বলিতে সক্ষম নহে। আর আল্লার পক্ষ হইতে আপনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন উহাই সত্য ও সঠিক যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

(٢٣) وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًاۙ

(٢٤) اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰۤی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا○

২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিওনা," আমি উহা আগামীকাল করিব।

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করিলে" এই কথা না বলিয়া যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) কে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ভবিষ্যতে কোন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করিলে আপনি এইরূপ বলিবেন না যে আমি আগামী কল্য ইহা করিব বরং এইরূপ বলিবেন যদি আল্লাহ চাহেন তবে করিব। ভবিষ্যতে কি হইবে আর কি হইবে না, উহা কেবল তিনিই জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন

لَاَطُوْفَنَّ لَیْلَةً عَلٰی سَبْعِیْنَ اِمْرَاَةً وَفِیْ رِوَایَةٍ تِسْعِیْنَ اِمْرَاَةً وَفِیْ رِوَایَةٍ مِائَةَ اِمْرَاَةً تَلِدُ كُلُّ اِمْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ غُلَامًا یُقَاتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اِلَخ

আজ রাত্রে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর সতি সংগম করিব। এক রেওয়ায়েতে নব্বই জন, এক রেওয়ায়েত একশত জন স্ত্রীর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রত্যেক স্ত্রী এমন এক একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিবে, যে আল্লার রাহে জিহাদ করিবে। তখন একজন ফিরিশতা তাঁহাকে বলিল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন, কিন্তু তিনি বলিলেন, না। অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীদের সহিত সংগম করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্তান জন্ম

দিল না। কেবল একজন স্ত্রী অর্ধেক সন্তান জন্মদিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলিতেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্যে সফল হইত। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে তবে অবশ্যই তাহারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করিত।

পূর্বেই সূরার শুরুতে সূরার শানে নযূল প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'আসহাবে কাহাফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তখন তিনি বলিলেন سَأُجِيبُ غَدًا আমি আগামীকল্য ইহার উত্তর দিব। অতঃপর পনের দিন পর্যন্ত অহী বিলম্বিত হইল। পূর্বে আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছি।

قوله وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ যখন আপনি ভুলিয়া যান তখন আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন। কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন, আপনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে, যখনই মনে পড়ে তখন ইনশাআল্লাহ বলুন। আবুল আলিয়া (র) হাসান বসরী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। হুশাইম (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ব্যক্তি যেই হলফ করে, তাহার পক্ষে এক বৎসর পরও ইনশাআল্লাহ বলিবার অধিকার আছে। দলীল হিসাবে তিনি وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ পেশ করিতেন। আ'মাশ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি মুজাহিদ (র) হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন তিনি বলিলেন, লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) আমার নিকট অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তবরানী (র) আবূ মু'আবিয়াহ (রা) হইতে তিনি আ'মাশ (র) হইতে অত্রসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"যদি এক বৎসর পরেও হয় তবুও তাহার ইনশাআল্লাহ বলিবার অধিকার আছে" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর এই বক্তব্যের অর্থ হইল যখন কেহ হলফ করিবার সময় কিংবা কোন কথা বলিবার সময় ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যায় এবং এক বৎসর পর তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাআল্লাহ বলিয়া সুন্নাতের উপর আমল করিবে। এমন কি কসম ভাঙ্গিবার পরও যদি তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাআল্লাহ বলিবে। আল্লামা ইবনে জবীর (র) এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন অবশ্য ইহার অর্থ ইহা নহে, সে এখন ইনশাআল্লাহ্ বলিলে, কসম ভাঙ্গিবার কাফফারা আদায় করিতে হইবে না কিংবা কসমই ভাঙ্গিবে না। আল্লামা ইবনে জরীর (র) যাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহা সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যকে উহারই উপর প্রয়োগ করা অধিক শ্রেয়। ইকরিমাহ (রা) وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ এর ব্যাখ্যা করে যখন তুমি ক্রোধান্বিত হও তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর।

তাবরানী (র) বলেন, মুহম্মদ ইবনে হারেস হুবালী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَلَاتَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

ইহার অর্থ হইল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যান তবে যখনই স্মরণ হইবে তখন উহা বলিবেন। ইমাম তবরানী (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে যখনই মনে পড়িবে তখনই উহা বলিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস ছিল। কেবল তিনি ভুলিয়া যাইবার পর যখন তাহার মনে পড়িত তখন ইনশাআল্লাহ বলিতে পারিতেন। অন্য কাহার পক্ষে অন্য সময় ইহা বলার ইখতিয়ার নাই।

আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যখন কেহ কোন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন, যেন সে আল্লাহর যিকির করে কারণ ভুলিয়া যাওয়া শয়তানের কারণে হইয়া থাকে এবং আল্লাহ যিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে। শয়তান বিতাড়িত হইলে ভুলও হইবে না। হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গী যুবক বলিয়াছিল وَمَآ اَنْسَانِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ। শয়তানই আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর যিকির করিলে শয়তান বিতাড়িত হয় এই কারণে ইরশাদ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ যখন আপনি ভুলিয়া যান, তখন আল্লার যিকির করুন

قوله عَسٰى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا অর্থাৎ আপনাকে যখন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অথচ আপনি উহা জানেন না, তবে আল্লাহর নিকট উহার জ্ঞান প্রার্থনা করুন এবং তাহার প্রতি নিবিষ্ট হউন যেন তিনি আপনাকে উহার সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং অধিক সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ইহার আরো ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে

(٢٥) وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ○

(٢٦) قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۡ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ○

২৫. উহারা উহাদিগের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর আরও নয় বৎসর। তুমি বল, তাহারা কতকাল ছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন।

২৬. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকে এ নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা) কে গুহার মধ্যে 'আসহাবে কাহাফ' এর অবস্থানকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা তথায় নিদ্রা যাইবার পর হইতে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কত দিন গুহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল। সূর্য মাসের হিসাবে তো তাহারা তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল কিন্তু চান্দ্র মাসের হিসাবে এই সময়টি আরো নয় বৎসর বেশি হয়। সূর্য বৎসর এবং চান্দ্র বৎসরে প্রতি একশত বৎসরে তিন বৎসরের পার্থক্য হয়। এবং এই কারণে তিনশত বৎসর উল্লেখ করিয়া আরো অধিক নয় বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا অর্থাৎ আপনার নিকট তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এবং আপনি যদি না জানেন এবং আল্লাহও তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত না করিয়া থাকেন তবে বলুন, আল্লাহই তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অর্থাৎ তিনি এবং তিনি যাহাকে অবহিত করিয়াছেন সে ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। অনেক উলামায়ে কিরাম এই তাফসীর-ই করিয়াছেন যেমন মুজাহিদ (র) এবং পূর্ব ও পরবর্তী অনেক তাফসীরকার। কাতাদাহ বলেন وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ তাহারা তাহাদের গুহায় তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল ইহা হইল আহলে কিতাবের কথা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا আপনি বলুন "আল্লাহ তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা)-এর কিরাতে রহিয়াছে وَقَالُوْا لَبِثُوْا الخ অর্থাৎ তাহারা বলে আসহাবে কাহাফ তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। কাতাদাহ (র) ও মুতারয়িফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু কাতাদাহ (র) যে ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আহলে কিতাবদের মতে তাহাদের অবস্থান কাল তিন শত বৎসর। অধিক নয় বৎসরের কথা নাই। যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মতকে উল্লেখ করিতেন তবে অধিক নয় বৎসরের কথা উল্লেখ করিতেন না। আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রকাশ, আল্লাহ আহলে কিতাবের কথা নকল করেন নাই বরং নিজেই তাহাদের অবস্থান কালের খবর দিয়াছেন। আল্লামা ইবনে জরীরের মতও ইহাই। কাতাদাহ (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর যে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উহা মুনকাতী' এবং জমহুরের কিরাতের তুলনায় শায্। অতএব উহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اَبْصِرْبِهٖ وَاَسْمِعْ আল্লাহ তা'আলা কতই না উত্তম দর্শক ও শ্রবণকারী। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে দেখেন ও তাহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। উল্লেখিত দুইটি বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকতর প্রশংসা করা হইয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক বস্তুকে খুব দেখেন এবং প্রত্যেক শব্দকে খুব শ্রবণ করেন। কোন বস্তু এবং কোন শব্দ তার নিকট হইতে গোপন নহে। হযরত কাতাদাহ (র) اَبْصِرْبِهٖ وَاَسْمِعْ এর অর্থ করিয়াছেন, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক দেখনেওয়ালা ও অধিক শ্রবণকারী

আর কেহ নাই। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, اَبْصِرْبِهٖ وَاَسْمِعْ এর অর্থ হইল, তিনি তাহাদের সকল কর্মকান্ড দেখেন এবং শ্রবণ করেন। مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لَايُشْرِكُ بِهٖ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا আল্লাহ ব্যতিত তাহাদের জন্য কোন সাহায্য কর্তা নাই তাহার কর্তৃত্বে কাহাকেও তিনি শরীক করেন না। যাবতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী কেবল তিনিই তার হুকুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাহার কোন উজীর ও পরামর্শদাতা নাই। তিনি বুলন্দ ও পবিত্র।

(٢٧) وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

(٢٨) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○

২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করার কেহই নাই। তুমি কখনই তাহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

২৮. তুমি নিজেকে ধৈর্যসহকারে রাখিবে উহাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধায় আহ্বান করে উহাদিগের পতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইওনা। তুমি তার অনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা)-কে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিতে এবং মানুষের নিকট উহা পৌঁছাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ তাঁহার কালেমাকে কেহ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিলুপ্ত করিতে সক্ষম নহে। وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحِدًا তাহা ব্যতিত আপনি কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, مُلْتَحَدًا অর্থ مَلْجَأً আশ্রয় স্থল। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সাহায্যকারী। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল "হে মুহাম্মদ! (সা) যদি আপনি আপনার

প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত কিতাব তেলওয়াত না করেন তবে আল্লাহ ব্যতিত কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। যেমন এরশাদ হইয়াছে

يَاَيُّهَا الرَّسُلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রাসূল! আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে প্রেরিত বস্তুর তাবলীগ করুন যদি আপনি ইহা না করেন তবে রিসালাতের দায়িত্ব পালন হইবে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আরো ইরশাদ করেন اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ হে মুহাম্মদ! (সা) যেই সত্তা আপনার প্রতি কুরআনের তাবলীগ ফরয করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই আপনাকে কিয়ামত দিবসে কুরআনের তাবলীগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি তাহাদের সহিত বসুন যাহারা সকালে বিকালে আল্লাহর যিকির করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অজীফা করে তাঁহার প্রশংসা করে তাসবীহ করে তাঁহার মহত্ব ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করে। চাহে তাহারা দরিদ্র হউক কিংবা ধনী শক্তিশালী হউক কিংবা দুর্বল।

কথিত আছে, উল্লেখিত আয়াত তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন মক্কার ধনী লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিল তিনি যেন কেবল তাহাদের সহিত বৈঠক অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সহিত যেন দুর্বল দরিদ্র সাহাবাকে বসিতে না দেন। যেমন, হযরত বিল্লাল, আম্মার, সুআইব, হাব্বাব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এই সকল সাহাবীদের হইতে যেন তিনি ভিন্ন মজলিস অনুষ্ঠিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ যাহারা সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাহাদিগকে আপনি বিতাড়িত করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহাদের সহিত বসিতে নির্দেশ দিলেন। وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ আপনি তাহাদের সহিত নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যাহারা স্বীয় পালনকর্তাকে সকালে-বিকালে ডাকে।

ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে বলেন, আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ (র).... সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আপনি তাহাদিগকে মজলিস হইতে সারাইয়া দিন। তাহারা যেন, আমাদের

সহিত বসিবার দুঃসাহস না করে। হযরত সা'দ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রীয় এক ব্যক্তি বিলাল এবং আরো দুই ব্যক্তি যাহাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ-ই ভাল জানেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মনে তখন কি উদয় হইয়াছিল। অতঃপর অবতীর্ণ হল وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ "যেই সকল লোক সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাহাদিগকে আপনি বিতাড়িত করিবেন না।" রেওয়ায়েতটি কেবল মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ওয়ায়েয ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন যে, ওয়ায করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন তুমি ওয়ায করিতে থাক। সূর্যোদয় পর্যন্ত এইখানে বসিয়া থাকা চারটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হাশেম (র)....জনৈক বদরী সাহাবী হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এই ধরনের কোন মজলিসে বসা, চারটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আবূ দাউদ তয়ালেসী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা ফজরের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর্ যিকির করে তাহাদের সান্নিধ্যে বসা সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা আমার নিকট উত্তম। এবং আসরের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যিকির করা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশীয় আটটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম, যদিও তাহাদের প্রত্যেকের মূল্য বার হাজার হউক না কেন। রাবী বলেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-এর মজলিসে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম আটটি গোলামের মোট মূল্য হইল ছিয়ানব্বই হাজার। কেহ কেহ চারজন গোলামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ (সা) আটজন গোলামের কথা বলিয়াছেন যাহাদের প্রত্যেকের মূল্য বার হাজার।

হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আহওয়াযী (র)....হইতে আবূ মুসলিম কুফী হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যে সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিয়া নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন, উহা হইল, সেই মজলিস যেইখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে। আবূ আহমদ (র)...আবূ মুসলিম (র) হইতে মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আল্লা (র)....আবূ মুসলিম আগর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করিলেন। তখন একব্যক্তি সূরা হজ্জ কিংবা সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই মজলিস যেখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র)....হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, "যে সকল লোক আল্লাহর যিকির করিবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা হয়। তবে আসমান হইতে একজন ঘোষক তাহাদিগকে ঘোষণা করে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহসমূহ আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।" হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র) বলেন, ইসরাঈল ইবনে হাসান (র)....আব্দুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হানীফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ "আপনি নিজেকে সেই সকল লোকদের সহিত আবদ্ধ রাখুন, যাহারা সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে" অতঃপর তিনি সেই সকল লোকের খোঁজে বাহির হইলেন। তিনি এমন কিছু লোক দেখিতে পাইলেন যাহারা আল্লাহর যিকির করিতেছিল, তাহাদের মাথার চুল এলোমেলো ছিল, তাহাদের শরীরের চামড়া শক্ত বড় কষ্টেই তাহারা এক একটি কাপড় পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। এবং তিনি বলিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ اَمَرَنِىْ اِنْ اَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। সনদে যেই আব্দুর রহমানের উল্লেখ করা হইয়াছে আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ (র) তাহাকে সাহাবী গণ্য করিয়াছেন। তাহার আব্বা সাহ্ল ইবনে হানীফ (র) একজন প্রবীণ সাহাবী ছিলেন।

وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আপনার চক্ষু যেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে সীমা অতিক্রম না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা আল্লাহর যিকির করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাহারা ধন-সম্পদশালী, তাহাদের প্রতি যেন আপনার দৃষ্টি না যায়। وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ আর আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না যাহার অন্তরকে তাহার

পালনকর্তার ইবাদত ও দ্বীন হইতে আমি গাফেল করিয়া দিয়াছি। وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا আর তাহার কর্মকান্ড ত্রুটি ও বোকামীতে পরিপূর্ণ। যাহার কাজই হইল সীমা অতিক্রম করা। আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না। তাহার রীতি-নীতি পছন্দ করিবেন না তাহার প্রতি লোভ করিয়া দেখিবেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

আপনি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য আমার দেওয়া সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে বাড়াইবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযিক অধিক উত্তম ও স্থায়ী।

(٢٩) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

২৯. বল, সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত, সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক, আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদিগের মুখমন্ডল দগ্ধ করিবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি মানুষকে এ কথা বলিয়া দিন যে, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই কিতাব ও দ্বীন লইয়া আসিয়াছি উহা মহাসত্য উহার মধ্যে সন্দেহের লোক অবকাশ নাই। فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ অতঃপর যাহার ইচ্ছা সে যেন বিশ্বাস করে আর যাহার ইচ্ছা সে যেন অবিশ্বাস করে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা অতি বড় ধমক। اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ نَارًا আমি যালিমদের জন্য যাহারা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও তাঁহার কিতাবকে অস্বীকার করে আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا যাহার বেষ্টনী ও প্রাচীর তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইবনে মূসা (র)....হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন দোযখের চারটি প্রাচীর। প্রত্যক প্রাচীরের ঘনত্ব চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব। ইমাম তিরমিযী (র) দোযখের বর্ণনায়

হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং ইবনে জরীর (র) ও অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, سُرَادِقٌ দ্বারা দোযখের বেষ্টনী বুঝান হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হুসাইন ইবনে নসর ও আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ (র) উভয়....ইয়ালা ইবনে উমাইয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ সমুদ্রই হইল জাহান্নাম। রাবী বলেন, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا অতঃপর তিনি বলিলেন وَاللّٰهُ لَاَدْخُلُهَا اَبَدًا اَوْمَا دُمْتُ حَيًّا لَاتُصِيْبُنِىْ مِنْهَا قَطْرَةٌ আল্লাহর কসম, যতদিন আমি জীবিত থাকিব আমি কখনও উহাতে প্রবেশ করিব না এবং আর এক ফোটা পানিও আমাকে স্পর্শ করিবে না। قوله وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوْنَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, اَلْمُهْل অর্থ গাঢ় পানি যেন তেলের তলানী। মুজাহিদ (র) বলেন, পূজ মিশ্রিত রক্ত। ইকরিমাহ (র) বলেন, اَلْمُهْل হইল এমন বস্তু যাহা চরম উত্তপ্ততায় পৌঁছাইয়াছে। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম রাখিয়াছেন, গলিত বস্তু। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (র) একবার কিছু গলাইলেন, যখন পানির ন্যায় তরল হইল এবং উৎলাইতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন, هٰذَا اَشْبَهُ بِالْمُهْلِ ইহা হইল মুহলের সহিত অধিক সাদৃশ্য। যাহ্হাক (র) বলেন, জাহান্নামের পানি কাল এবং উহার অধিবাসীরাও কাল। উল্লেখিত মতগুলি পরস্পর বিরোধী নহে। মুহল, বস্তুটির মধ্যে যাবতীয় দোষ বিদ্যমান, উহা দুর্গন্ধময় গাঢ় ও উত্তপ্ত বস্তু। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে। يَشْوِى الْوُجُوْهَ উহার উত্তাপের কারণে মুখমন্ডলকে জ্বালাইয়া দেয়। অর্থাৎ কাফির যখন উহা পান করিবার ইচ্ছা করিয়া মুখের মধ্যে লইবে তখন উহা তাহার মুখ জ্বালাইয়া দিবে। এমন কি মুখের চামড়া ঝরিয়া পড়িবে যেমন হাদীস্ শরীফে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র) স্বীয় সূত্রের سُرَادِقُ النَّارِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, পানির জন্য ফরিয়াদ করিবার পর তাহাকে এমন পানি দান করা হইবে যা তেলের তলানীর ন্যায় যখন উহা তাহার নিকটবর্তী করিবে তখন উহার উত্তাপে মুখের চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে। ইমাম তিরামিযী (র) ও দোযখের বর্ণনায় ধারাবাহিকভাবে রিশদীন ইবনে সা'দ (র)....দাররাজ (রা) হইতে উক্ত সূত্রে তাহার জামে গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি শুধু রিশদীন ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অথচ, মুহাদ্দিসগণ তাহার স্মরণ শক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য যেমন পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র)....দাররাজ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন বাকীয়্যাহ ইবনে অলীদ (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে নবী করীম (সা) وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ "এবং তাহাকে পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে যাহা সে ঢোক ঢোক পান করিবে। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন পূজ মিশ্রিত পানি উহার নিকটবর্তী করা হইলে সে বড় কষ্টে উহা পান করিবে। তাহার নিকটবর্তী করা হইলে তাহার মুখমন্ডল জ্বালাইয়া দিবে এবং মাথার চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে এবং উহা পান করিবার পর তাহার পেটের নাড়ীসমূহকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। ইরশাদ হইয়াছে,

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, দোযখবাসীরা যখন ক্ষুধার্থ হইবে তখন তাহাদিগকে যাক্কুম গাছের ফল দেওয়া হইবে এবং তাহারা উহা খাইতে থাকিবে কিন্তু উহাতে তাহাদের মুখের চামড়া খুলিয়া পড়িবে। তাহাদিগকে জানে এমন কেহ তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তাহাদের খুলিয়া পড়া চামড়ার সাহায্যেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর তাহারা ভীষণ পিপাসিত হইবে এবং পানির জন্য স্বকাতরে আর্তনাদ করিবে তখন তাহাদিগকে গলিত তামার ন্যায় পানি দান করা হইবে যাহা অত্যধিক উত্তপ্ত হইবে উহা তাহাদের মুখের নিকটবর্তী করা হইলে উহার উত্তাপে মুখের মাংস গলিয়া পড়িবে। একারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন لَبِئْسَ الشَّرَابُ বড়ই জঘন্য ও নিকৃষ্ট। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ তাহাদিগকে উত্তপ্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে ফলে উহা তাহাদের নাড়ীসমূহকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ উত্তপ্ত ও ফুটন্ত ঝর্ণা হইতে তাহাদিগকে পানি পান করিতে দেওয়া হইবে। وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا আর তাহাদের আশ্রয়স্থল তাহাদের ঘর তাহাদের আরামগাহ বড়ই নিকৃষ্ট হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا উহা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল ও কঠিন স্থান (ফুরকান-৬৬)।

(٣٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

(٣١) أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩০. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করি এবং যে সৎকর্ম করে আমি তাহার শ্রমফল নষ্ট করি না,

৩১. উহাদিগের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সুক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হইবে সজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা অসৎ লোকদের আলোচনা করিবার পর সৎলোকদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে চির অবস্থানের বাগানসমূহ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ যাহার ইমারত ও ঘরসমূহের নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে যেমন ফিরআউন বলিয়াছিল وهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِن تَحْتِىْ এই নহরসমূহ আমার নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। وَيُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ এবং তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণের কংকন পরিধান করান হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ যাহারা তাহাদের আসনসমূহে হিলান দিয়া উপবিষ্ট হইবে। اتكاء শব্দটির অর্থ কি, কেহ বলেন ইহার অর্থ, শয়ন করা, কেহ বলেন, চারজানু হইয়া বসা। এবং এই অর্থই এখানে অধিক সমীচীন। হাদীস শরীফে বর্ণিত اِمَّا اَنَا فَلَا اَكَلَ مُتَّكَاءً আমি তো চারজানু হইয়া বসিয়া আহার করি না। অবশ্য এই হাদীসের দুইটি অর্থ হইতে পারে। الْاَرَائِكَ শব্দটি اَرِيْكَةٌ এর বহু বচন, অর্থ পালংক وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا অর্থাৎ বেহেশত তাহাদের আমলসমূহের কি চমৎকার বিনিময় এবং আরাম করিবার কতই উত্তম ঘর। যেমন দোযখবাসীদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا কত নিকৃষ্ট পানীয় এর কতইনা জঘন্য আরাম করিবার স্থান। সূরা ফুরকান এর মধ্যে বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا আশ্রয়স্থল ও ঘর হিসাবে উহা বড়ই জঘন্য অতঃপর বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে,

اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

তাহাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বেহেশতের বালাখানা দান করা হইবে এবং সেখানে সালাম ও খোশআমদেদ বলিয়া তাহাদিগকে সম্বর্ধনা জানান হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে বসবাস করিবে। তাহাদের আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান বড়ই চমৎকার।

(٣٢) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝

(٣٣) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝

(٣٤) وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۝

(٣٥) وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۝

(٣٦) وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩২. তুমি উহাদিগের নিকট পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমা; উহাদিগের একজনকে আমি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাতে কোন ত্রুটি করিত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর।

৩৪. এবং তাহার প্রচুর ধন-সম্পদে ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তাহার বন্ধুকে বলিল, ধন-সম্পদ আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।

৩৫. এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল, সে বলিল আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে;

৩৬. আমি মন করি না যে কিয়ামত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়-ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে মুশরিক ও অহংকারীদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা গরীব মুসলমানদের সহিত বসিতে ঘৃণা করিত এবং স্বীয় ধন-সম্পদ ও বংশীয় আভিজাত্যের দাপট দেখাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা উভয় শ্রেণীর লোকদিগকে দুই ব্যক্তির সহিত উপামিত করিয়াছেন। যাহাদের একজনের দুইটি আঙ্গুরের বাগান ছিল এবং উহা খেজুর বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। উভয় বাগানের মাঝে অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন হইত এবং বাগানের গাছপালার নিয়মিত ফল ধরিত এবং যমীতে নিয়মিত ফসল উৎপন্ন হইত। ইরশাদ হইয়াছে كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا উভয় বাগান নিয়মিত ফল দান করিত। وَلَمْ تَظْلِمْ شَيْئًا এবং একটুও কম করিত না। وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا এবং উভয় বাগানের মাঝে আমি একাধিক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম وَكَانَ لَه ثَمَرٌ কেহ কেহ বলেন, ثَمَرٌ অর্থ এখানে মাল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবার কেহ কেহ বলেন, ثَمَرٌ শব্দটি ثِمَارٌ বহু বচনের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহাই সঠিক প্রকাশ্য। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ কিরাতের মাধ্যমে। ثُمُرٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ এর বহু বচন। যেমন خَشَبَةٌ - خُشُبٌ এর বহুবচন। এখানে আরো একটি কিরাত আছে তাহা হইল ثَا কে যবর ও مِيْم কে পেশসহ পড়া অর্থাৎ ثَمُرٌ।

মোটকথা বাগান দুইটির মালিক তাহার সংগীকে বিতর্ক প্রসঙ্গে বড়ই অহংকার ও গর্বের সহিত বলিল, اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّ اَعَزُّ نَفَرًا আমার তো ধন ও জনশক্তি তোমার চাইতে অনেক বেশি আমার চাকর কর্মচারী ও সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা অধিক। হযরত কাতাদা (র) বলেন, একজন পাপীর আশা ইহাই হইয়া থাকে যে, দুনিয়ার তাহার ধন-জন অধিক হউক। وَدَخَلَ جَنَّتَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِه সে স্বীয় সত্তার প্রতি যুলুম করিয়া তাহার বাগানে প্রবেশ করিল অর্থাৎ কুফর অহংকার করিয়া এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করিয়া বড় দম্ভের সহিত তাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া সে বলিল مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِه اَبَدًا আমি তো ধারণা করি না যে আমার এই ধন কখনও ধ্বংস হইবে। আর তাহার এইরূপ বলার কারণ ছিল ইহা যে বাগানে নানা প্রকার ফলমূল ও গাছপালা। চতুর্দিকে প্রবাহিত নহরসমূহ দেখিয়া সে ধোকা খাইয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে উহা কখনও ধ্বংস হইবে না। বিলুপ্ত হইবে না। আর এই ধারণার কারণ ছিল, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অভাব। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস দুনিয়ায় ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস এই কারণে সে বলিল وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত, কায়েম হইবে। وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا আর যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে তবে সেখানেও আমি দুনিয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু পাইব। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট আমার একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে নচেৎ

তিনি আমাকে দুনিয়ায় এর অধিক ধন-সম্পদ দান করিতেন না। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্য উত্তম বস্তুই রহিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا আপনি তাহাকে কি দেখিয়াছেন, যে আমার আয়াতকে তো অস্বীকার করে অথচ, সে এই কথা বলে যে, আমাকে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই মাল ও সন্তান দান করা হইবে (মারিয়ম-৭৭)। উল্লেখিত আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহার বিস্তারিত আলোচনা আপন স্থানেই হইবে ইনশাআল্লাহ।

(٣٧) قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ○

(٣٨) لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ○

(٣٩) وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ○

(٤٠) فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ○

(٤١) اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ○

৩৭. তদুত্তরে তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল , তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হইতে এবং তাহার পর পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?

৩৮. কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।

৩৯. তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন কেন বলিলে না, আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই, তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর।

৪০. তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হইতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করিবেন, যাহার ফলে উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হইবে,

৪১. অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হইবে না।

তাফসীর ঃ ধনী কাফিরকে তাহার মু'মিন সংগী যেই জবাব দান করিয়াছিল, যেই নসীহাত করিয়াছিল এবং কুফর ও অহংকার পরিত্যাগ করিবার জন্য যেই ধমক দিয়াছিল আল্লাহ তাআলা এই খানে উহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার মু'মিন সঙ্গী তাহাকে বলিল, তুমি সেই আল্লাহর প্রতি কুফর করিতেছ যিনি তোমাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্যই তা'আলা যে সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আদম (আ) কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর হযরত আদম (আ) এর বংশধরকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি ইহা একটি ধমক। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ তোমরা কিভাবে আল্লাহর সত্তা ও তাঁহার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা তো ছিলে মৃত অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন (বাক্কারা-২৮)। প্রত্যেকেই ইহা জানে যে সে পূর্বে ছিল না পরে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং ইহাও জানে যে, সে নিজেই স্বীয় অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই এবং না অন্য কোন মখলূম তাহাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে আল্লাহ-ই তাহার সৃষ্টিকর্তা যিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তাও তিনিই। ঐকারণে মু'মিন ব্যক্তি বলিল, لٰكِنَّا هُوَاللّٰهُ رَبِّيْ কিন্তু আমিতো এই বিশ্বাস করি যে সেই আল্লাহ-ই আমার প্রতিপালক। তাহার রুবিবিয়াত ও একত্ববাদকে আমি বিশ্বাস করি وَلَاْاُشْرِكُ بِرَبِّيْ اَحَدًا এবং আমার প্রতিপালকের সহিত আমি কাহাকেও শরীক করি না। وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا অর্থাৎ যদি তুমি আমার ধন ও জন কম দেখ তবে যখন তুমি তোমার বাগানে গিয়া উহার গাছপালা ও ফল ফলাদি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলে তখন তুমি আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামতের শোকর করিলে না কেন এবং কেনই বা এই কথা বলিলে না যে আল্লাহ যাহা চাহেন দান করেন এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোন ক্ষমতা নাই। পূর্ববর্তী কোন কোন মণিষী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ভাল অবস্থাটি দেখে কিংবা ধন-জনে আনন্দ লাভ করে তবে সে যেন مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে। ইহা আলোচ্য আয়াত হইতে গৃহিত। এই সম্পর্কে এক হাদীসও বর্ণিত আছে। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জাররাহ ইবনে মুখাল্লাদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করেন, চাহে উহা স্ত্রী হউক কিংবা ধন-জন হউক অতঃপর যদি مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে তবে উহাতে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন বিপদ দেখিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত দ্বারাই

ইহা প্রমাণ করিতেন وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ হাফিয আবুল ফাতাহ আযদী ঈসা ইবন আওন বলেন, আব্দুল মালিক ইবন যুরারাহ এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ নহে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফার (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেন اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আমি কি বেহেশতের একটি ধন ভান্ডারের কথা তোমাদিগকে বলিব না? উহা হইল,'লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।' হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি বেহেশতের একটি ধন-ভান্ডারের কথা তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? উহা হইল 'লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ।' ইমাম আহমদ বলেন, বুকাইর ইবন ঈসা (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা ! আমি কি তোমাকে বেহেশতের একটি ধন-ভান্ডারের খোঁজ দিব না? যাহা আকাশের নীচে অবস্থিত তিনি বলিলেন আপনার উপর আমার আব্বা আম্মা উৎসর্গ বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ রাবী আবূ বলয় বলেন, আমার ধারণা আমর ইবনে মায়মূন (র) ইহা বলিয়াছে فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে এবং আমার উপর সর্পদ করিয়াছে। আবূ বলখ (র) বলেন, আমর ইবন মায়মূন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসাা করিলেন لَا حَوْلَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়িতে হইবে। তিনি বলিনে না। পড়িতে হইবে উহা যাহা সূরা কাহাফ এর মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

قوله عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ আমি আশা করি পরকালে আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করিবেন وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ এবং যেই বাগান সম্পর্কে তোমার ধারণা যে উহা কখনও ধ্বংস হইবে না উহাতে আসমান হইতে আগুন প্রেরণ করিবেন। ইবনে আব্বাস (র) যাহহাক, কাতাদাহ এবং যুহরী (র) হইতে মালেক (র) বর্ণনা করেন حُسْبَانًا অর্থ আযাব। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আসমান হইতে প্রবল বর্ষণ হইবে যাহা ক্ষেতের গাছপালা ও ফসলাদী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ফলে উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার পিচ্ছল ময়দানে পরিণত হইবে। যেইখানে পা স্থির থাকিতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন ময়দানে পরিণত হইবে যেইখানে কখনও কিছু উৎপন্ন হয় না। اَوْيُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا কিংবা যদি উহার পানি যমীনের তলদেশে গিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যায়। غَوْرٌ শব্দটি মাসদার غَائِرٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। غَائِرٌ – نَابِعٌ এর বিপরীত শব্দ نَابِعٌ অর্থ যমীনের উপরে প্রবাহমান। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ

بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ আপনি বলুন যদি উহার পানি যমীনের তলদেশে গিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যায় তবে কে প্রবাহিত পানি তোমাদিগকে আনিয়া দিবে? আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا কিংবা যদি উহার পানি শুষ্ক হইয়া যায় তবে উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে আপনি কখনও সক্ষম হইবে না। غَوْرٌ শব্দটি মাসদার ইহা غَائِرٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং এইরূপ ব্যবহার অধিক মুবালাগা হয়। যেমন কবির কবিতায়ও এই ব্যবহার বিদ্যমান।

تَظَلُّ جِيَادِهِ نَوْحًا عَلَيْهِ + تَقَلَّدَهُ أَعِنَّتِهَا صُفُوْفًا

উক্ত কবিতায় نَوْحًا শব্দটি মাসদার কিন্তু ইহা نَائِحَاتٍ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(٤٢) وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْ أَحَدًا ۝

(٤٣) وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝

(٤٤) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۭ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝

৪২. তাহার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল যখন উহা মাচানসহ ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, হায় আমি যদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করিতাম।

৪৩. এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।

৪৪. এই ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার অধিকার আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهِ এবং তাহার গাছের ফল ফলাদি ও ধন-সম্পদ বিপদ মসীবতে বেষ্টিত হইল, ও ধ্বংস হইল। অর্থাৎ কাফির ব্যক্তির মু'মিন সঙ্গী তাহাকে তাহার বাগানের উপর যেই বিপদ ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাই উহার উপর পতিত হইল। এই বাগানই তাহাকে আল্লাহ হইতে

গাফেল করিয়া রাখিয়াছিল। فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَا اَنْفَقَ فِيْهَا অতঃপর সে তাহার বাগানে যে ব্যয় করিয়াছিল উহার উপর অনুতাপ করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল। وَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْ اَحَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا। আর সে বলিল হায়রে যদি আমি আমার প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম। তাহার জন্য আল্লাহ্ ব্যতিত কোন লোক জনও ছিল না। যাহারা তাহার সাহায্য করিত আর সে নিজেও প্রতিশোধ লইতে পারিল না। فِئَةٌ দ্বারা এখানে গোত্রীয় লোক কিংবা সন্তান বুঝান হইয়াছে যাহাদের দ্বারা সে গর্ব করিত। وَمَا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ এখানে বিভিন্ন রকম কিরাত বর্ণিত আছে কেহ কেহ كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ এর উপর ওয়াকফ করেন। অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে তাহার উপর বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই ক্ষেত্রে কোন রক্ষাকারী ছিল না এবং নিজেও কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। এই কিয়াত অনুসারে اَلْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ হইতে নতুন আয়াত শুরু হইবে। কেহ কেহ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا এর উপর পূর্বের আয়াত শেষ করিয়া ওয়াকফ করেন। এই সময় هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ হইতে নতুন আয়াত শুরু হইবে।

অতঃপর اَلْوَلَايَةُ শব্দটির কিরাত সম্পর্কেও মত পার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ শব্দটির وَاوْ কে যবরসহ পড়েন। আবার কেহ কেহ যেরসহ পড়েন। প্রথম কিরাত অনুসারে অর্থ হইবে তখন সকল মানুষ মুমিন হউক কিংবা কাফির সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে যখন শাস্তি আসিবে তখন তাহার সাহায্য ও আশ্রয় ব্যতিত কেহই কোন আশ্রয় ও সাহায্য পাইবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ

যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিল তখন তাহারা বলিল আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিলাম। এবং যাহাদিকে তাহার সহিত শরীক করিতাম তাহাদিগকে আমরা অস্বীকার করিলাম। ফিরআউন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- اٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

অবশেষে যখন সে নিমজ্জিত হইতে লাগিল তখন সে বলিল আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে যেই সত্তার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান আসিয়াছে যিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি মুসলমান ও আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে জবাব দেওয়া হইল, এখন তুমি ঈমান আসিতেছ অথচ পূর্বে তুমি না ফরমানী করিয়াছ এবং তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

যাহারা اَلْوَلَايَةُ শব্দটির وَاو কে যেরসহ পড়েন তাহাদের মতানুসারে অর্থ হইবে তখন সঠিক হুকুম কেবল আল্লাহর-ই হইবে। اَلْحَقُّ শব্দটির قَاف কে কেহ পেশসহ পড়েন আবার কেহ যেরসহও পড়িয়া থাকেন। পেশসহ পড়া হইলে শব্দটি হইবে اَلْوَلَايَةُ এর যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا صِفَتُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا এখানে اَلْحَقُّ শব্দটি মারফূ হইয়াছে এবং اَلْمُلْكُ এর সিফাত সংঘটিত হইয়াছে। যদি اَلْحَقِّ এর قَاف কে পেশসহ পড়া হয় তখন اَللّٰهُ এর সিফাত হইবে যেমন ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ এখানে اَلْحَقِّ শব্দটি যেরসহ পড়া হয় ইহা اَللّٰهُ শব্দের সিফাত সংঘটিত হইয়াছে। هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا অর্থাৎ যেই সকল আমল কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয় উহার পুরস্কার উত্তম এবং উহার পরিণাম প্রশংসিত।

(٤٥) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

(٤٦) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

৪৫. উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের উহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়, অতঃপর উহা বিশুদ্ধ হইয়া এমন চূর্ন-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ব বিষযে শক্তিমান।

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, হে নবী! وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আপনি মানুষের জন্য পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও বিলুপ্তির উপমা বর্ণনা করুন كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ পাথির্ব জীবন হইল সেই পানির মত যাহা আমি আসমান হইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর সেই পানির সহিত ভূমীর বীজ মিশ্রিত হইয়া গজাইয়াছে এবং উহা হইতে শ্যামল-সবুজ লতা-পাতা উৎপন্ন হইয়াছে। فَاَصْبَحَ

هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ অতঃপর শুষ্ক হইয়া চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছে যাহা ডানে বামে বাতাসে উড়াইয়া লইয়াছে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا আর আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। তিনি শ্যামল সবুজও করিতে পারেন আবার উহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিলুপ্তও করিতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব জীবনকে এই উপমা দ্বারা বহু স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যেমন সূরা ইউনুসে ইরশাদ হইয়াছে। اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ পার্থিব জীবনের উপমা সেই পানির মত যাহা আমি আসমান হইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর উহার সহমিশ্রনে নানা প্রকার লতা-পাতা নির্গত হইয়া যাহা মানুষ আহার করে এবং জীব-জন্তুও ভক্ষণ করে। সূরা যুমারে ইরশাদ হইয়াছে اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ্ আসমান হইতে পানি অবতীর্ণ করেন অতঃপর উহা যমীনের বিভিন্ন ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেন অতঃপর উহার সাহায্যে নানা রঙ্গের ফসল উৎপন্ন করেন। সূরা হাদীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ -

জানিয়া রাখুন। পার্থিব জীবন শুধু খেলাধুলা সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন-সম্পদ সন্তান-সন্তুতির বেলায় পারস্পরিক একে অন্যের মোকাবিলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা বৈ-কিছুই নহে। ইহা ঠিক সেই মেঘমালার মত যাহা দ্বারা উৎপাদিত লতা-পাতা কৃষকদের মনে আনন্দ সঞ্চারিত করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত اَلدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ দুনিয়া সবুজ সুমিষ্ট।

قوله اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। আয়াতটির মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ মানুষের জন্য প্রবৃত্তির মুহাব্বত অর্থাৎ নারী সন্তান-সন্তুতি ও ধন-ভান্ডারসমূহ সৌন্দর্যময় করা হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষার বস্তু। এবং আল্লাহর নিকট রহিয়াছে মহা পুরস্কার। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া তাহার ইবাদতের জন্য মনোনিবেশ করা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির সহিত লিপ্ত হওয়া এবং অতিশয় মায়া মমতায় জড়াইয়া পড়া অপেক্ষা অধিক উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَالْبَاقِيَاتُ

اَلصّٰلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً তোমার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী সৎকর্মসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তি ও আশা সফল হওয়ার জন্য উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরামের মতে وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের সালাত উদ্দেশ্য। আতা ইবনে আবূ রবাহ ও সায়ীদ জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ দ্বারা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বুঝান হইয়াছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে। তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার অলাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম।

ইমাম আহমদ (র) বললেন, আবূ আব্দুর রহমান (র)....হযরত উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হারেস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন হযরত উসমান (রা) বসিয়াছিলেন আমরাও তাহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর মু'আযযিন আসিলেন, অতঃপর তিনি অজুর পানি চাহিলেন আমার ধারণা উহা এক মুদ পানি হইবে। তিনি অজু করিলেন এবং অজু শেষে বলিলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এইরূপ অজু করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আমার এই অজুর মত অজু করিয়া যোহরের সালাত পড়িবে ফজর হইতে যোহর পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। অতঃপর আসরের সালাত পড়িবে যোহর ও আসরের মাঝের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে মাগরিবের সালাত পড়িলে আসর ও মাগরিবের মাঝে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে ইশার সালাত পড়িলে তাহার মাগরিব ও ইশার মাঝের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে হয়ত নিদ্রা যাইবে এবং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অজু করিয়া ফজরের সালাত পড়িলে ফজর ও ইশার মাঝে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। ইহাই হইল কুরআনে উল্লেখিত সেই হাসানাত ও নেক কার্যসমূহ যাহা গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। তাহারা বলিলেন, ইহা তো হইল হাসানাত কিন্তু اَلْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) বলিলেন, উহা হইল

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র).... সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন اَلْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ হইল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

মুহাম্মদ ইবন আজলান উমারাহ হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে মুসাইয়্যেব আমার নিকট اَلْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ তিনি বলেন সায়ীদ কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম সালাত ও সওম। তিনি বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক নহে। আমি বলিলাম যাকাত ও হজ্জ। তিনি বলিলেন ঠিক নহে বরং উহা হইল, পাঁচটি কালেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান (র) নাফে ইবনে সারজাস হইতে বর্ণিত তিনি হযরত ইবনে ওমর (র) কে اَلْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে, তিনি বলিলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আতা ইবনে আবূ রবাহও অনুরূপ বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, اَلْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ হইল, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-লা-ইলাহা ইল্লাহল্লাহ আল্লাহু আকবর। আব্দুর রায্যাক বলেন, মা'মার, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন اَلْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ ইবনে জরীর (র) বলেন, আমার কিতাবের মধ্যে আমি পাইয়াছি হাসান ইবনে সব্বাহ আল বায্যার (র)..... হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবর হইল বাকিয়াতুস সালিহাত ও স্থায়ী সৎকার্যসমূহ। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, ইউনূস (র).... হযরত আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন اِسْتَكْثِرُوْا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ। তোমরা বাকিয়াতুস সালিহাত (স্থায়ী সৎকার্যসমূহ) অধিক পরিমাণ কর। জিজ্ঞাসা করা হইল উহা কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলিলেন উহা হইল 'মিল্লাত' জিজ্ঞাসা করা হইল, 'মিল্লাত' কি? তিনি বলিলেন اَلتَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ وَالتَّسْبِيْحُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহু আকবর বলা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা ও লাহাওলা অলা সুবহানাল্লাহ বলা ও আলহামদুলিল্লাহ কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা।

ওহ্ব (র) বলেন, যে আবূ সখর (র) বলেন, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর আযাদ কৃত গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, একবার সালেম (র) আমাকে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র)-এর নিকট এক প্রয়োজনে প্রেরণ করিলেন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি সালেমকে গিয়া বল, তিনি যেন আমার সহিত অমুক কবরের এক পার্শ্বে সাক্ষাৎ করেন। তাহার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন অপরজনে সালাম করিলেন। সালেম

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ বলিতে কি বুঝেন? তিনি বলিলেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ সালেম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কে আপনি কখন হইতে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি তো সর্বদাই ইহাকে اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। অতঃপর দুই কিংবা তিনবার এইরূপ প্রশ্ন উত্তর হইতে লাগিল অবশেষে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলিলেন, আচ্ছা, আপনি ইহা অস্বীকার করিতেছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ অস্বীকার করিতেছি। তখন তিনি বলিরেন, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বলিতে শুনিয়াছি "আমাকে আসমানে আরোহণ করান হইলে আমি হযরত ইবরাহীম (আ) কে দেখিতে পাইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, আপনার সাথে এই ব্যক্তিকে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আহ্‌লান্ সাহ্‌লান্ বলিয়া সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি আপনার উম্মতকে বেশি করিয়া বেহেশতের চারা লাগইতে হুকুম করুন। উহার মাটি পবিত্র এবং যমীন প্রশস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহেশতের চারা কি? তিনি বলিলেন, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ইমাম আহমদ (র)....আলে নূ'মান বংশের জনৈক আনসারী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন ইশার সালাতের পর মসজিদে বসিয়াছিলাম। তিনি আসমানের দিকে চুক্ষ উঠাইলেন অতঃপর নামাইলেন আমরা ধারণা করিলাম হয়তঃ অহী অবতীর্ণ হইয়াছে অনন্তর তিনি বলিলেন, তোমরা মনে রাখিবে। আমার পর অনেক আমীর এমন হইবে, যাহারা মিথ্যা বলিবে এবং যুলুম করিবে যেই ব্যক্তি তাহাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাদের যুলুমের ব্যাপারে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিবে সে আমার নহে এবং আমিও তাহার নহে। আর যেই ব্যক্তি তাহার মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবে না এবং তাহার যুলুমের ব্যাপারে তাহার পক্ষপাতিত্ব করিবে না। সে আমার এবং আমিও তাহার। মনে রাখিও سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ হইল اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদ কৃত গোলাম আবূ সাল্লাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ওয়াহ! ওয়াহ!! পাঁচটি কালেমা মীযানে কতইনা ভারী; লাইলাহা ইল্লাল্লাহ; সুবহানাল্লাহ; আলহামদুলিল্লাহ এবং যেই সৎ সন্তান ইন্তেকাল করিবার পর তাহার পিতা পুরস্কারের আশায় ধৈর্য ধারণ করে। তিনি আরো বলেন, ওয়াহ! ওয়াহ!! পাঁচটি বিষয় এমন যে, যেই ব্যক্তি উহার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি বেহেশতের প্রতি, দোযখের প্রতি মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি এবং হিসাব নিকাশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ (র)....হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ হইতে বর্ণিত যে, শাদ্দাদ ইবনে আওস এক সফরে ছিলেন তিনি এক মনযিলে অবতীর্ণ হইয়া তাহার গোলামকে বলিলেন একটি ছুরি আন, আমরা খেলিব। আমি তাহার এই কথার প্রতিবাদ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই একটি কথা ব্যাতিত আমি এমন কোন কথা বলি নাই যাহা আমার মুখকে বন্ধ করিতে পারে। তোমরা আমার এই কথাটি ভুলিয়া যাও এবং এখন যাহা বলি উহা মনে রাখিও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি "যখন মানুষ স্বর্ণ-রূপা জমা করিতে মগ্ন হইবে তখন তোমরা এই কালেমাগুলি জমা করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَاَسْاَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَاَسْاَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি স্বীয় কর্মে দৃঢ়তা সটিক পথে দৃঢ় প্রত্যয় প্রার্থনা করিতেছি; আপনার নিয়ামতের শোকর করিবার তাওফিক প্রার্থনা করিতেছি আপনার উত্তম ইবাদত করিবার তওফীক প্রার্থনা করিতেছি। আপনার নিকট নিরাপদ অন্তর প্রার্থনা করিতেছি সত্য কথা বলিবার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি। যেই সকল কল্যাণ আপনি জানেন আমি উহা প্রার্থনা করিতেছি। যেই সকল অকল্যাণকর বিষয় আপনার জানা আছে আমি উহার অনিষ্টতা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ আমি ঐ সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যাহা আপনার জানা আছে। আপনি তো সকল গায়েব ও অদৃশ্য বস্তুকে জানেন।

ইমাম নাসায়ী (র) অপর এক সূত্রে শাদ্দাদ হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাবরানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে না-জীয়াহ (র)....সা'দ ইবনে জুনাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তায়েফ বাসীদের মধ্য হইতে সর্ব প্রথম আমি নবী করীম (সা) এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি আমার বাড়ী হইতে ভোরেই রওনা হইয়াছি এবং আসরের সময় মীনায় উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম তখন তিনি আমাকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং اِذَا زُلْزِلَتْ এই দুইটি সূরা শিক্ষা দিলেন এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এই কালেমাগুলি শিক্ষা দিয়া বলেন هُوَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ইহা হইল স্থায়ী সৎকর্মসমূহ।

এই সূত্রেই বর্ণিত যেই ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অজু করিবে কুলী করিবে এবং একশতবার সুবহানাল্লাহ একশতবার আলহামদুলিল্লাহ ও একশতবার

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে তাহার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু রক্তপাতের গুনাহ ক্ষমা করা হইবে না। আলী ইবনে তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ (স্থায়ী সৎ কার্যাবলী) হইল আল্লাহর যিকির অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-তাবারাকাল্লাহ লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহ। এই কালেমাসমূহ ব্যতিত সালাত, সাওম , হজ্জ, যাকাত, সদকা, দাস মুক্ত করা, জিহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সকল সৎকর্ম। এই সকল আমলসমূহ হইল এমন যাহার সওয়াব ও পুরস্কার বেহেশতবাসীগণ চিরকাল লাভ করিতে থাকিবে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَلْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ হইল উত্তম কথা। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, সমস্ত নেক ও সৎকার্যসমূহ اَلْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ।এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

(٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۚ

(٤٨) وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۢ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝

(٤٩) وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

৪৭.স্মরণ কর, সেই দিন আমি পর্বতকে করিব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাহাদের সকলকে আমি একত্র করিব এবং উহাদিগের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,

৪৮. এবং উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদিগের জন্য প্রতিশ্রুতিক্ষণ আমি উপস্থিত করিব না?

৪৯. এবং উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার কারণে তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে আতংগ্রস্ত এবং উহারা বলিবে হায়

দুর্ভাগ্য আমাদিগের! ইহা কেমন গ্রন্থ উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং উহা সমস্ত হিসাব রাখিয়াছে। উহারা উহাদিগের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে, তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলুম করেন না।

তাফসীর ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا যেই দিন আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং পর্বতমালা উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ পর্বতমালা উহার স্থান হইতে হটিয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ আপনি পর্বতমালাকে তো স্থির দেখেন অথচ কিয়ামতের পূর্বে উহা মেঘামালার ন্যায় চলিতে থাকেবে। ইরশাদ হইয়াছে وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ পর্বতমালা ধুনা তূলার মত হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا

তাহারা আপনার নিকট পবর্তমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন আমার পালনকর্তা উহাকে স্বীয় স্থান হইতে হটাইয়া দিবেন অতঃপর পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন। যেখানে কোন উচু নীচু দেখিতে পাইবেন না। সেখানে কোন উপত্যকা দেখিবেন না কোন পাহাড় পর্বতও দেখিবেন না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً আপনি পৃথিবীকে উন্মুক্ত দেখিবেন উহাতে কোন প্রকার চিহ্ন থাকিবে না বাড়ীঘর থাকিবে না যেইখানে আশ্রয় নিতে পারে। সমস্ত মাখলূক তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে। কোন বস্তু তাহার নিকট হইতে গোপন থাকিবে না। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً অর্থ হইল, কোন পাথর থাকিবে না আর কোন আবরণও থাকিবে না। কাতাদাহ (র) বলেন, যেখানে কোন গাছপালা থাকিবে না আর কোন ঘর বাড়ীও থাকিবে না।

قوله وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا আর আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে সমবেত করিব এবং ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিব না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ আপনি বলিয়া দিন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করা হইবে ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ সেই সমস্ত লোক একত্রিত করা হইবে এবং সেই দিন সকলেই উপস্থিত হইবে। وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا এবং

তাহাদিগকে আপনার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হইবে। এখান এই অর্থও হইতে পারে, সমস্ত মাখলূক সেইদিন এক সারিতে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ "যেই দিন রূহ ও ফিরিশতাগণ এক সারিতে দাঁড়াইয়া যাইবে। রহমান যাহাকে অনুমতি দান করিবেন সে ব্যতিত আর কেহ কথা বলতে পারিবে না।" তবে এমনও হইতে পারে যে, সমস্ত মাখলূক একাধিক সারিতে সারিবদ্ধ হইবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا আপনার প্রভুও আগমন করিবেন এবং ফিরিশতা সারিসারি আগমন করিবে।

قوله لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ তোমরা আমার নিকট ঠিক সেই অবস্থায় আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলূকের সম্মুখে পরকাল অস্বীকারকারী কাফিরদিগকে এইভাবে ধমক দিবেন। এই কারণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا বরং তোমরা ধারণাই করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করিব না এবং কিয়ামতও সংঘটিত হইবে না।

قوله وَوُضِعَ الْكِتَابُ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকের সম্মুখে তাহার অমলনামা রাখা হইবে যাহার মধ্যে তাহার ছোট বড় সর্ব প্রকার আমল লিপিবদ্ধ থকিবে فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ তখন আপনি অপরাধীদিগকে উহার মধ্যের অন্যায় কার্যাবলীর কারণে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবেন وَيَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا আর তাহারা বলিবে, আমাদের জীবনে যে অপকর্ম করিয়াছি উহার উপর অনুতাপ مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لاَيُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا এই আমল নামার কি হইল যে ইহাতে ছোট বড় কোন গুনাহ-ই বাদ পড়ে নাই সকল আমল-ই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম তবরানী (র) তাহার পূর্ববর্তী সূত্রে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হুনাইন যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন তখন আমরা একটি শূন্য ময়দানে অবতীর্ণ হইলাম। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা যে যাহা কিছু পাও এখানে জমা কর, লাকড়ি হউক কিংবা ঘাস হউক কিংবা লতাপাতা সবই এখানে একত্রিত কর। রাবী বলেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিলাম। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা কি ইহা দেখিতেছ? যেমন তোমরা ইহা জমা করিয়াছ অনুরূপভাবে গুনাহও একত্রিত হইয়া ঢের হইয়া যায়। অতএব প্রত্যেকেই যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ছোট বড় কোন গুনাহ-ই যেন কেহ না করে। কারণ, সকল গুনাই লিপিবদ্ধ হয়। وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا আর তাহার দুনিয়ায় যেই ভাল মন্দ আমল করিয়াছিল সকলই সেইখানে উপস্থিত পাইবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

যেই দিন প্রত্যেকেই তাহার সৎকর্ম উপস্থিত পাইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ সেই দিন মানুষকে তাহার সকল আমল সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা সে পূর্বে করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেই দিন সকল গোপন বস্তুর প্রকাশ ঘটিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল আলীদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্য কিয়ামত দিবসে একটি করিয়া ঝান্ডা হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগকে চিনা যাইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলীম (র) হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত

يَرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্য তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিমাণ উঁচু এক একটি ঝান্ডা তাহার উরুর নিকট বুলন্দ করা হইবে এবং বলা হইবে ইহা হইল অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাস-ঘাতকতা وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا আপনার প্রভু কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। বরং তিনি অনেককেই ক্ষমা করিয়া দিবেন, অনুগ্রহ করিবেন। স্বীয় কুদরত ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন। কাফির ও গুনাহগারদের দ্বারা তিনি দোযখ পরিপূর্ণ করিবেন। অতঃপর মুমিন গুনাহগারদিকে তিনি মুক্তি দান করিবেন এবং কাফিরদিগকে তিনি চির জাহান্নামী করিবেন। তিনি কাহারও প্রতি যুলুম ও অবিচার করিবেন না। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا আল্লাহ তা'আলা বিন্দু পরিমাণ কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। যদি কাহার কোন নেকী ও ভাল কাজ থাকে তবে তিনি উহাকে আরো বৃদ্ধি করিবেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا আমি কিয়ামত দিবসে ইনসাফের মীযান কায়েম করিব অতএব কাহারও প্রতি একটুও অবিচার করা হইবে না। (আম্বিয়া-৪৭) এই সম্পর্কিত আরো বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট জনৈক রাবী হইতে একটি হাদীস পৌছিয়াছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে উহা শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃপর আমি একটি উট ক্রয় করিয়াছিলাম অতঃপর উহার উপর আমি হাওদা বাধিয়া সোয়ার হইলাম এবং দীর্ঘ এক মাস সফর করিয়া 'শাম' দেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম, তিনি হইলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস। আমি দরবানকে বলিলাম, তুমি গিয়া তাহাকে বল, জাবির আপনার সাক্ষাতের জন্য দরজায় অপেক্ষা করিতেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে

উনাইস (রা) বলিলেন, ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বলিলাম, হাঁ অতঃপর তিনি কাপড় পেচাইতে পেচাইতে বাহির হইলেন এবং আমাকে গলায় লাগাইলেন আমি ও তাহার গলায় জড়াইয়া ধরিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট একটি হাদীস পৌঁছাইয়াছে যাহা আপনি প্রতিশোধ লওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমার আশংকা হইতেছিল যে আপনার নিকট হইতে হাদীসটি শ্রবণ করিবার পূর্বে হয় আমি নয় আপনি ইন্তেকাল করিবেন। এই কারণেই আমি দ্রুত সফর করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জমা করিবেন কিংবা তিনি বলিয়াছেন, বান্দাদিগকে একত্রিত করিবেন উলঙ্গ খতনা ব্যতিত ও অসহায়বস্থায়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এমন স্বরে ডাকিবেন যাহা নিকটবর্তী লোকেরা যেমন শুনিতে পাইবে দূরবর্তী লোকেরাও তদ্রূপ শুনিতে পাইবে। তিনি বলিলেন, আমি সম্রাট এবং আমি বিনিময় দানকারী। কোন জাহান্নামী ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি বেহশতবাসী হইতে তাহার হক আদায় করিয়া দিব। আর কোন বেহেশতবাসীও ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি তাহার হক দোযখবাসী হইতে আদায় করিয়া দিব। আমরা বলিলাম, আমরা তো সেইদন আল্লাহর দরবারে খালী পা উলঙ্গ শরীর ও খতনা বিহীন অসহায়বস্থায় উপস্থিত হইব এমতাবস্থায় আমাদের হক কিভাবে আদায় করা হইবে? তিনি বলিলেন হাঁ এই অবস্থায়-ই প্রত্যেকের ন্যায় ও অন্যায়ের হক আদায় করা হইবে। হযরত শু'বা (র) উসমান ইবনে আফফান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, اِنَّ الْجَمَّاءَ لَتَقْتَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। শিংবিহীন ছাগল কিয়ামত দিবসে শিংবিশিষ্ট ছাগল হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটির সমর্থনে আরো হাদীস বর্ণিত আছে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য সমর্থনকারী হাদীস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

(٥٠) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

৫০. এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিশিতাগণকে বলিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সিজদা কর তখন সকলেই সিজদা করিল ইব্লীস ব্যতীত; সে জ্বিনদিগের একজন, যে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারাতো তোমাদিগের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলায় মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া বলেন, ইবলিস তোমাদের শত্রু বরং তোমাদের আদী পিতা আদম (আ)-এরও শত্রু। এবং যে ব্যক্তি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়া সেই পরম শত্রু ইবলীসের অনুকরণ করে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে আল্লাহ তাহাকে ধমক দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ যখন আমি সমস্ত ফিরিশ্তাদিগকে হুকুম করিলাম। اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ তোমরা আদম (আ) সম্মানের সিজদা কর। যেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদিগকে বলিলেন আমি পচা কর্দম হইতে তৈয়ারী শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব যখন আমি উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং উহাতে আমার রূহ ফুঁকিব তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজদায় অবনত হইবে। قوله فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ অতঃপর সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলীস করিল না। সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার মূল ছিল খারাপ। সেছিল আগুনের তৈয়ারী সুতরাং অহংকার করিয়া সে সিজদা করিতে বিরত থাকিল। অপরপক্ষে ফিরিশ্তারা ছিল নূর দ্বারা সৃষ্ট যেমন মুসলিম শরীফ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন خُلِقَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ اِبْلِيْسُ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارٍ الخ ফিরিশ্তারা সৃষ্ট হইয়াছে নূর দ্বারা এবং ইবলীসকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ফুলকী বিশিষ্ট আগুন দ্বারা এবং আদম (আ) কে যাহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক বস্তু তাহার মূলে ফিরিয়া আসে এবং পাত্রে যাহা থাকে উপুড় করিলে উহাই নির্গত হয়। যদিও ইবলীস ফিরিশ্তাদের মত আমল করিতেছিল তাহাদের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল এবং আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিল এই কারণেই ফিরিশ্তাদের সহিত তাহাকেও সিজদা করবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়া সে তাহার আসল রূপ প্রকাশ করিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, মূলত ইবলীস জ্বিন ছিল এবং তাহাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ আমি তো তাহার তুলনায় উত্তম আমাকে আপনি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। অতএব আমি কেন তাহাকে সিজদা করিব?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, ইবলীস কখনও ফিরিশ্তা ছিল না। সে ছিল আদী জ্বিন যেমন হযরত আদম (আ) ছিলেন আদী মানব। ইবনে জরীর (র) বিশুদ্ধ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহহাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস ফিরিশ্তাদের এক শ্রেণীভুক্ত ছিল যাহাকে জ্বিন বলা হইত। যাহাদিগকে অতি উত্তপ্ত আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইবলীসের নাম ছিল হারিস। বেহেশতের দরবানদের একজন ছিল। ফিরিশ্তাদিগকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাঁহারা ফিরিশ্তাদের উল্লেখিত শ্রেণী হইতে পৃথক ছিল। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র যেই সকল জ্বিনদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে আগুনের ফুলকী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে আরো বর্ণনা করেন ইবলীস সম্মানিত ফিরিশ্তা ও ভদ্র বংশীয় ছিল। সে বেহেশত সমূহের দারোগা ছিল। আসমান ও দুনিয়ার সাম্রাজ্য তাহারই ছিল। এবং এই কারণে তাহার মনে অহংকার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ জানিত না এবং আল্লাহ সিজদার হুকুমের মাধ্যমে তাহার সেই অহংকার প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। فَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ। অতঃপর সে অহংকার করিয়া পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া ছিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, كَانَ مِنَ الْجِنِّ এর অর্থ হইল সে জান্নাতসমূহের দারোগা ও প্রহরী ছিল। যেমন বলা হইয়া তাকে مَكِّيٌّ অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী مَدَنِيٌّ মদীনার অধিবাসী بَصْرِيٌّ বসরার অধিবাসী كُوْفِيٌّ কুফার অধিবাসী। ইবনে জুরাইজ (র) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস বেহেশতের প্রহরী ছিল এবং প্রথম আসমানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহারই ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন, আ'মাশ (র)....হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর হইতে বর্ণিত যে, ইবলীস প্রথম আসমানের সরদার ছিল। ইবনে ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস, গুনাহ করিবার পূর্বে ফিরিশ্তা ছিল, তাহার নাম ছিল আযাযীল। পৃথিবীতে বসবাস করিত। ফিরিশ্তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ইলমের অধিকারী ছিল এবং ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে ফিরিশ্তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি চেষ্টা সাধনা করিত। তাহার গোত্রের নাম ছিল জ্বিন।

ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, তাওআমার আযাদকৃত গোলাম সালেহ ও শরীক ইবন আবূ নাসির উভয় কিংবা তাহাদের একজন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফিরিশ্তাদের মধ্যে একটি গোত্র ছিল যাহাকে জ্বিন বলা হইত। ইবলীস ছিল সেই গোত্রভুক্ত। আসমান ও যমীনে তাহার যাতায়াত ছিল। সে আল্লাহর নাফরমানী করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন অতএব তিনি তাহাকে বিতাড়িত শয়তান বানাইয়া ছিলেন এবং সে অভিশপ্ত হইল। অহংকারের কারণে কেহ

গুনাহ করিলে তাহার তওবার আশা করা যায় না। অবশ্য অহংকার ব্যতিত অন্য কোন গুনাহ হইলে তাহার তওবা হইতে নিরাশ হওয়াও উচিৎ নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ইবলীস বেহেশতের মধ্যে কাজ কর্ম করিত। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। ইহার কিছু রেওয়ায়েত এমনও আছে যাহা আমাদের নিকট যে নিশ্চিত সত্য রহিয়াছে উহার বিরোধী হওয়ার কারণে নিশ্চিত মিথ্যা। কুরআনের সঠিক তথ্য থাকা অবস্থায় ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই। বিশেষতঃ উহার মধ্যে যখন বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়া গিয়াছে। আহলে কিতাবরা বহু কিছু নিজেরা গড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলনা যাহারা এই সকল পরিবর্তন পরিবর্ধন ও মনগড়া বিষয়সমূহ হইতে সত্য উদঘাটন করিয়া মিথ্যাকে বিলুপ্ত করিতে পারিত। অথচ, আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে এমন আয়েম্মা, উলামা, নেককার মহাপণ্ডিত সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্য মিথ্যাকে পরখ করিতে সক্ষম। যাহারা হাদীসসমূহ সংকলন করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুনকার, মাওযূ, মাত্রূক ইত্যাদী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর যাহারা মিথ্যা হাদীস পড়িয়াছে। যাহারা মিথ্যা কথা বলিত ও অপরিচিত ছিল তাহাদের পরিচয় দান করিয়া তাহাদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত থাকে বাতিল হইতে উহা পৃথক থাকে এবং কেহ যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে কোন মিথ্যাকে প্রচলিত করিতে এবং বাতিলকে হকের সহিত মিলাইয়া দিতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মহতি ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। আর ফিরদাউস নামক বেহেশতে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করুন। তাহারা অবশ্যই এই মর্যাদার অধিকারী।

فَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ অতঃপর ইবলীস তাহার প্রতিপালকের আদেশ আমান্য করিল। তাহার আনুগত হইতে বাহির হইল। اَلْفِسْقُ শব্দের অর্থ হইল, বাহির হওয়া। বলা হইয়া তাকে فَسَقَتِ الرَّطَبَةُ খেজুর চুমুর হইতে বাহির হইয়াছে فَسَقَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُحْرِهَا ইদুর তাহার গর্ত হইতে অনিষ্ট করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়া বলেন, اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ তোমরা আমার পরিবর্তে মনবজাতির এবং পরম শত্রু ইবলীসকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে? بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا যালিমদের জন্য এই বদল অত্যধিক জঘন্য। এই মাকামটি ঠিক তদ্রূপ যেমন সূরা ইয়াসীনে কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা এবং সৎ ও অসৎদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ হইয়াছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ হে অপরাধীরা। আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও..... اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ.....

(٥١) مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝

৫১. আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে ডাকি নাই। এবং উহাদিগের সৃজনকালেও নহে, আমি বিভ্রান্তকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবার নহি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন এই মুশরিকরা আমাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো তোমাদের মতই তাহারাও কোন সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। আমি যখন আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছি তখন তাহাদিগকে উহাতে শরীক করি নাই বরং তখনতো তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ ইরশাদ করেন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিবার বেলায় উহা নির্ধারণ ও পরিচালনা করিবার বেলায় আমার সহিত কেহ শরীক নাই। আমার কোন সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাও নাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَلاَفِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ -

আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ ব্যতিত যাহাদিগকে তোমরা উপাস্য মনে করিতেছ তাহাদিগকে ডাকিয়া দেখ তাহারা তো আসমান যমীনের কোন কিছুরই কর্তৃত্বের অধিকারী নহে উহাতে তাহাদের কোনই অংশিদারীত্ব নাই। তাহাদের কেহ আল্লাহ সাহায্যকারীও নহে। আল্লাহর নিকট কাহারও কোন সুপারিশও গৃহিত হইবে না। অবশ্য যাহাকে তিনি সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন (সাবা-২২-২৩)। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا আর আমি তো বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করি না। মালেক (র) বলেন, عَضُدًا অর্থ সাহায্যকারী।

(٥٢) وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ○

(٥٣) وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ○

৫২. এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলিবেন তেমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্বান কর। উহারা তখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা উহাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না। এবং উহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস গহ্বর।

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখিয়া বুঝিবে যে উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাইবে না।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মখলূকের সম্মুখে মুশরিকদিগকে লজ্জিত করিবার জন্য বলিবেন نَادُوا شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ তোমরা দুনিয়ায় যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে আজ তোমরা উহাদিগকে ডাকিয়া দেখ। তাহারা তোমাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারে কিনা, যেমন ইরশাদ হইয়াছে

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

তোমরা আমার নিকট একা একাই আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং দুনিয়ায় যাহা কিছু তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছিলাম উহা সবই তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ। আর তোমাদের সহিত সেই সকল শরীকদিগকেও দেখিতেছি না যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করিতে। তোমাদের পারস্পরিক সেই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমাদের ধারণা বাতিল প্রমাণিত হইয়াছে।

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে ডাকিবে কিন্তু তাহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে ডাক। তাহারা ডাকিবে, কিন্তু তাহারা কোন জবাব দিবে না। ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে আছে যে আল্লাহকে বাদ দিয়া তাহাকে ডাকে যে তাহার ডাকে সাড়া দেয় না। ইরশাদ হইয়াছে وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا আল্লাহ ব্যতিত তাহারা বহু উপাস্য স্থির করিয়াছে যেন তাহারা উহাদের দ্বারা সম্মান লাভ করিতে পারে। كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا কিন্তু এইরূপ কখনও হইবে না। তাহারা তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের বিরোধী হইয়া যাইবে।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে বলিয়াছেন مَوْبِقًا অর্থ مُهْلِكٌ ধ্বংসের স্থান। অর্থাৎ আমি তাহাদের উপাস্য ও তাহাদের মাঝে ধ্বংসের গহ্বর করিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে ওমর বিকালী আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন مَوْبِقٌ একটি গভীর

উপত্যকা হইবে যাহা সৎ লোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহা জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ছিনান কায্যায....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا এর মধ্যে مَّوْبِقٌ হইল জাহান্নামের মধ্যে রক্ত ও পূজের এক উপত্যকা। হাসান বসরী (র) বলেন, مَوْبِقٌ অর্থ শত্রুতা অগ্রপশ্চাতে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এখানে مَّوْبِقٌ অর্থ ধ্বংসের স্থান। অবশ্য জাহান্নামের উপত্যকা ও অন্যান্য অর্থও হইতে পারে। এ আয়াতের মর্ম হইল, মুশরিক এবং তাহাদের উপাস্যদের মধ্যে সাক্ষাতের কোন উপায় থাকিবে না। উভয়দলকে কিয়ামত দিবসে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। উভয়ের মাঝে এক বিরাট ধ্বংস গহ্বর থাকিবে। যদি مِنْهُمْ এর ضَمِيْر এর مَرْجَعْ মুমিন ও কাফির হয় তবে অর্থ হইবে আমি মুমিন ও কাফিদের মধ্যে ধ্বংস গহ্বর করিয়া দিব। যেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সৎলোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ। যেই কিয়ামত কায়েম হইবে সেই দিন তাহারা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। আরো ইরশাদ হইয়া يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُوْنَ যেই দিন তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছেوَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ হে অপরাধীরা আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। ইরশাদ হইয়াছে

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ شَرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

আর যেইদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং মুশরিকদিগকে বলিব, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিবে অতঃপর তাহাদের মধ্যে আমি বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিব। .... এবং যাহা কিছু তাহারা গড়িয়া লইয়াছিল উহার সব কিছু উদাও হইয়া যাইবে। قوله وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا যখন জাহান্নামকে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সত্তর হাজার লেগাম দ্বারা টানিয়া আনিবে এবং অপরাধীরা উহা দেখিতে পাইবে তখন তাহার ধারণা করিবে যে, তাহারা উহাতে পতিত হইবে। এবং উহাতে পতিত হইবার এই দুশ্চিন্তাই হইবে একটি অধিকতর নগদ শাস্তি। কিন্তু لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا উহা হইতে রক্ষা পাইবার তাহাদের কোন উপায় থাকিবে না।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কাফির যখন জাহান্নাম দেখিবে, তখন সে উহা দেখিয়া ধারণা করিবে যে যেন উহাতে পতিত হইবে এবং এই দুশ্চিন্তায় সে চারশত বৎসর কাটাইবে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)....আবূ সায়ীদ (রা)

হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। কাফিরকে পঞ্চাশ হাজার বৎসর খাড়া করিয়া রাখা হইবে যেন সে দুনিয়ায় কোন আমল-ই করেন নাই। কিন্তু যখন সে জাহান্নামকে দেখিবে, তখন সে মনে করিবে যে সে উহাতে পতিত হইবে এবং এই দুশ্চিন্তায়-ই সে চারশত বৎসর কাটাইবে।

(٥٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব বিষয়সমূহকে স্পষ্টভাবে খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয় এবং হেদায়েতের পথ হইতে বিচ্যুত না হয়। অথচ, তাহারা এই স্পষ্ট বর্ণনা এবং হক ও বাতিলকে পৃথক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অধিক তর্কবাজী করে। অধিক ঝগড়া করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং সত্য পথ দেখাইয়াছেন তাহারা গুমরাহ হয় না এবং বিতর্কেও অবতীর্ণ হয় না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল ইয়ামান শু'আইব, যুহরী আলী ইবন হুসাইন, হযরত আলী ইবন আবূ তালের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক রাত্রে তাহার ও ফাতেমা (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন, الا تصليان তোমরা ঘুমাইয়া আছ সালাত পড়িতেছ না? তখন আমি বলিলাম, আমাদের প্রাণ আল্লাহর হাতে তিনি যখন আমাদিগকে জাগ্রত করেন আমরা জাগ্রত হই। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) নীরবে চলিয়া গেলেন এবং তখন কোন উত্তর-ই করিলেন না। কিন্তু যখন তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন তাহাকে উরুর উপর হাত মারিতে মারিতে আমি এই কথা বলিতে শুনিলাম وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক তর্কবাজ।

(٥٥) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

(٥٦) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ۝

৫৫. যখন উহাদিগের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতে বিরত রাখে কেবল ইহা যে, তাহাদের নিকট পূর্ববর্তীতের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাহাদের নিকট সরাসরি আযাব।

৫৬. আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা পূর্ববতী ও পরবর্তী কাফিদের অহংকার ও তাহাদের সত্যকে অস্বীকার করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ, তাহারা স্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে সত্যকে অনুসরণ করিতে তাহাদিগকে কোন বস্তু বাধা দিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তাহাদের নিকট যেই শাস্তির ওয়াদা করা হইয়াছিল তাহারা উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল এবং সত্যের অনুসরণ করিতে কেবল ইহাই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা স্বীয় নবীকে বলিয়াছিল فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আসমানের টুকরা আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। অন্যরা বলিয়াছিল اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ কর। কুরাইশরা নবী করীম (সা) কে বলিয়াছিল

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে আল্লাহ ইহা যদি সত্য হয় তবে আমাদের অস্বীকৃতির কারণে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন শাস্তি প্রদান করুন।

وَقَالُوْا يَاۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ

তাহারা বলিল, হে ব্যক্তি! যাহার উপর যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তুমি অবশ্যই পাগল। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্তাদিগকে উপস্থিত কর না। আরো অনেক আয়াত এমন আছে যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে কাফিররা আল্লাহর পক্ষ হইতে শাস্তি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই আযাবের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা বেষ্টন

করিবে। أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا কিংবা সামনাসামনি আযাব দেখিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ আর আমি শাস্তি সমাগত হইবার পূর্বে রাসূলগণকে মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ দাতা ও অস্বীকারকারী বিরোধীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা يُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ বাতিল অবলম্বন করিয়া বিতর্কে অবতীর্ণ হয় যেন, উহার সাহায্যে সত্যকে দুর্বল করিতে পারে যেই সত্য তাহাদের রাসূলগণ তাহাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ। وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا আর তাহারা আমার নিদর্শনসমূহ ও সেই দলীল প্রমাণসমূহকে যাহা সহ রাসূলগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যেই আযাব ও শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়াছিল।

(৫৭) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ○

(৫৮) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ○

(৫৯) وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ○

৫৭. কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরিয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি উহাদিগের অন্তরের উপর

আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদিগরে কানে বধিরতা আটিয়া দিয়াছি; তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎ পথে আসিবে না।

৫৮. এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবন, উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি উহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন, তবে তিনি উহাদিগের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুতি মুহূর্ত যাহা হইতে উহারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।

৫৯. ঐসব জনপদ—উহাদিগের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম, যখন উহারা সীমালংঘন করিয়াছিল এবং উহাদিগের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বল দেখি, সেই লোক হইতে অধিকতর পাপী ও যালিম আর কে হইবে, যাহাকে আল্লাহর আয়াত দ্বারা বুঝান হইয়াছে কিন্তু সে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে বানাওটি করিয়া উহা ভুলিয়াছে উহার প্রতি মনোনিবেশ করে নাই وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ এবং পূর্বে যেই সকল অপকর্ম করিয়াছে উহাও সে ভুলিয়াছে اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً আমি এই ধরনের লোকদের অন্তরে পর্দা রাখিয়া দিয়াছি اَنْ يَّفْقَهُوْهُ যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে। وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا আর তাহাদের কর্ণকুহরে সত্যের বাণী শ্রবণ হইতে বধিরতার বোঝা রাখিয়া দিয়াছি। وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَبَدًا যদি আপনি তাহাদিগকে হেদায়েতের প্রতি আহ্বান করেন তবে তাহারা কখনও হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ হে মুহম্মদ! (সা) আপনার প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল এবং প্রশস্ত রহমতের অধিকারী وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ যদি তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করিতেন তবে তাহাদের জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট রাখিতেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ

আপনার পালনকর্তা মানুষের যুলুমকে বড়ই ক্ষমাকারী এবং আপনার পালনকর্তা বড় কঠিন শাস্তিদাতা। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত বিদ্যমান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন বড় ধৈর্য ধারণ করেন অনেকের গুনাহকে গোপন রাখেন ও ক্ষমা করিয়া দেন এবং অনেক সময় কোন কোন লোককে গুমরাহী হইতে হেদায়েতের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। আর যেই ব্যক্তি গুমরাহীর উপর

দৃঢ় থাকে তাহার জন্য এমন ভয়াবহ দিন আসিতেছে যেই দিনে শিশুও বৃদ্ধ হইবে এবং সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময় রহিয়াছে তখন তাহারা কোন আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাইবে না। وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا এবং পূর্ববর্তী উম্মতরা যখন কুফর অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا এবং তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময় করিয়াছি। সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কিংবা পরে তাহাদের উপর শাস্তি আসে নাই বরং ঠিক সময়মতই শাস্তি আসিয়াছে। হে মুশরিকগণ! তোমরাও কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অস্বীকার করিয়াছ এবং পূর্ববর্তী সেই সকল উম্মত অপেক্ষা তোমরা আমার নিকট প্রিয় নয় অতএব তোমাদের উপরও নির্দিষ্ট সময়েই শাস্তি আসিবে সুতরাং আমার শাস্তিকে ভয় কর। এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেই শাস্তি আসিয়াছিল তদ্রূপ তোমাদের উপরও না আসে সেই জন্য সতর্ক হইয়া যাও।

(٦٠) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ○

(٦١) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ○

(٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۡ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

(٦٣) قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۡ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ○

(٦٤) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ○

(٦٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○

৬০. স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।

৬১. উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজদিগের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল।

৬২. যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সংগীকে বলিল, আমাদিগের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদিগের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

৬৩. সে বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে।

৬৪. মূসা বলিল, আমরাতো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অতঃপর উহারা নিজদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

৬৫. অতঃপর উহারা সক্ষাত পাইল আামার বান্দাদিগের মধ্যে একজনের যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ) তাহার সঙ্গী হযরত ইউশা ইবন নূনকে যেই কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহার কারণ হইল, হযরত মূসা (আ) কে বলা হইয়াছিল দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাহাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানভান্ডার হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা হইতে হযরত মূসা বঞ্চিত। অতএব হযরত মূসা (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য রওনা হইলেন এবং তাহার সংগীকে বলিলেন لَا أَبْرَحُ আমি আমার সফর চালু রাখিব حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ যাবত না দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিব।

কাতাদা (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সমুদ্র দুইটি হইল পারস্য উপসাগরের পূর্ব প্রান্ত এবং রূম সাগরের পশ্চিম প্রান্তরে সংগমস্থল। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র) বলেন, এই সংগমস্থলটি হইল বিলাদে মাগরিবের শেষ প্রান্ত তুন্ধা নামক স্থানে অবস্থিত। أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا অর্থ যদিও কয়েক বৎসর যাবৎ ধরিয়াও চলিতে হয় তবুও চলিতে থাকিব। ইবনে জরীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, কয়েস গোত্রের ভাষায় حُقُبَةٌ বলা হয় বৎসরকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, حُقُبَةٌ অর্থ আশি বৎস। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সত্তর খরীফ, আলী ইবনে তালহা (র) আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا অর্থ أَمْضِي دَهْرًا কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র)ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন قَوْلُهُ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا যখন তাহারা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেলেন। হযরত মূসা (আ) কে মাছ তুলিয়া সংগে লইবার হুকুম ছিল। এবং তাঁহাকে

এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, যেইখানে মাছটি হারাইয়া যাইবে সেই স্থানই আপনার লক্ষ্যস্থল। তাহারা চলিতে থাকিলেন এমন কি তাহরা উক্ত সংগমস্থলে পৌছিয়া গেলেন। উক্ত স্থানে একটি ঝর্ণা ছিল তাহাকে বলা হইত عَيْنُ الْحَيَاةِ। সঞ্জীবনী ঝর্ণা। তাহারা উভয়ই তথায় নিদ্রা গেলেন এবং ঐ ঝর্ণার পানি মাছটি স্পর্শ করিতেই মাছটি নড়া দিয়া উঠিল। মাছটি হযরত ইউশা (আ)-এর একটি থলের মধ্যে ছিল। কিন্তু পানির স্পর্শ পাইতেই উহা সমুদ্রে লাফ দিল। হযরত ইউশা জাগ্রত হইলেন কিন্তু মাছটি তখন তাহার সম্মুখে পানির মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল। এবং মাছটির চলার পর পানি পরস্পর মিলিত হইল না বরং একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় রহিয়া গেল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا এবং সমুদ্রে ঠিক তদ্রূপ সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ করিয়া লইল। যেমন মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ করা হয়। ইবনে জুরাইজ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন পাথরে যেমন ছিদ্র হয় পানির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ ছিদ্র হইয়া গেল। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মাছটি যখন সমুদ্রে চলিতে লাগিল তখন উহাতে একেবারেই পানি স্পর্শ করিতেছিল না যেন পাথরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। মুহম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)....উবাই ইবনে কা'ব (ব) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করিয়াছেন মানবজাতির ইতিহাসে পানি কখনও এইরূপ জমাট বাধে নাই যেমন মাছটি চলিবার স্থানে জমাট বাঁধিয়াছিল। পানি জমাট বাধিয়া উক্ত স্থানে একটি ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। হযরত মূসা (আ) যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন মাছটির চলিবার স্থান প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِى ইহাই তো আমরা খুঁজিতেছিলাম। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, সমুদ্রের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া মাছটি চলিতেছিল এবং যেইস্থান দিয়া চলিতেছিল তথায় পানি জমাট বাধিয়া যাইতেছিল।

فَلَمَّا جَاوَزَ যখন তাহারা সেই স্থান অতিক্রম করিলেন তাহারা মাছের কথা ভুলিয়া গেলেন। এখানে মনে রাখা উচিৎ যে, মাছের কথা বলিয়াছিলেন, হযরত ইউশা (আ) অথচ আয়াতের মধ্যে উভয়ের প্রতি 'ভুল' সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। এখানে উভয়ের প্রতি সম্বন্ধিত করিবার বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ মুক্তা ও মারজান কেবল লবণাক্ত সমুদ্রে পাওয়া যায় অথচ, অত্র আয়াতে মিষ্ট ও লবণাক্ত উভয় প্রকার সমুদ্র হইতে ইহা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেই স্থানে তাহারা মাছটিকে ভুলিয়া রাখিয়াছিল সেইস্থান হইতে এক 'মারহালা' পথ অতিক্রম করিবার পর হযরত মূসা (আ) বলিলেন اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে

আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।

قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ

হযরত ইউশা বলিলেন, আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি?আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম উহার নিকট আমি মাছটি ভুলিয়াছি এবং আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শয়তান আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এখানে اَنْ اَذْكُرَلَهُ পড়িতেন। فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا। অতঃপর আশ্চার্যজনকভাবে মাছটি স্বীয় পথ করিয়া লইল। قَالَ مَالَنَا نَبْغِى তিনি বলিলেন ইহাই আমরা খুঁজিতেছিলাম। فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا অতঃপর তাহারা তাহাদের পায়ের চিহ্ন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا অতঃপর তাহারা আমার এক বিশিষ্ট বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, যাহাকে আমার পক্ষ হইতে রহমত দান করিয়াছি এবং আমার নিকট হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছি। আল্লাহর এই বান্দা ছিলেন হযরত খিযির (আ) বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নওফ বিকালী বলে হযরত খিযির (আ)-এর সঙ্গী সে মূসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী নহেন । তখন হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলিলেন, كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ। আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলিয়াছে। উবাই ইবনে কা'ব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে ভাষণ দিতে দন্ডায়মান হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক বড় আলেম কে? তিনি বলিলেন, আমি যেহেতু তিনি তাহার জবাবে এই কথা বলিলেন না; ইহা তো আল্লাহ-ই ভাল জানেন এই কারণে আল্লাহ তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং অহীর মাধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছেন তিনি তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তথায় কি উপায়ে পৌছব? আল্লাহ বলিলেন, তুমি একটি মাছ সংগে লইবে এবং একটি থলের মধ্যে উহা রাখিবে এবং চলিতে চলিত যেই স্থানে মাছটিকে হারাইয়া ফেলিবে সেই স্থানেই আমার সেই বান্দাকে পাইকে। অতঃপর তিনি একটি মাছ লইয়া থলের মধ্যে রাখিলেন এবং হযরত ইউশা ইবনে নূনকে সাথে লইয়া রওয়ানা হইলেন। চলিতে চলিতে যখন তাহারা পাথরের নিকট আসিলেন তখন উহার

উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। থলের মধ্যে মাছটি নড়াচাড়া দিয়া উঠিল এবং উহা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িল। সমুদ্রের মধ্যে সে নিজের জন্য একটি সুড়ঙ্গপথ করিয়া লইল। উহার চলার পথে পানির চলাচল বন্ধ হইয়া গেল এবং একটি সুড়ংগের রূপ ধারণ করিল। হযরত মূসা (আ) যখন জাগ্রত হইলেন তখন তাঁহার সংগী মাছের কথা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। অতঃপর দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রে চলিতে থাকিলেন। পরদিন হযরত মূসা তাহার সাথীকে বলিলেন آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا আমাদের নাস্তা আন এই সফরে আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি। অথচ, হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশিত স্থান অতিক্রম করিবার পূর্বে কোন ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাহার সংগী বলিলেন, أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতে ছিলাম। তখন মাছের কথা বলিতে আমি ভুলিয়াছি। আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শয়তানই ভুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চার্যজনকভাবে সমুদ্রে তাহার পথ করিয়া লইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মাছটি সমুদ্রে তাহার সুড়ংগ পথ করিয়া লইল এবং হযরত মূসা ও তাহার সাথী বিস্মিত হইলেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ইহাই আমরা খুঁজিতেছিলাম অতঃপর তাহারা পথের চিহ্ন দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাহারা সেই পাথরের নিকট আসিলেন তথায় চাদরে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া হযরত মূসা (আ) তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত খিযির বলিলেন এই ভূখন্ডে সালাম কোথা হইতে আসিল! হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমি 'মূসা' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি আপনার নিকট কিছু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না। হে মূসা (আ) আল্লাহ আমাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আপনি জানেন না এবং তিনি আপনাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আমি জানি না। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করিব না। হযরত খিযির তাঁহাকে বলিলেন, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করিবেন বলেন তবে যাবত না আমি নিজেই আপনাকে উহার সম্পর্কে কিছু বলিব, আপনি কোন প্রশ্ন করিবেন না।

অতঃপর তাহারা সমুদ্রকুলে চলিতে চলিতে একটি নৌকা যাইতে দেখিলেন নৌকার আরোহীদিগকে তাহারা নৌকায় উঠাইতে অনুরোধ করিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইল। তাহারা আরোহণ করিবার পর হঠাৎ হযরত খিযির নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তাহারা আমাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইয়াছে আর আপনি তাহাদিগকে ডুবাইবার জন্যই নৌকার তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন? ইহা তো বড়ই অবাঞ্চিত কাজ করিয়াছেন। قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নাই যে আমার সহিত আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি পাকড়াও করিবেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার সহিত কঠোরতা করিবেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রথম বার হযরত মূসা (আ) হইতে ভুল-ই হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একটি পাখী আসিয়া নৌকার এক পার্শে বসিল এবং একবার কিংবা দুইবার সমুদ্রে ঠোক মারিল। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান হইতে ঠিক ততটুকুই কম করিতে পারিয়াছে যতটুকু এই পাখীটি এই বিশাল সমুদ্রের পানি হইতে তাহার ঠোটের মাধ্যমে কম করিয়াছে। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া সমুদ্রকুলে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ হযরত খিযির একটি ছেলেকে দেখিতে পাইল, সে অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতেছিল। তিনি তাহার মাথা ধরিয়া এমনভাবে তাহার ঘাড় মুড়াইলেন যে সে মৃত্যু বরণ করিল। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন,

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

আপনি একজন নিরপরাধ মানুষকে কোন প্রাণের বদলা ছাড়াই হত্যা করিলেন? আপনি অবশ্যই একটি মহা অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম না যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? তিনি বলিলেন, ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন।

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ ن اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ

হযরত মূসা (আ) বলিলেন ইহার পর যদি পুনরায় আর কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখিবেন না। নিশ্চিতভাবে আপনি আমার পক্ষ হইতে উযর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন এমন কি তাহারা একটি জনপদে

আসিলেন। তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট খাবার প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে মেহমানী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা একটি প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম ছিল কিন্তু হযরত খিযির উহাকে সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। তখন হযরত মূসা বলিলেন ইহারা তো এমন লোক যাহারা আমাদের আতিথেয়তা করে নাই এবং খাবারও দেয় নাই।

لَوْشِئْتَ لاَ تَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

তিনি বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন। হযরত খিযির বলিলেন, এইখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইবে। তবে যেই বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার ব্যাখ্যা দান করিয়া দিতেছি। হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আহ! যদি হযরত মূসা (আ) ধৈর্যধারণ করিতেন তবে আল্লাহ্ তাহাদের আরো অধিক সংবাদ আমাদিগকে জানাইতেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পড়িতেন وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ তাহাদের সম্মুখে একজন যালিম বাদশাহ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা লইয়া যাইত। তিনি আরো পড়িতেন وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ এবং ছেলেটি কাফির ছিল এবং তাহার পিতা ছিল ঈমানদার। অতঃপর ইমাম বুখারী (র)....কুতায়বা হইতে তিনি সুফিয়ান হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন অবশ্য এই রেওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর মূসা (আ) বাহির হইলেন এবং তাহার সহিত তাঁহার সাথী ইউশা ইবনে নূনও বাহির হইলেন। এবং তাহাদের নিকট মাছও ছিল। তাহারা চলিতে লাগিলেন এমন কি তাহারা একটি পাথরের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত মূসা (আ) পাথরটির উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। সুফিয়ান বলেন, আমর হইতে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, পাথরটির মূলে একটি ঝর্ণা ছিল যাহাকে সঞ্জীবনী ঝর্ণা বলা হইত। যে কোন বস্তুতে উহার পানি স্পর্শ করিত উহা সজীব হইত। মাছটিতে উহার পানি স্পর্শ করিলে উহা নড়াচাড়া দিয়া উঠিল এবং থলে হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। হযরত মূসা (আ) যখন জাগ্রত হইলেন তখন তিনি তাহার যুবক সাথীকে বলিলেন, اٰتِنَا غَدَاءَنَا আমাদের নাস্তা উপস্থিত কর। হাদীসের একাংশে রহিয়াছে একটি পাখী নৌকার পার্শ্বে আসিয়া পড়িল এবং সমুদ্রে তাহার ঠোট ডুবাইয়া দিল। তখন খিযির হযরত মূসা (আ) কে বলিলেন, আমার জ্ঞান, আপনার জ্ঞান এবং সমস্ত মখলুকের জ্ঞানের পরিমাণ আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এই পাখীটির ঠোটের পানির পরিমাণ হইতে অধিক নহে।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইবনে মূসা (র) ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইবনে ইউসুফ....হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ঘরে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট প্রশ্ন কর। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ আব্বাস! আমার জীবন আপনার উপর বিসর্জন, কুফায় একজন গল্পকার আছে, যাহার নাম নাওফ। সে বলে, হযরত খিযির এর সাথী যে মূসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা ছিলেন না। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলিয়াছে, হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন একবার হযরত মূসা (আ) মানুষকে নসীহাত করিলেন। এমনকি তাহাদের চক্ষু অশ্রুসজল হইল এবং হৃদয় কোমল হইল। তখন তিনি চলিয়া গেলেন। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই ভূ-পৃষ্ঠে আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কি আর কেহ আছেন? তিনি বলিলেন, না, যেহেতু তিনি, "আল্লাহ-ই ইহা ভাল জানেন।" বলিলেন না এই কারণে আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করিলেন। বলা হইল, হে মূসা আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেমও আছে। তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তিনি কোথায়? আল্লাহ বলিলেন, দুই সমুদ্রের সংগম স্থলে। তিনি বলিলেন- হে আমার প্রতিপালক! আপনি কোন আলামত বলিয়া দিন যাহার সাহায্যে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব। আমর ইবনে দীনারের রেওয়ায়েতে বর্ণিত, যেখানে মাছ তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। ইয়ালা এর বর্ণনায় রহিয়াছে, তুমি একটি মরা মাছ ধর সেই মরা মাছ যেইখানে জীবিত হইবে সেইখানে তাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) একটি মাছ ধরিয়া থলের মধ্যে রাখিলেন। এবং তাহার যুবক সাথীকে বলিলেন, তোমার কাজ শুধু এতটুকু যে যেইখানে এই মাছটি তোমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবে সেই সংবাদটি শুধু আমাকে দিবে। তিনি বলিলেন, ইহা এমন কোন বড় কাজ নহে। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, একটি আর্দ্রস্থানে একটি পাথরের ছায়ায় হযরত মূসা ঘুমাইতেছিলেন এমন সময় মাছটি লাফ মারিয়া চলিয়া গেল। হযরত ইউশা জাগ্রত ছিলেন, তিনি ভাবিলেন হযরত মূসা জাগ্রত হইলেই তাঁহাকে এই সংবাদ দান করিব। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গেলেন। মাছটি সমুদ্রে প্রবেশ করিল। কিন্তু আল্লাহ পানির প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন অতএব পাথরে যেমন ছিদ্র হয় পানির মধ্যে তদ্রূপ ছিদ্র হইয়া গেল। হাদীসের রাবী আমর উক্ত দৃশ্যকে বুঝাইবার উভয় বৃদ্ধ অংগুলী ও উহার পার্শ্ববর্তী আংগুলীদ্বয়ের হলফা বানাইয়া বলিলেন পানির মধ্যে এইরূপ ছিদ্র হইয়াছিল। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا এই সফরে আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর তাহারা সেই পাথরের নিকট ফিরিয়া আসিলে হযরত খিযির (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। উসমান ইবনে আবূ সুলায়মান বলেন, হযরত

খিযির (আ) সমুদ্রতীরে একটি সবুজ বিছানার উপর ছিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত, একটি কাপড়ে তিনি আবৃত ছিলেন। যাহার এক কিনারা তাঁহার পায়ের নীচে ছিল এবং অপর কিনারা ছিল মাথার নীচে হযরত মূসা (আ) তাহাকে সালাম করিলেন। তিনি মুখমন্ডল খুলিয়া বলিলেন, আমার এই ভূখন্ডে সালাম কোথা হইতে আসিল? আপনি কে? হযরত মূসা বলিলেন, আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলিলেন, জী, হাঁ। হযরত খিযির জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যেই জ্ঞান দান করিয়াছেন, আমি উহার কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছি? তিনি বলিলেন, আপনি তাওরাত গ্রন্থের অধিকারী এবং আপনার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়। হে মূসা! ইহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে। আমার কিছু ইলম আছে যাহা আপনার পক্ষে শিক্ষালাভ করা উচিৎ নহে এবং আপনার কিছু ইলম আছে যাহা আমার পক্ষে সমীচীন নহে। অতঃপর একটি পাখী তাহার ঠোটে সমুদ্র হইতে কিছু পানি উঠাইল। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনার ইলম ও আমার ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি তাহার ঠোটের সাহায্যে সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছে। তাহারা পথ চলিতে চলিতে যখন নৌকায় আরোহণ করিলেন, তখন কিছু ছোট ছোট মাঝি দেখিতে পাইলেন, যাহারা এই পার হইতে ঐ পারে এবং ঐ পার হইতে এই পারে পারাপার করিতেছে। তাহারা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া বলিল, আল্লাহর একজন নেক বান্দা। রাবী বলেন, আমরা সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা করিলাম– তাহারা কি খিযির (আ) কে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিল; তিনি বলিলেন হাঁ। আমরা তাহাকে বিনা ভাড়ায় পার করিব। অতঃপর তিনি নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন হযরত মূসা বলিলেন أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا আপনি কি নৌকার আরোহীদিগকে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য উহাকে ছিদ্র করিয়া দিলেন? আপনি তো বড়ই জঘন্য কাজ করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন: إِمْرًا অর্থ مُنْكَرًا অন্যায় কাজ। তিনি বলিলেন, আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্য-ধারণ করিতে পারিবেন না? হযরত মূসা (আ)-এর প্রথম বারের প্রশ্ন তো ছিল ভুলক্রমে। দ্বিতীয়বারের প্রশ্ন ছিল শর্ত হিসাবে এবং তৃতীয় বারের প্রশ্ন ছিল ইচ্ছাপূর্বক পৃথক হইবার জন্যই। তিনি বলিলেন আপনি আমাকে আমার ভুলের কারণে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন হঠাৎ একটি ছেলের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত খিযির ছেলেটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। সায়ীদ এর রেওয়ায়েতে রহিয়াছে, তিনি কয়েকটি ছেলেকে খেলিতে দেখিলেন তাহাদের মধ্য হইতে একটি চতুর কাফির ছেলেকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং ছুরী দ্বারা যবাই করিলেন। হযরত

মূসা (আ) উহা দেখিয়া বলিলেন, আপনি একজন নিষ্পাপ নাবালেগ ছেলেকে হত্যা করিলেন? অতঃপর তাহারা চলিতে চলিতে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন এবং হযরত খিযির উহা ধরিয়া সোজা করিয়া দিলেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইয়ালা (র) বলেন, আমার ধারণা এইখানে সায়ীদ فَمَسَّحَهُ بِيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ বলিয়াছেন। তিনি তাহার হাত বুলাইলে প্রাচীরটি সোজা খাড়া হইয়া গেল। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করিতেন তবে ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। সায়ীদ (র) এর বর্ণনায় রহিয়াছে أَجْرًا نَأْكُلُهُ এমন বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন যাহা আমরা আহার করিতে পারিতাম।

وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ তাহাদের সম্মুখে একজন বাদশাহ্ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা কাড়িয়া লইত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এখানে وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ পড়িতেন। বাদশার নাম 'হাদাদ ইবন বাদাদ' বলা হইয়া থাকে নিহত ছেলের নাম ছিল "হায়সূর"। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি নৌকাটিকে এইজন্য ছিদ্র করিয়াছি যে যখন তাহারা বাদশার এলাকা দিয়া অতিক্রম করিবে তখন সে উহাকে ছিদ্র দেখিয়া ছাড়িয়া দিবে। এবং অতিক্রম করিবার পর পুনরায় তাহারা নৌকাটিকে মিরামত করিয়া লইবে। এবং উহার দ্বারা উপকৃত হইবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে سَدَّدُوْهَا بِقَارُورَةٍ কোন কোন রেওয়ায়েতে بِالْقَارِ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা আলকাতরা লাগাইয়া নৌকাটি ঠিক করিয়া লইবে। আর যেই ছেলেটিকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার পিতামাতা ছিল বড় নেক ও সৎলোক এবং ছেলেটি ছিল কাফির এইক্ষেত্রে আশংকা ছিল যে ছেলের প্রতি ভালবাসায় তাহারাও তাহার অনুসরণ করিবে এবং ছেলের দ্বারা তাহারা প্রভাবিত হইবে। অতএব আমার ইচ্ছা হইল যে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় অধিক বলিষ্ঠতর একটি সন্তান তাহাদিগকে দান করুন। সায়ীদ (র) ব্যতিত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন,. إِنَّهَا أُبْدِلَا جَارِيَةً অর্থাৎ ছেলেটিকে হত্যা করিবার পর তাহাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল।

আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন একদিন হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নসীহত করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, مَا أَحَدٌ أَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَبِأَمْرِهٖ مِنِّيْ আল্লাহ ও তাঁহার হুকুম সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক অন্য কেহ জানে না। অতঃপর তাহাকে হযরত খিযির (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইল। হাদীসটি কিছু কম বেশীসহ পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবনে উমারাহ (র)....সায়িদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকট বসিয়া ছিলাম তখন তাহার নিকট একদল আহলে কিতাবও ছিল। তাহাদের একজন

বলিল, হে আবূ আব্বাস! কা'ব এর স্ত্রীর পুত্র 'নাওফ' কা'ব হইতে বর্ণনা করে যে অত্র আয়াতে যেই 'মূসা' এর উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি মূসা ইবন মীশা ছিলেন। সায়ীদ (র) বলেন, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, হে সায়ীদ এই নাওফ কি এইকথা বলিয়াছে? আমি বলিলাম জী হাঁ। আমি নিজেই তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেই শুনিয়াছ? আমি বলিলাম জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, নাওফ মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, উবাই ইবন কা'ব রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন একবার বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আপনার বান্দাদের মধ্যে আমার তুলনায় অধিক বড় আলেম কেহ থাকিলে আমাকে জানাইয়া দিন। তখন আল্লাহ বলিলেন, হাঁ তোমার তুলনায়ও অধিক বড় আলেম আছেন। অতঃপর তাহার পরিচয় দান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দান করিলেন।

হযরত মূসা (আ) একজন যুবক সাথীসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং একটি লবণাক্ত মাছও সংগে লইয়া গেলেন। তাহাকে বলা হইল, যেই স্থানে মাছটি জীবিত হইবে সেই খানেই সেই আলেমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। হযরত মূসা (আ) তাহার যুবক সাথী ও মাছ লইয়া চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটি পাথর ও পানির নিকট আশ্রয় লইলেন। এই পানি ছিল সঞ্জীবনী পানি যেই ব্যক্তি উহা হইতে পান করিবে সে চিরজীবি এবং যে কোন মৃতকে এই পানি স্পর্শ করিবে সে জীবিত হইবে। যখন তাহারা ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাছকে পানি স্পর্শ করিল মাছটি জীবিত হইল এবং সুড়ঙ্গ করিয়া সমুদ্রে চলিয়া গেল। হযরত মূসা (আ) ও তাহার সংগী যখন উক্ত স্থানটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন হযরত মূসা বলিলেন, আমাদের নাস্তা হাযির কর। এই সফরে আমাদের বড়ই ক্লান্তি হইয়াছে। যুবক বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন মাছের কথা বলিতে ভুলিয়াছি এবং শয়তানই আপনার নিকট উহা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চার্যজনকভাবে সমুদ্রে স্বীয় পথ করিয়া লইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ) সেখানে ফিরিয়া সেই পাথরের নিকট আসিলেন তখন কাপড়ে আবৃত একজন লোক দেখিতে পাইলেন তিনি তাহাকে সালাম করিলেন, তিনি ও সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার আগমন ঘটিয়াছে। আপনার কওমের নিকট আপনার বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন আমি উহা হইতে কিছু শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি কিছু গায়েবী ইলম জানিতেন। হযরত মূসা (অ.) বলিলেন, হাঁ, আমি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। তিনি বলিলেন, كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا যেই বিষয় সম্পর্কে আমার

কোন খবর নাই উহার উপর আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করিবেন? আপনি তো শুধু প্রকাশ্য ইনসাফের কথা জানেন। কোন গায়েবী খবর আপনি জানেন না। যাহা আমি জানি।

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا তিনি বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। আমি আপনার হুকুমের বিরোধিতা করিব না। যদিও আমি আমার মত বিরোধী কিছু আমি দেখিনা কেন। তিনি বলিলেন যদি আমার অনুসরণ আপনি করিতেই চাহেন, তবে আপনার মতের বিরোধী কিছু হইলেও আমার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না যাবৎ না আমি নিজেই উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিব। অতঃপর তাহারা সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে কেহ নৌকায় পার করিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি শক্ত নতুন নৌকা তাহারা যাইতে দেখিলেন। এত সুন্দর ও শক্ত নৌকা ইহার পূর্বে একটিও অতিক্রম করে নাই। নৌকার আরোহীদের নিকট তাহারা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে অনুমতি দিল। যখন তাহারা নৌকায় চাপিয়া বসিলেন এবং নৌকা তাহাদিগকে লইয়া গভীর সমুদ্রে লইয়া গেল তখন হযরত খিযির একটি হাতুড়ী দ্বারা নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন এবং নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। হযরত মূসা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا আপনি নৌকাটি ছিদ্র করিয়া দিলেন? আপনি কি নৌকার আরোহীদিগকে ডুবাইয়া দিবেন? আপনি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ তিনি বলিলেন আমি কি পূর্বেই বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়াছে। আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না। وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে এক জন-বসতীতে কিছু ছেলেকে খেলিতে দেখিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক চতুর সর্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর একটির হাত ধরিয়া হযরত খিযির একটি পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। এইভাবে ছেলেটি নিহত হইল। হযরত মূসা (আ) এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেখিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিলেন? আপনিতো অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছেন।

• قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا - قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَلَاتُصَاحِبْنِىْ قَدْبَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا

তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ইহার পর যদি আপনাকে পুনরায় আর কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আর আপনার সংগে রাখিবেন না। আমার পক্ষ হইতে আপনি ওযর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ আমার ব্যাপারে আপনাকে কোন অভিযোগ করিব না।

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ ۣاسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَاجِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ

তাহারা চলিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারা এক জনবসতীতে পৌঁছাইয়া আহার্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা তাহাদের অতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তিনি একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিয়া উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। অর্থাৎ এই জনবসতীর লোক তো এতই কৃপণ যে আমরা তাহাদের নিকট খাবার প্রার্থনা করিলাম কিন্তু তাহারা খাবার দিতেও অস্বীকৃতি জানাইল এবং আমাদের আতিথেয়তাও করিল না এই পরিস্থিতিতে আপনি কোন বিনিময় ছাড়াই তাহাদের কাজ করিয়া দিলেন। আপনি ইচ্ছা করিলে তো এই কাজের বিনিময় লইতে পারিতেন। তখন তিনি বলিলেন,

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا - اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا

এখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। তবে যেই বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার তাৎপর্য আপনাকে বলিয়া দিতেছি। নৌকাটি ছিল কিছু দরিদ্রলোকের যাহারা সমুদ্রে কাজ করিত। তাহাদের সম্মুখে একজন যালিম বাদশাহ ছিল, যে জোরপূর্বক সকল নৌকা কাড়িয়া লইত এই কারণে আমি নৌকাটিকে দোষযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর কিরাতে রহিয়াছে كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ অর্থাৎ উক্ত বাদশাহ সকল নির্দোষ ও ভাল নৌকাগুলি কাড়িয়া লইত। এই কারণে আমি উহাকে দোষযুক্ত করিয়াছিলাম উক্ত বাদশাহ ভাংগা নৌকা দেখিয়া ফিরিয়া যায়। আর ছেলেটির পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার বিশ্বাসী। কিন্তু আমি আশংকা করিতেছি যে অবাধ্য ও কুফর দ্বারা সে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবে। অতঃপর

আমি ইচ্ছা করিলাম যে তাহাদের পালনকর্তা তাহাদিগকে পবিত্রতায় তাহার চাইতে উত্তম এবং ভালবাসায় তাহার চাইতে ঘনিষ্ঠতর সন্তান দান করিলেন।

আর প্রাচীরটি ছিল শহরের দুইজন এতীমের, উহার নীচে তাহাদের ধনভান্ডার রহিয়াছে। তাহাদের পিতা ছিলেন একজন সৎব্যক্তি। আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা যে, তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিবার পর তাহাদের এই ধনভান্ডার বাহির করুক। ইহা হইল আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। ইহা আমি স্বেচ্ছায় করি নাই। ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ইহা হইল উহার তাৎপর্য যাহার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদের ধন-ভান্ডার ইলম ব্যতিত কিছু নহে।

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন হযরত মূসা (আ) ও তাহার কওম যখন মিসরের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন এবং তাহার কওম মিসরে সঠিক ভাবে বসবাস করিতে লাগিল। তখন হযরত মূসা (আ) কে আল্লাহর পক্ষ হইতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দিতে হুকুম করা হইল। অতএব একদিন তিনি তাহাদিগকে নসীহত করিতে দন্ডায়মান হইলেন, তাহাদের প্রতি আল্লাহর যে অসংখ্য নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে তিনি উহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ফির'আউনও ফির'আউনের বংশধর হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং তাহাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে যে মিসরে আবাদ করিয়াছেন তাহাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের নবীর সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন। তিনি আমাকে মনোনিত করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি প্রেম ও ভালবাসা অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা আল্লাহর নিকট যাহাই প্রার্থনা করিয়াছ উহা তিনি দান করিয়াছেন। তোমাদের নবীই সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই তাওরাত পাঠ করিয়া থাক। মোটকথা, হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে যাবতীয় নিয়ামত স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর নবী। আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহা বুঝিতে পারিয়াছি। আচ্ছা, সারা বিশ্বে আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কি কেহ আছেন? তিনি বলিলেন, না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ) কে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিলেন আল্লাহ ইরশাদ করেন, তুমি কি জান যে আমি আমার ইলম, কাহাকে কাহাকে দান করি?

সমুদ্রকূলে একজন লোক আছে যে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। তুমি সমুদ্রকূলে একটি মাছ পাইবে উহা ধরিয়া তোমার যুবক সাথীর নিকট দাও। এবং সমুদ্রকূলে চলিতে থাক। যেইখানে মাছটির কথা ভুলিয়া যাইবে সেই খানেই তুমি সেই নেক বান্দাকে পাইবে। হযরত মূসা সফর শুরু করিলেন। সফর করিতে করিতে যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন যুবকের নিকট মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ

আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়াছি এবং শয়তানই আমাকে উহার কথা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছে। যুবক বলিল, আমি মাছটিকে সমুদ্রের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া পথ করিয়া লইতে দেখিয়াছি। উহা ছিল বড়ই আশ্চার্যজনক বিষয়। অতঃপর হযরত মূসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পাথরের নিকট পৌঁছলেন এবং মাছটিকে তথায় পাইলেন। মাছটি সমুদ্রের মধ্যে চলিতেছিল এবং হযরত মূসা (আ)ও উহার অনুসরণ করিতেছিলেন। হযরত মূসা (আ) তাহার লাঠির সাহায্যে পানি সরাইয়া দিতেছিলেন। মাছটিতে সমুদ্রের পানি স্পর্শ করিতেই উহা পাথরের ন্যায় জমাট বাধিয়া যাইত। হযরত মূসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া আশ্চার্যন্বিত হইতেছিলেন। এইভাবে মাছটি চলিতে চলিতে একটি দ্বীপে পৌঁছাইয়া গেল এবং সেইখানেই হযরত খিযির (আ)-এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত খিযিরও তাহার সালামের জবাব দিলেন। এবং বলিলেন, এই ভূখন্ডে সালাম আসিল কোথা হইতে? এবং আপনিই বা কে? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমি মূসা হযরত খিযির বলিলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলিলেন, জী হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এই উদ্দেশ্যে যে আপনাকে যেই জ্ঞান দান করা হইয়াছে উহা হইতে আপনি আমাকে কিছু শিক্ষা দান করিবেন।

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কথা অমান্য করিব না। অতঃপর হযরত খিযির তাহাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন এবং বলিলেন, যাবৎ না আমি কোন বিষয়ের তাৎপর্য বর্ণনা করিব আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই কথাই উল্লেখ করিয়াছে حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا এর মাধ্যমে।

ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাহ ইবনে মাসউদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হুরবিন কয়েস ইবনে হিস্ন ফাযারী এর মধ্যে বিতর্ক হইল যে হযরত মূসা (আ) যাহার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি কে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আ) এমন সময় হযরত উবাই ইবন কা'ব যাইতে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাহাকে ডাকিয়া তাহাদের ঝগড়ার কথা বলিলেন

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই সম্পর্কে কোন হাদীস শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একটি দলের সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কেহ আছে বলিয়া কি আপনি জানেন? তিনি বলিলেন, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ করিয়া জানাইলেন, হাঁ। খিযির নামক আমার এক বান্দা আছে সে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে উহার আলামত হিসাবে চিহ্নিত করিলেন। তাহাকে ইহাও বলা হইল যে, যখন তুমি মাছকে হারাইয়া ফেলিবে, তখন ফিরিয়া আসিবে তখনই তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) সমুদ্রে মাছের চিহ্ন অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মূসা (আ)-এর যুবক সাথী তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছটি ভুলিয়াছি। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ আমরা ইহাই তো খুঁজিতেছি। অতঃপর তাহারা আল্লাহর বান্দা হযরত খিযিরকে পাইলেন। এই ঘটনাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

(٦٦) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○

(٦٧) قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

(٦٨) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○

(٦٩) قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ○

(٧٠) قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○

৬৬. মূসা তাহাকে বলিল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন– এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?

৬৭. সে বলিল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

৬৮. যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিবেন কেমন করিয়া

৬৯. মূসা বলিল, আল্লাহ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।

৭০. সে বলিল, আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করারই ইচ্ছা করেন তবে আপনি কোন বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।

তাফসীর ঃ হযরত খিযির (আ) এর সহিত হযরত মূসা (আ) যে কথোপকথন করিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত খিযির সেই আলেম ছিলেন যাহাকে আল্লাহ এমন ইলম দান করিয়াছিলেন যাহা হযরত মূসা (আ) কে দান করা হয় নাই এবং হযরত মূসা (আ) কে এমন জ্ঞান দান করা হইয়াছিল যাহা হযরত খিযিরকে দান করা হয় নাই।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনার অনুসরণ করিতে পারি কি? প্রশ্নের মধ্যে নম্রতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। শাগরিদের পক্ষে উস্তাদের নিকট প্রশ্নকালে এইরূপ নম্রতাসহকারেই প্রশ্ন করা উচিতৎ দাম্ভিকতার সহিত নহে। اَتَّبِعُكَ অর্থ اَصْحَابُكَ ও اُرَافِقُكَ আপনার সফর সাথী হইব ও রফীক হইব। عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এই শর্তে যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেই উপকারী ইলম দান করিয়াছেন উহা আমাকে শিক্ষা দান করিবেন যাহা দ্বারা আমার কাজকর্মে সঠিক পথের সন্ধান পাইব। তখন হযরত খিযির (আ) তাহাকে বলিলেন, اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا যেহেতু আপনি আমার পক্ষ হইতে এমন অনেক কাজ দেখিবেন যাহা আপনার শরীয়ত বিরোধী অতএব আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন জ্ঞানের অধিকারী যাহা আপনাকে দান করা হয় নাই। পক্ষান্তরে আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে উহা আমাকেও দান করা হয় নাই। আমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে স্ব স্ব ইলম অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য আদিষ্ট। একজন অন্যের ইলম অনুসারে আমল করিবার জন্য বাধ্য নহে। অতএব আপনি আমার কার্যকলাপ ধৈর্যধারণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا যেই বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনই খরব নাই উহার উপর আপনি কি করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারেন?" আমি ইহা জানি যে আপনার শরীয়ত অনুযায়ী আমার কার্যকলাপ আপনি অপছন্দ করিবেন। কিন্তু আপনি মা'যুর। কারণ, আমার কার্য কলাপের তাৎপর্য সম্পর্কে আপনি অবগত নহেন। অথচ, আমি সব কিছু বুঝিয়া শুনিয়া, আমার কার্যাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিয়াই উহা করিয়া থাকি। قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাকে ইনশা আল্লাহ ধৈর্যশীল পাইবেন وَلَا أَعْصِي لَكَ

أَمْرًا এবং কোন বিষয় আমি আপনার আদেশ অমান্য করিব না। এই কথার পর হযরত খিযির তাহার প্রতি এই শর্ত আরোপ করিলেন, قَالَ فَانِ اتَّبَعْتَنِى فَلاَ تَسْـَٔلْنِى عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا তিনি বলিলেন, যদি আমার সহিত আপনি থাকিতে চাহেন, তবে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন না, যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব।

ইবনে জবীর (র) বলেন, হুমাইদ ইবনে জুবাইর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন বান্দা আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, "যেই ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে এবং আমাকে ভুলিয়া যায় না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় বিচারক? তিনি বলিলেন, "যেই ব্যক্তি ন্যায়ের সহিত বিচার করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না।" তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় আলেম? তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আলেম হইয়াও এই আশায় ইলম অন্বেষণ করিতে থাকে, সম্ভবতঃ সে এমন কোন কথা শিক্ষা করিতে পারিবে যাহার সাহায্যে সে হেদায়াত লাভ করিতে কিংবা গুমরাহী হইতে রক্ষা পাইবে। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এমনকি কেহ আছে যে আমার তুলনায় অধিক বড় আলেম? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত মূসা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলিলেন, "তিনি হইলেন খিযির। তিনি বলিলেন, কোথায় আমি তাহাকে খুঁজিব? তিনি বলিলেন সমুদ্রকূলে একটি পাথরের নিকট, যেইখানে মাছ হারাইয়া যাইবে। হযরত মূসা (আ) উক্ত আলেমকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই পাথরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের উভয়ই একে অপরকে সালাম করিলেন। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনার সংগী হইতে চাই। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সংগে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, হাঁ পারিব। হযরত খিযির বলিলেন, যদি আপনি সংগে থাকিতে চাহেন, তবে فَلاَ تَسْـَٔلْنِى عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব, আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না। অতঃপর তাহারা উভয়-ই সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন এমনকি তাহারা সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছলেন এবং এইখানে সবচাইতে বেশী পানি ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা একটি পাখি প্রেরণ করিলেন। পাখীটি তাহার ঠোট দ্বারা কিছু পানি পান করিল। তখন হযরত খিযির হযরত মূসা (আ) কে বলিলেন, পাখীটি পানি হইতে কতটুকু পানি কম করিয়াছে। হযরত মূসা বলিলেন, কিছুই তো কম করে নাই। হযরত খিযির বলিলেন, হে মূসা! আপনার ও আমার ইলমের পরিমাণ আল্লাহর ইলমের মুকাবিলায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি এই পানি হইতে পান করিয়াছে।

হযরত মূসা (আ) মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন, যে তাহার তুলনায় অধিক বড় আলেম আর কেহ নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত খিযির (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। নৌকা ছিদ্র করিবার ঘটনা, বালককে হত্যা করিবার ঘটনা প্রাচীর সোজা করিয়া খাড়া করিবার ঘটনা।

(৭১) فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ۝

(৭২) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ۝

(৭৩) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ۝

৭১. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।

৭২. সে বলিল 'আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না?

৭৩. মূসা বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা ও খিযির (আ) যখন এক মত হইলেন এবং হযরত খিযির (আ) এই শর্ত করিলেন যে, যদি তিনি তাহার কোন কাজ অছসন্দ করেন তবে যাবৎ না তিনি নিজেই উহার তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন তিনি কোন প্রশ্ন করিবেন না। হযরত মূসা (আ) ইহা মানিয়া লইলেন। তাহারা উভয়ই নৌকায় আরোহণ করিলেন। পূর্বেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা কিভাবে নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া কোন ভাড়া ছাড়াই হযরত খিযিরের সম্মানার্থে তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন। নৌকা যখন গভীর সমুদ্রে পৌছাইয়া ছিল তখন হযরত খিযির উহার একটি তক্তা খুলিয়া নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। হযরত মূসা (আ) আর তখন ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। অমনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا আপনি কি আরোহীদিগকে ডুবাইবার জন্য নৌকাটিকে ছিদ্র করিলেন لِتُغْرِقَ এর لَامْ টি عَاقِبَةٍ (পরিণতি) বুঝাইবার ব্যবহৃত হইয়াছে تَعْلِيْل (কারণ) বুঝাইবার জন্য নহে। যেমন কবির এই কবিতায়ও لَامْ টি عَاقِبَةٍ (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে لدوا لِلْمَوْتِ وَا بْنُوْا لِلْخَرَابِ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اَمْرًا মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) প্রতিবাদ করিয়া হযরত খিযির (আ)-কে এই কথা বলিয়াছিলেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন। তখন হযরত খিযির (আ) হযরত মূসা (আ) কে পূর্বের শর্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا আমি কি আপনাকে পূর্বে বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া চলিতে পারিবেন না? অর্থাৎ এই কাজ আমি ইচ্ছা করিয়া-ই করিয়াছি এবং যেই কাজের উপর কোন প্রশ্ন করিবেন না বলিয়া শর্ত করা হইয়াছে ইহা উহার-ই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নাই। অথচ, ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রহিয়াছে যাহা আপনি জানেন না قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আপনি কঠোরতাও অবলম্বন করিবেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত প্রথমবার ভুল বশতই হযরত মূসা (আ) হইতে প্রশ্ন সংঘটিত হইয়াছিল।

(٧٤) فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ○

(٧٥) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

(٧٦) قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ○

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদিগের সহিত এক বালকের সাক্ষাত হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।

৭৫. সে বলিল, আমি কি বলি নাই যে আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না।

৭৬. মূসা বলিল, ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَانْطَلَقَا অতঃপর তাহারা বলিতে লাগিলেন حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ অবশেষে যখন তাহারা একটি বালকের সহিত সাক্ষাত করিলেন তখন তাহাকে হত্যা করিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সহিত খেলা করিতেছিল। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহার প্রতি অগ্রসর হইলেন। এই বালকটিই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর উজ্জ্বল ও উত্তম ছিল। বর্ণিত আছে যে তিনি তাহার মাথাটি কর্তন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পাথর দ্বারা তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত যে, তিনি হাত দ্বারা মুড়াইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ হযরত মূসা (আ) যখন এই দৃশ্য দেখিলেন, তখন পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠোরভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিলেন যে এখন পর্যন্ত কোন পাপই করে নাই بِغَيْرِ نَفْسٍ কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? যাহা হত্যার কারণ হইতে পারে لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا আপনি তো বড় জঘন্য অন্যায় কাজ করিয়াছেন। যাহার জঘন্যতা স্পষ্ট। قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا তিনি বলিলেন আমি পূর্বেই কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত খিযির প্রথম শর্তকে অধিক তাকীদ সহকারে স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই কারণে মূসা (আ)ও বলিলেন, اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا যদি ইহার পর কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করি তবে আমাকে আর আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি একাধিকবার আমাকে সতর্ক করিয়াছেন অতএব পুনরায় যদি আমি কোন অপরাধ করি তবে অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে আমি প্রস্তুত।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কাহাকেও স্মরণ করিতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করিতেন।

একদিন তিনি বলিলেন

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى لَوْلَبِثَ مَعَ صَاحِبِهٖ لَاَبْصَرَ الْعَجَبَ لٰكِنَّهٗ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا

আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক এবং হযরত মূসা (আ) এর উপরও। আহ! যদি তিনি তাহার সহিত আরো কিছুকাল ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতেন তবে আরো আশ্চার্যজনক বিষয় দেখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, ইহার পর যদি অন্য কোন

বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি আমার পক্ষ হইতে ওযর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(٧٧) فَانْطَلَقَا ۥ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

(٧٨) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগের নিকট খাদ্য চাহিল, কিন্তু তাহারা উহাদিগের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।

৭৮. সে বলিল, এই খানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, প্রথম দুইটি ঘটনা ঘটিবার পর হযরত মূসা (আ) ও হযরত খিযির পুনরায় চলিতে লাগিলেন অবশেষে তাহারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন।

ইবনে জুরাইজ (র) ইবনে সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন জনপদটির নাম হইল, 'আয়লাহ'। হাদীস শরীফে বর্ণিত حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامًا অবশেষে তাহারা একটি জনপদের কৃপণ অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَ فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ তাহারা তাহাদিগকে মেহমান বানাইতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা একটি প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 'প্রাচীর' এর প্রতি اِرَادَةٌ শব্দটির সম্বন্ধরূপকার্থে করা হইয়াছে। কোন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি যখন اِرَادَةٌ শব্দের সম্বন্ধ করা হয় তখন উহার অর্থ اَلْمَيْلُ অর্থাৎ ঝুকিয়া পড়া اَنْقَضَاضُ অর্থ পড়িয়া যাওয়া। فَاَقَامَهٗ অতঃপর তিনি উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে হযরত খিযির (আ) দুই হাত দ্বারা প্রাচীরটি সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা একটি অলৌকিক ব্যাপার।

হযরত মূসা (আ) বলিলেন لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا যদি আপনি ইচ্ছা করিতেন তবে একই কাজের বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। যেহেতু তাহারা আমাদের আতিথেয়তা করে নাই অতএব বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদের কাজ করিয়া দেওয়া সমীচীন হয় নাই।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ তিনি বলিলেন, এইখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। যেহেতু বালককে হত্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি পুনরায় কোন বিষয়ে আমার নিকট প্রশ্ন করেন, তবে আপনি আর আমাকে সাথে রাখিবেন না।" অতএব সেই শর্ত ভংগ করিবার দায়ে এইখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। سَاُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا তবে যেই বিষয়ের উপর আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেছি।

(৭৯) اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

৭৯. নৌকাটির ব্যাপারে— ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত। আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে; কারণ উহাদিগের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনাইয়া লইত।

তাফসীর ঃ হযরত 'মূসা (আ)-এর পক্ষে যেই বিষয় অনুধাবন করা দুষ্কর ছিল এবং হযরত খিযির (আ) যাহার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন আলোচ্য আয়াতে উহার ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি ইচ্ছা পূর্বকই নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দোষযুক্ত করিয়াছি কারণ, তাহারা এক যালিম বাদশাহর এলাকা দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে, يَاْخُذُ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا জোরপূর্বক সকল ভাল ও দোষমুক্ত নৌকা কাড়িয়া লয়। অতএব আমি নৌকাটি দোষযুক্ত করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলাম যেন এই দোষ দেখিয়া উহা কাড়িয়া লইতে বিরত থাকে। এবং দরিদ্র লোকেরা যাহাদের উপার্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিলনা নৌকাটি দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, নৌকার মালিকরা এতীম ছিল। ইবনে জুরাইজ, ওহ্ব ইবনে সালমান (র)-এর সূত্রে শু'আইব জুব্বায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ বাদশার নাম ছিল 'হাদাদ ইবনে বাদাদ'। পূর্বে এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র)-এর রেওয়ায়েতও বর্ণিত হইয়াছে। তাওরাতে ইবনে ইসহাক (আ)-এর বংশধরদের প্রসংগে ইহার আলোচনা হইয়াছে। তাওরাতে যেই সকল বাদশাহর আলোচনা হইয়াছে এই বাদশাহ তাহাদেরই একজন।

(٨٠) وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ

(٨١) فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ۞

৮০. 'আর কিশোরটি' তাহার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন— আমি আশংকা করিলাম যে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে।

৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে উহাদিগের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বালকটির নাম ছিল 'হায়শুর'। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلْغُلَامُ الَّذِىْ قَتَلَهُ الْخِضْرُ طَبَعَ يَوْمَ طَبَعَ كَافِرًا যেই বালকটিকে হযরত খিযির হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রথম দিনে কাফির করিয়া সৃষ্ট করা হইয়াছিল। ইমাম ইবনে জরীর (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে তিনি বলিলেন,

فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنِيْنَ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

তাহাদের পিতামাতা মু'মিন ছিল আমার আশংকা হইল যে, সে কুফর ও অবাধ্যতা দ্বারা তাহাকে প্রভাবিত করিবে। অর্থাৎ তাহার প্রতি তাহাদের ভালবাসা তাহাদিগকে তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য করিবে। হযরত কাতাদা (র) বলেন, "যখন সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তো তাহার পিতামাতা আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সে নিহত হইল তখন তাহারা দুঃখীত হইয়াছিল। কিন্তু যদি জীবিত থাকিত তবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব আল্লাহর যে ফয়সালা হয়, উহার উপর সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর যে ফয়সালা হয় তাহা তাহাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও তাদের পক্ষে উহা সেই ফয়সালা অপেক্ষা উত্তম যাহা কোন প্রিয় বিষয় সম্পর্কে হয়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত لَايَقْضِى اللّٰهُ لِمُؤْمِنٍ قَضَاءً اِلَّاكَانَ خَيْرًا لَهُ মু'মিনের জন্য আল্লাহ যে কোন ফয়সালা করেন উহা তাহার পক্ষে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ সম্ভবতঃ তোমরা কোন বস্তুকে অপছন্দ কর অথচ, প্রকৃত পক্ষে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

قوله فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوَاةً وَاَقْرَبُ رُحْمًا

অতএব আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদের প্রতিপালক তাহার পরিবর্তে পবিত্রতায় অধিকতর উত্তম এবং ভালবাসায় ঘনিষ্টতর সন্তান দান করিবেন। ফাতাদা (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহাদের পালনকর্তা সন্তান দান করিবেন। সে তাহাদের পিতামাতার অধিক অনুগত হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহাদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির যখন বালকটিকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন মায়ের গর্ভে একটি মুসলমান সন্তান ছিল। বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জুরাইজ (র)।

(৮২) وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ؕ

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি— ইহা ছিল নগরবাসী দুইটি পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদিগের পিতা-মাতা সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদিগের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা।

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রকাশ, মদীনা ও শহরের উপর قَرْيَةٌ এর প্রয়োগ করা যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করিয়াছেন حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ অবশেষে তাহারা যখন একটি গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে ইরশাদ করিয়াছেন فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ প্রাচীরটি শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ অনেক শহর এমন আছে যাহা আপনার সেই শহর অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী যেই শহর হইতে আপনাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। উদ্ধৃত আয়াতে মক্কা ও তায়েফ শহরদ্বয়কে قَرْيَةٌ গ্রাম বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট যে اَلْمَدِيْنَةُ (শহর) এর উপরও قَرْيَةٌ গ্রাম শব্দটি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আয়াতের মর্ম হইল, হযরত খিযির (আ) প্রাচীরটিকে এই কারণে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন যে উহা শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল। এবং উহার নীচে তাহাদের গুপ্তধন ছিল। ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, প্রাচীরটির নীচে তাহাদের মাল দাফন করা ছিল। আয়াতের অগ্রপশ্চাত চিন্তা করিলে ইহাই স্পষ্ট হয়।

ইবনে জরীরের মতও ইহাই। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ عِلْمٍ উহার নীচে তাহাদের ইলমের ধন ছিল। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন صُحُفٌ فِيْهَا عِلْمٌ অর্থাৎ প্রাচীরটির নীচে কিছু সহীফা দাফন করা ছিল যাহার মধ্যে ইলম ছিল। একটি মারফূ' হাদীস দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে 'আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্‌যার (র) তাহার মুস্‌নাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী (র)....আবূ যর (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা তাহার কিতাবে যে গুপ্তধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা হইল একটি স্বর্ণের তক্তা যাহাতে এই বাণী লিখিত ছিল। "যেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে ইহা বড়ই আশ্চার্যের কথা যে, সে কেন নিজের রিযিকের জন্য জীবনকে দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করে সেই ব্যক্তির জন্যও বড় আশ্চার্যের বিষয়, যে জাহান্নামকে স্মরণ করে সে কি করিয়া হাসিতে পারে? আর সেই ব্যক্তির জন্যও বড় আশ্চার্যের কথা, যে মৃতকে স্মরণ করে সে কি করিয়া গাফেল হইয়া থাকিতে পারে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। হাদীসটি রাবী বিশর ইবনে মুনযির 'মিদ্দীছাহ' শহরের কাযী ছিলেন। হাফিয আবু জা'ফর উকাইলী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ ও সংশয় আছে। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই বিষয়ে আরো কিছু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে বলেন, ইয়াকূব (র)....হাসান বসরী হইতে বর্ণিত তিনি وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, একটি স্বর্ণের তক্তা ছিল যাহাতে এই বাণী লিখিত ছিল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, যেই ব্যক্তি তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখে, আশ্বার্যের বিষয় যে সে কি করিয়া চিন্তিত হয়। যেই ব্যক্তি দুনিয়ার ও দুনিয়ার অধিবাসীদের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ্য করে সে কি করিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনূস (র)....গাফরাহ এর আযাদ কৃত গোলাম আমর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা কাহাফ এর আয়াত وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এর মধ্যে যেই গুপ্ত ধনের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল, স্বর্ণের একটি তক্তা যাহাতে লিখিত, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যেই ব্যক্তি দোযখের প্রতি বিশ্বাস করে, আশ্চার্যের বিষয় সে কি করিয়া হাসে? যেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে সে কি করিয়া নিজের জীবনকে দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করে। যেই ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, আশ্চার্যের বিষয়, সে কি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসূলুহু।

ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে হাযেম গিফারী (র)....জা'ফর ইবনে মুহম্মদ হইতে বর্ণিত, তিনি وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহাদের গুপ্তধন হইল, দুইটি পংতি এবং তৃতীয় পংতির কিছু অংশ। রিযিকের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বড়ই আশ্চার্যের বিষয় সে রিযিকের জন্য কিভাবে এত কষ্ট করে। হিসাব নিকাশের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর. বড়ই আশ্চার্য যে, সে কিভাবে গাফেল হইয়া থাকিতে পারে? মৃত্যুর উপর বিশ্বাসীর উপর বড়ই আশ্চার্য যে, সে কিভাবে উৎফুল্ল হইতে পারে? অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ যদিও সরিষার ওজনের সমপরিমাণ কোন আমল হউক না কেন আমি উঁহা উপস্থিত করিব। এবং হিসাব লইবার জন্য আমি যথেষ্ট।

হান্নাদাহ বিনতে মালেক (র) বলেন, উক্ত বালকদ্বয়ের যে পিতার সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার ও উক্ত বালকদ্বয়ের মাঝে আরো সাত পুরুষের ব্যবধান বিদ্যমান। অবশ্য বালকদ্বয় যে কোন নেক ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল তাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাদের পিতা তাঁতী ছিল।

উল্লেখিত আয়েম্মায়ে কিরাম যেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যদি ইহা সহীহ ও বিশুদ্ধও হয় তবুও হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত হাদীসের ইহা বিরোধী নহে। কারণ, হযরত ইকরিমাহ (র) গুপ্তধনকে মাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আয়েম্মায়ে কিরামের বর্ণিত হাদীসে স্বর্ণের তক্তার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে উপদেশ বাণী লিখিত। খোদ স্বর্ণের তক্তাইতো বিরাট ধন। উপরন্তু উহাতে নসীহতের বাণী লিখিত ছিল।

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সন্তানরা দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার ইবাদতের বরকত লাভ করে। আখিরাতে তাঁহার সুপারিশ লাভ করিবে এবং তাহার বরকতে বেহেশতের উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করিবে যেন তাহার চক্ষু শীতল হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ও হাদীস শরীফে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উক্ত এতীম বালকদ্বয়ের সংরক্ষণ হইয়াছিল তাহাদের দাদার নেক কর্মের দরুন তাহারা নিজেরা যে ভাল ও নেক ছিল কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। পূর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এক সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ তাহাদের সপ্তম দাদা ছিলেন।

قوله فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا অতএব আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলেন তাহারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং তাহাদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে اِرَادَةٌ শব্দটির সম্বন্ধ আল্লাহর সহিত সংঘটিত করিয়াছেন কারণ, অথচ اَرَاَتَ اَنْ اَعِيْبَهَا ও فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا

এই দুই আয়াতে أَرَادَ শব্দের সম্বন্ধ হযরত খিযির (আ) নিজের সহিত করিয়াছেন। কারণ, যৌবনে পদার্পণ করাইবার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহারও নাই। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকেও শক্তিদান করিয়াছেন رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي অর্থাৎ তিনটি অবস্থায় আমি যে কাজ করিয়াছি উহা আমার মতে করি নাই বরং নৌকার মালিক, বালকের পিতামাতা ও সৎলোকটির এতীম বালকদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আমি আল্লাহর নির্দেশেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অত্র আয়াত দ্বারা কেহ কেহ ইহা প্রমাণিত করেন যে হযরত খিযিরও নবী ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াত فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا দ্বারাও ইহা প্রমাণিত করেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির (আ) রাসূল ছিলেন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন, তিনি বাদশাহ ছিলেন। মাওরদী তাহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকের মত হইল তিনি নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর বিশেষ অলী। فَاللّٰهُ أَعْلَمُ

ইবনে কুতায়বাহ (র) তাহার 'মাআরিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত খিযির (আ)-এর নাম ছিল, বাল্য়া ইবনে মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আমের ইবনে সালেখ ইবনে আরফাখ্শায ইবনে দাম্ ইবনে নূহ (আ) তাহার কুনিয়াত ছিল আবুল আব্বাস এবং লকব ছিল খাযির তিনি ছিলেন একজন শাহ্জাদা। আল্লামা নব্বী ইহা "তাহযীবুল আস্মা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা নব্বী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করিয়াছেন হযরত খিযির এখন জীবিত আছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন কিনা সে বিষয়ে দুইটি মত আছে। আল্লামা নব্বী ও ইবনে সালাহ (র)-এর মতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। এবং ইহার দলীল হিসাবে তাহারা কিছু ঘটনাবলী ও রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন হাদীসেও ইহা বর্ণিত। কিন্তু উহার কিছুই বিশুদ্ধ নহে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হাদীস হইল সেইটি যাহার মধ্যে হযরত খিযিরের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তা'যিয়াত করিবার জন্য আগমনের উল্লেখ আছে কিন্তু উহার সনদ ও সহীহ্ নহে। অপরপক্ষে অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ উল্লেখিত মতের বিরোধী মত পোষণ করেন। তাহারা যেই দলীল পেশ করেন তাহা হইল,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ আপনার পূর্বে কোন মানুষ চিরজীবি ছিল না। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছিলেন اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبَدْ فِى الْاَرْضِ হে আল্লাহ্ যদি দলটি ধ্বংস হইয়া যায় তবে এই পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত হইবে না। এবং কোন রেওয়ায়েত দ্বারা ইহা প্রমাণিত নহে যে তিনি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছেন এবং ইহাও

প্রমাণিত নহে যে তিনি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেন এবং তাহার সাহাবী হইতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মানব দানব সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন لَوْكَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حِيْنَ لِمَاوَسَعْهُمَا اِلَّا اَتْبَاعِىْ যদি হযরত মূসা ও ঈসা (আ) জীবিত থাকিতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ব্যতিত তাহাদের কোন উপায় ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার এন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে ইরশাদ করিয়াছিলেন যাহারা বর্তমান পৃথিবীতে জীবিত আছে তাহাদের কেহই এই রাত্র হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিবে না। ইহা ব্যতিত আরো অনেক দলীল আছে যাহা তাহাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে তাহারা পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম (র)....হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে তিনি হযরত খিযির (রা) সম্পর্কে বলেন, খিযিরকে খিযির নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে যে, তিনি সাদা ঘাসের উপরে বসা ছিলেন কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তাহার নীচে সবুজ হইয়া গিয়াছে। খিযির অর্থ সবুজ। ইমাম আহমদ (র) আব্দুর রায্যাক হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত ইমাম বুখারী (র) পর্যায়ক্রমে হাম্মাম ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত খিযিরকে, খিযির নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি একটি শুকনা ঘাসের উপর বসা ছিলেন, হঠাৎ নীচ হইতে সবুজ হইয়া গেল। اَلْفَرْوَةُ শব্দের অর্থ হইল শুকনা ঘাস। আব্দুর রায্যাকও এই কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, اَلْفَرْوَةُ অর্থ যমীনের উপরিভাগ। قوله ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِيْعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ইহা হইল সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা যেই বিষয়ে আপনি মনক্ষুণ্ণ আছেন এবং ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই। হযরত খিযির তাহার কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দান করিবার পর যখন হযরত মূসা (আ) এর মনক্ষুণ্ণতা দূর হইল তখন তিনি হযরত খিযির مَالَمْ تَسْتَطِعْ বলিলেন। এবং তাহার মনক্ষুণ্ণতার অবস্থায় বলিয়াছিলেন سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মন যখন ভারী ছিল তখন হযরত খিযিরও কঠিন শব্দ تَسْتَطِعْ এর تَا সহ ব্যবহার করিয়াছেন। অতঃপর তাহার অন্তর হালকা হইলে সহজ শব্দ تَسْطِعْ এর تَا ছাড়া ব্যবহার করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَمَااسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوْهُ অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে পারিল وَمَا اسْتَطَاعُوْلَهُ نَقْبًا আর উহাতে কোন ছিদ্র করিতে সক্ষম হইল না। আরোহণ করা অপেক্ষা ছিদ্র করা কঠিন কাজ, এই কারণে আরোহণের জন্য সহজ শব্দ اِسْطَاعُوْ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ছিদ্র করিবার জন্য اِسْتَطَاعُوْا কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন হয় হযরত মূসা (আ) এর সহিত যেই যুবক ছিলেন ঘটনার প্রথম দিকে তাহার আলোচনা

হইলেও পরবর্তীতে তাহার আর কোন আলোচনা হয় নাই। উহার কারণ কি। ইহার জবাব হইল, বস্তুতঃ ঘটনাটির মূল উদ্দেশ্য হইল, হযরত মূসা (আ) ও হযরত খিযির এর পারস্পরিক কি ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা বর্ণনা করা। প্রাসংগিকভাবে যুবকের আলোচনাটি হইয়াছিল। উক্ত যুবক ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। হযরত মূসা (আ) এর পর এই ইউশা (আ) বনী ইসরাঈলের উপর শাসন করিতেন। ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন উল্লেখিত তথ্য উহার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে হুমাইদ (র)....হযরত ইকরিমাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরাতো কোন হাদীসে হযরত মূসা (আ) এর সেই যুবকের আলোচনা শুনিতে পাইলাম না। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, যুবক সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে তিনি সেই সঞ্জীবনী পানি পান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি চিরজীবি হইলেন। হযরত খিযির তাহাকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন অতঃপর তাহাকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত হাবু ডুবু খাইতে থাকিবেন। যেহেতু তাহার পক্ষে আবে হায়াত পান করা উচিৎ ছিল না কিন্তু তবুও তিনি উহা পান করিয়াছিলেন অতএব তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। হাদীসের সনদ দুর্বল। হাসান নামক রাবী পরিত্যক্ত এবং তাহার পিতা উমারাহ অপরিচিত।

(٨٣) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ؕ

(٨٤) اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۙ

৮৩. ইহারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমি তোমাদিগের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।

৮৪. আমি তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ তাহারা আপনার নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে মক্কার কাফিররা আহলে কিতাবদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা) কে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে লোক পাঠাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করিবে। (১) কোন ব্যক্তি সারা বিশ্বে পর্যটন করিয়াছিল? (২) প্রাচীনকালে যেই সকল যুবকরা উধাও হইয়া গিয়াছিল তাহাদের খবর কি? (৩) এবং রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হইল।

ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত প্রসংগে এবং উমাভী তাহার যুদ্ধ অধ্যায়ে উকবাহ ইবনে আমের হইতে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের আসিবার পরই তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তিনি রূমের একজন যুবক ছিলেন। আলেকজান্দরিয়া শহর তিনিই নির্মাণ করিয়েছেন। একজন ফিরিশ্‌তা তাহাকে আসমান পর্যন্ত উঠাইয়া লইলেন অতঃপর তাহাকে প্রাচীর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিল। সেখানে তিনি এমন এক কওমকে দেখিতে পাইলেন যাহাদের মুখমন্ডল কুকুরের মত ছিল। হাদীসটি দীর্ঘ ও মুনকার مُنْكَرٌ 'মারফূ' হওয়া ঠিক নহে। অধিকাংশের মতে ইহা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় যে, আবূ যুরআহ (র)-এর ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তিনি স্বীয় "দালায়েলুন্ নবুয়ত" নামক গ্রন্থে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুলকারনাইনকে রূমের অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ইস্কান্দার ছিলেন রূমের অধিবাসী। তিনি "কাইলীস 'মাকদুনী" এর পুত্র ছিলেন যাহার দ্বারা রূমের ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। আর প্রথম ইস্কান্দার তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করে তখন উহার সহিত তাওয়াফ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। হযরত খিযির (আ) তাহার উজীর ছিলেন। এবং দ্বিতীয় ইস্কান্দার তিনি ছিলেন ইস্কান্দার ইবনে কাইলীস মাকদুনী। গ্রীকের অধিবাসী এবং তাহার উজীর ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল وَاللّٰهُ اَعْلَمُ তিনি হযরত ঈসা (আ) এর প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। পবিত্র কুরআনে যাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের ছিলেন যেমন আযরাকী (র) ও অন্যানরা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিয়াছেন। আর আল্লাহর নামে অনেক সদকা খয়রাতও করিয়াছেন। আমার "আল বিদায়াহ-অননিহায়াহ" গ্রন্থে উহার অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি।

ওহব ইবনে মুনাব্বাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন বাদশাহ ছিলেন তাহাকে যুলকারনাইন (দুই শিংবিশিষ্ট) এই কারণে বলা হইত যে, তিনি মাথার দুইপার্শে দুইটি তামারপাত ছিল। কোন আহলে কিতাবের মতে তিনি রূম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, তাহার মাথায় শিং সাদৃশ্য বস্তু ছিল। সুফিয়ান সাওরী (র)....আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা) এর নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তিনি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা ছিলেন, তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করিলে তাহারা তাহার বিরোধী হইয়া গেল এবং তাহার মাথার

একপাশে এমন আঘাত করিল যে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তাহাকে জীবিত করিলেন। তিনি পুনরায় তাহার কওমকে আল্লাহর দিকে আহবান করিলেন। তাহারা আবারও তাহার মাথার অপর পার্শে আঘাত করিল ফলে তিনি পুনরায় শহীদ হইলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

শু'বা (র) পর্যায়ক্রমে কাসেম ইবনে আবূ বাযযাহ আবূ তুফাইল হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী (রা) কে অনুরূপ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে ও পশ্চিমপ্রান্তে পৌছাইয়া ছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়। اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْاَرْضِ আমি তাহাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। অর্থাৎ তাহাকে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলাম এবং সাথে সাথে তাহার প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিল যেমন, সেনাবাহিনী যুদ্ধাস্ত্র কিল্লাসমূহ সব কিছু দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আরব ও আজমের সকল বাদশাহ তাহার অনুগত হইয়াছিলেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, যেহেতু যুলকারনাইন সূর্যের দুইপ্রান্ত মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়াছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

قوله وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا আর তাহাকে আমি প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে অত্র আয়াতের তাফসীর করেন, আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। কাতাদাহ (র) অপর এক ব্যাখ্যা ইহাও করিয়াছেন, আমি তাহাকে পৃথিবীর সকল মনযিল ও উহার চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবগত করিয়াছিলাম। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে সকল ভাষা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি যে কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন তিনি তাহাদের ভাষায় তাহাদের সহিত কথা বলিতেন।

ইবনে লাহী'আহ (র) বলেন, সালেম ইবনে গায়যান (র)....মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত মু'আবীয়াহ কা'ব ইবনে আহবার (রা) কে বলিলেন, আপনি না বলেন, যুলকারনাইন সুরাইয়া নক্ষত্রের সহিত তাহার ঘোড়া বাঁধিতেন। তখন তিনি বলিলেন যদি উহা অস্বীকার করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) যে কা'ব এর কথাকে অস্বীকার করিলেন এই বিষয়ে হযরত মু'আবীয়াহ (রা)-এর অস্বীকৃতি সঠিক ছিলেন। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব সম্পর্কে বলিতেন, তিনি যাহা কিছু বর্ণনা করিতেন উহা মিথ্যা হইত অবশ্য

তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্য গড়িয়া বলিতেন না। তাহার অভ্যাস ছিল যেইখানে যাহা কিছু পাইতেন উহাকে সত্য মনে করিয়া বর্ণনা করিতেন। তাহার লিখিত সহীফা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দ্বারা পরিপূর্ণ। যাহার অধিকাংশ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বাজে কথা হইতে রক্ষিত ছিল না। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা) বিশুদ্ধ হাদীসের উপস্থিতিতে আমাদের উহার প্রয়োজনও নাই। ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলমানদের মধ্যে বহু ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। কা'ব আহবার (রা) وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا এর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহার সাক্ষ্য হিসাবে যেই রেওয়ায়েত তাহার সহীফায় বিদ্যমান উহা ঠিক নহে। কারণ, কোন মানুষের পক্ষে সুরাইয়া নক্ষত্রে পৌছান সম্ভব নহে এবং না তাহাদের আসমানে আরোহণ করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বিলকীস সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ তাহাকে সর্বপ্রকার বস্তু দান করা হইয়াছিল। ইহার অর্থ হইল, সাধারণতঃ রাজা বাদশাগণকে যেই সকল বস্তু দেওয়া হয় উহার সব কিছুই তাহাকে দান করা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে দেশ বিজয়ের জন্য শত্রু দমনের জন্য অহংকারী বাদশাদিগকে অধিনস্ত করিবার জন্য মুশরিকদিগকে বাধ্য করিবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণ ও আসবাবের প্রয়োজন ছিল উহার সব কিছুই তাহাকে দান করিয়াছিলেন وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

হাফিয জিয়া মাকদিসী (র) এর মুখতারাহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত, কুতায়বাহ (র)....আবূ আওয়ানাহ, সাম্মাক হাবীব ইবনে হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি হযরত আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবে কিভাবে পৌছাইয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাহার জন্য মেঘমালাকে অধিনস্থ করিয়াছিলেন, সকল উপায় উপকরণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পূর্ণ শক্তি দান করিয়াছিলেন।

(٨٥) فَاَتْبَعَ سَبَبًا ○

(٨٦) حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○

(٨٧) قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

(٨٨) وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ِۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ○

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছিল।

৮৬. তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে যুলকারনাইন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার। অথবা ইহাদিগের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।

৮৭. সে বলিল, যে কেহ সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮. তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আববাস (রা) فَاَتْبَعَ سَبَبًا অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর যুলকারনাইন আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিলেন। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যবর্তী একটি পথ ধরিয়া চলিলেন। কাতাদাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন যমীনের মনযিল ও চিহ্নসমূহ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, فَاَتْبَعَ سَبَبًا অতঃপর তিনি যমীনের চিহ্ন ধরিয়া চলিলেন। ইকরিমাহ, উবাইদ ইবনে ইয়ালা ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাতর (র) বলেন, পূর্বে যেই সকল চিহ্নসমূহ আলামতসমূহ বিদ্যমান ছিল উহার সাহায্যে পথ চলিতে লাগিলেন।

قوله حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ তিনি চলিতে চলিতে অবশেষে যখন পৃথিবীর পশ্চিম দিকে সর্বশেষ প্রান্তে পৌছলেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে আসমানে যেই প্রান্তে সূর্য অস্ত যায় উহা উদ্দেশ্য নহে। কোন কোন কিচ্ছা বর্ণনাকারী বলিয়াছে যুলকারনাইন চলিতে চলিতে সূর্যাস্তের স্থানও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সূর্য তাহার পশ্চাতে অস্ত যাইতেছিল ইহা সত্য নহে বরং ইহা আহলে কিতাবদের পক্ষ হইতে বাজে কথা। এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মহীন তাহাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথা।

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ তিনি সূর্যকে দেখিতে পাইলেন যেন উহা সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাইতেছে। যে কেহ সমুদ্রতীরে দন্ডায়মান সে সূর্যকে যেন সমুদ্রের মধ্যেই অস্ত যাইতে দেখে। অথচ সূর্য চতুর্থ আসমানে প্রতিষ্ঠিত। এই আসমান হইতে সূর্য পৃথক হয় না। اَلْحَمِئَةُ শব্দটি এক কিরাত অনুসারে اَلْحَمْأَةُ হইতে নির্গত হইয়াছে অর্থ মাটি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ এখানে حَمَاءٍ অর্থ মাটি ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ। পড়িতেন এবং উহার অর্থ করিতেন মাটি বিশিষ্ট পানির মধ্যে অস্ত যায়। একবার কা'ব আহবারকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা কুরআন সম্পর্কে অধিক বেশী জান কিন্তু আমি কিতাবের মধ্যে যাহা পাই তাহা হইল, সূর্য কালো মাটির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবু দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে দীনার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) তাহাকে حَمِئَةٍ পড়াইয়াছেন।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَامِيَةٍ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ গরম পানির মধ্যে সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিতে পাইলেন।

হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন বিশুদ্ধ মত হইল উভয় কিরাতই মাশহুর ও সুপরিচিত কিরাত এবং ইহার যেইটিই কারী পড়িবে বিশুদ্ধ পড়িবে বলিয়াই ধরিতে হইবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, দুইটির কিরাতের অর্থে কোন বিরোধ নাই। কারণ সূর্যের অস্তকালে ঐ স্থানে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় সূর্যের কিরণ সরাসরি পানিকে স্পর্শ করিবার কারণে পানি গরম হইতে পারে এবং ঐ স্থানের মাটি কালো বর্ণের হইবার কারণে উহার পানিও ঐ একই বর্ণ ধারণ করিতে পারে। যেমন কা'ব আহবার ও অন্যান্য মনীষীগণ বলিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লা (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আওয়াম....আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার সূর্যাস্তের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, যদি আল্লার নির্দেশে উহার দাহন হ্রাস করা না হইত তবে উহা পৃথিবীর সব কিছুকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিত। ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহার মারফূ' হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে। সম্ভবত, ইহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-এর বক্তব্য। এবং ইহা তিনি সেই দুইটি থলে হইতে লইয়াছেন যাহা তিনি ইয়ারমূক যুদ্ধে পাইয়াছিলেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন হাজ্জাজ ইবন হামজা (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَامِئَةٍ পড়িলেন তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

বলিলেন, আমরা তো ইহাকে عَيْنٍ حَمِئَةٍ পড়ি। অতঃপর হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আয়াতটি কি রকম পড়েন? তিনি বলিলেন, যেমন আপনি পড়েন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কে বলিলাম, আমার ঘরেই তো কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব ইবনে আহবার-এর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য কোথায় অস্ত যায় তাওরাতে এই সম্পর্কে কি উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, কোন আরবকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা এই বিষয়ে অধিক ভাল জানে। তবে সূর্য কোথায় অস্ত যায় এই সম্পর্কে আমি তাওরাতে যাহা পাইয়াছি তাহা হইল সূর্য পানি ও মাটি অর্থাৎ কাদার মধ্যে অস্ত যায়। এই কথা বলিয়া তিনি পশ্চিম দিকে ইংগিত করিলেন। ইবনে হাযের এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকিতাম তবে আপনার সমর্থনে 'তুব্বা'র এই কবিতা দুইটি পড়িয়া শুনাইতাম। যাহাতে তিনি যুলকারনাইন-এর আলোচনা করিয়াছেন।

بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ + أَسْبَابُ أَمْرٍ مِنْ حَكِيمٍ مُرْشِدٍ

فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا + فِي عَيْنٍ ذِي خُلُبٍ وَثَأْطٍ حَرْمَدٍ

অর্থাৎ যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গিয়াছিলেন কারণ মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাহাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের সময় উহাকে কাল মাটির ন্যায় কাদার মধ্যে অস্ত যাইতে দেখিলেন।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন কবিতার মধ্যে উল্লেখিত اَلْخُلُبُ - اَلثَّأْطُ ও اَلْحَرْمَدُ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, اَلْخُلُبُ অর্থ মাটি اَلثَّأْطُ অর্থ, কাদা ও اَلْحَرْمَدُ অর্থ কালো। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন এই লোকটি যাহা বলেন, তুমি উহা লিখিয়া রাখ।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরা কাহাফের এই আয়াত وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي حَمِئَةٍ পাঠ করিলেন। তখন কা'ব উহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন সেই সত্তার কসম যাহার হাতে কা'বের প্রাণ তাওরাতে এই বিষয়টি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুরূপ এই আয়াতকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতিত অন্য কাহাকেও পাঠ করিতে শুনি নাই। তাওরাতে আমি এই বিষয়টি এইরূপ পাইয়াছি, "সূর্য কালো কাদার মধ্যে অস্ত যায়"। আবূ ইয়ালা মুসেলী বলেন, ইসহাক ইবনে ইসরাঈল হিশাম ইবনে ইউসুফ-এর সূত্রে " তাফসীরে ইবনে জুরাইজ" এর মধ্যে وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যেই খানে সূর্য অস্ত যায় তাহার নিকটবর্তী একটি শহর ছিল যাহার বার হাজার দরজা ছিল যদি শহরবাসীর

শব্দ না হইত তবে সূর্যাস্তকালে তাহারা সূর্যাস্তের শব্দগুলিতে পাইত। وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا এবং উহার নিকটবর্তী একটি সম্প্রদায়কে তিনি পাইলেন। উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায় ছিল।

قُلْنَا يَاذَالْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর যুলকারনাইনকে কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করিলেন এবং তাহাকে এই এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও বন্দি করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে তিনি ইন্সাফও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আদল ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকিবে তাহাকে অতিশীঘ্র শাস্তি দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাকে হত্যা করিয়া শাস্তি দিব। সুদ্দী (র) বলেন, তামার ডেগ গরম করিয়া তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইত এমন কি তাহারা উহার মধ্যে গলিয়া যাইত। ওহ্ব ইবন মুনাব্বাহ (র) বলেন, যালিমদিগকে তাহাদের উপর লেলিয়া দেওয়া হইত অতঃপর তাহারা তাহাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করিত এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিত। قوله ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا অতঃপর তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন তিনি তাহাকে চরম শাস্তি দান করিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরকাল প্রমাণিত হইল।

قوله وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءَ ۨالْحُسْنٰى আর যেই ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাদের আহ্বানের অনুসরণ করিয়াছে তাহার জন্য পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا এবং আমিও তাহার সম্মান করিব এবং আমার কাজে তাহাকে সহজ নির্দেশ দান করিব।

(৮৯) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝

(৯০) حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝

(৯১) كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

৮৯. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯০. চলিতে চলিতে যখন সে সূর্যোদয় হওয়ার স্থলে পৌছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদিগের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই।

৯১. প্রকৃত ঘটনা ইহাই তাহার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে ভ্রমণ শেষে সূর্যোদয়ের স্থানের দিকে সফর শুরু করিলেন। এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর দিয়া তিনি অতিক্রম করিতেন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতেন। তাহারা তাহার অনুসরণ করিলে তো ভাল, নচেৎ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন এবং তাহাদের মাল ধন-সম্পদ হালাল মনে করিতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এত সংখ্যক খাদেম সাথে'লইতেন যাহারা তাহার সেনাবাহিনীর সাহায্য করিতে যথেষ্ট হইত। বনী ইস্রাঈল সংবাদে প্রকাশ, যুলকারনাইন এক হাজার ছয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচারার্থে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে থাকেন এমন কি তিনি সুর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থলে পৌছাইয়া যান। যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলেন যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا তখন তিনি সূর্যকে এমন একটি কওমের উপর উদয় হইতে দেখিতে পাইলেন যাহাদের জন্য সূর্যের কিরণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কোন আবরণ সৃষ্টি করি নাই। অর্থাৎ তাহাদের কোন ঘর ছিল না যেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত আর কোন গাছপালাও ছিল না যাহার ছায়ায় বসিয়া সূর্যের উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, তাহারা লাল বর্ণের ছিল। উচ্চতা ছিল কম। তাহাদের সাধারণ খাবার ছিল মাছ।

আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বলেন, আবূস্ সালত, হাসান বসরী (র) কে لَمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছেন তিনি বলেন, তাহাদের বসতি এমন ছিল যে সেখানে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। সূর্যোদয় হইলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এর সূর্যাস্ত হইলে বাহির হইয়া পড়িত এবং জীব-জন্তু যেমন চরিয়া বেড়ায় তারাহা তদ্রূপ চলিয়া বেড়াইত। হাসান (র) বলেন, রেওয়ায়েতটি সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে ঐ সম্প্রদায় এমনই এক স্থানে বাস করিত যেই খানে কোন ফসল উৎপন্ন হইত না। সূর্যোদয় ঘটিলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এবং সূর্যাস্ত হইলে তাহারা বাহির হইয়া দূরে তাহাদের জমিতে চলিয়া যাইত। সালামাহ ইবনে কুহাইল (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাহারা এমন একটি জাতি যাহাদের কোন আশ্রয় স্থল ছিল না। তাহাদের ছিল দুইটি বড় বড় কান। একটি তাহারা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করিত এবং অপরটি তাহারা পরিধান করিত।

আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যেই কওমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা জংলী ও বর্বর জাতি ছিল। ইবনে জরীর (র) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাহারা কখনও

কোন ঘর কিংবা প্রাচীর নির্মাণ করে নাই এবং অন্য কোন লোকও ঘর নির্মাণ করে নাই। যখন সূর্যোদয় ঘটিত তখন তাঁহারা পানির মধ্যে প্রবেশ করিত এবং যাবৎ না সুর্যাস্ত যাইত তাহারা সেইখানেই অবস্থান করিত। আর ইহার কারণ ছিল এই যে তথায় কোন পাহাড়ও ছিল না যেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। একবার তথায় একটি সেনাদলের আগমন ঘটিল তখন স্থানীয় লোকজন তাহাদিগকে বলিল সাবধান। এই স্থানে যেন তোমাদের উপর সূর্যোদয় না হয়। তাহারা বলিল আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু তোমরা বল দেখি, এই হাড়সমূহ কিসের? তাহারা বলিল, একবার একটি সেনাদল এখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের উপর সূর্যোদয় ঘটিয়াছিল। ফলে তাহারা এইখানেই মৃত্যুবরণ করে। এই কথা শ্রবণ করিতেই তাহারা দ্রুত চলিয়া গেল।

كَذٰلِكَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا অর্থাৎ যুলকারনাইনের এবং তাহার সেনা বাহিনীর যাবতীয় সংবাদ সম্পর্কে আমি অবগত উহার কিছুই আমার জন্য গোপন নহে। যদিও তাহার লোকজন দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিল। ইরশাদ হইয়াছে لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ যমীনে ও আসমানে অবস্থিত কোন বস্তু-ই তাঁহার নিকট গোপন নহে।

(৯২) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

(৯৩) حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ○

(৯৪) قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○

(৯৫) قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ○

(৯৬) اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ○

৯২. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯৩.চলিতে চলিতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

৯৪. উাহারা বলিল হে যুলকারনাইন ! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?

৯৫. সে বলিল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিন্ডসমূহ আনয়ন কর অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল। তখন সে বলিল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই উহার উপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদয়ের স্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া অন্য এক পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রাচীরের ন্যায় দুইটি পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গিরীপথ ছিল এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজুজ মাজুজ তুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তাহারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। ক্ষেত খামার জীবজন্তু ও ধ্বংস করিত এবং মানুষকে হত্যা করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত তাহারা মানুষেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হইয়াছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে আদম! তিনি বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাযির। আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, দোযখের অংশ আপনি পৃথক করিয়া রাখুন। তিনি বলিবেন, দোযখের অংশ কি পরিমাণ? তিনি বলিলেন প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই তো দোযখে প্রবেশ করিবে এবং একজন বেহেশতে। এই সময় আতঙ্কগ্রস্ত শিশু বৃদ্ধ হইবে এবং গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত ঘটিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তাহারা যেই দিকে থাকিবে তাহাদের সংখ্যাই হইবে অধিক। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ।

আল্লামা নব্বী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আদম (আ) এ ধাতু হইতে দুই এক ফোটা ধাতু মাটিতে মিশ্রিত হইয়াছিল উহা দ্বারাই ইয়াজুজ মাজুজ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজ হযরত আদম (আ) এর ধাতু হইতে তো সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই বর্ণনাটির পক্ষে আকলী কিংবা নকলী কোন যুক্তি প্রমাণ নাই। কোন কোন আহলে কিতাব এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়া থাকে উহার উপর বিশ্বাস করা যায় না।

ইমাম আহমদ (রা) হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিল। আরব জনক, দাম, সুদান জনক, হাম এবং তুর্কজনক ইয়াফিস। কোন কোন উলমায়ে কিরামের বক্তব্য হইল, ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল তুর্ক জনক ইয়াফিসের বংশধর। তুরকিস্তানের অধিবাসীদিগকে তুর্ক-বলিয়া এই কারণে নাম করণ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা প্রাচীরের ঐ পারের সম্প্রদায়কে বর্জন করিয়া এই পারে চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা ঐ ইয়াজুজ মাজুজের আত্মীয়স্বজন। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল দুষ্ট ও অশান্তি সৃষ্টিকারী এই ক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) ওহ্ব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুকারনাইনের ভ্রমণ কাহিনী প্রাচীর নির্মাণ ও তাঁহার পর্যটন কালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ এই রেওয়ায়েতটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বটে কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নহে। ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহার পিতা হইতেও অনেক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহা সনদও সহীহ নহে।

قوله وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً এবং যুলকারনাইন প্রাচীর দুইটির নিকটবর্তী এলাকায় এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিল আজমী এই কারণে তাহারা যুলকারনাইনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না। قَالُوْا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا তাহারা বলিল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে অতএব প্রাচীর নির্মাণের জন্য কি আপনার জন্য আমরা খাজনা ধার্য করিয়া দিব। ইবনে জুরাইজ (র) আতা (র) এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে خَرْجًا অর্থ اَجْرًا عَظِيْمًا বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যুলকারনাইন যদি একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন তবে তাহারা তাঁহাকে অনেক বিনিময় দান করিবে। ইহার জবাবে যুলকারনাইন সরলতার সহিত তাহাদের হীতকাংখার উদ্দেশ্যে বলিলেন مَامَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে সাম্রাজ্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন উহাই আমার পক্ষে উত্তম। যেমন হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়াছিলেন اَتُمِدُّوْنَنِىْ بِمَا اَتَانِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ فَمَا اَتَاكُمْ তোমারা কি আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করিতে চাহিতেছে? অথচ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাহা দান করিয়াছেন উহা তোমাদের মাল অপেক্ষা উত্তম। যুলকারনাইনও অনুরূপ কথাই বলিলেন, তোমরা যেই মাল আমার জন্য ব্যয় করিবে উহা অপেক্ষা আমার মাল উত্তম। তোমাদের মালের আমার প্রয়োজন নাই বরং তোমরা শ্রম ও প্রাচীর নির্মাণের সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া দিয়া এই কাজে আমার সাযাহ্য কর। اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اٰتُوْنِىْ

زُبَرَ الْحَدِيْدِ আমি তোমাদের ও তাহাদের মাঝে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত আনিয়া দাও। زُبَرَ শব্দটি زُبْرَةٌ এর বহুবচন অর্থ, লোহার পাত। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। লোহার এই টুকরা ইটের মত হয় এবং দামেস্কের এক কিনতার পরিমাণ কিংবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী।

حَتَّى اِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ যুলকারনাইন লোহার ইটকে একের উপর এক রাখিয়া যখন দৈর্ঘ প্রস্থে দুই পাহাড়ের মাথা সমান করিলেন (দৈর্ঘ প্রস্থ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন) তখন তিনি বলিলেন اِنْفُخُوْا তোমরা চতুর্দিক হইতে ফুঁকাইতে থাক এমন কি উহা যেন সম্পূর্ণ আগুনে পরিণত হয়। যখন লোহার প্রাচীর আগুনের অংগারে পরিণত হইল তখন তিনি বলিলেন اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا তোমরা গলিত তামা লইয়া আস আমি চতুর্দিক হইতে উহার উপর ঢালিয়া দিব। ইবনে আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন قِطْرٌ অর্থ তামা। কেহ কেহ বলেন, গলিত তামা وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ আর "তাহার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করিলাম" আয়াতটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে। গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়ার পর যখন উহা ঠাণ্ডা হইয়া গেল তখন উহা সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হইল এবং সজ্জিত চাদরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

ইবনে জরীর (র) বলেন, বিশ্‌র ইবনে ইয়াযীদ....কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চাদরের ন্যায়। উহাতে লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।

একবার খলীফা ওয়াসিক তার রাজত্বকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একটি সেনাবাহিনীসহ তাহার মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজনকে প্রাচীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্ব জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা হইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের নিকট পৌঁছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইলেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে যে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজা এবং উহাতে বিরাট একটি তালা ঝুলিতে দেখিয়াছে। প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বুরুজের মধ্যে রহিয়াছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উঁচু। কোন উপায়েই উহার উপর আরোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল পাহাড়ে আরোহণ করাও সম্ভব নহে যাহা প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে দূর দূরান্ত পর্যন্ত অবস্থিত। ইহা ছাড়া তারা আরো বহু আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৯৭) فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝

(৯৮) قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

(৯৯) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝

৯৭. ইহার পর তাহারা উহা অতিক্রম করিতে পারিল না বা ভেদ করিতেও পারিল না। উহাতে ছিদ্র করিতেও পারিল না।

৯৮. সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯. সেই দিন আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব এই অবস্থায় যে একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগের সকলকেই একত্র করিব।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই এবং উহাকে ছিদ্র করিয়া উহা ভেদ করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইরশাদ হইয়াছে فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا তাহারা প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই আর উহাতে ছিদ্রও করিত পারে নাই।

আয়াতটি এই কথারই প্রমাণ যে ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরে একটুও ছিদ্র করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ্ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে ছিদ্র করিতে চেষ্টা করে এমন কি তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া সূর্যের কিরণ দেখিবার কাছাকাছি হয় তখন তাহাদের নেতা তাহাদিগকে বলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, আগামীকল্য আমরা উহা ভেদ করিয়া যাইব। পুনঃরায় তাহারা উহা ছিদ্র করিতে আসিলে প্রাচীরটিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মযবুত পায়। অবশেষে তাহাদের সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বাহির করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহারা একদিন ছিদ্র করিতে করিতে সূর্যের আলো দেখিবার উপক্রম হইবে তখন তাহাদের নেতা বলিবে তোমরা ফিরিয়া যাও, ইনশাআল্লাহ আগামী কল্য উহা ছিদ্র

করিয়া ফেলিব। পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিবে প্রাচীরটি তেমনি রহিয়াছে যেমন তারা রাখিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহারা সমস্ত নদ-নদীর পানি পান করিয়া শেষ করিবে এবং মানুষ তাহাদের ভয়ে কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে এবং এমনি অবস্থায় উহা প্রত্যাবর্তন করিবে যেন উহা রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিবে আমরা পৃথিবীকে জয় করিয়া আসমানও বিজয় করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের ঘাড়ে ফোঁড়া বাহির হইবে এবং সকলেই মৃত্যু বরণ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা) এর প্রাণ পৃথিবীর জীব-জন্তু উহা ভক্ষণ করিবে এবং খুব হৃষ্ট পুষ্ট হইবে এবং আল্লাহর খুব শোকর করিবে।

ইমাম আহমদ (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (র)....কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি গরীব। এইসূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত নহে। হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ অবশ্য উহার মতন মুনকার। কারণ, আয়াত দ্বারা প্রকাশ, ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রাচীরটি অত্যধিক মযবুত দৃঢ় হইবার কারণে উহাতে ছিদ্র করিতেও সক্ষম হইবে না। কিন্তু কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত, ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের নিকট আসিয়া উহাতে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিত থাকে এমন কি উহাতে ছিদ্র হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাহারা বলেন চল ফিরিয়া যাই আগামী কল্য আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আসিয়া তাহারা দেখে যে, উহা পূর্বের মত হইয়া আছে। অতঃপর তাহারা পুনরায় আবার ছিদ্র করিতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে তাহারা ঠিক সেই কথা বলে যাহা প্রথম দিন বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা পর দিন আসিয়াও দেখে যে উহা পূর্বের ন্যায় মযবুত হইয়া আছে। এইভাবে ছিদ্র করিতে করিতে শেষ দিন তাহারা বলিবে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন তাহারা আসিয়া দেখিবে প্রাচীরটি যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে। অতএব সেইদিন তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সম্ভবত কা'ব আহবার হইতেই উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে তিনি অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে কোন রাবী উহাকে মারফূ হাদীস ধারণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বলিয়াছেন উল্লেখ করিয়াছেন وَاللّٰهُ اَعْلَمُ প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (র) অনেক সময়, কা'ব আহবারের নিকট বসিতেন এবং তাহার নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিতেন।

উপরে আমরা যেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছি সে ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে আর না উহাতে ছিদ্র করিতে পারিয়াছে। এবং উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতটির মারফূ হওয়ারও বিষয়টি সঠিক নহে। ইহার সমর্থনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল লাল ছিল এবং তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমাগত বিপদের জন্য সমস্ত আরববাসীদের জন্য অকল্যাণ আসন্ন। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এত খানী খুলিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি চক্র বানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে ভাল ও সৎলোকের উপস্থিতিতেও কি আমরা ধ্বংস ইয়া যাইব। তিনি বলিলেন হাঁ, যখন অসৎ ও খবীস লোকের আধিক্য হইবে। হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ই ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর সনদে হাবীবাহ এর উল্লেখ নাই। অবশ্য ইমাম মুসলিম (রা) এর সনদে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীসটির সনদে আরো এমন কি বৈচিত্র রহিয়াছে যাহা সাধারণত সনদে খুব কম-ই থাকে যেমন, ইমাম যুহরী উরওয়াহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ উভয়ই তাবেয়ী সনদের মধ্যে চার জন সাহাবী মহিলা রহিয়াছেন যাহারা পর্যায়ক্রমে একজন অপরজন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। চার জনের দুইজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালক কন্যা এবং অপর দুইজন তাঁহার বিবি।

হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। বায্যার বলেন, মুহম্মদ্ ইবনে মারযূক (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) বলেন, فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذَا আজ ইয়াজুজ মাজুজ এর প্রাচীরে এতটুক ছিদ্র হইয়াছে এই কথা বলিয়া তিনি আঙ্গুল দ্বারা একটি হলকা বানাইয়া দেখাইলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা) ওহব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন قوله قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي যুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ করিয়া অবসর হইলেন তখন তিনি বলিলেন, ইহা প্রতিপালকের পক্ষ হইতে মানুষের জন্য অনুগ্রহ। তিনি ইয়াজুজ মাজুজের গোলযোগ ও ফিতনা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রাচীর নির্মাণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ যখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবে তখন ইহাকে বিলুপ্ত করিয়া যমীনের সহিত মিলাইয়া দিবেন। আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে نَاقَةٌ دَكَّاءُ এমন উষ্ট্র যাহার চুটি তাহার পিঠের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جَعَلَهُ دَكًّا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ) এর সম্মুখে স্বীয় নূরের প্রকাশ ঘটাইলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া

মাটির সহিত মিশিয়া গেল। وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালিত হইবে। হযরত ইকরিমা (র) دَكَّاءَ এর অর্থ করিয়াছেন طَرِيْقًا অতএব আয়াতের অর্থ হইবে আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হইবে, তখন তিনি ইয়াজুজ মাজুজের বাহির হইবার পথ করিয়া দিবেন। এবং তাঁহার ওয়াদা সত্য, উহা অব্যই পালিত হইবে।

قوله وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ অর্থাৎ যেই দিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হইবে এবং লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিবে সেই দিন তাহাদিগকে দলে দলে তরঙ্গের ন্যায় ছাড়িয়া দিব।

আল্লামা সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হইবে দাজ্জালের পরে কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বে

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। আলোচ্য আয়াতেও প্রথম বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ মাজুজকে তরঙ্গ মালার ন্যায় দলে দলে ছাড়িয়া দিব ثُمَّ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ তাহার পর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হইবে فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর তাহাদিগকে আমি একত্রিত করিব। অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামত দিবসে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া যাইবে। ইবনে জরীর (র)....বনী ফাযারা গোত্রের জনৈক শায়খ হইতে وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। তখন ইবলীস বলিবে আচ্ছা, আমি যাই, দেখি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব দিকে রওনা হইবে সেই দিকে গিয়া সে দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে অতঃপর পশ্চিম দিকে রওনা হইবে সেই দিকেও দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখন ইবলীস বলিবে হায়। পলাইবার যে কোন পথই নাই। অতঃপর সে ডাইনে ও বামে যতদূর সম্ভব যাইবে সেই দিকেও সে দেখিবে, ফিরিশ্তারা যমীন ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ সে অতিসরু একটা পথ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইবে এবং সে তাহার সকল অনুসারীদিগকে লইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে। হঠাৎ তাহারা আগুন দেখিতে পাইব। তখন আল্লাহ তা'আলা একজন দোযখের প্রহরীকে উপস্থিত করিবেন তিনি তাহাকে বলিবেন, হে ইবলীস। তোমার প্রতিপালকের নিকট কি তোমার এক বিশেষ মর্যাদা ছিল না? তুমি কি বেহেশতে ছিলে না? তখন সে বলিবে? এখন

ধমক দেওয়ার সময় নহে। এখন যদি আল্লাহর কোন ইবাদত করিবার সুযোগ থাকে তবে তাই বলুন, আমি এমনই ইবাদত করিব যে, তাহার মাখলূখের মধ্যে কেহ তদ্রূপ ইবাদত করে নাই। তখন তিনি বলিবেন, হাঁ আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নির্দেশ হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিবে, কি নির্দেশ হইয়াছে? তিনি বলিবেন, তাহার নির্দেশ হইল, তুমি জাহান্নামে প্রবেশ কর। তখন সে হাঁ করিয়া থাকিবে। উক্ত ফিরিশ্‌তা তখন তাহার ডানার সাহায্যে ইবলীস ও তাহার অনুসারীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তখন জাহান্নাম এমন ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিবে যে সকল ফিরিশ্‌তা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর সম্মুখে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বড়ই নম্রতা সহকারে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। ইবনে আবূ হাতিম (র) ইয়াকূব কুম্মী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) ইয়াকূব, হারূন, আলতারা আনতারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা তাব্‌রানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইস্পাহানী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করী (সা) ইয়াজুজ ও মাজুজ আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে মানুষের উপর অশান্তি সৃষ্টি করিবে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিলে হাজার হাজার শিষ্য রাখিয়া যায়। বরং আরো অধিক; এবং তাহাদের পর আরো তিনটি দল হইবে, তাবীল, তায়েস, ও মুনসাক হাদীসটি গরীব বরং মুনকার ও দুর্বল। ইমাম নাসায়ী (র) শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি, নুমান ইবনে সালেম (র)....আউস ইবনে আবূ আওস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজের স্ত্রী আছে তাহারা সহবাস করিয়া থাকে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিলে হাজার হাজার বরং ততধিক রাখিয়া যায়।

قوله وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত যে একটি শিঙ্গা হইবে যাহাতে হযরত ইসরাঈল (আ) ফুৎকার দিবেন। যেমন পূর্বে এই বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এবং এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও অনেক। আতীয়্যাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ সায়ীদ হইতে বর্ণনা করেন হযরত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আমি কিভাবে আরাম ও শান্তি ভোগ করিতে পারি অথচ, শিঙ্গার অধিকারী ফিরিশ্‌তা শিঙ্গা মুখে করিয়া মাথা ঝুকাইয়া অধীর অপেক্ষায় আছেন, কখন তাহাকে শিঙ্গা ফুৎকার করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে। সাহাবায়ে কিরাম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি বলিব? তিনি বলিলেন, তোমরা বলিবে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কার্য বিধায়ক। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা রাখি। قوله فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অর্থাৎ হিসাব নিকাশের জন্য আমি সকলকে একত্রিত করিব। ইরশাদ হইয়াছে। قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ আপনি ঘোষণা করুন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একটি নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই

একত্রিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا এবং আমি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব কাহাকেও ছাড়িব না।

(১০০) وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۙ

(১০১) الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۙ

(১০২) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝

১০০. এবং সেইদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব কাফির-দিগের নিকট।

১০১. যাহাদিগের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অক্ষম।

১০২. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিবে? আমি কাফিরদিগের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্নাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবেন উপরোক্ত আয়াতে তিনি উহা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কাফিরদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই তাহাদের সম্মুখে তিনি উহাকে উন্মুক্ত করিয়া পেশ করিবেন যেন তাহারা উহার মধ্যকার শাস্তির যাবতীয় ব্যবস্থা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে পারে এবং তাহাদের দুশ্চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পায়। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে সত্তর হাজার রশি দ্বারা টানিয়া আনা হইবে এবং প্রত্যেক রশিতে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বলেন الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ অর্থাৎ সেই সকল কাফিররা হেদায়েত গ্রহণ করিবার ও উহাকে অনুসরণ করিবার ব্যাপারে অন্ধ ও বধির হইয়াছিল। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ যেই ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহর স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া জীবন যাপন করে আমি একজন শয়তানকে তাহার জন্য নির্ধারিত করিয়া দেই এবং তাহার সাথী হইয়া থাকে (যুখরুফ-৩৬)। وَكَانُوْا لَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا আর তাহারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও তাহার বিধানসমূহ শ্রবণ করিতে ও বুঝিতে সক্ষম হয় না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে। اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَاءَ কাফিররা কি এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে আমাকে বাদ দিয়া আমার বান্দাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে এবং তাহারা তাহাদের উপকার করিবে? كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ يكونون عليهم ضداً কখনও এইরূপ হইবে না। তাহারা তো তাহাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া দাড়াইবে এই কারণে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন যে ঐ সকল কাফিরদের জন্য তিনি জাহান্নামকে তাহাদের আবাসস্থল হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(١٠٣) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۞

(١٠٤) اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞

(١٠٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۞

(١٠٦) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ۞

১০৩. বল, আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব, কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থদিগের?

১০৪. উহারা পার্থিব জীবনে যাহাদিগের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎকর্ম করিতেছে,

১০৫. উহারাই তাহারা যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাতের বিষয়, ফলে উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন উহাদিগের জন্য কোন গুরুত্ব রাখিব না।

১০৬. জাহান্নাম ইহাই উহাদিগের প্রতিফল যেহেতু ইহারা কুফরী করিয়াছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....শু'বা ও মুস'আব (র) হইতে বর্ণিত একবার আমি আমার পিতা সা'দ ইবন আবূ ওক্কাস (রা) কে قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আয়াতে কি খারেজীদের কথা বলা হইয়াছে? তিনি বলিলেন না, নাসারা ও ইয়াহূদীদের কথা বলা হইয়াছে। ইয়াহূদীরা তো হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং নাসারা বেহেশ্তকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে বেহেশতের মধ্যে পানাহারের কোন বস্তু নাই। আর খারেজীরা আল্লাহর সহিত শক্ত ওয়াদা করিবার পর উহা ভঙ্গ

করিয়াছে। এই কারণে হযরত সা'দ খারেজীদিগকে ফাসেক বলিতেন। হযরত আলী আবূ তালেব (র) যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে খারেজীদের কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আয়াতটি যেমন নাসারা ও ইয়াহূদীদিগকে শামিল করে অনুরূপভাবে খারেজীদিগকে শামিল করে। শুধু খারেজী কিংবা শুধু নাসারা ও ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হইয়াছে এই কথা বরং আয়াতটি ইয়াহূদী নাসারা ও খারেজীসহ অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে শামিল করে যাহারা ভ্রান্ত উপায়ে আল্লাহর ইবাদত করে এবং ধারণা করে যে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা সঠিক করিতেছে এবং আল্লাহর দরবারে তাহাদের আমল গৃহিত হইতেছে অথচ, বাস্তবে তাহাদের আমল প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً যেই দিন অনেক মুখমন্ডল লাঞ্ছিত হইবে অথচ, পৃথিবীতে তাহারা বহু আমল করিয়াছে এবং আমল করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের আমল ও ইবাদত সত্ত্বেও তাহারা উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا অর্থাৎ তাহাদের যেই সকল কৃতকর্মের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব অতঃপর উহাকে উড়ন্ত ধুলিকণার ন্যায় করিয়া দিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফর করে তাহাদের আমলসমূহকেই মরিচিকার ন্যায় যাহাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে উহার নিকট আগত হয় তখন সে কিছুই পায় না। অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا আপনি বলিয়া দিন, যাহারা আমলের দিক হইতে বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ আমি কি তাহাদের সংবাদ তোমাদিগকে বলিয়া দিব? অতঃপর তিনি বলেন الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তাহার হইল সেই সকল লোক যাহাদের চেষ্টা সাধনা পৃথিবীতে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা ভ্রান্ত পন্থায় আমল করিয়াছে যাহা আল্লাহর দরবারে গৃহিত নহে। وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا অথচ, তাহারা ধারণা করে যে তাহারা কোন ভাল কাজই করিতেছে তাহাদের আমল আল্লার দরবারে গৃহিত এবং তাহারাও আল্লার নিকট ভালবাসার পাত্র। أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে যাহা দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালতের সত্যতা প্রমাণিত করা যায় এবং পরকাল ও আল্লাহর সাক্ষাতকেও মিথ্যা বলিয়া অবহিত করিয়াছে। فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অতএব তাহাদের আমলনামা ওজন করা হইবে না। কারণ, উহাতে কোন নেকী ও কল্যাণকর আমল নাই।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ কিয়ামত দিবসে মোটা তাজা ব্যক্তি আসিবে কিন্তু আল্লাহর নিকট একটি মাছির ডানার সমানও তাহার ওজন হইবে না। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন তোমরা ইচ্ছা করিলে ইহা প্রমাণের জন্য فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا। পাঠ কর। ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর (র).... (র) আবূয যিনাদ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকাইর (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অধিক আহারকারী ও অধিক পানকারী এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে। কিন্তু দুইটি যব পরিমাণ ওজন দ্বারাও তাহাকে ওজন করা হইলে সে উহারও সমপরিমাণ হইবে না। অতঃপর তিনি فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا পাঠ করিলেন। ইবনে জরীর (র) ও আবূ কুরাইব (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার (র) বলেন, আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ (র).আওন ইবনে উমারাহ.. বুরাইদাহ(রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি তাহার এক জোড়া কাপড় পরিধান করিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া তথায় আগমন করিল, যখন সে নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া দন্ডায়মান হইল, তখন তিনি বলিলেন, হে বুরাইদাহ! এই ব্যক্তি হ্ইল সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন ওজন কায়েম করিবেন না। হাদীসটি কেবল ওয়াছিল এবং তিনি হইতে ইহা ছাড়া আওন ইবনে উমরাহ (র) ছাড়া কেহ বর্ণনা করেন নাই। এবং তিনি হাফিয নহেন, তাহার রেওয়ায়েতের কোন মুতাবের রেওয়ায়েত (সমর্থক রেওয়ায়েত) নাই।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....কা'ব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে এক বিশাল দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হইবে কিন্তু, আল্লাহর দরবারে একটি মশার ডানার সমানও তাহার ওজন হইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা এই ক্ষেত্রে فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا পাঠ কর। ইরশাদ হইয়াছে ذٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا। তাহাদের কুফর করিবার কারণে ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাহার রাসূলগণকে বিদ্রূপ করিবার কারণে তাহাদের জন্য জাহান্নামের এই শাস্তি।

(১০৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاۙ

(১০৮) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

১০৭. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান।

১০৮. সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার নেক ও ভাগ্যবান বান্দাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রহিয়াছে আর সেই ভাগ্যবান সৎবান্দারা হইল তাহারা যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই জীবন বিধান পেশ করিয়াছেন তাহারা উহাকে মানিয়া লইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, রূমী ভাষায় ফিরদাউস বলা হয় উদ্যানকে। কা'ব সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) বলেন, ফিরদাউস বেহেশতের মধ্যস্থলকে বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, ফিরদাউস হইল, বেহেশতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্থান। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র).... সামুরা (র) হইতে বর্ণনা করেন, اَلْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا وَاَحْسَنُهَا ফিরদাউস হইল বেহেশতের সর্বোচ্চ সর্বোত্তম ও সব চাইতে সুন্দর স্থান। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম (র)....সামুরা হইতে মরফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে কাতাদা ও আনাস ইবনে মালেক (র) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবনে জরীর (র) সবকয়টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত "তোমরা যখন আল্লাহর নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিবে, তখন ফিরদাউস নামক বেহেশত প্রার্থনা করিবে। উহা হইল বেহেশতের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মধ্যবর্তী স্থান। ঐ স্থান হইতেই নহর সমূহ প্রবাহিত হইয়াছে।" قوله نُزُلاً - "نُزُلاً" শব্দের অর্থ হইল, আতিথেয়তা خَالِدِيْنَ فِيْهَا তথায় তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। কোন দিন তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিবে না। لاَيَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً তাহারা সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যস্থান পছন্দ করিবে না। যেমন কবি বলেন,

فَحَلَّتْ سَوِيْدُ الْقَلْبِ لاَ اَنَا بَاغِيًا + سِوَاهَا وَلاَعَنْ حُبِّهَا اَتَحَوَّلِ

আমি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে স্থান গ্রহণ করিয়াছি। তাহাকে ব্যতিত অন্য কাহাকেও আমি পছন্দ করি না এবং তাহার ভালভাসা ত্যাগ করিতেও আমি সম্মত নহি।

সাধারণত নির্দিষ্ট কোন স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে মানুষ বিরক্তি বোধ করে কিন্তু বেহেশবাসীগণ বেহেশতের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করা সত্ত্বেও তাহারা কখনও বিরক্ত হইবে না সেই স্থান ত্যাগ করিতেও চাহিবে না এবং উহার পরিবর্তে কোন নতুন স্থানে বসবাস করিবার আকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের অন্তরে জন্ম লইবে না। এবং সেই বেহেশতের মধ্যে থাকিতেই তাহারা ভালবাসিবে। এই বিষয়টিই لاَيَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন।

(١٠٩) قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ٥

১০৯. বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আর সমুদ্র আনিলেও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি বলুন, যদি সমুদ্রের পানি সেই কলমের কালি হয় যাহার সাহায্যে আল্লাহর কলেমাসমূহও তাহার নিদর্শনসমূহকে লেখা যায় তবে সেই আয়াত ও বাণীসমূহ লেখা শেষ হইবার পূর্বে সমুদ্রের পানি শেষ হইয়া যাইবে। وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا যদিও উহার সাহায্যের জন্য অনুরূপ আরো এক সমুদ্র এবং আরো অসংখ্য সমুদ্র আনা হউক না কেন তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হইবে না যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

যদি পৃথিবীর সকল গাছ দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় এবং সমুদ্রের পানি কালি হয় অতঃপর আরো সাত সমুদ্রের পানি দ্বারা কালি তৈয়ার করিয়া আল্লাহর কলেমাসমূহ লেখা হয় তবুও উহা নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ তা'আলা বড়ই ইজ্জত সম্মানের অধিকারী বড়ই কুশলী। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, সকল মানুষের ইলম ও জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলম ও জ্ঞানের তুলনায় সমস্ত সমুদ্রসমূহের এক ফোটা পানি সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি অবতীর্ণ করিয়াছেন قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى আপনি বলিয়া দিন যদি আমার প্রতিপালকের কলেমাসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্রের পানি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কলেমা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সকল সমুদ্রসমূহের পানিকে যদি কালিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং পৃথিবীর সকল গাছ পালা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় তবে কলম ঘষিয়া লিখিতে লিখিতে কলম ভাঙ্গিয়া যাইবে। এবং সমুদ্রের পানিও নিঃশেষ হইয়া যাইবে অথচ, আল্লাহর কালেমাসমূহ যেমন ছিল তেমনি থাকিবে উহা হইবে একটু কম হইবে না। কারণ এমন কে আছে যে আল্লাহ যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝিতে পারে এবং এমন কে আছে যে তাহার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে পারে? অতএব আমাদের প্রতিপালক ঠিক তেমনই যেমন তিনি নিজেই নিজে সম্পর্কে বলেন। আমরা বলি তিনি উহার উর্ধ্বে। মনে রাখিবে, পৃথিবীর সকল নিয়ামতসমূহ আখিরাতের নিয়ামতের তুলনায় ঠিক তদ্রূপ যেমন সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় একটি সরিষার বীজ।

(١١٠) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۟

১১০. বল, আমি তো তোমাদিগের মত একজন মানুষই আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।

তাফসীর ঃ আল্লামা তবরানী (র) হিশাম ইবনে আম্মার (র)-এর সূত্রে.... হযরত মু'আবীয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন তিনি বলেন, ইহা হইল সর্বশেষ আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, قُلْ আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলুন, যাহারা আপনার রিসালাতকে অস্বীকার করে اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। অতএব যেই ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সে যেন আমার নিকট প্রেরিত এই মহাগ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ পেশ করে। আমি তো গায়েবের সংবাদ জানি না। তোমরা আসহাবে কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছ, যদি আল্লাহ তা'আলা অহী যোগে ঐ সকল বাস্তব ঘটনাসমূহ আমাকে না জানাইতেন তবে আমি উহা ঠিক ঠিকভাবে তোমাদিগকে কি করিয়া জানাইলাম। যিনি তোমাদিগকে এই সংবাদ দান করিয়াছেন اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ তিনিই তোমাদের ইলাহ। তাঁহারই ইবাদতের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তিনি একমাত্র ইলাহ তাহার কোন শরীক নাই। فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ অতএব যেই ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাতের ও তাঁহার পক্ষ হইতে সৎকর্মের বিনিময় লাভের আশা রাখে, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا সে যেন আল্লাহর প্রেরিত শরীয়ত-সম্মত সৎকর্ম করে। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا আর সে যেন তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। আল্লাহর নিকট ইবাদত ও সৎকর্ম গৃহিত হইবার জন্য এই দুইটি বিষয় হইল ইবাদতের অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ যে কোন সৎ কর্ম হউক না কেন উহা শরীয়ত মুতাবিক হইতে হইবে এবং কেবল মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল হে আল্লাহর 'রাসূল! (সা) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি অনেক সৎকর্ম করিয়া থাকি কিন্তু অন্য লোকও আমার এই সৎকর্মসমূহ দেখুন ইহাও আমার ভাল লাগে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহার হুকুম কি? তিনি তখন কোন উত্তর করিলেন না। অবশেষে অবতীর্ণ হইল, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا হাদীসটি মুরসাল। মুজাহিদ (র) এবং আরো কেহ কেহ হাদীসটি অনুরূপ মুরসাল বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাস (র) বলেন,....শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি যেই প্রশ্ন আপনার নিকট করিতেছি আপনি উহার উত্তর দিন। আচ্ছা, বলুন তো, এক ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত, সাওম, সদকা, হজ্জ সম্পাদন করে এবং তাহার প্রশংসা করা হউক উহাও সে পছন্দ করে? হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বলেন, তাহার সকল আমল ব্যর্থ হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীক হইতে মুক্ত যদি কেহ আমার অন্য কাহাকেও শরীক স্থির করে তবে তাহার সকল ইবাদত বন্দেগী যেন তাহারই জন্য করে। উহা তো আমার কোন প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর.... আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আমরা পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিতাম এবং তাঁহার কাছে রাত যাপন করিতাম। তাহার কোন প্রয়োজন হইলে তিনি সেই কাজে প্রেরণ করিতেন। এই ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক হইত। একবার আমরা রাত্রে পরস্পর কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর নিকট তওবা করিয়াছি, আমরা দজ্জালের আলোচনা করিতেছিলাম। এবং উহার কারণে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত। তিনি বলিলেন উহা অপেক্ষা অধিক বিভীষিকাপূর্ণ বিষয়ের কথা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? আমরা বলিলাম জী হাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, উহা হইল শিরকে খফী (গোপন শিরক) অর্থাৎ অন্য লোককে দেখাইবার জন্য কাহারও সালাত পড়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নযর (র)....ইবনে গানাম হইতে বর্ণিত যে একবার আমিও আবূদ-দারদা ছাবিয়ার মসজিদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে হযরত উবাদহ ইবনে সামেতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তাহার বাম হাতে আমার ডান হাত এবং তাহার ডান হাতে আবূ দরদার বাম হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আমরা পরস্পর কথা বলিতে লাগিলাম। এমন সময় উবাইদাহ ইবনে সামেত (র) বলিলেন তোমাদের মধ্যের একজন কিংবা উভয়ই যদি দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে তবে কুরআনের কারীদের মধ্য হইতে সম্ভবত এমন লোক দেখিতে পাইবে যে উহার হালালকে হালাল মনে করিয়াছে এবং হারামকে হারাম মনে করিয়াছে এবং যে উহার প্রত্যেকটি হুকুমকে সঠিক ও সংগত স্থানে রাখিয়াছে তোমাদের সমাজে তাহার মর্যাদা একটি মৃত গাধার মাথা অপেক্ষা অধিক হইবে না। ইবনে গানাম (র) বলেন, এই আলোচনা করিতেছিলাম এমন সময় সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) ও আওফ ইবনে মালেক (র) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের নিকট বসিলেন। সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) বলিলেন, হে লোক সকল! যে বিষয়টি আমি তোমাদের পক্ষে সর্বপেক্ষা

ভয়াবহ মনে করিতাম যাহা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ الشِّرْكِ অর্থাৎ "গোপন কু-কামনাও শিরক" তখন হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত ও আবূদদরদা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) কি আমাদিগকে ইহা বলিয়া যান নাই যে আরব দ্বীপমালায় শয়তান তাহার ইবাদত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে গোপন কু-কামনা তো হইল নারীর কামনা বাসনা। ইহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু যেই শিরক হইতে তুমি আমাদিগকে ভীতি প্রদান করিতেছ, হে শাদ্দাদ উহা কি? তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং মানুষকে দেখাইবার জন্য সদকা খয়রাত করে তোমরা কি মনে কর যে সে শিরক করে? তখন তাহারা বলিলেন, হাঁ, যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং মানুষকে দেখাইবার জন্যই সদকা খয়রাত করে সে অবশ্যই শিরক করে। তখন সাদ্দাদ (র) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি مَنْ صَلَّى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে সে শিরক করে। যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সাওম রাখে সে শিরক করে এবং যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য দান খয়রাত করে সেও শিরক করে। আওফ ইবনে মালেক (র) বলিলেন, ইহা কি হইতে পারে না যে, যেই আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হইয়াছে উহা আল্লাহ কবূল করিবেন এবং যাহা দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই বরং শিরক করা হইয়াছে উহা তিনি পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। তখন শাদ্দাদ বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি

اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَنَا خَيْرُ قَسِيْمٍ لِمَنْ اَشْرَكَ بِىْ مَنْ اَشْرَكَ بِىْ شَيْئًا فَاِنَّ عَمَلَهُ قَلِيْلَهُ وَكَثِيْرَهُ الشَّرِيْكَةِ الَّذِىْ اَشْرَكَ بِهِ وَاَنَا عَنْهُ غَنِىٌّ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি উত্তম অংশীদার। যেই ব্যক্তি আমার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করে। তাহার কম বেশি সকল আমলই তাহার শরীকের জন্য। এবং তাহার আমল হইত আমি সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। তাহার আমলের আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যায়েদ ইবন হুবাব (র).... শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন ক্রন্দন করিতেছিলেন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি কথা বলিতে শুনিয়াছি উহাই আমাকে কাঁদাইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ আমার উম্মতের উপর

শিরক ও গোপন কু-কামনার ভয় করি। আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরক করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ শিরক করিবে, তবে তাহারা সূর্য চন্দ্র প্রস্তর ও মূর্তি পূজা করিবে না বরং তাহারা অন্য লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমল করিবে। আর গোপন কু-কামনা হইল যেমন, কেহ রোযা রাখিল কিন্তু হঠাৎ কোন কু-কামনা উত্তেজিত হইল অমনি সাওম ভাঙ্গিয়া দিল।" ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হাসান ইবন যাওয়ান ও উবাদা ইবনে নুছাই হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উবাদাহ নামক রাবীব মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে এবং তিনি সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে শুনিয়াছেন কি-না সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী ইবন জা'ফর আল আহমর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন, আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীক যেই ব্যক্তি আমার সহিত তাহাকেও শরীক করিবে, আমি আমার অংশও তাহাকেই দান করিব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (রা)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا بَرِىْءٌ مِّنْهُ وَهُوَ لِلَّذِىْ اَشْرَكَ

আমি সকল শরীকদের মধ্যে হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীক, যে কেহ তাহার আমলের মধ্যে আমার সহিত অন্যকে শরীক করে সেই আমল হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং উহার সম্পূর্ণটাই অপর শরীকের জন্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস (র)....মাহমুদ ইবন লবীদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ। যে বিষয়টিকে আমি তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করি উহা হইল ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন। ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, اَلرِّيَاءُ। লোক দেখাইবার জন্য ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের বিনিময় দান করিবেন তখন এই রিয়াকারীদিগকে বলিবেন, দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা আমল করিতে তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদের নিকট কোন বিনিময় পাও কিনা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র)....হযরত আবূ সায়ীদ ইবনে ফুযালা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি; আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে কিয়ামত দিবসে

একত্রিত করিবেন সেই দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে যেই ব্যক্তি আল্লার উদ্দেশ্যে কোন কৃত আমলে অন্যকে শরীক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় অন্যের নিকট প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা শিরক হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বে-নিয়ায। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র) মুহাম্মদ বরসাখী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহমদ ইবন আব্দুল মালেক (র)....হযরত আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللّٰهُ بِهِ। যে ব্যক্তি অন্যকে শুনাইবার জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শাস্তি দিবেন সকলকে শুনাইয়া। আর যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শাস্তিও দিবেন সকলকে দেখাইয়া। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মু'আবীয়া (র).... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্য কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূককে শুনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন বেং তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করিবেন।" তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-এর অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (রা) বলেন, আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের আমলসমূহ একটি সিল মহরকৃত কিতাবে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হইবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, এই আমল নিক্ষেপ কর এবং এই আমল কবূল কর। ফিরিশ্তাগণ বলিবেন হে আমাদের প্রতিপালক। ইহার মধ্যে ভাল আমল ছাড়া তো কোন খারাপ আমল দেখি না। তখন আল্লাহ বলিবেন তাহার এই আমল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় নাই এবং আমি তো কেবল সেই আমল গ্রহণ করি যাহা দ্বারা কেবল আমার সন্তুষ্টি ইচ্ছা করা হয়। হারেস ইবনে গসসান বলেন, তাহার নিকট হইতে হাদীসটি একদল উলামা রেওয়াতে করিয়াছেন। হারেস ইবন গসসান (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

ওহ্ব (রা) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে ইযায (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েস খুযায়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য দন্ডায়মান হয় সে আল্লাহর ক্রোধে লিপ্ত থাকে যাবৎ না সে বসিয়া না পড়ে।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের সম্মুখে তো উত্তমরূপে সালাত পড়ে কিন্তু নির্জনে অমনোযোগী হইয়া তাড়াতাড়ি পড়ে। তাহার এই আচরণ আল্লাহর সহিত লাঞ্ছনামূলক আচরণ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ আমির ইসমাঈল ইবন সাকূনী (র)....ইবনে আমর ইবনে কয়েস কিন্দী, হইতে বর্ণিত তিনি হযরত মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে এই আয়াত فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ পাঠ করিবার পর বলিতে শুনিলেন, ইহা হইল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। কিন্তু এই রেওয়ায়েত মনে করা বড় কঠিন। কারণ আয়াতটি সূরা কাহাফ এর শেষ আয়াত। অথচ, সূরা কাহাফ সম্পূর্ণটাই মক্কায় অবতীর্ণ। কিন্তু সম্ভবত হযরত মু'আবিয়া (রা) এমন বক্তব্য পেশ করিয়াছেন যাহার উদ্দেশ্য হইল যে, এই আয়াতটি এমন একটি আয়াত যাহা পরবর্তী অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসুখ হয় নাই। অতএব আয়াতটি মুহকাম। কিন্তু কোন রাবী তার বক্তব্যের ভুল অর্থ বুঝিয়া, যেমন বুঝিয়াছেন তেমন রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবন হাসান ইবনে শকীক (র).... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি রাত্রিকালে فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ পড়িবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এত বড় নূর দান করিবেন যাহা আদন হইতে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত করিতে পারে। হাদীসটি বড়ই গরীব।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ)— ৫,২৫০